উপনিষদের উপদেশ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীকোকিলেশ্বর।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্-
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।

উপনিষদের উপদেশ।

(কঠ ও মুণ্ডক)

বিস্তৃত-ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ
এবং অবতরণিকায় অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের
বিস্তৃত আলোচনা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব
ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদক এবং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক
শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য-
বিদ্যারত্ন, এম-এ,-প্রণীত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কলিকাতা
কালিকা-যন্ত্রে মুদ্রিত
১৯০৮।

কলিকাতা
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ২৲ মাত্র।

---

২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী"
হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ-পত্রম্।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিমার্জ্জিতাভ্যন্তর-'পুণ্যশ্লোক'-

শ্রীশ্রীমদ্রাজ-মহিমারঞ্জন-রায়চৌধুরি-

বাহাদুরমহোদয়-করকমলেভ্যঃ,—

হে ভূমিপাল ! পরিহায় ভবন্তমেকং
নিষ্ণাতমৌপনিষদেষু সরঃসু গাঢ়ম্।
ভূভারতে শ্রুতিনিবদ্ধ-মহোপদেশা-
ভূপেষু কেষু চরিতার্থতয়া প্রণীতাঃ ? ॥ ১ ॥

শ্রুত্যুক্ত-মন্ত্রনিবহেষু মনুষ্য-কণ্ঠৈ-
রুচ্চারিতেষু চ ঝটিত্যববোধপূর্ব্বম্।—
কো নাম সম্প্রতি ভবে নু ভবদ্বিধোঽন্যঃ
পূর্য্যাদনন্যগরসেন মনো হি যস্য ? ॥ ২ ॥

ত্বত্তো নিপীয় পরমাত্মকথামৃতানি
শান্তান্তরাঃ কতি নরা নিতরাং কৃতার্থাঃ !
সম্পর্কমেত্য হি মৃগাঙ্ক-করেণ রাত্রৌ
কিং নো ভবন্তি গলিতা ননু চন্দ্রকান্তাঃ ? ॥ ৩ ॥

আসাদ্য সান্দ্রতিমিরাবৃতমন্তকাল-
মালোক-পাত-পরিহীন মনন্তখেদম্।
সন্ত্যক্ততত্ত্বকথমত্র ভবায় ভূয়-
স্ত্বামেব ভীত-চকিতেন হৃদা স্মরামঃ ! ॥ ৪ ॥

অদ্বৈতবাদমুকুরঃ কিল শঙ্করস্য
গাঢ়ং কুতর্ক-রজসা বহুলাবকীর্ণঃ।
তস্যৈব ভাষ্যমবলম্ব্য ময়া কৃতোঽস্মিন্
কামং মলাপনয়নেঽস্ত মহান্ প্রযত্নঃ ॥ ৫ ॥

পরিচিন্তিত মত্র 'তৎ' পদং
গ্রথিতা ব্রহ্মকথা পুরাতনী।
ইদমস্ত করে সমর্পিতং
ভবতঃ, সাদরমাত্মতুষ্টয়ে ॥ ৬ ॥

অনুগতেন
গ্রন্থকারেণ।

সূচীপত্র।

অবতরণিকা।

শঙ্কর-মতের বিস্তৃত আলোচনা।

১। নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম।

প্রথম অধ্যায়। (কঠ)

দ্বিতীয় অধ্যায়। (মুণ্ডক)।

পরিচ্ছেদ।

অবতরণিকা ।

অবতরণিকা।

১। ভারতবর্ষের উপনিষদ্ গ্রন্থসমূহ ব্রহ্মবিদ্যার আকর স্বরূপ। ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল কথাই, এই উপনিষদে অতি নিপুণতার সহিত আলোচিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মের সারতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম ও জগৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সকল কথাই উপনিষদ্‌গ্রন্থে অতিশয় মধুর প্রণালীতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই সুমধুর ধর্ম্ম-কথার গ্রন্থ, প্রাচীন-সংস্কৃত-ভাষায় নিবদ্ধ বলিয়া, সাধারণ পাঠকের সম্মুখে এই রত্ন-ভাণ্ডার এতদিন উন্মুক্ত হইতে পারে নাই। বঙ্গীয় পাঠকবর্গের এই গুরুতর অভাব দূর করিবার উদ্দেশে, শ্রম-সাপেক্ষ হইলেও, আমরা এই উপনিষদ্-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য অতীব দক্ষতার সহিত উপনিষদ্‌গ্রন্থাবলীর বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি সমুদয় প্রামাণিক ও প্রাচীন

গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্যাদি।

উপনিষদগুলিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই অলৌকিক প্রতিভাশালী মহাপুরুষ, সুপ্রসিদ্ধ বেদান্ত-দর্শনে এই উপনিষদ-গুলির মতের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া, জগতে নিজের অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন এবং সাংসারিক জীব-বর্গের অনন্ত কল্যাণের পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। ভারতে প্রখ্যাত 'অদ্বৈত-বাদের' তিনিই একরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং তিনি এই অদ্বৈত-মতেই সমুদয় গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরাও এই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনু-সরণ করিয়া, তাঁহার মত ও কথা বঙ্গভাষায় বিবৃত করিতে উদ্যত হইয়াছি।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, তৎপ্রণীত শারীরক-ভাষ্যে* সমুদয় উপনিষদগ্রন্থের বিপ্রকীর্ণ ও আপাততঃ বিরোধিরূপে প্রতীয়মান মতগুলির পরস্পর সমন্বয়সাধন করিয়া, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মানবের নিকটে, ব্রহ্মবিদ্যার দ্বার সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই অদ্বৈতবাদাত্মক ব্যাখ্যাই ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং তাঁহার ব্যাখ্যাই সর্ব্বত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট অদ্বৈত-বাদের যথার্থ মর্ম্ম সকলে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে "উপনিষদের উপদেশ" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শঙ্কর-ভাষ্যের প্রকৃত ব্যাখ্যার সহিত ছান্দোগ্য

* বেদান্তদর্শনের ভাষ্য।

ও বৃহদারণ্যক নামক সুবৃহৎ উপনিষদদ্বয় প্রকাশ করিয়াছি। সেই গ্রন্থে সংক্ষেপে শ্রীমচ্ছঙ্করের অদ্বৈত-বাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতেও চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থখানি বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার প্রাচীন অধ্যাপক পণ্ডিতমণ্ডলী ও নবশিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক আদরের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া, আমরা তাঁহাদের সেই সহানুভূতিলাভে সমধিক উৎসাহিত হইয়া, "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের দ্বিতীয়-খণ্ড প্রকাশ করিতেছি। এই খণ্ডে কঠ এবং মুণ্ডক নামক উপনিষদদ্বয় গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করভাষ্যের সম্পূর্ণ অনুবাদের সহিত এই উপনিষদ্ দুইখানি এই গ্রন্থে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষদ্ দুইখানির কোন অংশ বা ভাষ্যেরও কোন স্থল পরিত্যক্ত হয় নাই। *

আমরা এই গ্রন্থে একটী 'অবতরণিকা' দিতেছি। এই উপনিষদ্ দুইখানির উপদিষ্ট বিষয় অবলম্বন করিয়া, এই অবতরণিকায়, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের একটু বিস্তৃত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। প্রধানতঃ শঙ্করাচার্য্যের নিজের উক্তি উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া আমরা তাঁহার অদ্বৈত-বাদের মর্ম্ম প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আমরা অনেক

* বর্ত্তমানকালে বৈদিক যজ্ঞ প্রচলিত নাই বলিয়া, 'প্রথম-খণ্ডে' যজ্ঞাত্মক অংশগুলি মূলগ্রন্থে না দিয়া, অবতরণিকায় সেগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমানখণ্ডে সেরূপ করিবার আবশ্যক হয় নাই।

স্থলে শঙ্কর-ভাষ্যের অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়া, তাঁহার প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক টীকাকারগণের উক্তিরও উল্লেখ করিব। এরূপ করিবার বিশেষ কারণ আছে। কেহ কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, শঙ্কর-ভাষ্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য আমরা নিজে যেরূপ বুঝিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে ভাষ্যের সেরূপ অর্থ বা তাৎপর্য্য নহে। এই আশঙ্কায় আমরা টীকাকারগণের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি। টীকাকারগণ—বিশেষতঃ শঙ্করের সম-সাময়িক টীকাকারগণ ও তাঁহার মতের নিতান্ত অনুগত শিষ্য-সম্প্রদায়—শঙ্করকে কি ভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শন করিলে, ভাষ্যের অর্থ যে আমাদের মনঃকল্পিত এ কথা সাহস করিয়া কেহই বলিতে পারিবেন না।* কিন্তু টীকাকারগণের মধ্যেও, আমরা নিতান্ত প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক টীকাকার ব্যতীত অন্যের সাহায্য লই নাই। এস্থলে এক শ্রেণীর পাঠক-বর্গের প্রতি আমাদের একটী বিনীত অনুরোধ আছে। আমাদের সিদ্ধান্তগুলি পড়িবার অগ্রে,

* টীকাকারগণ সকলেই আজীবন সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ও সাধক ছিলেন। ইঁহাদের জ্ঞানও আমাদের অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম ছিল। আমরা নানাকার্য্যে ব্যস্ত এবং সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নহে। এই কারণেও আমাদের মনে হয় যে, আমরা শঙ্কর-ভাষ্য ও শ্রুতির তাৎপর্য্য যেরূপ বুঝিব, টীকাকারগণ তদপেক্ষা অনেক ভাল বুঝিবেন। এই জন্যও আমরা ভাষ্য বুঝিতে টীকাকারগণের সাহায্য লওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছি।

তাঁহাদের চিত্ত হইতে শঙ্কর-সম্বন্ধে পূর্ব্ব-সঞ্চিত সংস্কারগুলি মুছিয়া ফেলিয়া, নিরপেক্ষ-ভাবে এই অবতরণিকা পাঠ করিতে আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি।

পরিশেষে, মূলগ্রন্থ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। শঙ্কর-ভাষ্য সহজ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই, আমাদের এই গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য। যে সকল অংশ ভাষ্যে 'অস্ফুট-ভাব' আছে, সেই স্থলগুলি বিস্তার করিয়া লইয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে এরূপ করা গিয়াছে যে, ভাষ্যের কোন অংশে হয় ত শঙ্করাচার্য্য বিশেষ কিছুই বলেন নাই, কিন্তু তিনি অন্যস্থলে ঠিক্ সেই বিষয় সম্বন্ধেই অনেক কথা বলিয়াছেন। আমরা সেই কথাগুলি লইয়া আসিয়া, এই স্থলেই অবিকল গ্রথিত করিয়া দিয়াছি। অবশেষে আমরা একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কার্য্য এদেশে এরূপ প্রণালীতে সম্পূর্ণ নূতন এবং ইহা বড়ই গুরুতর কার্য্য। এ কার্য্যে আমাদের ভ্রমপ্রমাদ হওয়া বিচিত্র নহে। আমরা বিনীত-ভাবে, যাঁহারা ভারতের লুপ্তরত্ন উদ্ধারে আন্তরিক যত্নশীল, তাঁহাদের নিকটে সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

নিগুর্ণব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়।

২। এখন আমরা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত বাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা শঙ্করভাষ্যে নিগুর্ণ এবং সগুণব্রহ্মের উল্লেখ দেখিতে

নির্গুণব্রহ্ম—পূর্ণ ও অনন্ত স্বরূপ।

পাই। শঙ্করের এই নির্গুণ-ব্রহ্মের স্বরূপ কি? অনেকে এই নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহাকে 'শূন্যে' পর্য্যবসিত করিয়া তুলিয়াছেন। ফলতঃ শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম শূন্যও নহেন, জ্ঞানবর্জ্জিতও নহেন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে * "সর্ব্বশূন্যবাদের" বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিয়া, শূন্যবাদের খণ্ডন করিয়াছেন এবং "স্থির, নিত্য আত্মার" সত্তা স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "উপদেশ-সাহস্রী" নামক বৈদান্তিক গ্রন্থেও † এই শূন্যবাদের বিস্তারিত খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে শূন্যবাদের খণ্ডন করিয়া, আত্ম-চৈতন্যকে সত্য, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে নির্গুণ ব্রহ্ম শূন্য-স্বরূপ নহেন। তবে শঙ্কর-মতে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার? বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে তিনি, নিরুপাধিক নির্গুণ-ব্রহ্মকে "পূর্ণ-স্বরূপ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ‡। শঙ্কর-প্রণীত "বিবেক-চূড়ামণি" নামক প্রামাণিক গ্রন্থের নানা স্থানে নির্গুণ-ব্রহ্মকে "পূর্ণ" ও "অনন্ত"

* বেদান্তদর্শনের ২।২।২০—২৭ সূত্রের ভাষ্য দেখ।

† এই গ্রন্থের ১৬ প্রকরণের ১৫ ও ১৬ শ্লোক এবং ৩০—৪০ শ্লোক দেখ।

‡ "ন বয়মুপহিতেন রূপেণ পূর্ণতাং বদামঃ, কিন্তু কেবলেন স্বরূপেণ"৭।১—৪।১

বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে *। শঙ্কর-দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ রত্নপ্রভাটীকাকার ১।১।২৪ সূত্র-ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"পুরুষ এই জগৎ-প্রপঞ্চের অতীত, তিনি পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ †"। তিনি আরও বলিয়াছেন যে,—"জগতের অতীত ব্রহ্মের অনন্ত স্বরূপ রহিয়াছে ‡"। অতএব এই সকল উক্তি দ্বারা, নির্গুণ-ব্রহ্ম যে 'পূর্ণ' ও 'অনন্ত' স্বরূপ, তাহাই পাওয়া যাইতেছে। তবেই আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্করমতে নির্গুণব্রহ্ম শূন্য পদার্থ নহেন ; কিন্তু শঙ্করের নির্গুণব্রহ্ম—পূর্ণ ও অনন্ত স্বরূপ।

১। নির্গুণব্রহ্ম নিত্যজ্ঞান স্বরূপ।

ক। এখন আমরা আর একটী গুরুতর বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য-শক্তিস্বরূপ বলিয়াছেন কি না? অনেকেরই ধারণা আছে যে, 'নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে জ্ঞান ও শক্তির কোনই স্থান নাই'। আমরা শঙ্করের নিজের কথাদ্বারাই এ বিষয়ের মীমাংসায় অগ্রসর হইব।

উপনিষদের সর্ব্বত্রই আত্ম-চৈতন্য বা ব্রহ্ম-চৈতন্যকে

* "পরিপূর্ণমনাদ্যন্তমপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্"—৪৬৬ শ্লোক। "প্রত্যগেকরসংপূর্ণমনন্তং সর্ব্বতোমুখম্"—৪৬৮।

† পুরুষস্তু পূর্ণব্রহ্মরূপঃ, অতঃ প্রপঞ্চাৎ জ্যায়ান্।"

‡ "কল্পিতাৎ জগতো ব্রহ্মস্বরূপমনন্তমস্তি"। (জগৎকে কেন 'কল্পিত' বলা হইয়াছে, পরেতাহা দেখা যাইবে)।

"স্বপ্রকাশ" বলিয়া, "প্রজ্ঞান-ঘন" বলিয়া, উল্লেখ করা হইয়াছে। 'প্রকাশ' শব্দ দ্বারা জ্ঞানকেই অভিহিত করা হয়। সুতরাং সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-পদার্থকে জ্ঞান স্বরূপ বলা হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদে—"তৎ শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"—ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ ; জগতে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থগুলি যে অন্যান্য পদার্থকে প্রকাশিত করিতে পারে, তাহা ব্রহ্মেরই জ্যোতি বা প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকে। ব্রহ্মই অন্যকে প্রকাশিত করেন, ব্রহ্মকে কেহই প্রকাশিত করিতে পারে না" *। ব্রহ্ম-চৈতন্যই সমস্ত জগতের অবভাসক (প্রকাশক) বলিয়াই, তাঁহাকে জ্যোতিঃ স্বরূপ ও প্রকাশ স্বরূপ বলা হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যে এই জন্যই বলা হইয়াছে যে,"যখন অজ্ঞানতা বিদূরিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়,তখন আত্মার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে,—এই জ্যোতিঃই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ" †। উপদেশ সাহস্রী গ্রন্থে টীকাকার স্পষ্টই

ব্রহ্ম—প্রকাশ-স্বরূপ ও জ্যোতিঃ-স্বরূপ।

* "জ্যোতিষাং সর্ব্বপ্রকাশাত্মনাং অগ্ন্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিরবভাসকম্।... তদ্ধি পরং জ্যোতিরন্যানবভাস্যম্" (২।২।৯)। বেদান্ত দর্শনের ১।১।২৪ এবং ১।৩।২২ সূত্রে ব্রহ্ম যে জ্যোতিস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

† "এষ সম্প্রসাদঃ ... পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে ... এষ আত্মা" ইত্যাদি (৮।৩।৪)। বেদান্তদর্শনের (১।৩।১৯) ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, দেহাদি জড় বস্তুতে আত্মবোধ বা অহং-বোধ স্থাপনই অজ্ঞানতা, বা অবিবেক। জ্ঞানোদয়ে এই অবিবেক দূর হয়। শঙ্কর এই কথা বলিয়া দিয়া (১।৩।৪০) সূত্রে

বলিয়া দিয়াছেন যে, "শ্রুতিতে আত্মাকে 'জ্যোতি' শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা আত্মা যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ তাহাই বুঝা যায়" *। শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়া দিয়াছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। ইহার ভাষ্যেও শঙ্কর ব্রহ্মকে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মকে অনেক স্থলে "নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র" বলা হইয়াছে। এজ্ঞানে কোন বিশেষত্ব বা বিকার নাই; ইহা পূর্ণ ও অনন্ত। অতএব আমরা এই সকল অংশ হইতে ব্রহ্ম যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা পাইতেছি। শ্রুতির আর একটী তত্ত্ব দেখিলেও একথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। শ্রুতিতে জীবের সুষুপ্তির অবস্থাকে ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তির অবস্থার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সুষুপ্তিতে সকল বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানই এক সাধারণ জ্ঞান রূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এই জন্যই মাণ্ডুক্যোপনিষদে সেই অবস্থাকে 'প্রজ্ঞান ঘন' বলা হইয়াছে। তখন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি সকলেই কেবল জ্ঞানাকারে অবস্থান করে। ইহা প্রায় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তির অবস্থা। এ অবস্থায় কেবল প্রাণশক্তি দেহে জাগরিত থাকে। আত্ম-চৈতন্য এই প্রাণশক্তি হইতেও স্বতন্ত্র বলিয়া, সুষুপ্তি-অবস্থারও

বলিতেছেন যে, অবিবেক দূর হইলেই আত্মার প্রকৃত জ্যোতি বা জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ।

* "জ্ঞানমাত্মনঃ স্বরূপং—'তদ্দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ', 'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ'—ইত্যাদি শ্রুতেঃ, অতঃ নিত্যমেব" (১৮।৬৬)।

অতীত একটী 'তুরীয়' অবস্থা আছে। তুরীয়-অবস্থাতেও আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে *। সুতরাং শঙ্কর-মতে নির্গুণব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইতেছেন।

শব্দ-স্পর্শাদি-বিজ্ঞানগুলি—আত্মার 'জ্ঞেয়'।

তৈত্তিরীয়-উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—"জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ, উহা তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে; অতএব উহা নিত্য। শব্দস্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি নিত্য নহে, উহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মের জ্ঞান সেরূপ নহে; উহা নিত্য ও অনন্ত" †। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, এক অখণ্ড নিত্য-জ্ঞানই জড়ীয় ক্রিয়া বা বিকারগুলির সংসর্গে, খণ্ড খণ্ড বিবিধ বিজ্ঞানরূপে ‡ জগতে দেখা দিতেছে। শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি আত্মার 'জ্ঞেয়', সুতরাং আত্মা নিত্যজ্ঞান স্বরূপ §।

---

* "তুরীয়ে নিত্যে বিজ্ঞপ্তিমাত্রে পরিপূর্ণে"—মাণ্ডুক্য-ভাষ্য, আনন্দগিরি, ৪ মন্ত্র।

† "আত্মনঃ স্বরূপং জ্ঞপ্তির্ন ততো ব্যতিরিচ্যতে, অতো নিত্যৈব। প্রাপ্তমন্তবত্ত্বং লৌকিকস্য জ্ঞানস্য অন্তবত্ত্বদর্শনাৎ, অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং সহানন্তমিতি" (২।১)।

‡ শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, সুখজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ লৌকিক জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' শব্দ দ্বারা শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

§ "নহি জ্ঞানেঽসতি জ্ঞেয়ং নাম ভবতি। ব্যভিচারিতু জ্ঞানং জ্ঞেয়ং ব্যভিচরতি কদাচিদপি" (শঙ্কর-ভাষ্য, প্রশ্নোপনিষদ, ৬।৩)। আনন্দগিরি এ কথাটা এইরূপে বুঝাইয়াছেন—"ঘটজ্ঞানকালে পটাভাবসম্ভবাৎ বিষয়াণাং জ্ঞানব্যভিচারিত্বং, জ্ঞানস্যতু বিষয়-বিজ্ঞানকালেঽবশ্যম্ভাবনিয়মাৎ অব্যভিচারিত্বম্। জ্ঞানস্য বিষয়-বিশিষ্টরূপেণৈব ব্যভিচারঃ"।

কঠোপনিষদে শঙ্কর বলিয়াছেন—“চেতন জীব সকলের জ্ঞান ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতেই প্রাপ্ত”। এই স্থলে এইরূপ সিদ্ধান্তও দৃষ্ট হয়,—“নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্ম-চৈতন্য রহিয়াছেন বলিয়াই, মনুষ্য রূপ-রসাদির বোধ পাইয়া থাকে। শব্দস্পর্শ-রূপরসাদি সকলেই ‘জ্ঞেয়’ পদার্থ, উহারা কেহই ‘জ্ঞাতা’ হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে শব্দ-স্পর্শাদি পরস্পর পরস্পরকে জানিতে সমর্থ হইত। সুতরাং ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র একজন জ্ঞাতা আছেন। সে জ্ঞাতা—আত্মচৈতন্য। নিত্যজ্ঞান-স্বরূপ আত্ম-চৈতন্য দ্বারাই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদিকে জানা যায়” *। এই উপলক্ষে কেনোপনিষদে শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহাও উল্লেখ-যোগ্য। সে স্থলে শঙ্কর বলিতেছেন যে, “সুখদুঃখাদি যাবতীয় বিজ্ঞানের দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে আত্মাকে জানা যায়। বুদ্ধির যত কিছু প্রত্যয় বা বিজ্ঞান অনুভূত হয়, আত্ম-চৈতন্য সেই সকল বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, সেই সকল বিকারি-বিজ্ঞানের অন্তরালবর্ত্তী হইয়া, নিত্য অবিকৃত জ্ঞান-স্বরূপে অবস্থিত

* “আত্মচৈতন্যনিমিত্তমেব চ চেতয়িতৃত্বমন্যেষাম্ ... ... তস্মাৎ দেহাদিলক্ষণান্ রূপাদীন্ এতেনৈব দেহাদি-ব্যতিরিক্তেন বিজ্ঞানস্বভাবেন ... আত্মনা বিজ্ঞেয়ম্”। (২।১।৩)। এই জন্যই বৃহদারণ্যকে “নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতা” এবং “ন বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ”—এইসকল স্থলে নির্বিকার আত্মচৈতন্যকে ‘বিজ্ঞাতা’ বলা হইয়াছে। নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্ম-চৈতন্যই—বুদ্ধির বিবিধ বিকারি বিজ্ঞানগুলির ‘বিজ্ঞাতা’। বুদ্ধির বৃত্তিগুলি অনিত্য, বিকারী। আত্মচৈতন্য নিত্য, অবিক্রয়। “বুদ্ধি-বৃত্তিরূপায়া বিজ্ঞাতেরনিত্যায়া বিজ্ঞাতারং নিত্যবিজ্ঞপ্তিরূপেণ জ্ঞাতারম্”—রামতীর্থ।

থাকেন" *। বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্ম-চৈতন্য না থাকিলে, অন্তঃকরণে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানগুলি প্রাদুর্ভূত হইতে পারিত না। অন্তঃকরণ জড় ও পরিণামী। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদির জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সংসর্গে, নিত্য অখণ্ড জ্ঞানই, বিবিধ বিজ্ঞান-রূপে দেখা দেয় †। নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্ম-চৈতন্য আছেন বলিয়াই, বুদ্ধির বিবিধ বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়; নতুবা কেবল ক্রিয়াত্মক জড় বুদ্ধিতে,'জ্ঞান' আসিবে কিপ্রকারে? ‡। অতএব এই সিদ্ধান্ত দ্বারাও নির্গুণ ব্রহ্ম-চৈতন্য যে নিত্যজ্ঞান স্বরূপ,

* "সর্ব্ববোধান্ প্রতি বুধ্যতে সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শী চিচ্ছক্তিস্বরূপমাত্রঃ প্রত্যয়ৈরেব প্রত্যয়েষু অবিশিষ্টতয়া লক্ষ্যতে, নান্যদ্বারা" (২।১২)। এই জন্যই আমরা শব্দস্পর্শাদি বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই, অখণ্ড ব্রহ্ম-জ্ঞানেরও আভাস পাইয়া থাকি। আনন্দগিরির কথাও শুনুন—"নীলপীতাদ্যাকারাণাং জড়ানাং যচ্চৈতন্যব্যাপ্তত্বেন অজড়বদবভাসঃ তং সাক্ষিণমুপলক্ষ্য 'সোহমাত্মা ব্রহ্মেতি' যো বেদ অবিষয়তয়ৈব, স ব্রহ্ম-বিদুচ্যতে"।

† "অবিদ্যাধ্যারোপিত সর্ব্বপদার্থাকারৈ বিশিষ্টতয়া গৃহ্যমানত্বাৎ, নাত্মচৈতন্য-বিজ্ঞানং সর্ব্বৈরভ্যুপগম্যতে"—গীতা, শঙ্করভাষ্য, ১৮।৫০। "ন চ সাক্ষাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তীনাং জড়ানাং প্রকাশকত্বং সম্ভবতি, প্রকাশাত্মকবস্তুনি অধ্যাসাদেব তাসাং প্রকাশকত্বং......অতঃ তদ্ব্যতিরিক্তঃ কশ্চিৎ প্রকাশাত্মকঃ অস্তি"—ঐতরেয়ভাষ্য টীকা, ৫।১।২

‡ "আত্মনি (জ্ঞানে) ক্রিয়াকারকতায়াঃ স্বতোঽভাবঃ"—গীতাভাষ্য, ১৩।৩। অজ্ঞানভাবশতঃই আমরা জড়ীয় খণ্ড খণ্ড ক্রিয়াগুলির সহিত নিত্য জ্ঞানকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়াই, শব্দস্পর্শাদি খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞানগুলি অনুভব করিয়া থাকি।

"সম্যক্ বিচার্য্যমাণে ক্রিয়াবত্ত্বাদ্বুদ্ধের্নাববোধো নাস্তি।......বুদ্ধৌ প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যং তত্র চিৎপ্রকাশোদয় হেতুর্ভবতি"—উপদেশসাহস্রীটীকা,১৮ প্রকরণ। এই-রূপেই শব্দস্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি উদিত হইয়া থাকে।

তাহা আমরা পাইতেছি। এই উদ্দেশ্যেই প্রশ্নোপনিষদে শঙ্কর মীমাংসা করিয়াছেন যে,—"স্রোতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য যেমন এক হইয়াও বহু বলিয়া দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার জ্ঞান এক হইলেও, নানাবিধ নাম রূপভেদে,বহুরূপে জগতে প্রতিভাত হইতেছেন"*। ব্রহ্ম—জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই, ঐতরেয় উপনিষদে (৫।১।২),—'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন †।

খ। আমরা উপরে শঙ্করাচার্য্যের যে মীমাংসা দেখাইলাম, সেই উপলক্ষে, আমরা আরও একটী প্রয়োজনীয় তত্ত্ব পাইয়াছি। এই তত্ত্ব সম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলিয়া,

নিত্য জ্ঞান ও লৌকিক জ্ঞানের সম্বন্ধ-বিচার।

* "একমেব জ্ঞানং নামরূপাদ্যনেকোপাধিভেদাৎ, সবিত্রাদিজলাদিপ্রতিবিম্ববৎ, অনেকধা অবভাসতে" (৬।৮)।

† এই স্থলে টীকাকার জ্ঞানামৃতযতি যাহা বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তিনি বলেন—"আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা নানাবিধ বিজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া থাকি। প্রত্যেক উপলব্ধির একজন 'কর্ত্তা' ও একটী 'করণ' আছে। যিনি উপলব্ধি করেন, তিনিই উপলব্ধির কর্ত্তা, এবং যদ্দারা উপলব্ধি করা যায়, তাহাই উহার করণ। যাহা অনেকাত্মক এবং যাহা অন্যের প্রয়োজন সাধনার্থ পরস্পরে একই উদ্দেশ্যে একত্র সংহত বা মিলিত হইয়া কার্য্য করে, তাহাকেই 'করণ' বলা যায়। সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, মন প্রভৃতিই করণ। আর, এ গুলি হইতে স্বতন্ত্র আত্মাই—কর্ত্তা। শুদ্ধ, প্রকাশস্বরূপ এই উপলব্ধাকে (উপলব্ধির কর্ত্তাকে)—'প্রজ্ঞান' বলা যায়। এই প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মা—অন্তঃকরণের সাক্ষীরূপে অবস্থিত রহিয়া,—স্বতন্ত্র থাকিয়াই—বিষয়-বিজ্ঞান সমূহের বিজ্ঞাতা। জড় অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি (পরিণামগুলি)—এই স্বপ্রকাশ বিজ্ঞাতা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াই প্রকাশিত হয়; নতুবা এ গুলিকে জানা যাইত না।"

আমরা এ বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে,—এক অখণ্ড জ্ঞান, নিত্য অবস্থিত রহিয়াছে। এ জ্ঞানের পরিণাম নাই, বিকার নাই, অবস্থান্তর নাই, বিশেষত্ব নাই। ইহা নিয়ত একরূপ। তবে যে আমরা জগতে শব্দ-স্পর্শ-সুখ-দুঃখাদি বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানগুলি অনুভব করিতেছি, ইহার কারণ কি? কারণ এই যে,—জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সঙ্গে, ঐ সকল ক্রিয়ার অনুগত হইয়া, সেই অখণ্ড নিত্যজ্ঞানেরও বিশেষত্ব প্রতীত হইতেছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে, জ্ঞানের অবস্থান্তর নাই, উহার বিশেষত্ব নাই। কিন্তু তথাপি উহা জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সঙ্গে অনুগত থাকে বলিয়াই, উহারও অবস্থান্তর,—বিশেষত্ব—অনুভূত হয় *। জ্ঞান—প্রকাশ-স্বরূপ। উহা ক্রিয়ামাত্রকেই প্রকাশ করে। ক্রিয়াগুলি যে যে ভাবে উৎপন্ন হইবে, তাহার প্রকাশও ঠিক্ তদ্রূপই হইবে। সুতরাং ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি যে ভাবে উৎপন্ন হয়, উহাদের প্রকাশও তদনুরূপ হইয়া থাকে †। এই জন্যই, জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সহিত, তদনুগত জ্ঞানকেও

* অন্তঃকরণ-দেহেন্দ্রিয়োপাধিদ্বারৈণৈব (তদ্‌ব্রহ্ম) বিজ্ঞানাদিশব্দৈ র্নির্দ্দিশ্যতে, তদনুকারিত্বাৎ, ন স্বতঃ”—কেনোপনিষদ্‌ভাষ্য, ২।৯-১০। “জ্ঞেয়াবভাসকস্য জ্ঞানস্য আলোকবৎ জ্ঞেয়াভিব্যঞ্জকত্বম্”—শঙ্করভাষ্য, প্রশ্নোপনিষদ, ৬।৮।

† “প্রকাশস্বভাবেন যুগপৎ স্বাধ্যস্তসর্ব্বভাবভাসনমিতি, ন তস্মিন (জ্ঞানে) পরিণামশঙ্কা, ... নিরবয়বস্য বিশেষাসম্ভবাৎ”—উপদেশসাহস্রীটীকা, ১৮।১৫৮।

আমরা অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লই ; এবং অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়াতেই জ্ঞানেরও বিশেষ বিশেষ অবস্থান্তর—সুখদুঃখ-শব্দ-স্পর্শাদি বিবিধ বিজ্ঞান আমরা অনুভব করিয়া থাকি। ফলতঃ জ্ঞান ও জড়ীয়-ক্রিয়া,—ইহারা উভয়ে কেহই কাহারও 'কারণ' নহে। উহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ (Causal relation) নাই*। শঙ্কর বলেন, জড়ীয় ক্রিয়া জ্ঞানকে উৎপন্ন করিতে পারে না, কোন জ্ঞান ও

জ্ঞান ও জড়ীয়-ক্রিয়ার মধ্যে, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাই।

---

* যদি জ্ঞানে ও জড়ীয়-ক্রিয়ায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে একটী গুরুতর দোষ হয়। শক্তির ধ্বংস নাই (Conservation of Energy) এই মহাতত্ত্ব বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে। ইহা তদ্দারা স্থির হইয়াছে যে, জড়ীয় শক্তির রূপান্তর হয়, কিন্তু ধ্বংস নাই। বাহ্যবিষয় হইতে ক্রিয়া আসিয়া কর্ণকে উত্তেজিত করিল। সেই উত্তেজনা স্নায়ুযোগে মস্তিষ্কে উপনীত হইল। এইপর্য্যন্ত যে সকল ক্রিয়া হইল, সেগুলি জড়ীয় ক্রিয়া, এবং ইহারা পরস্পর কার্য্যকারণ সূত্রে বিধৃত। কিন্তু যখনই শব্দ-'জ্ঞান' উপস্থিত হইল, তখন কি হয়? 'জ্ঞান' ত জড় বা জড়ীয় ক্রিয়া নহে। উহার ত আকার নাই, অবয়ব নাই। সুতরাং যখন শব্দ-জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইল, তখন পূর্ব্বের জড়ীয় ক্রিয়ার (যে সকল ক্রিয়া মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত, কার্য্যকারণ সূত্রে গ্রথিত হইয়া আসিয়াছে) ধ্বংস হইয়াছে, বলিতে হয়। আবার যখন কোন দুঃখাদি জ্ঞান উদিত হইয়া, হস্তপ্রসারণাদি জড়ীয় ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়,—তখনও বলিতে হয় যে, বিনা কারণে—অসৎ হইতে—ঐ হস্ত প্রসারণ ক্রিয়া উৎপন্ন হইল ; কেননা দুঃখ-জ্ঞানটা ত জড় নহে বা উহার ত কোন অবয়ব নাই যে, উহা অপর এক জড়ীয় ক্রিয়া জন্মাইবে। অতএব জ্ঞান ও জড়ীয় ক্রিয়া,—কেহই কাহারও কারণ নহে। উহারা এক সময়ে দেখা দেয় এই মাত্র। আমরা এই যুক্তিটী Dr. Paulsenএর গ্রন্থ (Introduction to Philosophy) হইতে গ্রহণ করিলাম।

জড়ীয় ক্রিয়াকে উৎপন্ন করিতে পারে না। জড়ীয় ক্রিয়া ক্রিয়া মাত্র; জ্ঞানও জ্ঞানমাত্র। ইহারা একত্র উপস্থিত হয় সত্য, কিন্তু উভয়েই চির-স্বতন্ত্র *। আমরা কিন্তু উভয়কে স্বতন্ত্র মনে না করিয়া, প্রত্যেক জড়ীয়ক্রিয়ার সহিত জ্ঞানকেও অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লই। শঙ্কর বলেন, ইহা অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার ফল। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে, তখন বুঝা যাইবে যে,—জ্ঞান নিত্য; এবং উহা জড়ীয় ক্রিয়াগুলি হইতে স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে সত্য; কিন্তু উহা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নহে; উভয়ে একসঙ্গে উপস্থিত হয়, এই কাল-গত সম্বন্ধ আছে মাত্র †। অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা মনে করি যে, জড়ীয় ক্রিয়াগুলি দ্বারাই বিবিধ বিজ্ঞানগুলি 'উৎপন্ন' হইতেছে।

উভয়ের মধ্যে কাল-গত সম্বন্ধ আছে মাত্র।

---

* "জ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেব, জ্ঞাতা জ্ঞাতৈব ন জ্ঞেয়ং ভবতি"—শঙ্কর ভাষ্য, গীতা ১৩।৩। অর্থাৎ জড়ীয় ক্রিয়াদি (জ্ঞেয়) ও জ্ঞাতা চৈতন্য—উভয়েই স্বতন্ত্র। ন বুদ্ধ্যা অক্ষেন বা চক্ষুরাদিনা জ্ঞানমুৎপদ্যতে. অপিতু জ্ঞানমাত্মনঃ স্বরূপমত্যোনিত্যম্।—উপদেশ সাহস্রী টীকা (১৮।৯৬)। আবার,—"সন্নিহিতাধ্যক্ষকৃতাতিশয়ঃ বুদ্ধ্যাদেন ত্বেব" (১০।১১২) অর্থাৎ জ্ঞান, বুদ্ধ্যাদি জড়ের কোন 'অতিশয়' বা বিশেষ ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে না।

† *i. e. Psychical* processes are *concomitants*-of—co existent with—*Physical* movements. "ব্রহ্মণ......অধ্যাত্মমাদেশঃ (প্রকাশঃ)...মনঃ-প্রত্যয়-'সমকালা'ভিব্যক্তিধর্ম্মীতি এষ আদেশঃ"—শঙ্করভাষ্য, কেনোপনিষদ, ৪।৩০। "প্রত্যর্থং পরিণামভেদেন ব্যঞ্জকত্বাৎ বুদ্ধেরেব ক্রমঃ (causal relation) উপযুক্তঃ, কৃৎস্নস্য অধ্যক্ষস্য সর্ব্ববিক্ষেপাস্পদত্বয়া সর্ব্বত্রানুগত-(concomitant)-প্রকাশস্বরূপস্য অপরিচ্ছিন্নস্য আত্মনঃ ন যুক্তঃ স ক্রমঃ"—উপদেশসাহস্রীটীকা, ১৯।১৫৭।

এই অজ্ঞানতা চলিয়া গেলে, আমরা বুঝিব যে, জ্ঞান অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না ; উহা অখণ্ড ও নিত্য বর্ত্তমান আছে। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। আমরা এই সিদ্ধান্ত দ্বারাও বুঝিতে পারিতেছি যে, তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্ম—নিত্য জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্করাচার্য্য নির্গুণব্রহ্মকে পূর্ণ-জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন।

গ। এখন আমরা দেখিব যে, শঙ্করের নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম পূর্ণশক্তিস্বরূপ কি না ? নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই যে যাবতীয় পদার্থের—আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বস্তুর—প্রযোক্তা বা 'প্রেরক', একথা শ্রুতির সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

২। নির্গুণব্রহ্ম নিত্য শক্তি স্বরূপ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই সকল স্থলের ভাষ্যে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির প্রেরক বা মূল-কারণ বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছেন *। এই সকল স্থলে সুস্পষ্ট-বাক্যে সর্ব্বাতীত নির্গুণ ব্রহ্মই মূলপ্রেরকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তদর্শনের ১৷৩৷৩৯ সূত্রের ভাষ্যটী দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ভাষ্যে জগতের সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি কোন্ মূল হইতে আসিয়াছে, তাহারই মীমাংসা করা হইয়াছে। শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন

* এই সকল স্থলে 'সগুণ' ব্রহ্ম বা জগতের উপাদান 'মায়াশক্তি'কে যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। [প্রবৃত্তি=ক্রিয়া]

যে, মূলতঃ পরমাত্মা হইতেই জগতের প্রবৃত্তিগুলি আসিয়াছে। এস্থলে যে সর্ব্বাতীত নির্গুণ ব্রহ্মই সেই মূল প্রবর্ত্তক, তাহা শঙ্কর কঠোপনিষদ হইতে একটী মন্ত্র তুলিয়া দেখাইয়াছেন। সে মন্ত্রে 'কার্য্য-কারণের অতীত' পরমাত্মার কথা আছে। শঙ্কর-প্রণীত 'উপদেশ-সাহস্রী' গ্রন্থে * বলা হইয়াছে যে, নির্গুণ পূর্ণব্রহ্মই আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পদার্থগুলির প্রকৃত প্রবর্ত্তক বা প্রেরক। বেদান্তে এ সম্বন্ধে দুই প্রকার যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে। সেই যুক্তি দুইটীর বিষয় আলোচনা করিলেও নির্গুণ ব্রহ্মই যে পূর্ণশক্তিস্বরূপ এবং সকলের প্রেরক, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই যুক্তি দুইটী শঙ্করাচার্য্য, বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে ও উপনিষদ-গুলির ভাষ্যে নানাস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রথম যুক্তি এই যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জড়বর্গের প্রবৃত্তি কদাপি হইতে পারে না †।

(১)। চেতনের অধিষ্ঠান-ব্যতীত জড়ের ক্রিয়া হইতে দেখা যায় না।

শারীরক ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন, চেতন অশ্বাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই, রথাদি জড় পদার্থগুলি গন্তব্যস্থানে

* "অধ্যাত্মং বাগাদয়ঃ, অধিদৈবমগ্ন্যাদয়শ্চ, যস্মাত্তীতাঃ প্রবর্ত্তন্তে"—টীকা, ১৭।৬৩ এই স্থলেই ব্রহ্মকে নাম-রূপাদির অতীত ও ভূমা (পূর্ণ) বলা হইয়াছে। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মকেই প্রেরক বলা হইয়াছে। "তথাচ পূর্ণত্বমাত্মনঃ, ভূতান্তরাণাঞ্চ তদতিরেকেণ সত্তা-স্ফূরণ-বিরহিতত্বম্"—আনন্দগিরি, মাণ্ডূক্য, ৪।

† "নহি মৃদাদয়ো রথাদয়ো বা স্বয়মচেতনাঃ সন্তঃ চেতনৈঃ কুলালাদিভিরশ্বাদিভির্বা অনধিষ্ঠিতা বিশিষ্ট কার্য্যাভিমুখ-প্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে"—শারীরক ভাষ্য, ২।২।২।

পরিচালিত হইয়া থাকে। চেতন অশ্বাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে অচেতন রথাদি স্বয়ং গতিশীল হইতে পারে না। আনন্দগিরিও মুণ্ডকভাষ্যের (২।২) ব্যাখ্যায় এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। চেতনের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রাণাদি জড়বর্গের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। চেতনের অধিষ্ঠান না হইলে অচেতন জড়ের স্বয়ং কোন প্রবৃত্তি হইতে পারে না *। পাঠক তাহা হইলেই দেখুন, জড়বর্গের প্রবৃত্তি যদি চেতনের অধিষ্ঠানবশতঃই হয়, তবে চেতন যে শক্তিস্বরূপ বা প্রেরক, তাহাতে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? তৎপর, আমরা এখন শঙ্করের দ্বিতীয় যুক্তির উল্লেখ করিব। সে যুক্তিটী এই যে, কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনার্থ যে পদার্থগুলি সংহত বা পরস্পর মিলিত (Aggregate) হয়,—পদার্থগুলির এই মিলন উহাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চেতনের দ্বারাই হইয়া থাকে। কতকগুলি পদার্থ কোন একটা প্রয়োজন সাধনার্থ মিলিত হইয়াছে দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, উহারা চেতনের দ্বারাই প্রযুক্ত হইয়া একত্রিত হইয়াছে †। সুতরাং পাঠক তাহা

(২)। জড়ীয় দ্রব্যগুলি যে একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়া কার্য্য করে, তাহাও চেতনের প্রেরণায়।

* "প্রাণাদিপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠাননিবন্ধনা জড়প্রবৃত্তিত্বাৎ রথাদিপ্রবৃত্তিবৎ"।

† একার্থবৃত্তিত্বেন সংহননং ন অন্তরেণ চেতনং অসংহতং সংভবতি"—তৈত্তিরীয় ভাষ্য, ২।৭।২। প্রাণ, মন প্রভৃতি জড়বর্গ পরস্পর মিলিত হইয়া যে শরীর ধারণ করিয়া

হইলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, জড়বর্গের কোন একটা প্রয়োজন নির্ব্বাহার্থ যে সংহনন বা মিলন, তাহা যদি চেতন-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই হয়,—তবে চেতন যে শক্তিস্বরূপ, তাহাতে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? অতএব এই দুই প্রকার যুক্তি দ্বারাও, নির্গুণ চেতনই যে যাবতীয় প্রবৃত্তি এবং মিলনক্রিয়ার হেতুভূত—সুতরাং সামর্থ্য-স্বরূপ—শঙ্করের এই সিদ্ধান্তই পাইতেছি। এই জন্যই শঙ্কর, তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মবল্লীতে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই সকল প্রবৃত্তির বীজ বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন *।

(৩)। দৈহিক সমুদয় ক্রিয়ার মূল প্রেরক—আত্মচৈতন্য।

কেনোপনিষদের ভাষ্যে, দেহস্থ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং মন, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি জড়বর্গের ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি যে নির্ব্বিশেষ আত্ম-চৈতন্য হইতেই মূলতঃ উদ্ভূত হয়, ইহা সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে। শঙ্কর-মতে স্বরূপতঃ জীবচৈতন্যে ও পরমাত্মচৈতন্যে কোন প্রকার ভেদ স্বীকৃত

আছে, তাহা চেতনেরই প্রয়োজন নির্ব্বাহার্থ এবং চেতন দ্বারাই প্রেরিত হইয়া। "সংঘাতস্যচ লোকে পরপ্রযুক্তস্যৈব দর্শনাৎ ভবিতব্যমনেন সংঘাত-প্রয়োজকেন"—আনন্দগিরি, কঠভাষ্য, ৫।৫। "যস্য অসংহতস্য অর্থেপ্রাণাপানাদিঃ স্বব্যাপারং কুর্ব্বন্ বর্ত্ততে সংহতঃ সন্"। 'স্বতন্ত্র'—ইহার অর্থ রত্নপ্রভা এই ভাবে করিয়াছেন,—"স্বাতন্ত্র্যং নাম স্বেতরকারক-প্রযোক্তৃত্বে সতি কারকাপ্রের্য্যত্বম্" (২।৩।৩৭)।

* "যৎ সর্ব্ববিকল্পাস্পদং সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজং সর্ব্ববিশেষ-প্রত্যস্তমিতমপ্যস্তি তদ্‌ব্রহ্মেতি বেদচেৎ"।

হয় নাই। জীবে যাহা জীবাত্মা, তাহা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্ম-চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং ব্রহ্ম-চৈতন্যই যে ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তির মূল বীজ, তাহাই পাওয়া যাইতেছে। চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া সকল আত্ম-চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত হয়। আত্ম-চৈতন্য না থাকিলে, ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি হইতে পারিত না। সুতরাং আত্ম-চৈতন্যই ইন্দ্রিয়াদির প্রযোক্তা বা প্রেরক *। অতএব নির্গুণ ব্রহ্ম যে সামর্থ্য-স্বরূপ, এতদ্দ্বারা তাহাই আমরা বুঝিতেছি। আবার,—নিত্য অসংহত † চৈতন্য আছেন বলিয়াই, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, নতুবা ইহারা ক্রিয়াশীল হইতে পারিত না। এই জন্যই শ্রুতিতে আত্ম-চৈতন্যকে "শ্রোত্রের শ্রোত্র", "প্রাণের প্রাণ", "মনের মন" বলা হইয়াছে ‡। শঙ্কর আরও স্পষ্টতর ভাষায় বলিয়াছেন যে,—কূটস্থ, অজর, অভয়, অজ, নির্গুণ ব্রহ্মই ইন্দ্রিয়াদির 'সামর্থ্য-স্বরূপ'। এই সামর্থ্য মূলে আছে বলিয়াই, ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব

* "সর্ব্বস্যৈব করণকলাপস্য যস্যার্থ-প্রযুক্তা প্রবৃত্তি স্তদ্ব্রহ্মেতি প্রকরণার্থঃ"—শঙ্করভাষ্য, কেনোপনিষদ, ১।২।

† যাহা সংহত বা মিলিত (Aggregate) নহে। নিরবয়ব।

তচ্চ স্ববিষয়ব্যঞ্জনসামর্থ্যং শ্রোত্রস্য, চৈতন্যে হি আত্মজ্যোতিষি নিত্যেঽসংহতে সর্ব্বান্তরে সতি ভবতি নাসতীতি, অতঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদ্যুপপদ্যতে"—কেনোপনিষদ্ভাষ্য, ১।২।

বিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে" *। এইরূপ, "বাগিন্দ্রিয় ব্রহ্ম-জ্যোতি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই বক্তব্য প্রকাশে সমর্থ হয়" †। পাঠক, এ সকল অপেক্ষা স্পষ্টতর উক্তি আর কি হইতে পারে? এই উপলক্ষে, শঙ্করাচার্য্য ঐতরেয়োপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যে একটী বিচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়-দর্শনাদি শক্তি অনিত্য; কিন্তু আত্ম-চৈতন্যের দর্শনাদি শক্তি নিত্য ও অবিকারী ‡। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, পরমাত্মচৈতন্য নিত্যশক্তিস্বরূপ এবং এই নিত্যশক্তি অবিকৃত থাকিয়াই, ইন্দ্রিয়াদি জড়ীয় ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক,—ইহাই শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত। এই জন্যই বৃহদারণ্যকের সেই সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রের—

---

* অস্তি কিমপি বিদ্বদ্বুদ্ধিগম্যং সর্ব্বান্তরতমং কূটস্থমজরমমৃতমভয়মজং শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদি তৎ-সামর্থ্যম্"—কেনভাষ্য, ১।২।

† "যেন ব্রহ্মণা বিবক্ষিতেঽর্থে সকরণা বাগভূদ্যতে, চৈতন্যজ্যোতিষা প্রকাশ্যতে প্রযুজ্যতে ইত্যেতৎ......যো বাচমন্তরো যময়তীতি বাজসনেয়কে......তদেবাত্মস্বরূপং ব্রহ্ম নিরতিশয়ং ভূমাখ্যং বৃহত্ত্বাদ্ ব্রহ্মেতি বিদ্ধি"। স্পষ্টতঃই এ সকল স্থলে পূর্ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই 'সামর্থ্যস্বরূপ' বলা হইতেছে।

‡ দ্বে দৃষ্টী, এবং দ্বেব চক্ষুষোঽনিত্যা দৃষ্টির্নিত্যা চ আত্মনঃ। তথাচ দ্বে শ্রুতী, শ্রোত্রস্য অনিত্যা, নিত্যা আত্মস্বরূপস্য।......নিত্যা আত্মনো দৃষ্টির্বাহ্যানিত্যদৃষ্টেগ্রাহিকা"। এস্থলে, এক অবিক্রিয় নিত্য সামর্থ্য-স্বরূপ বলিয়া ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি দ্বারা সেই নিত্যশক্তিকেও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ"—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপদেশ সাহস্রী গ্রন্থে এইভাবে করা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াগুলি অনিত্য ও বিকারী, কিন্তু তাহাদের প্রেরক আত্মচৈতন্যের শক্তি নিত্য ও অবিকৃত। এই নির্ব্বিকার আত্মশক্তির সত্তাবশতঃই ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াশীলতা। এই ভাবেই বেদান্তদর্শনে (১।১।৩১) কথিত হইয়াছে যে,—"প্রাণ ও অপানাদি সকলই ব্রহ্মের প্রের্য্য এবং ব্রহ্ম-চৈতন্যই ইহাদের প্রেরক। সুতরাং এই সকল অংশ ও যুক্তি দ্বারা দেখা যাইতেছে যে নির্গুণ ব্রহ্ম—নিত্য সামর্থ্যস্বরূপ।

(৪)। দেহস্থ প্রাণশক্তিরও মূল প্রেরক—আত্মচৈতন্য।

অন্যপ্রকারেও এই তত্ত্ব বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রুতিতে প্রাণশক্তিকেই দেহের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গর্ভে এই প্রাণশক্তিই সর্ব্বপ্রথমে ভ্রূণদেহে অভিব্যক্ত হয় *। এই প্রাণশক্তিকেই দৈহিক সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে প্রাণীর ইন্দ্রিয়বর্গ প্রথমে বুদ্ধিতে লীন হয় এবং বুদ্ধিও স্বীয় বৃত্তিগুলির সহিত প্রাণশক্তিতে একীভূত হইয়া অবস্থান করে। সর্ব্বপ্রকার দৈহিক ক্রিয়ার মূলীভূত এই প্রাণেরও ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মচৈতন্য হইতেই আসিয়াছে।

* উপনিষদের উপদেশ, প্রথম খণ্ড—"ইন্দ্রিয়বর্গের কলহ" নামক আখ্যায়িকা দেখ।

শঙ্করাচার্য্য ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রাণেরও প্রেরক বলিয়া ব্রহ্মকে "প্রাণের প্রাণ" বলা হইয়াছে *। ব্রহ্মই এই প্রাণশক্তির সত্তাপ্রদ ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ। বেদান্তদর্শনের (১।৩।৩৯) ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য, কার্য্যকারণের অতীত নির্গুণ ব্রহ্মকেই এই প্রাণের প্রেরক বলিয়া মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন †। শঙ্কর-প্রণীত প্রসিদ্ধ 'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থে নির্গুণ ব্রহ্ম যে অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত শক্তিস্বরূপ তাহা স্পষ্ট করিয়াই শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন। ৫৩৭ শ্লোকে আত্মচৈতন্যকে 'অনন্তশক্তি' বলা হইয়াছে ‡। ৪৬৭ শ্লোকে ব্রহ্মকে 'সদ্‌ঘন' ও 'চিদ্‌ঘন' বলা হইয়াছে। 'সদ্‌ঘন' শব্দ দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ বুঝাইতেছে §। অতএব এই সকল আলোচনা হইতে, নির্গুণ ব্রহ্ম যে নিত্যশক্তি বা নিত্যসামর্থ্যস্বরূপ, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

---

* দেহের সকল চেষ্টার মূল বলিয়া প্রাণকে "আয়ু" বলা হয়। "দেহে চেষ্টাত্মক জীবনহেতুত্বং প্রাণস্য"—রত্নপ্রভা, বেদান্তদর্শন ১।১।৩১। অব্যক্তশক্তি প্রথমে যখন স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এ প্রাণ তাহাই. ইহাই দেহে প্রথমে অভিব্যক্ত হয় ও ক্রমে ইন্দ্রিয়াদিকে গড়িয়া তোলে। (সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ)। ব্রহ্মই এই প্রাণের প্রেরক। রত্নপ্রভার কথা শুনুন—"জীবঃ...প্রাণেন সুষুপ্তৌ একীভবতি, তস্য প্রাণস্য প্রাণং প্রেরকং সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদমাত্মানং যে বিদুঃ তে ব্রহ্মবিদঃ" (১।১।২৩)।

† "প্রাণস্য প্রাণমিতি দর্শনাৎ, এজয়িতৃত্বমপি পরমাত্মন এব উপপদ্যতে"। (শঙ্কর) "সর্ব্বচেষ্টাহেতুত্বং ব্রহ্মলিঙ্গমস্তি" (রত্নপ্রভা)।

‡ "এষ স্বয়ং জ্যোতিরনন্তশক্তিঃ, আত্মাঽপ্রমেয়ঃ সকলানুভূতিঃ"।

§ "সদ্‌ঘনং চিদ্‌ঘনং নিত্যমানন্দঘনমক্রিয়ং"। অক্রিয়ং—নির্ব্বিকারং।

তৎপরে, এই সম্বন্ধে আর একটী তত্ত্ব আমাদের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার টীকাকারগণ একবাক্যে ব্রহ্মচৈতন্যকে জগতের বীজভূত "মায়াশক্তির" অধিষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তাঁহারা এ কথা বারংবার বলিয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্মেরই সত্তায় মায়াশক্তির সত্তা ও ব্রহ্মেরই স্ফুরণে মায়াশক্তির স্ফুরণ। ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে মায়াশক্তির সত্তাও নাই, স্ফুরণও নাই *। মায়াশক্তি কি তাহা আমরা পরে আলোচনা করিয়া দেখিতেছি। এ স্থলে আমরা কেবল ইহাই দেখিব যে, ব্রহ্ম-সত্তাতেই মায়াশক্তির সত্তা এবং ব্রহ্ম-স্ফুরণেতেই মায়াশক্তির স্ফুরণ,—একথা বলাতে নির্গুণ ব্রহ্ম যে শূন্যপদার্থ নহেন, তাহা আমরা পাইতেছি। এবং নির্গুণ ব্রহ্ম যে সত্তাস্বরূপ ও স্ফুরণ স্বরূপ, তাহা আমরা পাইতেছি †। নির্গুণ ব্রহ্মই যে এই মায়াশক্তির অধিষ্ঠান, শঙ্করাচার্য্য তাহা বলিয়া দিয়াছেন। ঐতরেয়-উপনিষদের (৫।৩) ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়া-

(৫)। জগতের উপাদান মায়াশক্তিরও মূল প্রেরক—ব্রহ্মচৈতন্য।

নির্গুণ-ব্রহ্মই—মায়াশক্তির অধিষ্ঠান।

* "অধিষ্ঠানাতিরেকেন সত্তাস্ফূর্ত্ত্যোরভাবাৎ"।

† ব্রহ্মের এই 'স্ফুরণ' অপরিণামী এবং অবিকারী। এই স্ফুরণ বা শক্তি, অনন্ত ও পূর্ণ বলিয়াই, বিকারী নহে। "নহি স্ফুরণং সকর্ম্মকং (i. e. বিকারী), তস্য

ছেন—"নিষ্ক্রিয়, শান্ত, সর্ব্বপ্রকার উপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্মই—জগতের বীজস্বরূপ অব্যক্তশক্তি বা মায়াশক্তির প্রবর্ত্তক *। ঈশোপনিষদের (৪মন্ত্র) ভাষ্যেও শঙ্কর তাহাই বলিয়াছেন। এই ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন যে,—"ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার। জগতে প্রকাশিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য ও করণ শক্তির † বীজস্বরূপ 'মাতরিশ্বা', অর্থাৎ প্রাণশক্তি বা মায়াশক্তি,—এই নির্ব্বিকার ব্রহ্মে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে। অবিক্রিয় ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিয়া এই প্রাণশক্তি (মায়াশক্তি) জগতের যাবতীয় ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। এই শক্তি হইতেই অগ্নি ও সূর্য্যাদির জ্বলনদহন-বর্ষণাদিক্রিয়া এবং প্রাণিবর্গের চেষ্টালক্ষণ ক্রিয়া হইতেছে" ‡। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জগতের বীজভূত মায়াশক্তির যে ক্রিয়ানির্ব্বাহ করিবার বিবিধ সামর্থ্য আছে, সে

সকর্ম্মকত্বপ্রসিদ্ধ্যভাবাৎ"—মাণ্ডুক্য, আনন্দগিরি, ৪।২৬। "কম্পনং চলনং স্থিরত্ব প্রচ্যুতিস্তদ্বর্জ্জিতং সর্ব্বদা একরূপম্"—শঙ্কর, ঈশভাষ্য, ৪। "All movements in infinite time and space form but *one single movement*"—Paulsen,

* "প্রত্যাস্তমিত-সর্ব্বোপাধিবিশেষং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং........সর্ব্বসাধারণাব্যাকৃত জগদ্বীজ-প্রবর্ত্তকং নিয়ন্তৃত্বাদন্তর্যামিসংজ্ঞং ভবতি"। এস্থলে মায়াশক্তিকে 'প্রজ্ঞা'শব্দেও বলা হইয়াছে। তাহার কারণ পরে বলিব।

† কার্য্যশক্তি—দেহ ও দেহাবয়ব। করণশক্তি—ইন্দ্রিয়াদি।

‡ "স্বয়মবিক্রিয়মেব সৎ। তস্মিন্নাত্মতত্ত্বে সতি নিত্যচৈতন্য-স্বভাবে মাতরিশ্বা...... ক্রিয়াত্মকো যদাশ্রয়াণি কার্য্যকরণ-জাতানি......অপঃকর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি অগ্ন্যাদিত্যাদীনাং জ্বলনদহনাদিলক্ষণানি দধাতি"।

সামর্থ্য উহার অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতেই প্রাপ্ত। গীতা-ভাষ্যেও (১৩।১৩) আনন্দগিরি ব্রহ্ম-চৈতন্যকেই মায়াশক্তির সত্তাপ্রদ ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সে স্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—"ব্রহ্ম ত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত। ব্রহ্ম—বাক্যও মনেরও অগোচর। এই জন্য যদি কেহ তাঁহাকে শূন্য বলিয়াই মনে করে, এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে যে, ব্রহ্ম শূন্য নহেন। ব্রহ্মই ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তির হেতু; এবং ব্রহ্মই মায়াশক্তির সত্তাপ্রদ ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ।" * ব্রহ্মই মায়ার অধিষ্ঠান। এই মায়াশক্তিই জগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং জগতেরও সত্তা ও স্ফুরণ—ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে †। অতএব এই আলোচনা দ্বারাও আমরা দেখিতেছি যে, জগতের উপাদান মায়াশক্তির প্রবৃত্তি যখন ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে, তখন শঙ্কর-মতে নির্গুণ ব্রহ্ম যে নিত্যশক্তি স্বরূপ, ইহাতে আর কোন প্রকার সন্দেহই থাকিতেছে না। আমরা এই সকল আলোচনার প্রথমে পাইয়াছিলাম যে, শঙ্কর তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মকে পূর্ণ ও অনন্ত স্বরূপ বলিয়াছেন। এখন

---

* "সর্ব্ববিশেষরহিতস্য অবাঙ্মনসগোচরস্য শূন্যত্বে প্রাপ্তে, ইন্দ্রিয়াদিপ্রবৃত্তি হেতুত্বেন কল্পিতদ্বৈতসত্ত্বাস্ফূর্ত্তিদত্বেন চ সত্ত্বং দর্শয়ন্...দেহাদীনাং...চেতনাধিষ্ঠিতত্বম্।"

† "God is the being, the one universal being, whose *power* and *essence* penetrates and fills all spaces and times.—Paulsen (Introduction to philosophy). Power=স্ফুরণ। Essence=সত্তা।

আমরা দেখিলাম যে, তাঁহার নিগুর্ণ ব্রহ্ম—জ্ঞান স্বরূপ ও শক্তি স্বরূপ। সুতরাং এইগুলি একত্র করিয়া লইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শঙ্কর-মতে, তাঁহার নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম—পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ ও পূর্ণ শক্তি স্বরূপ।

সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না। "লক্ষণা" দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপ নির্ণীত হয়।

৩। ব্রহ্ম যে অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত শক্তিস্বরূপ, এ কথা শঙ্করাচার্য্য অন্য প্রকারেও সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্তটী বড়ই চমৎকার এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই নিমিত্ত আমরা তাঁহার সেই সিদ্ধান্তটীর এ স্থলে উল্লেখ করিব। ব্রহ্ম পদার্থ ত সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ব-রহিত বলিয়াই শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন; হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন *। ইনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন; ব্রহ্ম কার্য্যও নহেন, কারণও নহেন †। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া,—বাক্য মনের অগোচর। চক্ষু সেখানে যাইতে পারে না, মন সেখানে যাইতে পারে না, বাক্য তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না ‡। ইনি সর্ব্বপ্রকার

* এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি......অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহম্" ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক, ৫।৮।৮)

† "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তৎনাসদুচ্যতে"—গীতা, ১৩।১২। অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ" (কঠ, ১।২।১৪)।

‡ "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাক্‌গচ্ছতি, নো মনো, ন বিদ্মো, ন বিজানীমঃ—কেন, ১।৩।

শব্দের অগোচর। ব্রহ্ম জ্ঞাতাও নহেন, জ্ঞেয়ও নহেন ; জ্ঞানের অতীত, ক্রিয়ার অতীত *। শ্রুতিতে ব্রহ্মবস্তু এইরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এখন কথা হইতেছে যে, ব্রহ্ম যদি এইরূপই হন, তবে আবার তাঁহাকে কি প্রকারে জ্ঞান স্বরূপ ও শক্তি স্বরূপ বলা যাইতে পারে ? তবে কিরূপে শ্রুতি তাঁহাকে—'সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন ? কিরূপেই বা শ্রুতি বলিলেন যে,—'একমাত্র ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে ; ব্রহ্মকে জানিলেই সকল জানা হয়, ব্রহ্মকে না জানিতে পারিলে মুক্তির উপায় নাই' † ? এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর কি ? যদি ব্রহ্ম শব্দ-মনেরই অগোচর তবে আর তাঁহাকে জ্ঞান স্বরূপ, শক্তি স্বরূপ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ? শঙ্করাচার্য্য এ সমস্যারও উত্তম মীমাংসা করিয়াছেন। শঙ্কর এই আশঙ্কার এইরূপ উত্তর দিয়াছেন :—সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্রহ্মকে জানিবার কোন উপায় নাই সত্য, কিন্তু "লক্ষণা" দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা যায় না, সত্য ; কিন্তু "লক্ষণা" দ্বারা তিনি নির্দ্দেশিত হইতে পারেন। 'উপদেশ-সাহস্রী' গ্রন্থে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "লক্ষণা"

* "অন্যদেব তৎ বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি"। কেন, ১।৩।

† "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৫। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃহ, ৬।৪।১৬)

দ্বারাই ব্রহ্মকে জ্ঞান স্বরূপ ও শক্তি স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারা যায় এবং এই প্রকারেই শ্রুতি যে ব্রহ্মকে 'জ্ঞেয়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও সিদ্ধ হয় *। শঙ্কর তৈত্তিরীয়-ভাষ্যেও (২।১) এই কথা বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়াছেন। শঙ্করের এ সকল কথার অর্থ এই যে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্রহ্মকে জানিবার উপায় নাই। তিনি অব্যবহার্য্য, সর্ব্বাতীত, মনোবুদ্ধির অগোচর। তবে ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার? যদি তাঁহাকে জানিতেই পারা না গেল, তবে যে বেদান্ত বলিয়াছেন যে, তাঁহাকেই কেবল জানিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? সর্ব্বাতীত ব্রহ্মকে জানিবার উপায় নাই বটে, তিনি শব্দের অগোচর বটেন; কিন্তু এই জগতের সম্পর্কে তাঁহাকে জানিবার উপায় আছে। সে উপায় কি প্রকার? এ জগতে আমরা বিবিধ 'বিজ্ঞান' এবং বিবিধ 'সত্তা' দেখিতে পাইতেছি। এই বিজ্ঞান ও সত্তা দ্বারাই তাঁহার স্বরূপের তত্ত্ব আমরা বুঝিতে সমর্থ হই। অন্য প্রকারে তাহা জানা যায় না। বুদ্ধি-বৃত্তিতে অভিব্যক্ত বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা, ব্রহ্ম যে অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ তাহা

জগতে অভিব্যক্ত জ্ঞান ও ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায়।

---

* এই গ্রন্থের ১৮ প্রকরণের ৫০ প্রভৃতি শ্লোকে ইহা আছে। "বুদ্ধৌ গৃহীত সম্বন্ধৈ র্জ্ঞানাদিশব্দৈঃ বেদঃ আত্মানং 'লক্ষণয়া' বোধয়তি, অন্যথা...বেদান্তবেদ্যতা তস্য ন সিধ্যেৎ"। গীতায় এই 'জ্ঞেয় ব্রহ্মের উল্লেখ আছে। "জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" ইত্যাদি।

বুঝিতে পারা যায়। কেন না, এক অখণ্ড নিত্য জ্ঞানই,—বুদ্ধির বিবিধ ক্রিয়ার সংসর্গে খণ্ড খণ্ড রূপে (বিবিধ বিজ্ঞান রূপে) প্রকাশিত হইতেছে *। আমরা ভ্রমবশতঃই মনে করিয়া থাকি যে, জ্ঞান বুঝি প্রকৃতই খণ্ড, খণ্ড, ও বিকারী। এক অনন্ত জ্ঞানকে বুদ্ধির বিবিধ ক্রিয়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়াতেই, আমাদের এই ভ্রম হয়। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান—নিত্য, অখণ্ড। বুদ্ধির ক্রিয়া-গুলির সংসর্গ বশতঃই, নিত্য অখণ্ড জ্ঞান—খণ্ড খণ্ড রূপে প্রতিভাত হইতেছে। জ্ঞান সম্বন্ধে যে কথা, সত্তা সম্বন্ধেও সেই কথা। জগতে একই সত্তা সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইয়া আছে। প্রত্যেক বিকারে একই সত্তা অনুগত হইয়া রহিয়াছে। এই 'সত্তা' কি? কার্য্যদ্বারাই কারণের সত্তা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণেরও সত্তা থাকিতে পারে না †। কার্য্যগুলি কারণ-শক্তি রূপে প্রলয়ে লীন ছিল; সৃষ্টিকালে সেই শক্তি হইতেই কার্য্য-গুলি বাহির হইয়াছে। এই শক্তিকেই কার্য্যের 'সত্তা' বলা

* "বুদ্ধিধর্ম্মবিষয়েন 'জ্ঞান' শব্দেন ব্রহ্ম লক্ষ্যতে, নতূচ্যতে"—তৈত্তিরীয় ভাষ্য, ২।১। "আত্মনঃ স্বরূপং জ্ঞপ্তি...নিত্যৈব। তথাপি বুদ্ধেরুপাধিলক্ষণায়াঃ চক্ষুরাদি-দ্বারৈ র্বিষয়াকারেণ পরিণামিন্যা...বিজ্ঞানশব্দবাচ্যা...বিক্রিয়া-রূপা ইত্যবিবেকিভিঃ পরিকল্প্যন্তে"—তৈত্তিরীয় ভাষ্য।

† "কার্য্যেন হি লিঙ্গেন কারণং ব্রহ্ম 'অং' ইতি অবগম্যতে"—মাণ্ডুক্যকারিকা, আঃগিরি, ১।৬। "অন্যথা গ্রহণ-ব্যাপারাভাবাৎ ব্রহ্মণঃ অসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ"—শঙ্করঃ। "আকাশাদি 'কারণ'ত্বাৎ ব্রহ্মণো ন নাস্তিতা"—তৈত্তিরীয় ভাষ্য, ২।৬।২।

যায়। এই সত্তা বা শক্তিই কার্য্যগুলিতে অনুগত হইয়া রহিয়াছে। যাহা কারণ বা উপাদান, তাহাই কার্য্যে অনুগত হয়; যাহা কারণ নহে—উপাদান নহে—তাহা কার্য্যে অনুগত হইতে পারে না *। অতএব শঙ্কর-মতে, শক্তিই 'সত্তা'। কার্য্যগুলির মধ্যে অনুস্যূত এই সত্তা বা শক্তি দ্বারা, ব্রহ্মসত্তা যে অনন্ত তাহা 'লক্ষণা' দ্বারা, বুঝিতে পারা যায় †। এই অনন্ত ব্রহ্মসত্তাই, জগতের বিবিধ ক্রিয়ার সংসর্গে খণ্ড খণ্ড, বিশেষ বিশেষ সত্তারূপে প্রতিভাত হইতেছে। নির্ব্বিশেষ, অনন্ত ব্রহ্মসত্তাই—বিশেষ বিশেষ সত্তারূপে জগতে প্রতিভাত। সুতরাং জগতের বিশেষ বিশেষ সত্তা বা শক্তি (ক্রিয়া) গুলি দ্বারা, ব্রহ্মসত্তা বা ব্রহ্মশক্তি যে নির্ব্বিশেষ ও অনন্ত, তাহা বুঝিতে পারি ‡। তৈত্তিরীয় ভাষ্যে শঙ্কর এই কথাই বলিয়া-

* "প্রলীয়মানমপিচেদং জগৎশক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি" শারীরকভাষ্য, ১।৩।৩০। "ইদমেব ব্যাকৃতং জগৎ প্রাগবস্থায়াং বীজশক্ত্যবস্থং অব্যক্তশব্দযোগ্যম্"—শঙ্কর, ১।৪।২ "উপাদানমপিশক্তিঃ" (রত্নপ্রভা)। "সদাস্পদং হি সর্ব্বং সর্ব্বত্র সদ্‌বুদ্ধ্যনুগমাৎ" শঙ্কর, গীতা, ১৩।১৫। "কার্য্যস্য উপাদাননিয়মাৎ" আঃগিরি, গীতা ১৩।২ "নহি অকারণে কার্য্যস্য সম্প্রতিষ্ঠানমুপপদ্যতে সাদর্শ্যাৎ" প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য, ৬।১।

† "সর্ব্ববিশেষ প্রত্যস্তমিতস্বরূপত্বাৎ ব্রহ্মণো, বাহ্যসত্তাসামান্যবিষয়েন সত্তাশব্দেন 'লক্ষ্যতে', সত্যং ব্রহ্মেতি", তৈত্তিরীয়ভাষ্য, ২।১

‡ "স্যাদিদঞ্চ অন্যৎ জ্ঞেয়স্য (ব্রহ্মণঃ) সত্তাধিগমদ্বারম্",—গীতাভাষ্য, ১৩।১৪। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি বিকারী ক্রিয়াগুলির দ্বারা, জ্ঞেয় নিরুপাধিক ব্রহ্মের সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ছেন। এই জন্যই, গীতা-ভাষ্যে (১৩।১২) শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—"ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াগুলি দ্বারা, ব্রহ্মের নিত্যশক্তির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নির্গুণ ব্রহ্মে যে নিত্যশক্তির অস্তিত্ব আছে তাহা, ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলির দ্বারাই বুঝা যায়" *। অতএব, শঙ্করাচার্য্যের এই মীমাংসা দ্বারাও, ব্রহ্ম যে অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত শক্তিস্বরূপ, তাহা আমরা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিতেছি। এবং ইহা দ্বারা ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের অতীত হইয়াও জগতের সঙ্গে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত নহেন। গীতাভাষ্যের এই উক্তিগুলি দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়াদির বিবিধ ক্রিয়াগুলি বিকারী এবং পরিণামী। "লক্ষণা" দ্বারা, এই সকল বিকারী ক্রিয়ার মূলে যে নির্ব্বিকার শক্তি আছে তাহা বুঝা যায়; এবং এই নির্ব্বিশেষ শক্তিই অবিকৃত থাকিয়া সমুদয় বিকারী ক্রিয়ায় অনুগত হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই শঙ্কর বলিয়াছিলেন যে, "সর্ব্বেন্দ্রিয়োপাধিগুণানুগুণ্যভজনশক্তিমৎ তদ্‌ব্রহ্ম"। অর্থাৎ নির্ব্বিকার ব্রহ্মশক্তি সকল ক্রিয়ায় অনুগত রহিয়াছে; আমরা ভ্রমবশতঃ এই সকল বিকারি ক্রিয়ার সহিত, সেই

* "পাণিপাদাদয়ঃ জ্ঞেয়শক্তি-সদ্ভাব-নিমিত্তস্বকার্য্যা ইতি জ্ঞেয়সদ্ভাবে লিঙ্গানি"। "সর্ব্বেন্দ্রিয়োপাধিগুণানুগুণ্যভজন শক্তিমৎ তদ্‌ব্রহ্ম, ন সাক্ষাদেব জবনাদিক্রিয়াবত্ত্ব প্রদর্শনার্থঃ", গীতাভাষ্য, ১৩।১৪।

অনুগত নির্ব্বিকার শক্তিকেও বিকারী বলিয়া বোধ করি। এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্যই শঙ্কর অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্ম, সন্নিধিমাত্রেই ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক"। অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ব্বিকার থাকিয়াই সকলের প্রেরক, ইহাই তাৎপর্য্য। যদি এইরূপ তাৎপর্য্যই না হইবে, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত কি প্রকারে করা হইয়াছে যে,—'জড়ের নিজের কোন ক্রিয়া নাই; চেতনের অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই জড় ক্রিয়াশীল হয়'? শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যেও (১।৩) শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "বিশেষ বিশেষ বিকারী পদার্থগুলি দ্বারা আবৃত থাকাতেই, সর্ব্ব পদার্থে অনুগত, ব্রহ্মের স্বরূপভূত 'শক্তি'কে বুঝিতে পারা যায় না" *। প্রিয় পাঠক, এখন তাহা হইলে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কেন শঙ্কর 'লক্ষণা' দ্বারা ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য এই নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মশক্তিকে গীতায় 'বলশক্তি' নামে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন †। ইহারই পূর্ব্ব শ্লোকের ভাষ্যে 'মায়াশক্তির' উল্লেখ আছে। এই স্বরূপভূত 'বলশক্তি'—'মায়াশক্তি' হইতে

---

* "তত্তদ্বিশেষরূপেণাবস্থিতত্বাৎ 'স্বরূপেণ শক্তিমাত্রেণ' অনুপলভ্যমানত্বং ব্রহ্মণঃ"। এই 'স্বরূপ-শক্তিই' সকলবিকারে অনুগত হইয়া রহিয়াছে।

† "নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ...অত্যন্ত-বিলক্ষণ আত্মাং (ক্ষরাক্ষরাভ্যাম্), স্বকীয়য়া চৈতন্য-বলশক্ত্যা আবিশ্য...স্বরূপসদ্ভাবমাত্রেণ বিভর্ত্তি", গীতাভাষ্য, ১৫।১৭।

ভিন্ন * ইহাও শঙ্কর সে স্থলে দেখাইয়াছেন। আনন্দগিরিও কঠ-ভাষ্যে (৬।৩) এই অভিপ্রায়েই বলিয়া দিয়াছেন যে,—"অসৎ বা শূন্য হইতে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। 'শূন্য' কদাপি জগতের পদার্থগুলির উপাদান হইতে পারে না। সুতরাং জগতের মূলে একটী 'সত্তা' আছে। এই সত্তা বা শক্তির নাম 'প্রাণ'। এই প্রাণের প্রবৃত্তি বা ক্রিয়ারও একটী মূল কারণ আছে। সেই মুল কারণ—নির্ব্বিকার ব্রহ্মসত্তা বা ব্রহ্মশক্তি" †। এতদ্দারাও ইহা পাওয়া যাইতেছে যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মশক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়াই, মায়াশক্তি (প্রাণ) জগদাকারে বিকাশিত হইয়াছে।

অতএব, এই সকল আলোচনা হইতে, শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম যে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ এবং পূর্ণ শক্তিস্বরূপ, তাহা বুঝা গেল।

৪। এখন আমরা শঙ্করের 'মায়াশক্তি' পদার্থটী কি,

* "ক্ষরশ্চ বিনাশী একো রাশিঃ, অপরঃ অক্ষরঃ তদ্বিপরীতঃ ভগবতো 'মায়াশক্তিঃ" গীতাভাষ্য, ১৫।১৬।

† "শশবিষাণাদেরসতঃ সমুৎপত্ত্যদর্শনাৎ অস্তি সদ্রূপং বস্তু জগতো মূলং, তচ্চ প্রাণপদলক্ষ্যং, প্রাণপ্রবৃত্তেরপি হেতুত্বাৎ"। মায়াশক্তিকে পরিণামি নিত্য ও ব্রহ্মশক্তিকে অপরিণামি নিত্য বলা যায়। মায়াশক্তি—সবিশেষসত্তা এবং ব্রহ্মশক্তি—নির্ব্বিশেষ সত্তা। পরে এ সকল কথা বিবেচিত হইবে।

মায়াশক্তি কাহাকে বলে?

তাহারই বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই আলোচনা দ্বারা শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্ম যে পূর্ণ শক্তিস্বরূপ, তাহা আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

স্বষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মশক্তির সর্গোন্মুখ পরিণাম হয়।

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, ব্রহ্ম—অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত শক্তিস্বরূপ। স্বষ্টির প্রাক্কালে এই অনন্ত শক্তি জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল। স্বষ্টির প্রাক্কালে এই নিত্যশক্তির একটা সর্গোন্মুখ 'পরিণাম' বা অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়াছিল *। শক্তির এই পরিণাম বা 'আগন্তুক' অবস্থাবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া, ইহাকে একটী পৃথক্ নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। পরিণামোন্মুখিনী এই শক্তির নাম—"অব্যক্তশক্তি" বা "প্রাণশক্তি" বা "মায়াশক্তি"। ইহারই ক্রম-পরিণতিতে জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই মায়াশক্তিই জগতের উপাদান (Material Cause)। পূর্ণশক্তি ও পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম, যখন এই আগন্তুক

* "অবিদ্যায়া বিবিধসৃষ্টিসংস্কারায়াঃ প্রলয়াবসানেন উদ্বুদ্ধ-সংস্কারায়াঃ সর্গোন্মুখঃ কশ্চিৎ পরিণামঃ"—বেদান্ত ভাষ্যে, রত্নপ্রভা, ১।১।৫। শঙ্কর স্বয়ং ও "জায়মান" ও "ব্যাচিকীর্ষিত" শব্দ দ্বারা এই সর্গোন্মুখ পরিণামের কথাই বলিয়াছেন। ব্যাচিকীর্ষিত শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, অভিব্যক্ত হইবার জন্য উন্মুখ। সুতরাং ইহা পূর্ণশক্তিরই একটা অবস্থাবিশেষ—রূপান্তর—মাত্র। (সর্গোন্মুখ—অভিব্যক্ত হইবার নিমিত্ত উন্মুখ)।

মায়াশক্তি দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, তখন তাঁহাকেই শঙ্করাচার্য্য, "কারণব্রহ্ম" বা "সদ্ব্রহ্ম" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। নির্গুণ ব্রহ্মই এই আগন্তুক মায়াশক্তি † দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁহার সে অবস্থার নাম—'সগুণ ব্রহ্ম' বা 'সদ্ব্রহ্ম'। সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা একাকার হইয়া ব্রহ্মেই অবস্থিত ছিল, এবং সৃষ্টির

নির্গুণ ব্রহ্ম—শক্তিযোগেই 'সদ্ব্রহ্ম' বা 'কারণব্রহ্ম' বলিয়া কথিত হন। ইহাই সগুণ-ব্রহ্ম।

* "কার্য্যেন হি লিঙ্গেন 'কারণংব্রহ্ম' অদৃষ্টমপি 'সৎ' ইত্যবগম্যতে" (আনন্দগিরি)। "(অন্যথা) গ্রহণ দ্বারা ভাবাৎ ব্রহ্মণঃ অসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ" (শঙ্কর),—মাণ্ডুক্য কারিকাভাষ্য, ১।৬। গৌড়পাদভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—"সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ সর্ব্বশ্রুতিষু চ কারণত্ব ব্যপদেশঃ"। শক্তিই জগতের বীজ; সুতরাং এই মায়াশক্তি নামক 'বীজ' দ্বারাই নির্গুণব্রহ্মকে 'সদ্ব্রহ্ম' ও 'কারণব্রহ্ম' বলা হয়। রত্নপ্রভাও বলিয়াছেন—"এতদব্যক্তং কূটস্থব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বসিদ্ধ্যর্থং স্বীকার্য্যম্।" "অর্থবতী হিসা, অন্যথা জগৎস্রষ্টৃত্বং ন সিদ্ধ্যতি—শঙ্কর, বেদান্তদর্শন, ১।৪।৩। শারীরক ভাষ্যে (১।২।২১) ও শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "জায়মান—(অভিব্যক্তির উন্মুখ) প্রকৃতি দ্বারাই ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ বা 'ভূতযোনি' (কারণব্রহ্ম) বলা যায়"। "জায়মান প্রকৃতিত্বেন নির্দ্দিশ্য, অনন্তরমপি জায়মান-প্রকৃতিত্বেনৈব 'সর্ব্বজ্ঞং' নির্দ্দিশতি"। "জগৎ-কারণত্বেন উপলক্ষিতং 'সৎ' শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম"—উপদেশসাহস্রীটীকা, ১৮।৭৮।

† এই মায়াশক্তিকে শ্রুতিতে "প্রজ্ঞা" শব্দেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জগতে বিবিধ বিজ্ঞান এবং বিবিধ ক্রিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই মায়াই সে সমুদয়ের বীজ। জগতে অভিব্যক্ত ক্রিয়াগুলির বীজ বলিয়া ইহাকে 'শক্তি' নামে নির্দ্দেশ করা যায় এবং জগতে অভিব্যক্ত বিজ্ঞানগুলির বীজ বলিয়া ইহাকে 'প্রজ্ঞা' শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। এই জন্য, ইহাকে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানও বলা যায়। এই শক্তি নিত্য হইলেও, ইহা পরিণামিনী শক্তি, সুতরাং এই শক্তিই জগদাকারে পরিণাম

পূর্ব্বে এই শক্তির সর্গোন্মুখ অবস্থান্তর ছিল না ;—এই অভিপ্রায়েই মায়াশক্তিকে 'আগন্তুক' * বলা হয়। সৃষ্টির প্রাক্কালে একটা অবস্থান্তর উপস্থিত হওয়াতেই, সেই অবস্থান্তরের দিকে লক্ষ্য করিয়া, উহাকে একটা 'স্বতন্ত্র' নামে—মায়াশক্তি নামে—নির্দ্দেশ করা হইল। প্রকৃতপক্ষে, এই মায়াশক্তি—পূর্ণশক্তি হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্যকেও এই আগন্তুক শক্তির অধিষ্ঠাতারূপে † "সগুণব্রহ্ম"—এই নামে নির্দ্দেশ করা হইল। প্রকৃতপক্ষে, সগুণব্রহ্ম—পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ নির্গুণব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে।

মায়াশক্তির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা।

শঙ্করাচার্য্য, এই আগন্তুক শক্তিকে—'অব্যক্ত', 'অব্যাকৃত', 'অক্ষর', 'নাম-রূপের বীজ', 'আকাশ', 'প্রাণ' এবং 'মায়া', 'অবিদ্যা', 'অজ্ঞান' —এই সকল নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সকল নাম একার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

হয়, কিন্তু ইহার অধিষ্ঠানভূত নিত্যচেতনের (নিত্যজ্ঞানের) কোনই পরিণাম নাই। এই পরিণামিনী শক্তির বিবিধ পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যেরও যে অবস্থান্তর প্রতীত হয়, তাহাই বিবিধ 'বিজ্ঞান' (শব্দজ্ঞান, সুখজ্ঞান, রূপজ্ঞান প্রভৃতি) রূপে পরিচিত। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানাভিব্যক্তির যোগ্যতা আছে বলিয়াই এই মায়াশক্তিকে 'প্রজ্ঞা' বলে।

* আগন্তুক বলিয়াই, এই মায়াশক্তিকে ব্রহ্মের "উপাধি" বলে। আগন্তুক বলিয়াই ব্রহ্ম—এই মায়াশক্তি হইতে স্বতন্ত্র।

† "মায়ায়াং স্থিতং (ব্রহ্ম) তদধ্যক্ষতয়া"—গীতাভাষ্য, ১২।৩।

ক। কাহারও কাহারও এ প্রকার ধারণা আছে যে, শঙ্করের এই মায়াশক্তি বা প্রাণশক্তি —জীবের মনের একটা অজ্ঞানাত্মক 'সংস্কার' বা Idea মাত্র। এই

মায়াশক্তি কেবলমাত্র 'বিজ্ঞান' বা Idea নহে।

ধারণাবশতঃই অনেকে শঙ্করকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' এবং 'মায়াবাদী' বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। বিষয়টী বড়ই গুরুতর; সুতরাং আমরা এই অংশে পাঠকের বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছি। আমরা সর্ব্বপ্রথমে এ স্থলে দেখাইব যে, শঙ্কর এই অর্থে মায়াকে বুঝিতেন না এবং তাঁহার টীকাকারগণও এই অর্থে মায়াকে বুঝেন নাই। শঙ্কর সুস্পষ্টভাবে মায়াকে জড়জগতের উপাদান (Material) বলিয়াছেন এবং মায়াকে "শক্তি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জগতে পশুপক্ষিতরুলতামনুষ্যাদি বিবিধ নাম-রূপাত্মক পদার্থ অভিব্যক্ত আছে। পূর্ব্ব-প্রলয়ে এই পদার্থগুলি অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিত ছিল। ইহাই জগতের 'পূর্ব্বাবস্থা' নামে বিদিত। জগতের এই পূর্ব্বাবস্থা 'অব্যক্ত', 'অব্যাকৃত' অবস্থা নামে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে *; যাবতীয় নাম-রূপ প্রলয়ে

* "জগদিদমনভিব্যক্তনামরূপং...প্রাগবস্থং অব্যক্তশব্দার্হং অভ্যুপগম্যেত"—বেদান্তভাষ্যে, শঙ্কর, ১।৪।৩ "প্রাগবস্থায়াং জগদিদ মব্যাকৃতমাসীৎ"—রত্নপ্রভা।

মায়াশক্তি জড়জগতের উপাদান।

এইরূপে অব্যক্ত-ভাবে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া অবস্থান করে। শঙ্কর বলেন, এই পূর্ব্বাবস্থা বা অব্যক্তাবস্থাই জগতের 'কারণ' *। কার্য্যগুলিই কারণের অস্তিত্বের পরিচায়ক। কার্য্যের অস্তিত্ব না থাকিলে, কারণের অস্তিত্বও নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। কার্য্যের সত্তাদ্বারাই, কারণের সত্তাও অনুমিত হয়। অতএব, জগতের বিবিধ কার্য্যগুলি দ্বারা উহাদের কারণেরও অস্তিত্ব যে আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় †। শঙ্করাচার্য্য এই কারণকে (অব্যক্তাবস্থাকে), কার্য্যের "বীজশক্তি" এবং "দৈবীশক্তি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ‡। শঙ্কর বলেন,—"জগতের যাবতীয় কার্য্য পূর্ব্বপ্রলয়ে বীজশক্তিরূপে লীন ছিল, এবং এই বীজশক্তিই অভিব্যক্ত নাম-রূপগুলির পূর্ব্বাবস্থা"। শঙ্কর আরো বলিয়াছেন যে, "জগৎ যখন বিলীন

---

* "যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ 'প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেন' অভ্যুপগচ্ছেম...... ন স্বতন্ত্রা"—বেদান্তভাষ্য, ১।৪।৩

† "কার্য্যেন হি লিঙ্গেন কারণং (ব্রহ্ম) অদৃষ্টমপি সদিত্যবগম্যতে, তচ্ছেদসম্ভবেৎ. ...অসদেব কারণমপি স্যাৎ"—গৌড়পাদকারিকা. ১।৬, আনন্দগিরি। কার্য্যের 'কারণ' যে কার্য্যের শক্তিমাত্র. শঙ্কর তাহাও বলিয়াছেন—"কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্"—বেদান্ত ভাষ্য, ২।১।১৮

‡ "ইদমেব ব্যাকৃতং নামরূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়াং......বীজশক্ত্যবস্থং অব্যক্ত শব্দ-যোগ্যং দর্শয়তি"—শারীরক ভাষ্য, ১।৪।২। "সৈব দৈবীশক্তিরব্যাকৃত-নামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থা"—১।৪।৯ [দৈবীশক্তিঃ—পরমেশ্বরাধীনা, অস্বতন্ত্রা]

হয়, তখন 'শক্তি' রূপেই বিলীন হয়, পুনরায় এই শক্তি হইতেই জগতের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে" *। শঙ্কর স্বয়ং এইরূপে কার্য্যের অব্যক্তাবস্থাকে 'শক্তি' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রত্নপ্রভাও 'শক্তি' শব্দের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"কার্য্য সকল যখন কারণ রূপে বিলীন হইয়া থাকে, সেই কারণ-বীজকেই 'শক্তি' বলা যায়" †। এই কারণ শক্তিই কার্য্যগুলির 'উপাদান'। উপাদান ব্যতীত প্রলয়ে কার্য্যের অবস্থান হইতে পারে না ‡। রত্নপ্রভা ইহাও বলিয়াছেন যে,—"বৃহৎ বটবৃক্ষ যেমন স্বীয় বীজে শক্তিরূপে অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রলয়ে, কার্য্যগুলি স্বীয় উপাদানে শক্তিরূপে অবস্থান করে" §।

উপাদানকেই 'শক্তি' বলা যায়।

তারপর, শঙ্কর আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, জগতের কার্য্যগুলি উৎপত্তির পূর্ব্বে, ব্রহ্ম-চৈতন্যে প্রাণশক্তিরূপে

* "প্রলীয়মানমপিচেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি, ইতর থা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ"—শারীরক ভাষ্য, ১।৩।৩০

† "কারণাত্মনা লীনং কার্য্যমেব অভিব্যক্তিনিয়ামকতয়া 'শক্তিঃ'"—২।১।১৮

‡ "ন হি অকারণে কার্য্যস্থ সম্প্রতিষ্ঠানমুপপদ্যতে সামর্থ্যাৎ"......প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য, ৬।১

§ "স্বোপাদানে লীন কার্য্যরূপা শক্তিস্তু বীজে মহান্ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি"...১।৩।৩০ "পরতন্ত্রত্বাৎ উপাদানমপি শক্তিঃ"...১।২।২২

এই শক্তি—ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র নহে।

অবস্থিত ছিল। ব্রহ্মচৈতন্য এই প্রাণ-বীজদ্বারাই জগতের 'কারণ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন *। বস্তুতঃ এই বীজশক্তি ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন নহে। ব্রহ্মের সত্তাতেই এই বীজ শক্তির সত্তা। কেননা, ইহা ব্রহ্মসত্তারই একটা অবস্থাবিশেষ মাত্র, এবং যাহা অবস্থাবিশেষ মাত্র তাহা একান্ত স্বতন্ত্র বা ভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মকেই এই বীজ-শক্তির যোগে, জগতের কারণ বা সদ্ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সুতরাং এই সদ্ব্রহ্মই যে জগতের কার্য্যগুলিতে অনুগত হইয়া আছেন, শঙ্কর তাহাও বলিয়া দিয়াছেন †। নতুবা, শক্তি-রহিত শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মচৈতন্য জড়জগতের 'উপাদান' হইতে পারেন না। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন যে,—"বীজযুক্ত ‡ ব্রহ্মই জগতের উপাদান বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন"।

* "সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ব্বশ্রুতিষু চ 'কারণত্ব'ব্যপদেশঃ"—শঙ্কর, গৌড়পাদকারিকা, ১।২। "বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব......সতঃ সৎশব্দবাচ্যতা"...শঙ্কর।

"সর্ব্বভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাক্ প্রাণবীজাত্মনৈব সত্ত্বম্"......সর্ব্বভাবান্ প্রাণ-বীজাত্মা জনয়তি,...শঙ্কর, ১।৬

† "তথাচ 'সত'শ্চ আত্মন...অবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে, সর্ব্বত্র অব্যভিচারাৎ" ইত্যাদি।...গীতাভাষ্য, ২।১৬

‡ "ইতরান্ সর্ব্বভাবান্ প্রাণবীজাত্মা জনয়তি"। মাণ্ডুক্যে গৌড়পাদকারিকা-ভাষ্য, ১।৬। কেবল শুদ্ধ চৈতন্য হইতে জগতের পদার্থগুলি উৎপন্ন হইতে পারে না।

প্রিয় পাঠক, এই সকল সমালোচনা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, মায়াশক্তি শঙ্কর-মতে কোন বিজ্ঞান বা Idea মাত্র নহে। তাঁহার মতে মায়া এই জড়জগতের উপাদান-শক্তি। শঙ্কর যদি মায়াকে বিজ্ঞান মাত্র বলিয়াই মনে করিতেন, তাহা হইলে শঙ্কর কি নিমিত্ত "শূন্যবাদ" ও "বিজ্ঞানবাদের" বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? কেনই বা তিনি বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়া দিয়া * জগতের এক পরিণামি-উপাদানের সত্তা প্রতিষ্ঠাপিত করিতে গিয়াছিলেন?

কেন এই শক্তিকে—মায়া ও অবিদ্যা বলা হইয়াছে?

খ। তবে কেন শঙ্করাচার্য্য এই মায়াশক্তি বা প্রাণশক্তি বা অব্যক্তশক্তিকে, তৎপ্রণীত বেদান্ত-ভাষ্যে (১।৪।৩), 'অবিদ্যাত্মিকা' ও 'মায়াময়ী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এই তাৎপর্য্যের উপরেই শঙ্করের অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধেও শঙ্করের অভিপ্রায় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখিব। গীতা-ভাষ্যে (১২।৩) শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—"এই অব্যক্ত বা প্রকৃতিশক্তি অবিদ্যাকামনাদি অশেষ দোষের আকর বলিয়া ইহাকে মায়া বলা যায়"। এই শক্তিই জীবের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইলে, জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন

* বেদান্তদর্শনে, ২।২।২৮—৩০ সূত্র-ভাষ্যে বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন আছে। বৃহদারণ্যক ভাষ্যেও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

হইয়া উঠে এবং ইহারই প্রভাবে বিষয়-কামনায় পরিচালিত হইয়া প্রকৃত পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। অবিদ্যা ও মায়ার প্রভাব কিরূপ? অবিদ্যা ও মায়ার প্রভাবে জীবের ব্রহ্মদর্শন আবৃত হইয়া পড়ে। এই অব্যক্তশক্তিই ইহার কারণ। কেননা, এই শক্তিই ত, ক্রম-নিয়তির নিয়মে, জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এবং জীব এই সকল ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সংস্কারবশতঃ ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে। অবিদ্যা জীবকে কি প্রকারে ভ্রান্ত করে?

অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের দুই প্রকার ভ্রম হয়।

লোকে যখন অবিদ্যাচ্ছন্ন হয়, মায়ামুগ্ধ হয়,—তখন তাহাদের দুই প্রকার ভ্রম উপস্থিত হয়। প্রথম ভুল এই ঃ—

(১) প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বদর্শীর নিকটে ব্রহ্ম,—জগতের উপাদান 'অব্যক্তশক্তি' এবং অব্যক্তশক্তির বিকার এই জগৎ,—এই উভয় হইতেই 'স্বতন্ত্র' *। কিন্তু সাধারণ অজ্ঞানী জীবসকল অবিদ্যার প্রভাবে এই কথাটা ভুলিয়া যায়। এই

* "অক্ষরাৎ নাম-রূপ-বীজোপাধিলক্ষিতস্বরূপাৎ......অব্যাকৃতাখ্যমক্ষরং...... তস্মাৎ অক্ষরাৎ 'পরঃ' নিরুপাধিকঃ পুরুষঃ"...শঙ্কর, মুণ্ডকভাষ্য, ২।১।২। "অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ"—কঠ, ১।৩।১১...ইহার ভাষ্যে..."অব্যক্তং সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতং... তস্মাদব্যক্তাৎ 'পরঃ'...পুরুষঃ"। বেদান্ত ভাষ্যে (২।১।১৪) আছে "তাভ্যাং (নাম-রূপাভ্যাং) 'অন্যঃ "ঈশ্বর"। [এখানে এই নামরূপকে 'মায়াশক্তি', 'প্রকৃতি' বলা হইয়াছে] আত্মচৈতন্য যে জগৎ হইতেও স্বতন্ত্র, তাহাও নানাস্থানে আছে। বেদান্ত ভাষ্যে (১।৩।১৯) "শরীরাৎ সমুত্থায় স্বেনরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে"।

স্বতন্ত্রতার কথাটা ভুলিয়া গিয়া, অজ্ঞানী লোকেরা মনে করে যে, ব্রহ্মে ও শক্তিতে এবং ব্রহ্মে ও জগতে কোন ভেদ নাই! ইহাই 'অবিবেক' বা 'দেহাত্মবুদ্ধি' নামে বেদান্তে প্রসিদ্ধ। সাংখ্যমতে, ইহাই প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেক-বুদ্ধি।

দ্বিতীয় ভুল এই ঃ—

(২) জগতের উপাদান 'অব্যক্তশক্তি', নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসত্তারই একটা বিশেষ অবস্থা বা রূপান্তর মাত্র। সুতরাং তত্ত্বদর্শীর নিকটে, প্রকৃতপক্ষে, এই অব্যক্তশক্তি ব্রহ্মসত্তা হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' কোন পদার্থ হইতে পারে না। ব্রহ্ম-সত্তাতেই এই শক্তিরও সত্তা *। আবার, জগতের বিবিধ কার্য্যগুলিও তত্ত্বদর্শীর নিকটে, প্রকৃতপক্ষে, এই উপাদানশক্তি হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' কোন পদার্থ হইতে পারে না। বিকার-গুলি—উপদান কারণ বা শক্তিরই একটা বিশেষ অবস্থা বা রূপান্তর মাত্র। সুতরাং এই শক্তির সত্তাতেই বিকারগুলির সত্তা †। কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে সাধারণ অজ্ঞানী লোক এ

* "নহি আত্মনোঽন্যাৎ অনাত্মভূতং তৎ।...অতো নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী......ইতি তে তদাত্মকে উচ্যেতে" (তৈত্তিরীয়-ভাষ্য, ২।৬।২)।

"জড়প্রপঞ্চস্য আগন্তুকতয়া স্বতঃ সত্তাভাবাৎ"—উপদেশসাহস্রী। "চিদাত্মাতিরেকেণ 'পৃথক্' বস্তু ন সম্ভবতি"—উপদেশসাহস্রী।

† "নতু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"—শারীরক ভাষ্য, ২।১।১৪ "ন কারণাৎ কার্য্যং 'পৃথক্' অস্তি"—রত্নপ্রভা, ১।১।৮।

কথাটা ভুলিয়া যায়। এ কথা ভুলিয়া অজ্ঞানী লোক ধরিয়া লয় যে, জগতের উপাদান অব্যক্তশক্তিটা একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন পদার্থ। এবং বিকারগুলিও প্রত্যেকে এক একটী স্বতন্ত্র, স্বাধীন (Independent and Unrelated) পদার্থ।

অবিদ্যার প্রভাবে, মায়ার প্রতাপে, জীবের এই দুই প্রকারের ভ্রম উপস্থিত হয়। অবিদ্যাবশতঃ জীবের এই দুই প্রকার ভ্রম উপস্থিত হয় বলিয়াই, অব্যক্তশক্তিকে শঙ্কর 'অবিদ্যাত্মিকা' এবং 'মায়াময়ী' প্রভৃতি বলিয়াছেন। পরে আমরা এ সকল কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিব। এই সকল তত্ত্ব তলাইয়া না দেখিয়াই অনেকে শঙ্করাচার্য্যকে "প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ" এবং 'মায়াবাদী' প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন!!

শঙ্করভাষ্যে মায়াশক্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

গ। মায়াশক্তি বা প্রাণশক্তি বা অব্যক্তশক্তি কাহাকে বলে, তাহা আমরা সংক্ষেপে দেখিয়া আসিলাম। আমরা নিম্নে শঙ্কর-ভাষ্য হইতে কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, শঙ্কর এই 'আগন্তুক' শক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

বেদান্ত ভাষ্য।

(১) বেদান্ত ভাষ্যের (১।৪।৩) সূত্রে শঙ্কর বলিতেছেন:—"এই জগৎ অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্তরূপে ব্রহ্মে অবস্থিত

ছিল। জগতের এই অব্যক্ত অবস্থাকে জগতের 'বীজশক্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মে এই শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়; কেন না, (আগন্তুক, পরিণামোন্মুখ) শক্তি স্বীকার না করিলে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিবেন কাহার দ্বারা? শক্তিরহিত পদার্থের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মে (আগন্তুক) শক্তি স্বীকার করিতে হয়। তবে আমরা সাংখ্যদিগের ন্যায় এই শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে একান্ত স্বতন্ত্র বলি না। আমরা বলি, ব্রহ্মসত্তাতেই এই শক্তির সত্তা; ইহার নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই" *।

(২) বেদান্তদর্শনের (১।৪।৯) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন :—"জগতে অভিব্যক্ত নাম-রূপের পূর্ব্ববর্ত্তী অব্যক্ত-অবস্থাই 'শক্তি' বলিয়া কথিত। এই শক্তি 'দৈবী',—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে একান্ত স্বতন্ত্র নহে। এই শক্তিই বিকৃত হইয়া স্থূলাকারে তেজ, অপ্, অন্নরূপে † অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং

* "জগদিদ মনভিব্যক্ত-নামরূপং প্রাগবস্থং অব্যক্ত শব্দার্হমভ্যুপগম্যেত। ...জগৎ প্রাগবস্থায়াং...বীজশক্ত্যবস্থং অব্যক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি। অর্থবতী হি সা, ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ...পরমেশ্বরাধীনাতু ইয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতো অভ্যুপগম্যতে, ন স্বতন্ত্রা"।

† ঐতরেয়-আরণ্যক ভাষ্যে (২।১) তেজকে 'অন্নাদ' (Motion) এবং অপ্ ও ভূমিকে 'অন্ন' (Matter) বলা হইয়াছে। "তত্র অব্ভূম্যোরন্নত্বেন, বায়ু-জ্যোতিষোঃঅত্ত্বেন বিনিয়োগঃ"। সুতরাং এই অব্যক্তশক্তি—Motion ও Matter এর বীজ হইতেছে। সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ।

এই শক্তিকেও ত্রিরূপা বলা যায়” *। শঙ্কর এস্থলে এই শক্তিকে তেজ, অপ্, অন্নাদি জড়বর্গের বীজশক্তি বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিলেন।

(৩) বেদান্তদর্শনের (১।২।২২) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন :—“জগতে যত কিছু বিকার দেখা যাইতেছে, সকল বিকার হইতে ভিন্ন (সকল বিকারের বীজ), নাম-রূপের একটী বীজশক্তি আছে। ইহাকেই ‘অক্ষর’, ‘অব্যাকৃত’ ও ‘ভূতসূক্ষ্ম’ প্রভৃতি শব্দে কথিত হইয়া থাকে। এই শক্তি ঈশ্বরের আশ্রিত এবং তাঁহার উপাধিস্বরূপ †। এই শক্তিকে ‘ভূতসূক্ষ্ম’ও বলা যায়, কেন না, ইহাই পরে অভিব্যক্ত জড় ভূতবর্গের সূক্ষ্মবীজ” ‡।

(৪) কঠোপনিষদের (৩।১১) ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়া-

* “সৈব দৈবীশক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থা।...তস্যাশ্চ স্ববিকারবিষয়েণ ত্রৈরূপ্যেণ ত্রৈরূপ্যমুক্তম্।......তেজোবন্নানাং ত্রৈরূপ্যেণ ত্রিরূপা অজা প্রতিপত্তুং শক্যতে”।

† সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ব্রহ্মশক্তিরই একটা ‘আগন্তুক’ অবস্থান্তর বা পরিণাম স্বীকার করা হয়। তাহাই এই শক্তি। সুতরাং ব্রহ্ম ইহা হইতে স্বতন্ত্র। এই জন্য ইহাকে ব্রহ্মের ‘উপাধি’ বলা যায়। ইহারই পরিণামফলে মনুষ্যদেহ নির্ম্মিত হয়, তখন নির্গুণ ব্রহ্মই ‘জীব’ নামে অভিহিত হন। এই জন্যও ইহাকে ‘উপাধি’ বলে।

‡ “অক্ষরমব্যাকৃতং নামরূপবীজশক্তিরূপং ভূতসূক্ষ্মমীশ্বরাশ্রয়ং তস্যৈবোপাধিভূতম্।...যদি ‘প্রধান’ মপি কল্প্যমানং..অব্যাকৃতাদিশব্দবাচ্যং (*i. e.* অস্বতন্ত্রং) ভূতসূক্ষ্মং পরিকল্প্যতে, কল্প্যতাম্”।

কঠ-ভাষ্য।

ছেন ঃ—"অব্যক্তই জগতের মূলবীজ। জগতে অভিব্যক্ত সমুদয় কার্য্য ও করণশক্তির এই অব্যক্তই সমষ্টিস্বরূপ। অর্থাৎ এই অব্যক্ত-বীজই পরিণত হইয়া জাগতিক যাবতীয় কার্য্য ও করণরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাকেই 'অব্যক্ত', 'অব্যাকৃত', 'আকাশ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। বট-বীজে যেমন বটবৃক্ষের শক্তি ওতপ্রোত ভাবে থাকে, এই অব্যক্তও তদ্রূপ পরমাত্মচৈতন্যে ওতপ্রোত ভাবে (একাকার হইয়া) আশ্রিত ছিল" *। টীকাকার আনন্দগিরি এস্থলে আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে,—"প্রলয়ে জগতের সমুদয় কার্য্য ও করণ-শক্তিগুলি শক্তিরূপে অবস্থান করে। শক্তি নিত্য, শক্তির ধ্বংস নাই। সুতরাং শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। এই শক্তিগুলির সমষ্টিকেই "মায়াতত্ত্ব" বলা যায় †।

---

* "অব্যক্তং সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতং......সর্ব্বকার্য্য-করণশক্তি-সমাহাররূপ-মব্যক্তমব্যাকৃতাকাশাদিশব্দবাচ্যং পরমাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতম্। বটকণিকায়ামিব বটবীজশক্তিঃ"। কার্য্যশক্তি—দেহ ও দেহাবয়বগুলি (কার্য্যলক্ষণাঃ শরীরাকারেণ পরিণতাঃ আকাশাদয়ঃ")। করণশক্তি—অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গুলি ("করণলক্ষণানি ইন্দ্রিয়ানি")।

† ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলি যে শক্তিরূপে একই,—এ তত্ত্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অল্প-দিন হইল আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। ভারতে এ তত্ত্ব প্রাচীনকাল হইতেই জানা ছিল। বেদান্তভাষ্যে (১।৩।৩০) শঙ্কর বলিয়াছেন—"নচ অনেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্যাঃকল্পয়িতুম্"। সকলশক্তিই মূলতঃ একই শক্তি।

সাংখ্যের 'প্রকৃতির' ন্যায়, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবে এই অব্যক্ত-শক্তির সত্তা আমরা স্বীকার করি না। বটবীজে অবস্থিত ভাবিবৃক্ষের শক্তি দ্বারা যেমন একটা বীজ দুইটা হইয়া যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মে এই শক্তিসত্ত্বেও, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের কোন হানি হয় না। এই অব্যক্তই জগতের উপাদান-কারণ। এই উপাদান দ্বারাই ব্রহ্মকেও 'জগৎকারণ' বলা হইয়া থাকে"।

গীতা-ভাষ্য।

(৫) গীতাভাষ্যেও শঙ্কর এই মায়াশক্তির কথা নানা-স্থলে বলিয়াছেন। তাহারও কয়েকটা স্থল উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

(ক) গীতার (১৩।১৯) ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—"দেহ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, এবং সুখ-দুঃখ-মোহাদি সকলই—সর্ব্বপ্রকার বিকারের কারণস্বরূপ ঈশ্বরের ত্রিগুণময়ী মায়া বা প্রকৃতিশক্তি হইতে জন্মিয়াছে। এই প্রকৃতিশক্তি স্বীকার না করিলে, জগৎ বিনাকারণে উদ্ভূত হইয়াছে বলিতে হয়। ঈশ্বরেরও ঈশ্বরত্ব থাকে না। কেননা, এই শক্তি দ্বারাই ত ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব" *।

* "বুদ্ধ্যাদিদেহেন্দ্রিয়ান্তান্ গুণাংশ্চ সুখদুঃখমোহপ্রত্যয়াকারপরিণতান্ প্রকৃতি-সম্ভবান্ বিদ্ধি। প্রকৃতিরীশ্বরস্য বিকারকারণং শক্তিঃ গুণাত্মিকা মায়া।...প্রকৃতি-পুরুষয়োরুৎপত্তেরীশিতব্যাভাবাৎ ঈশ্বরস্য অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ, সংসারস্য নির্ণিমিত্তত্বে নির্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ"। বেদান্তভাষ্যে (১।৪।৯) ত্রিগুণকে 'ভূতত্রয়' বলা হইয়াছে। এই প্রকৃতি জড় ভূতত্রয়ের বীজ।

(খ) গীতার (১৩।২৯) ভাষ্যেও শঙ্কর বলিয়াছেন—"মায়াই ভগবানের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই মহত্ত্বাদি কার্য্য ও করণরূপে পরিণত হইয়া থাকে" *। ইহারই টীকায় আনন্দগিরি বলিয়াছেন যে, "এই মায়া পর-ব্রহ্মের শক্তি। সাংখ্যদিগের ন্যায়, এই মায়াকে ব্রহ্ম হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' বলা যায় না"। ইহার পরশ্লোকে বলা হইয়াছে যে, "যিনি এই প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির বিকারগুলিকে ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ 'স্বতন্ত্র' মনে না করেন, তিনি, সকল পদার্থ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া মনে করিতে পারেন। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী"। প্রকৃতিশক্তি বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' নহে বলিয়াই গীতার (১৪।৩) ভাষ্যে, ইহাকে 'মহদ্ব্রহ্ম' বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বভূতের উৎপত্তির বীজ।

(গ) গীতার (১৫।১৬) ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—"ভগবানের মায়াশক্তিকেই 'অক্ষর' বলা যায়। ইহাই সমুদয় বিকারের উৎপত্তিবীজ এবং জীবদিগের কামনা-কর্ম্মাদিসংস্কারের আশ্রয়স্বরূপ, কেননা এই শক্তিব্যতীত জীবের ঐ সকল সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারিত না" †।

---

* "প্রকৃতির্ভগবতো মায়া ত্রিগুণাত্মিকা।......প্রকৃত্যৈব চ নান্যেন মহদাদিকার্য্য-করণ-পরিণতয়া" ইত্যাদি। টীকায় আনন্দগিরি বলিয়াছেন—'পরস্য শক্তির্মায়া'।

† "অক্ষরস্তদ্বিপরীতঃ ভগবতো মায়াশক্তিঃ। ক্ষরাখ্যস্য...উৎপত্তিবীজমনেক সংসারিজন্তু-কামকর্ম্মাদিসংস্কারাশ্রয়ঃ...উচ্যতে"। আনন্দগিরি বলিয়াছেন—"মায়া-

(ঘ) গীতার (১৩।৫) ভাষ্যে এই কথা দৃষ্ট হয়—"ঈশ্বরের শক্তিকে মায়া বলা যায়। ইহাকে 'অব্যক্ত' ও 'অব্যাকৃত' শব্দেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহাই পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়াদি অষ্ট প্রকারে পরিণত হয়" *।

(ঙ) মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদকারিকার (১।২) ভাষ্যে শঙ্কর অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে এই শক্তির কথা বলিয়াছেন :—

মাণ্ডূক্য-ভাষ্য।

"জীবের সুষুপ্তিকালে যেমন প্রাণ-শক্তি অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে, প্রলয়কালেও প্রাণশক্তি ব্রহ্মে অব্যক্তবীজ ভাবে অবস্থান করে। এই অব্যক্ত প্রাণশক্তিই জগতের বীজ, এবং এই বীজ দ্বারাই ব্রহ্মকে শ্রুতিতে 'সদ্ব্রহ্ম' বা 'কারণ-ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মকে যেখানেই জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সেইখানেই, এই বীজশক্তি দ্বারাই তিনি জগৎ-কারণ,—এই কথা বুঝিতে হইবে। এই বীজশক্তিকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ; কেননা, এই বীজ না থাকিলে প্রলয়াবসানে কোন্ বীজ হইতে জীব সকল উৎপন্ন হইবে? এই

শক্তিং বিনা ভোক্তৃণাং কর্ম্মাদিসংস্কারাদেব কার্য্যোৎপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ......মায়াশক্তিরূপাদানমিতি"। পাঠক তবেই দেখুন, মায়া যে কোন Idea বা বিজ্ঞানমাত্র নহে,—ইহা যে জড়জগতের উপাদান শক্তি, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইল।

* "অব্যক্তমব্যাকৃতমীশ্বরশক্তিঃ মম মায়া।......অষ্টধাভিন্না প্রকৃতিঃ"। পঞ্চতন্মাত্র,অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত—এই অষ্টপ্রকার শক্তি।

বীজ ব্রহ্মে থাকে বলিয়াই পুনরায় এই বীজ হইতেই জীব সকল প্রাদুর্ভূত হয়। সুতরাং জগতের এই বীজশক্তিকে স্বীকার করিতে হয়” *। এই উপলক্ষে আনন্দগিরি ষষ্ঠশ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ-যোগ্য। “কার্য্যরূপ লিঙ্গ (চিহ্ন) দ্বারাই কারণের অস্তিত্ব সূচিত হয়। কার্য্যগুলিই কারণের অস্তিত্বের পরিচায়ক। ব্রহ্ম ত অজ্ঞাত, অদৃষ্ট। জগৎ-কারণরূপেই কেবল ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। সুতরাং এই কারণসত্তা বা কারণশক্তি স্বীকার না করিলে ব্রহ্মই ‘অসৎ’ হইয়া পড়েন। শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়” †।

এই শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে ‘জগৎ-কারণ’ বলা হয়।

* নির্বীজতয়ৈব চেৎ সতি লীনানাং সুষুপ্ত-প্রলয়য়োঃ পুনরুত্থানানুপপত্তিঃ স্যাৎ। ......প্রাণশব্দত্বমব্যাকৃতস্য। ননু তত্র ‘সদেব সৌম্যেতি’ প্রকৃতং (নিরুপাধিকং) সদ্ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যম্? নৈষ দোষঃ,—বীজাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ সতঃ।...বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ, সৎশব্দবাচ্যতা চ।......তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ব্বশ্রুতিষু চ কারণত্ব-ব্যপদেশঃ”।

† শঙ্কর নিজেও বলিতেছেন যে,—“যদি অসতামেব জন্ম স্যাৎ, ব্রহ্মণো ব্যবহার্য্যস্য গ্রহণ-দ্বারাভাবাৎ অসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ”—গৌড়পাদকারিকাভাষ্য, ১।৬। পাঠক দেখুন শঙ্কর সুস্পষ্ট বলিতেছেন যে, অসৎ হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় নাই। জগৎ ‘সৎ’ বা শক্তি হইতেই জন্মিয়াছে। এই শক্তিই জগতে অনুস্যূত হইয়া আছে। এই শক্তিসংবলিত ব্রহ্মই ‘সদ্ব্রহ্ম’ বা জগতের কারণ। “তেন শবলমেব (শক্তিযুক্তমেব) ব্রহ্ম অত্র বিবক্ষিতম্”—আনন্দগিরি।

(৭) এই মায়াশক্তি দ্বারাই নির্গুণব্রহ্মকে জগতের 'কারণ' বলা হয়, একথা আমরা উপরে দেখিলাম। এ সম্বন্ধে আর দুই একটী প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি।

আনন্দগিরি।

(ক) কঠভাষ্যের) ১৷৩৷১১) টীকায় আনন্দগিরি বলিয়াছেন—"এই পরিণামিনী অব্যক্তশক্তিই জগতের প্রকৃত উপাদান। ব্রহ্মকে কেবল 'উপচারবশতঃই', এই শক্তিদ্বারা জগৎ-কারণ বলা হইয়া থাকে। নতুবা, নিরবয়ব ব্রহ্ম কিরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিণামি উপাদান হইবেন"? *।

(খ) মুণ্ডকোপনিষদের (২৷১৷১) টীকাতেও আনন্দগিরি বলিয়াছেন,—"যাবতীয় নামরূপের বীজস্বরূপ শক্তি আছে। ব্রহ্মই এই শক্তির বীজ (অধিষ্ঠান)। এই শক্তি ব্রহ্মের উপাধিস্বরূপ। সর্ব্বাতীত, বিশুদ্ধ নির্গুণব্রহ্ম,—এই শক্তি ব্যতীত জগৎকারণ হইতে পারেন না; এই জন্যই এই (আগন্তুক) শক্তিকে তাঁহার 'উপাধি' বলা হয়। অতএব এই শক্তিরূপ উপাধি দ্বারাই ব্রহ্ম জগৎ-কারণ †।

* "সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণমব্যক্তম্। তস্য পরমাত্ম্য-পারতন্ত্র্যাৎ পরমাত্মন 'উপচারেণ' কারণত্বমুচ্যতে, নতু অব্যক্তবদ্বিকারিতয়া"।

† "শক্তিবিশেষোঽস্যাস্তীতি তথোক্তং নামরূপয়োর্বীজং ব্রহ্ম, তদ্যোপাধিতয়া লক্ষিতং, শুদ্ধস্য কারণত্বানুপপত্ত্যা"। সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ভাবেই ছিলেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে মাত্র সেই নির্ব্বিশেষসত্তারই একটা অবস্থাবিশেষ উপস্থিত

(গ) শঙ্কর স্বয়ং তৈত্তিরীয় ভাষ্যে (২।৬।২), প্রকারান্তরে এই তত্ত্বই বলিয়া দিয়াছেন। "ব্রহ্মকে 'সত্য' বলা যায় কি প্রকারে? যাহার সত্তা আছে তাহাই সত্য। কোন কার্য্যের কারণ না হইলে, তাহার সত্তা বুঝা যায় না। ব্রহ্ম—আকাশাদির কারণ বলিয়াই, তাঁহার সত্তা আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই জন্য ব্রহ্মকে 'সৎ' বলা যায়। কারণই কার্য্যে অনুগত হইয়া থাকে। কার্য্যে অনুগত এই সত্তাদ্বারাই, কারণের সত্তা নির্ণীত হইয়া থাকে" *। এস্থলেও জগতে অনুগত সত্তা বা শক্তিদ্বারাই, ব্রহ্মকে "সৎ" বলা হইয়াছে। অতএব শক্তিযুক্ত ব্রহ্মকেই 'সদ্ব্রহ্ম' বা জগতের 'কারণ' বলা যায়। পাঠক এই কথাগুলি মনে রাখিবেন।

তৈত্তিরীয়-ভাষ্য।

৫। প্রিয় পাঠক! এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে সুস্পষ্ট

হইল। এই অবস্থান্তরটী 'আগন্তুক' ও 'কদাচিৎক' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা আগন্তুক বলিয়াই ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্যেরও কোন হানি হয় না। আগন্তুক বলিয়াই ইহাকে ব্রহ্মের 'উপাধি' বলা হয়। আনন্দগিরি ১।১।৮ মুণ্ডকটীকায় এই শক্তিকে 'জড়' বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন "জাড্য-মহামায়ারূপেণৈব সম্ভবঃ"।

* সত্ত্বোক্ত্যৈব সত্যত্ব মুচ্যতে।...যস্মাচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ, তদস্তীতি দৃষ্টং লোকে ঘটাঙ্কুরাদিকারণং মৃদ্বীজাদি। তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাদস্তি ব্রহ্ম। ন চ অসতো জাতং কিঞ্চিৎ গৃহ্যতে কার্য্যং।...অসতশ্চেৎকার্য্যং গৃহ্যমানং, অনদন্বিতমেব স্যাৎ; নচৈবং, তস্মাদস্তি ব্রহ্ম"। "বাহ্যসত্তাসামান্যবিষয়েণ সত্যশব্দেন লক্ষ্যতে সত্যং ব্রহ্মেতি, সর্ব্ব-বিশেষ-প্রত্যস্তমিত-স্বরূপত্বাৎ ব্রহ্মণঃ"।

সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মের সম্বন্ধনির্ণয়।

দেখিতে পাইতেছেন যে, শঙ্কর ও শঙ্করের টীকাকারগণের মতে, জড়জগতের উপাদান 'মায়াশক্তি' অস্বীকৃত হয় নাই। আমরা এতক্ষণ যে সকল কথা বলিয়া আসিলাম, তদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, যে নিত্যশক্তি ব্রহ্মে একাকার হইয়া অবস্থিত ছিল, সৃষ্টির প্রাক্কালে, ব্রহ্মসংকল্পবশতঃ, সেই শক্তিরই একটা সর্গোন্মুখ পরিণাম উপস্থিত হইল; অর্থাৎ শক্তি জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম করিল। এই আগন্তুক 'পরিণাম'কে লক্ষ্য করিয়াই, এই শক্তির 'মায়াশক্তি', 'প্রাণ-শক্তি' প্রভৃতি সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইল। যিনি নির্গুণব্রহ্ম, তিনি এই 'আগন্তুক' শক্তিযোগে 'সগুণব্রহ্ম' বলিয়া কথিত হইলেন। প্রকৃতপক্ষে, তত্ত্বদর্শীর নিকটে,—শক্তির একটা অবস্থান্তর—রূপান্তর—উপস্থিত হওয়াতেই যে, উহা একটা কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠিল, তাহা নহে। নির্গুণ ব্রহ্মেরও, একটা আগন্তুক 'সংকল্প' বা জগৎসৃষ্টির আলোচনা উপস্থিত হইল বলিয়াই যে, উহা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে একটা কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠিল, তাহাও নহে। তত্ত্বদর্শী জানেন যে, উহাকে মায়াশক্তিই বল, আর যাহাই বল না কেন, উহা একটা অবস্থান্তরমাত্র, উহা সেই পূর্ণশক্তি ব্যতীত বস্তুতঃ কিছুই নহে। সগুণ ব্রহ্মও প্রকৃত পক্ষে নির্গু ব্রহ্মেরই একটা অবস্থান্তর মাত্র, উহাও সেই পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নহে। কিন্তু এই

মায়াশক্তি যখন পূর্ণশক্তির একটা বিশেষ অবস্থা, তখন পূর্ণ-শক্তিস্বরূপ ব্রহ্ম ইহা হইতে 'স্বতন্ত্র'। নির্গুণব্রহ্মও—সগুণ ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' *। এই তত্ত্বটী সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত ভুলিয়া যাওয়াতেই, শঙ্করের উপরে অনেকে অবিচার করিয়া বসেন। আমরা উপরের আলোচনা হইতে এই সকল তত্ত্ব পাইয়াছি। পরে এগুলির বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

নির্গুণব্রহ্ম জগতের অতীত, কিন্তু তিনি একবারে জগতের সম্পর্কশূন্য নহেন। তিনি জগতের 'সাক্ষী'।

৬। আমরা এই স্থলে, পাঠকবর্গকে আর একটী বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। যদিও পূর্ণব্রহ্ম—শক্তি ও শক্তির বিকার জগৎ হইতে স্বতন্ত্র; তথাপি তিনি জগৎ হইতে একেবারে সম্পর্কশূন্য নহেন। একেবারে সম্পর্কশূন্য হইলে তাঁহাকে জগৎ-কারণ বলা যাইতে পারিত না। শঙ্করের এই কথাটীও অনেকে বুঝিতে ভুল করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম জগৎ হইতে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত নহেন বলিয়াই শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন যে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে—জগৎকে বাদ্ দিয়া—আমরা ব্রহ্মকে আদৌ জানিতে পারি না। সুতরাং বেদান্ত যে উপদেশ দিয়াছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মকেই জানিতে

* "কল্পিতস্য অধিষ্ঠানাৎভেদেঽপি, অধিষ্ঠানস্য ততো ভেদঃ"। মায়াশক্তিকে কেন 'কল্পিত' বলা হইয়াছে, তাহা পরে আলোচিত হইবে। "নামরূপে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী, ন ব্রহ্ম তদাত্মকম্"—শঙ্কর।

হইবে, বেদান্তের এই উপদেশও ব্যর্থ হইয়া যায়। এইজন্যই, যদিও সাক্ষাৎ-ভাবে আমরা ব্রহ্মকে জানিতে পারি না, তথাপি "লক্ষণা" দ্বারা * ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে। 'লক্ষণা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, একথার তাৎপর্য্য' কি? সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে, জগৎকে বাদ্ দিয়া, ব্রহ্মকে 'নেতি নেতি' ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে জানিতে পারা যায় না। যিনি সকলের অতীত, তাঁহাকে কোন শব্দ দ্বারাও নির্দ্দেশ করা যায় না। বাক্য ও মনের তিনি অগোচর। সুতরাং কেবল এই জগতের সম্বন্ধেই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। এই জগতে যে বিবিধ বিজ্ঞান ও ক্রিয়াগুলি অভিব্যক্ত রহিয়াছে, তদ্দারাই—তাহাদেরই সম্বন্ধে—আমরা ব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণসত্তার (পূর্ণশক্তি) আভাস পাইয়া থাকি †। এই জগতের সাক্ষী-

* "মুখ্যয়া বৃত্ত্যা জ্ঞানাদিশব্দবাচ্যত্বং আত্মনো নোপপদ্যতে। জ্ঞানাদিশব্দা আত্মনি ন সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তন্তে। ...ততঃ, সাভাসায়াবুদ্ধের্গৃহীত-সম্বন্ধৈর্জ্ঞানাদিশব্দৈর্বেদ আত্মানং লক্ষণয়া বোধয়তীতি সংগচ্ছতে নান্যথা"—উপদেশ সাহস্রী, টীকা, ১৮।৫০-৬০।

† তথাপি তদাভাসবাচকেন বুদ্ধিধর্ম্মবিষয়েণ জ্ঞানশব্দেন তৎ লক্ষ্যতে, নতু উচ্যতে।...তথা সত্যশব্দেনাপি সর্ব্ববিশেষপ্রত্যস্তমিতস্বরূপত্বাৎব্রহ্মণঃ,বাহ্যসত্তাসামান্য-বিষয়েণ সত্যশব্দেন লক্ষ্যতে, সত্যং ব্রহ্মেতি"।—তৈত্তিরীয় ভাষ্যে শঙ্কর। (বাহ্যসত্তার অর্থস্থলে টীকাকার জ্ঞানামৃতযতি বলিয়াছেন—"সত্যশব্দো জড়ে কারণে বর্ত্ততে"। অর্থাৎজড়ীয়কার্য্যে অনুগত সত্তা বা শক্তিদ্বারা আমরা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ সত্তার আভাস পাই)।

রূপেই * তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। জগৎ ত জড় এবং প্রতিক্ষণে জগতের বিবিধ পরিণাম হইতেছে। জড়জগতে 'জ্ঞান' আসিল কিরূপে? জগতের অন্তরালে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সাক্ষীরূপে অবস্থিত আছেন বলিয়াই, বিকারগুলির সংসর্গে, জগতে বিবিধ বিজ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে।

বৈষয়িক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যজ্ঞানেরও আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নতুবা কেবল ক্রিয়াত্মক জগতে 'জ্ঞান' আসিবে কি প্রকারে † ? শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যগুলির নানাস্থানে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপদেশ সাহস্রী গ্রন্থের ১৮ প্রকরণেও এই তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্ম জগৎ হইতে 'স্বতন্ত্র' হইলেও, একেবারে সম্পর্কশূন্য নহেন। তিনি জগতের সাক্ষী। এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। শঙ্করাচার্য্য

---

* "বুদ্ধৌ সাক্ষিতয়া অভিব্যক্তং ব্রহ্ম"—তৈত্তিরীয় ভাষ্যটীকা, ২।১।

"আভাসদ্বারা তু সম্বন্ধাৎ...'সাক্ষিত্ব'মুপপদ্যতে।...সাক্ষিণং যো জানাতি সম্যক্ অবগচ্ছতি স আত্মবিৎ"—উপদেশসাহস্রীটীকা, ১৮।৮৪ ও ১২১ শ্লোকে।

† "সম্যক্ বিচার্য্যমানে ক্রিয়াবত্যাবুদ্ধেরববোধঃ (জ্ঞানম্) নাস্তি"—১৮।৫৪। "নিত্যচৈতন্যস্বরূপেণ বুদ্ধেঃ সুখদুঃখমোহাদ্যাত্মকাঃ প্রত্যয়াঃ (বিজ্ঞানানি) চৈতন্যাত্মপ্রভা ইব জায়মানা বিভাব্যন্তে"—গীতাভাষ্যে শঙ্কর, ১৩।২২। তবেই দেখা যাইতেছে বুদ্ধ্যাদির বিবিধ বিজ্ঞানের অন্তরালবর্ত্তী নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে জানা যায়, এবং বুদ্ধ্যাদির বিবিধ ক্রিয়ায় অনুগত শক্তি দ্বারা পূর্ণশক্তিস্বরূপ আত্মাকে জানা যায়। ইহারই নাম 'লক্ষণা'।

অনেক স্থলে বলিয়া দিয়াছেন যে, ওঁকারাদি অবলম্বনে ধ্যান করিতে করিতে বুদ্ধিবৃত্তিতে যে ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠে, সেই জ্ঞানেরই ভাবনা পরিপক্ক হইলে, সাধক ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হন *। ব্রহ্ম যদি জগৎ হইতে একান্ত সম্পর্কশূন্যই হন, তবে শঙ্করের এপ্রকার উপদেশেরও কোন সার্থকতা থাকে না। বুদ্ধির অতীত হইয়াও, যদি আত্মা বুদ্ধির সাক্ষীরূপে অবস্থিত না থাকেন, তবে বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্ম-স্বরূপের আভাস কি প্রকারে পাওয়া যাইবে? সুতরাং আত্মা—বুদ্ধ্যাদি হইতে নিতান্ত সম্পর্কশূন্য হইতে পারেন না। তিনি বুদ্ধ্যাদির অতীত হইয়াও, বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী। আরো কথা আছে। শঙ্করের উপদেশ সাহস্রী গ্রন্থের ১৮ প্রকরণে "বিবেক বুদ্ধির" অনুশীলনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। গীতা-ভাষ্যে (১৮।৫০) এবং

বিবেকবুদ্ধি।

বেদান্তভাষ্যে (১।৩।১৯) ও এই বিবেকজ্ঞানের তত্ত্ব বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই উপদেশগুলির দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্ম জগতের অতীত হইয়াও, একেবারে জগতের নিঃসম্পর্কিত নহেন। এই বিবেক জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে। আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেহাদির সহিত আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লই এবং আত্মার

* "পরং হি ব্রহ্ম শব্দাদ্যুপলক্ষণানর্হং নশক্যমতীন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ কেবলেন মনসা অবগাহিতুং, ওঁকারে তু......ভক্ত্যাবেশিত ব্রহ্মভাবে ধ্যায়িনাং তৎ প্রসীদতি"।—প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য, ৫।২; মূলগ্রন্থ দেখ।

সহিত দেহাদির সংসর্গ ও অভেদসম্বন্ধ স্থাপন করি বলিয়াই, আমরা সংসারে বদ্ধ হইয়া পড়ি। বস্তুতঃ, নিত্যজ্ঞানে ও জড়ীয় ক্রিয়ায় 'সংসর্গ' হইতে পারে না *। অজ্ঞানতাবশতঃই আমরা এই সংসর্গ স্থাপন করি। যাঁহারা বিবেকী ও প্রকৃতজ্ঞানী, তাঁহারা বুঝেন যে, বুদ্ধ্যাদি-জড়ে যে বিবিধ বিজ্ঞান উপস্থিত হইতেছে, ইহার কারণ এই যে, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্ম-চৈতন্য ইহাদের অন্তরালে অবস্থিত আছেন। আত্মা চিৎস্বরূপ ; ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি জড়—ক্রিয়াত্মক—পরিণামী। জড়ে সুখদুঃখাদির 'জ্ঞান' আসিতে পারে না। জড়ীয় ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিৎস্বরূপ আত্মার নিত্য-অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই, এই বিজ্ঞানগুলি উপস্থিত হইতেছে। যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা এই অখণ্ড চিৎস্বরূপের কথা ভুলিয়া যায়। তাহারা বিবিধ বিজ্ঞানের সমষ্টিকেই আত্মা বলিয়া মনে করে এবং জড়ীয় ক্রিয়াগুলিকে ও তদ্দ্বারা অভিব্যক্ত বিজ্ঞানগুলিকে, অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লয়। এইরূপ, অজ্ঞানীরা নিত্য নির্ব্বিশেষ শক্তির কথাও ভুলিয়া যায়। জড়ীয় বিবিধ বিকারী ক্রিয়া দ্বারা, তদনুগত নিত্যশক্তিকেও

---

* এই সংসর্গ বা অভেদসম্বন্ধই বেদান্তে "অধ্যাস" বলিয়া প্রসিদ্ধ। "এবময়মনাদিরধ্যাসোমিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ"—বেদান্তভাষ্য। ইহা মিথ্যা হইলেও, এই অধ্যাসের জন্যই আমরা আবার ব্রহ্মের স্বরূপেরও আভাসপাইয়া থাকি বলিয়া,—এই অধ্যাসকে স্বীকার করিতে হয়—একথাও উপদেশসাহস্রীতে আছে। "অধিষ্ঠানস্বরূপমাত্রস্ফুরণমধ্যাসেহপেক্ষতে, ন বিষয়স্যেব স্ফুরণম্, (১৮।২২ এবং ১১০ শ্লোক দেখ)।

বিকারী বলিয়া ধরিয়া লয়। ইহাই ভ্রম। জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সাক্ষীরূপে এবং বিবিধ বিজ্ঞানের সাক্ষীরূপে,—এক নিত্য নির্ব্বিকার শক্তি ও জ্ঞান বর্ত্তমান আছে, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। এই বিজ্ঞানগুলিও সেই নিত্যজ্ঞানের 'জ্ঞেয়' মাত্র। সুতরাং নিত্যজ্ঞান,—এই বিজ্ঞানগুলি হইতে স্বতন্ত্র *। আমরা ইহা দ্বারাও বুঝিতেছি যে, ব্রহ্মপদার্থ জগতের অতীত হইয়াও জগতের অন্তরালে সাক্ষীরূপে সমবস্থিত;—সুতরাং তিনি জগতের নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত নহেন। ইহাই শ্রীমৎশঙ্করের সিদ্ধান্ত। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্কর-মতে ব্রহ্ম—জগৎ বা জগতের উপাদান মায়াশক্তি হইতে 'স্বতন্ত্র' অথচ নিঃসম্পর্কিত নহেন। কিন্তু মায়াশক্তি এবং জগৎ—ইহারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম হইতে একান্ত 'অন্য' বা 'স্বতন্ত্র' নহে †।

---

* "সর্ব্বং জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যাপ্তমেব জ্ঞায়তে, তেন জ্ঞানাতিরিক্তং নাস্ত্যেব ইতি বিজ্ঞানবাদী প্রমাণয়তি"। "অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিরবিদ্যা। দেহাদিষনাত্মসু আত্মবুদ্ধিরবিদ্যা"।

† পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণও ধীরে ধীরে, শঙ্করের এই সকল সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছেন। "The thing-in-itself does not exist *apart* as a hard, rigid, unchangeable real. It is merely *in* the elements, not in the sense of being *compounded* of previously existing, *independent*, elements. It produces the separate elements and is *realised* in them". God is the substance, the only truly independent selfexisting being, to whom every particular is related as a dependant being." "If god is the creator and preserver of all things, it is his

৭। আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, পুর্ণশক্তিস্বরূপ ব্রহ্ম স্বষ্টির প্রাক্কালে জগৎস্বষ্টির সংকল্প করিলে, স্বষ্টিকালে সেই শক্তির একটা আগন্তুক 'পরিণাম' উপস্থিত হইয়াছিল। এখন আমরা দেখিব যে শঙ্কর কেন এই 'পরিণামিনী' শক্তি স্বীকার করিলেন? শক্তি ত নিত্য; স্বষ্টিকালে তাহার আবার সর্গোন্মুখ 'পরিণাম' হয়, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? কার্য্যদর্শনেই কারণের অনুমান করা যায়। জগৎটা বিকারী, পরিণামী ও সাবয়ব; ইহার কারণও অবশ্যই বিকারী, পরিণামী ও সাবয়ব হইবে। প্রলয়-কালে জগৎ শক্তি-রূপে লীন হইয়া যায়; আবার স্বষ্টিকালে সেই শক্তি হইতেই প্রাদুর্ভূত হয় *। অতএব শক্তিই জগতের উপাদান; কেন না কার্য্য কদাপি স্বীয় স্বীয় উপাদান ভিন্ন অন্যত্র লীন হইয়া

মায়াশক্তিকে স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? কেন শক্তির 'পরিণাম' স্বীকৃত হইয়াছে?

---

power in the things which gives them their reality; on the other hand, panthism does not exclude *transcendency*. God and nature do not coincide. This is true as far as the quantity is concerned. Nature is finite, god is infinite; it is merged in him, but he is not merged in nature. The same statements may be true of his quality. The essence of things is not absolutly *different* from God's but God's essence is infinite; it is not *exhausted* by the qualities of reality which we behold."—Paulsen (Introduction to philosophy).

* "কারণে সম্ভবরকালীনস্য কার্য্যস্যাশ্রয়তে"। "প্রলীয়মানমপিচেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি, ইতরথা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ"। (শঙ্কর)।

অবস্থান করিতে পারে না *। অতএব, জগতের একটা 'পরিণামিনী' শক্তি স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। শঙ্কর গীতার (১৩।১৯) ভাষ্যে এই পরিণামিনী শক্তি স্বীকারের কয়েকটা হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে,—ইহাকে স্বীকার না করিলে, জগৎটা বিনা কারণে অকস্মাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে বলিতে হয়। এই শক্তিই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইয়া জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া ফেলে;—প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে জীব সেই দেহেন্দ্রিয়াদির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং জীবের এই বন্ধন ও মুক্তির হেতুস্বরূপেও একটা পরিমাণিনী শক্তি স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এই সকল কারণে, ব্রহ্মশক্তি নিত্য হইলেও, জগতের অভিব্যক্তির প্রাক্কালে, ইহার একটা 'আগন্তুক' সর্গোন্মুখ † পরিণাম স্বীকার করিতে হয়। শঙ্কর এবং তাঁহার টীকাকারগণ এইরূপে নিত্যশক্তির একটা 'আগন্তুক পরিণাম' অঙ্গীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন ‡।

* "নহি অকারণে কার্য্যস্য সংপ্রতিষ্ঠানমুপপদ্যতে সামর্থ্যাৎ" (শঙ্কর)। "বিয়দাদেঃ......পরিণামিত্বাৎ তস্য 'পরিণামুপাদানং' বক্তব্যং।...তত্র বিয়দাদেঃ পরিণামিত্বমঙ্গীকৃত্য......অব্যাকৃতং 'পরিণামুপাদানমস্তি"—(জ্ঞানামৃত)।

† "সর্গোন্মুখঃ পরিণামঃ"—রত্নপ্রভা। শঙ্কর নিজে, 'জায়মান', 'ব্যাচিকীর্ষিত' প্রভৃতি কথাদ্বারা ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন।

‡ "অবিদ্যায়াঃ সর্গোন্মুখঃ কশ্চিৎ পরিণামঃ"—বেদান্তদর্শন, রত্নপ্রভা, ১।১।৪।

ব্রহ্মকে কিরূপে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা বলা যাইতে পারে।

ক। আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, এই আগন্তুক পরিণামিনী শক্তির উপলক্ষেই ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ বলা হইয়া থাকে। 'আগন্তুক' বলিয়াই এই শক্তিকে দৃশ্য বা জ্ঞেয় এবং ব্রহ্মকে ইহার দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা বলা হয়। ব্রহ্ম-চৈতন্য নিত্যজ্ঞান স্বরূপ। কিন্তু তিনি নিত্যজ্ঞান স্বরূপ হইলেও, এই 'আগন্তুক' শক্তির তিনি জ্ঞাতা বা দ্রষ্টারূপে ব্যবহৃত হইতে পারেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম—জগতের অভিব্যক্তির সংকল্প বা আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই সংকল্প-বশতঃই শক্তির জগদাকারে পরিণতি। সুতরাং এই সংকল্পও আগন্তুক ;—এই জন্যই এই সংকল্পকে 'জ্ঞানের বিকার' বলিয়া বলা হইয়াছে *। এই আগন্তুক সংকল্প (ঈক্ষণ) বা আলোচনাকে লক্ষ্য করিয়াও, নিত্যজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে 'জ্ঞাতা' বলা যাইতে পারে। ইহাই যে শঙ্করের সিদ্ধান্ত, তাহা আমরা তাঁহার চারিজন টীকাকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। জ্ঞাতা বা ঈক্ষণকর্ত্তা কাহাকে বলে? কোন একটা আগন্তুক জ্ঞান-বিশেষের আমরা জ্ঞাতা হইতে পারি; কোন একটা আগন্তুক ক্রিয়া-বিশেষের আমরা কর্ত্তা হইতে পারি। কোন

* "যস্য জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব তপঃ"—শঙ্কর, মুণ্ডকভাষ্য, ১।১।৯। "প্রধান-মায়াঽজ্ঞানাখ্যোবিকারঃ তদুপাধিকং জ্ঞানবিকারং...সর্ব্বপদার্থাভিজ্ঞত্বলক্ষণং তপঃ" —আনন্দগিরিটীকা।

এই শক্তি 'আগন্তুক' বলিয়াই, ব্রহ্ম ইহার জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা।

ক্রিয়া বিশেষের কর্ত্তা হইতে হইলেই, কর্ত্তাকে সেই ক্রিয়া হইতে 'স্বতন্ত্র' * হইতে হয়; আবার জ্ঞেয় বস্তু হইতে স্বতন্ত্র না হইলে জ্ঞাতা হইতেও পারা যায় না। ব্রহ্ম ত নিত্যজ্ঞান ও নিত্যশক্তি স্বরূপ; সুতরাং তিনি জ্ঞান ও শক্তি হইতে 'স্বতন্ত্র' হইবেন কিরূপে? এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শঙ্কর ও তদনুযায়ী শিষ্যবর্গ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই কথাটা পরিষ্কার হইবে।

(১) ঐতরেয়-ভাষ্যটীকায় জ্ঞানামৃতযতি বলিতেছেন:—

"নমু স্বাভাবিকেন নিত্যচৈতন্যেন কথং কাদাচিৎকেক্ষণং? সৃষ্টি-কালে অভিব্যক্ত্যুন্মুখীভূতানভিব্যক্তনামরূপাবচ্ছিন্নং সৎস্বরূপচৈতন্য-মেব ঔন্মুখ্য-কাদাচিৎকত্বাৎ কাদাচিৎকমীক্ষণম্"।

(২) বেদান্তভাষ্যের রত্নপ্রভাটীকাকার বলিতেছেন:—

"নিত্যস্যাপি জ্ঞানস্য......ব্রহ্মস্বরূপাদ্ 'ভেদং' কল্পয়িত্বা, ব্রহ্মণ-স্তৎকর্তৃত্বব্যপদেশঃ সাধুরিতি।.....অবিদ্যায়া বিবিধসৃষ্টিসংস্কারায়াঃ...... সর্গোন্মুখঃ কশ্চিৎ পরিণামঃ, তস্যাং সূক্ষ্মরূপেণ নিলীন-সর্ব্বকার্য্যবিষয়-কমীক্ষণং, তস্য কার্য্যত্বাৎ.....তৎকর্তৃত্বং মুখ্যমিতি দ্যোতয়তি"।

(৩) উপদেশ-সাহস্রী গ্রন্থে টীকাকার বলিতেছেন:—

"যৎ জ্ঞানস্বরূপাদন্যং জড়ং, যচ্চ ব্যবহিতং জ্ঞানদেশাৎ তদাগন্তুক-জ্ঞানসাপেক্ষসিদ্ধিকত্বাৎ জ্ঞানবিষয়কতয়া 'জ্ঞেয়ং' ভবতি"।

* "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা"—পাণিনিঃ। স্বরূপত্বে দর্শনস্য তস্য কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ, আগন্তুকস্য কর্ত্তা প্রতীয়তে"—প্রশ্নোপনিষদ, আনন্দ"।

(৪) প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যে আনন্দগিরি বলিতেছেন :—

"স্বরূপত্বে দর্শনস্য, তস্য কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ; আগন্তুকস্য কর্ত্তা প্রতীয়তে"।

এই উদ্ধৃত অংশগুলির সমুদয়েরই তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম নিত্যসত্তাস্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি সৃষ্টিকালে শক্তির যে একটা আগন্তুক সর্গোন্মুখ পরিণাম স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম সেই শক্তি হইতে কিছু 'স্বতন্ত্র' হইয়া পড়িলেন। স্বতন্ত্র বলিয়াই, এই শক্তির তিনি জ্ঞাতা বা দ্রষ্টারূপে ব্যবহৃত হন। কথাটা অন্যভাবেও বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত শক্তিভাণ্ডার হইতে, যে শক্তিগুলি প্রলয়ে তাঁহাতে একীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিল, সেই কয়েকটা শক্তিকে যেন কিঞ্চিৎ 'পৃথক্' করিয়া দিলেন। এবং তাহাদিগকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া জগৎসৃষ্টিতে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে, তিনি নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ ও নিত্যশক্তিস্বরূপ হইলেও, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা বলা যাইতে পারে। সৃষ্টিকালে

ব্রহ্মসর্ব্বজ্ঞ ও

শক্তির এই পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াই, মুণ্ডকোপনিষদে মায়াশক্তির 'উৎপত্তির' কথা বলা হইয়াছে; নতুবা নিত্যশক্তির আবার উৎপত্তি কি *? অতএব, সৃষ্টির প্রাক্কালে পৃথক্কৃত বা পরিণামোন্মুখ

* শঙ্করাচার্য্য এস্থলে 'ব্যাচিকীর্ষিত' শব্দ দ্বারা এই পরিণামকেই লক্ষ্য করিয়া-

এই শক্তিকেই মায়াশক্তি বা অব্যক্তশক্তি বলে *। ব্রহ্ম এই আগন্তুকশক্তির দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা। জগতে প্রকাশিত যাবতীয় ক্রিয়ার এই শক্তিই বীজভূত এবং জগতে প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞানেরও এইশক্তিই বীজভূত,—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের অভিব্যক্তির যোগ্যতা এই শক্তিতে আছে। এইরূপেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে জ্ঞাতা ও কর্ত্তা বলা যায়,—সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী বলা হইয়া থাকে †। প্রকারান্তরে এই তত্ত্বই ঋগ্বেদীয় 'পুরুষ-সূক্তের' "যজ্ঞে" বা ব্রহ্মের আত্মত্যাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। সৃজ্যমান জগতের কল্যাণার্থ ব্রহ্ম আত্মত্যাগরূপ ‡ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ;—নিজেরই আত্মভূত শক্তিকে যেন ত্যাগ করিয়া বা স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া জগৎসৃষ্টি ও জগৎ-পালনে নিযুক্ত হইয়াছেন। পাঠক, এই মহাতত্ত্বই কি প্রকারান্তরে পুরুষসূক্তে কথিত হয় নাই ? এইরূপে মায়াশক্তি হইতে ব্রহ্ম 'স্বতন্ত্র' বলিয়াই, ব্রহ্মকে মায়ার "অধিষ্ঠান" বলা

ছেন। অভিব্যক্তির উন্মুখই ব্যাচিকীর্ষিত শব্দের তাৎপর্য্য। "মায়াতত্ত্বং কথং জায়তেঽনাদি-সিদ্ধত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ; চিকীর্ষিতাবস্থারূপেণ উৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ" —আনন্দগিরি।

* "প্রলয়ে সর্ব্বকার্য্যকরণশক্তীনামবস্থানমভ্যুপগন্তব্যং...তাসাং সমাহারো মায়া-তত্ত্বম্"—আনন্দগিরি।

† ভূতযোনিমিহ জায়মান-প্রকৃতিত্বেন নির্দ্দিশ্য, অনন্তরমপি জায়মান-প্রকৃতিত্বে-নৈবং "সর্ব্বজ্ঞং' নির্দ্দিশতি"—শারীরকভাষ্য, ১।২।২১।

‡ ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল, ৯০ সূক্ত দেখ। "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্তদেবাঃ" ইত্যাদি দেখ।

হইয়াছে *। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্কর শক্তির পরিণামকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন।

বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ।

৮। কেহ কেহ মনে করেন যে শঙ্কর কেবলমাত্র "বিবর্ত্ত-বাদী" এবং তিনি "পরিণামবাদ" স্বীকার করিতেন না। লোকে তাৎপর্য্য না বুঝিয়াই, শঙ্করের উপরে অন্যায় দোষারোপ করিয়া থাকে। আমরা উপরে দেখিয়া আসিলাম যে, শঙ্কর শক্তির পরিণাম-বাদকে 'অঙ্গীকার' করিয়া লইয়াছেন। বেদান্তদর্শনের (২।১।১৪) ভাষ্যের শেষাংশে † শঙ্কর স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, "কেবল পরমার্থ দৃষ্টিতেই এই সূত্রে বিবর্ত্তবাদ গৃহীত হইয়াছে; ব্যব-হারতঃ সূত্রকার কার্য্যপ্রপঞ্চকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই, পরিণাম-বাদও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন" ‡। শঙ্কর-মতে কেবল

১। শঙ্কর-মতে পরিণাম বাদ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই।
শঙ্কর।

---

* "চৈতন্যস্য নিত্যত্বেন, জগদ্ভিন্নত্বেন চ তস্য সত্যত্বাৎ, 'অধিষ্ঠানো'পপত্তেঃ — আনন্দগিরি, প্রশ্নোপনিষদ্, ৬।৮। নিরবয়ব বলিয়া তাঁহাকে 'আধার' বলা যায় না।

† এই বিখ্যাত সূত্রের ভাষ্যে, কার্য্য যে কারণ হইতে একান্ত 'ভিন্ন' (স্বতন্ত্র) নহে, এই মহাতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

‡ "সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্যত্বমিত্যাহ। ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু......অপ্রত্যাখ্যায়ৈব চ কার্য্যপ্রপঞ্চং 'পরিণামপ্রক্রিয়াঞ্চ' আশ্রয়তি"। "ন কেবলং লৌকিকব্যবহারার্থং পরিণাম-প্রক্রিয়াশ্রয়ণং কিন্তু উপাসনার্থঞ্চেতি"। পাঠক দেখি-বেন 'পরিণামপ্রক্রিয়াকে' অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই।

পরমার্থতঃ, তত্ত্বদর্শীর চক্ষে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে ‘ভিন্ন’ নহে। কিন্তু তথাপি সাধারণ ব্যক্তির নিকটে, এ জগৎ, ব্যবহারতঃ জড় ও পরিণামী। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, শঙ্করাচার্য্য পরিণাম-বাদও স্বীকার করিতেন; তিনি পরিণামবাদকেও প্রত্যাখ্যান করেন নাই। বিষয়টী গুরুতর। সেই জন্য আমরা, শঙ্করের মতাবলম্বী টীকাকার ও শিষ্যবর্গেরই বা এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কিরূপ, তাহাও সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি। এই অংশটী অনেকেই বুঝিতে চাহেন না এবং না বুঝিয়াই শঙ্করকে ‘মায়াবাদী’ ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ’ প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করেন !!

ঐতরেয় উপনিষদের (১।১) ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ এই আপত্তি তুলিলেন যে, আত্মা-ভিন্ন ত স্বতন্ত্র অন্য কোন ‘উপাদান’ নাই; তবে নির্ব্বিকার আত্ম-চৈতন্য হইতে এই বিকারী জগৎ কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল? এই আশঙ্কার উত্তর শঙ্কর এইরূপে নিজেই দিতেছেন। অব্যাকৃত নাম-রূপই জগতের উপাদান; এই উপাদান আত্মারই স্বরূপভূত,—ইহা আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে। এই উপাদান দ্বারাই ব্রহ্ম জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সুতরাং উপাদানান্তর রহিত হইলেও আত্মা হইতে জগৎসৃষ্টি সিদ্ধ হইতেছে *। এস্থলে টীকাকার জ্ঞানামৃতযতি এই ভাষ্য

* নৈষ দোষঃ, আত্মভূতে নামরূপে অব্যাকৃতে আত্মৈকশব্দবাচ্যে জগদুপাদান-ভূতে সম্ভবতঃ; তস্মাদাত্মভূতনামরূপোপাদানঃ সন্ জগন্নির্ম্মিমীতে”।

জ্ঞানামৃত।

এইরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন—"আশঙ্কা হইতে পারে যে, অদ্বিতীয় আত্মা ত নিজেই নিজের উপাদান, সুতরাং জগৎ-সৃষ্টির অন্য উপাদানের আবশ্যকতা কি? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে,—এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কেননা, সৃষ্ট পদার্থগুলি পরিণামী ও বিকারী বলিয়া, অবশ্যই উহাদের একটী 'পরিণামি উপাদান' স্বীকার করা আবশ্যক। আত্মা—নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, চেতন। সুতরাং বিকারী, জড় জগতের আত্মা কখনই উপাদান হইতে পারেন না। অতএব, অব্যাকৃত নামরূপই সেই পরিণামি-উপাদান। আর, আত্মা, এই পরিণামি-উপাদানের অধিষ্ঠান বলিয়া, বিবর্ত্ত-উপাদান মাত্র" *। পাঠক দেখুন, উভয়বিধ উপাদানই স্বীকৃত হইতেছে। বেদান্তভাষ্যের (২।২।১) সূত্রের ব্যাখ্যায় রত্নপ্রভা স্পষ্টস্বরে বলিয়া দিতেছেন—"সাংখ্যেরা

রত্নপ্রভা।

অচেতন জড় প্রকৃতিকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া থাকেন। আমরাও

---

* "বিয়দাদেঃ ব্যবহারিকত্বেন ঘটাদিবৎপরিণামিত্বমঙ্গীকৃত্য...তত্র অনভিব্যক্ত নামরূপাবস্থং বীজভূতমব্যাকৃতং পরিণাম্যুপাদানমস্তীতি আহ—'নৈষদোষ' ইতি।... আত্মনঃ পরিণমমানাবিদ্যাধিষ্ঠানেন...বিবর্ত্তোপাদানত্বম্"—ইত্যাদি। কেবল শুদ্ধ-চৈতন্য যে জগতের উপাদান হইতে পারেন না, সে কথা শঙ্করও স্বয়ং মাণ্ডুক্যোপ-নিষদের গৌড়পাদভাষ্যে (১।২) বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "বীজযুক্ত ব্রহ্মই জগতের উপাদান। নির্বীজ ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারেন না। নির্বীজ ব্রহ্ম শ্রুতিতে নেতিনেতিশব্দবাচ্য ও সর্ব্বাতীত"।

ত্রিগুণাত্মক জড় মায়াকে জগতের উপাদান বলি। কিন্তু সাংখ্যমতে এই উপাদান স্বাধীন। আমরা এই উপাদানকে ব্রহ্মাধিষ্ঠিত বলি;—ব্রহ্মসত্তাতেই ইহার সত্তা" *। 'বেদান্ত-পরিভাষা', একখানি অতি প্রামাণিক বেদান্ত গ্রন্থ। ইহা শঙ্কর-মতের নিতান্ত অনুগত গ্রন্থ। শঙ্করমত বুঝাইয়া দেওয়াই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থেও বুঝান হইয়াছে যে, বেদান্তে বিবর্ত্ত ও পরিণাম উভয়বাদই গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃতি বা মায়াশক্তি কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিয়া † বেদান্ত পরিভাষা বলিতেছেন যে, "অবিদ্যাকে লইয়াই 'পরিণাম' এবং চৈতন্যকে লইয়াই 'বিবর্ত্ত' ‡। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চানন ইহার টীকায় বলিয়াছেন যে, কার্য্য যে প্রকার, উহার উপাদানও তদ্রূপ। কার্য্যগুলি জড়, পরিণামী; সুতরাং উহার উপাদানও জড়, পরিণামী" §। সুতরাং মায়াশক্তি বা অব্যক্তই

বেদান্তপরিভাষা।

---

* "কিমনুমানৈঃ অচেতনপ্রকৃতিকত্বং জগতঃ সাধ্যতে, স্বতন্ত্রাচেতনপ্রকৃতিকত্বং বা? আদ্যে সিদ্ধসাধনতা; অস্মাভিরনাদিত্রিগুণমায়াঙ্গীকারাৎ। দ্বিতীয়ে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিরিত্যাহ"। [স্বতন্ত্রং—চেতনানধিষ্ঠিতমিতি—রত্নপ্রভা]।

† "প্রকৃতিস্তু সাম্যাবস্থাপন্ন-সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী অব্যাকৃতনামরূপা পারমেশ্বরী শক্তিঃ"।—টীকা, প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ।

‡ "অবিদ্যাপেক্ষয়া পরিণামঃ। চৈতন্যাপেক্ষয়া বিবর্ত্তঃ"।—প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ।

§ "কার্য্যংযদাত্মকং তদ্রূপকারণমুপাদানম্"। "উপাদানস্য স্বসমসত্তাক-কার্য্যভাবেনাবির্ভাবঃ পরিণমতেরর্থঃ"।

পরিণামি-উপাদান। আর, বিবর্ত্ত-উপাদান? "চৈতন্যোপাদানত্বে তু বিবর্ত্তত্বং"। অর্থাৎ বেদান্তমতে, যাবতীয় বস্তুর দুইপ্রকার উপাদান। এক উপাদান—মায়া বা অবিদ্যা। আর এক উপাদান—ব্রহ্মচৈতন্য। অবিদ্যাই পরিণত হয়; এবং ইহারই সংসর্গবশতঃ যে চেতনের অবস্থান্তর প্রতীত হয়, তাহাই বিবর্ত্ত। এই দুই উপাদানের কথা লক্ষ্য করিয়াই বেদান্ত পরিভাষা লক্ষণ করিলেন যে, "ব্রহ্ম—জগতের অধিষ্ঠান-উপাদান এবং মায়া—জগতের পরিণামি-উপাদান"*। 'পঞ্চদশী' আর একখানি সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থ। ইহার গ্রন্থকার বিদ্যারণ্য শঙ্করের নিতান্ত অনুগত শিষ্য। ইনিও দুই প্রকার উপাদান স্বীকার করিয়াছেন। পঞ্চদশী বলিতেছেন—"ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার হইলেও, তাঁহাতে অবস্থিত অব্যক্তশক্তি জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত এই শক্তিরই পরিণাম হয়, কিন্তু অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের কোন পরিণাম হয় না" †। তবে ব্রহ্মচৈতন্য জড়ের (বিকারের) সঙ্গে সঙ্গে অনুগত থাকে বলিয়া, চেতনেরও অবস্থান্তর প্রতীত হয় মাত্র; ইহাই 'বিবর্ত্তবাদ'।

পঞ্চদশী।

আমরা উপরে যে সকল কথা দেখিয়া আসিলাম, তাহা

* "উপাদানত্বঞ্চ—(১) জগদধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং, (২) জগদাকারেণ পরিণমমানমায়াধিষ্ঠানত্বং বা"—বিষয় পরিচ্ছেদ।

† "অচিন্ত্যশক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যাকৃতাভিধা। অবিক্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠা বিকারং যাত্যনেকধা"।—পঞ্চদশী, ১৩।৬৫-৬৬।

২। বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ-পরস্পর বিরোধী নহে যে একটীকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যটীকে গ্রহণকরিতে হইবে।

হইতে পাঠক দেখিতেছেন, শঙ্কর-মতে পরিণাম-বাদ অস্বীকৃত বা প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। সৃষ্টির প্রাক্কালে শক্তির 'পরিণাম' অঙ্গীকার করিয়া লইয়া, সেই পরিণামিনী শক্তিই জগদাকার ধারণ করিয়াছে,—শঙ্কর ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি পরিণাম-বাদকে অস্বীকার করিতে পারেন না। অনেকের ধারণা আছে যে, পরিণাম-বাদ ও বিবর্ত্ত-বাদ পরস্পর বিরোধী। তাই তাঁহারা মনে করেন যে, বিবর্ত্ত-বাদ স্বীকার করিয়া লইলে, আর পরিণাম-বাদ স্বীকার করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ঐটী ভ্রান্ত ধারণা। শঙ্কর নিজেই বলিয়াছেন যে, দ্বৈতে এবং অদ্বৈতে কোন বিরোধ নাই ;—দ্বৈতসত্ত্বেও অদ্বৈত-বোধের কোন হানি হয় না *। আনন্দগিরিও বলিয়া দিয়াছেন যে, পরিণামবাদে ও বিবর্ত্তবাদে কোন প্রকার বিরোধ নাই যে, একটাকে ছাড়িয়া দিয়া অন্যটাকে গ্রহণ করিতে হইবে †। আমরা এস্থলে

* মাণ্ডুক্য-কারিকার (৩।১৭-১৮) ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন যে,—"তৈঃ (দ্বৈতৈঃ) সর্ব্বানন্যত্বাৎ আত্মৈকত্বদর্শনপক্ষো ন বিরুধ্যতে" ইত্যাদি। অর্থএই যে,"যে ব্যক্তি কার্য্য-বর্গকে কারণ হইতে বস্তুতঃ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করেন না, তাঁহার নিকটে এই দ্বৈত-সত্ত্বেও অদ্বৈতবোধের কোনই বাধা হয় না"। "কার্য্যস্য কারণাদভেদেন সত্ত্বনিবেধাৎ সত্যমিত্যবধারণাৎ, ন অদ্বৈতদর্শনং দ্বৈতদর্শনেন বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ" (আনন্দগিরি)।

† "যথা পুরোবর্ত্তিনি ভুজগাভাবমনুভবন্ বিবেকী—'নাস্তি ভুজঙ্গো রজ্জুরেষা কথং বৃথৈব বিভেষীতি'—ভ্রান্তমভিদধাতি। ভ্রান্তস্তু স্বকীয়াদপরাধাদেব ভুজঙ্গং পরিকল্প্য ভীতঃ সন্ পলায়তে, ন চ তত্র বিবেকিনো বচনং মূঢ়দৃষ্ট্যা বিরুধ্যতে। তথা

এই গুরুতর বিষয়টীর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। শঙ্কর-মতে কি প্রকারে এই উভয়বাদই * একত্র গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা শঙ্করকে 'মায়া-বাদী' বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই উভয় বাদকে বিরোধী বলিয়াই মনে করেন। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই। আমরা কথাটা একটা লৌকিক দৃষ্টা-ন্তের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা করি।

লৌকিক দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাখ্যা। ব্যবহারিক দৃষ্টি এবং পরমার্থ দৃষ্টি।

মনে করুন্, স্বর্ণ হইতে—হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট উৎপন্ন হইল। একথাটার অর্থ কি?

এস্থলে, স্বর্ণকে 'কারণ' এবং হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুটকে উহার 'কার্য্য' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধ কি প্রকার? কার্য্যগুলি—কার-ণেরই একটা বিশেষ অবস্থা, একটা রূপান্তর—একটা বিশেষ

পরমার্থকূটস্থাত্মদর্শনং ব্যবহারিকজনাদি-বচনেন অবিরুদ্ধম্"—মাণ্ডুক্যকারিকাভাষ্যের টীকা, ৪।৫৭।

* তবে যে বেদান্ত-ভাষ্যে (২।১।১৪) শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "একত্ব ও নানাত্ব উভয়টী একসঙ্গে 'সত্য' হইতে পারে না,"—তাহার তাৎপর্য্য আছে। সে কথা দ্বারা 'নানাত্বকে' অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। যদি অলীকই হইবে, তবে এই ভাষ্যেই, "রেখাদ্বারা অক্ষরের বোধ হয়, স্বপ্নে অনুভূত ভয়ে বাস্তবিক মৃত্যু"—এ সকল দৃষ্টান্ত কেন দেওয়া হইল? রেখা ও স্বপ্নে অনুভূত ভয় কি একেবারেই 'অলীক' বস্তু? স্বর্ণ ও হারাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার তাৎপর্য্যও বুঝা যাইবে।

আকার মাত্র। একটা বিশেষ আকার ধারণ করিলেই কারণটী নষ্ট হইয়া যায় না, কারণটী আপনার স্বাতন্ত্র্য হারায় না।

হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট—ইহারা স্বর্ণেরই একটা বিশেষ অবস্থা,—একটা রূপান্তর,—একটা আকার-বিশেষ মাত্র।

যাঁহারা তত্ত্বদর্শী বৈজ্ঞানিক, তাঁহারাও হার, বলয়, কুণ্ডল ও মুকুটকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। যাহারা সাধারণ লোক তাহারাও উহাদিগকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিবে না। বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন—হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট ইহারা স্বর্ণেরই একটা অবস্থাবিশেষ, একটা রূপান্তর, একটা আকার-বিশেষ মাত্র। সাধারণ লোকও বলিবে, 'হাঁ, উহারা স্বর্ণের রূপান্তর, আকার-বিশেষ ত বটেই'।

এই পর্য্যন্ত, বৈজ্ঞানিকে ও সাধারণ লোকে মিল আছে। কিন্তু ইহার পর হইতেই গোলযোগের আরম্ভ। ইহার পর হইতেই, উভয়ের দৃষ্টির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। সেই পার্থক্য কি প্রকার?

অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার প্রভাবে, সাধারণ লোক দুই প্রকার ভ্রমে পতিত হয়।

অজ্ঞানী, সাধারণ লোক মনে করে যে—

(১) স্বর্ণই ত হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট—এই সকল পদার্থরূপে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং ইহারা প্রত্যেকে এক একটা 'স্বতন্ত্র' পদার্থ।

অজ্ঞানী, সাধারণ লোক আরো মনে করে যে—

(২) স্বর্ণই যখন হার, বলয়াদি আকারে পরিণত হইয়াছে, তখন স্বর্ণের আর 'স্বতন্ত্র' অস্তিত্ব নাই। হারাদি আকার ধারণ করিয়াই ত স্বর্ণ অবস্থান করিতেছে। স্বর্ণ যে হার, বলয়, কুণ্ডলাদির মধ্যে অনুস্যূত হইয়া আছে, সে দিকে আর লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। হারাদি আকার ধারণ করাতেও, স্বর্ণের যে স্বীয় অস্তিত্ব সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া যায় নাই,—একথাটী লোকে ভুলিয়া যায়। তাহারা ঐ সকল হারাদি আকার লইয়াই ব্যস্ত, লিপ্ত হইয়া পড়ে।

কিন্তু যাঁহারা পরমার্থদর্শী, বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা এরূপ ভুল করেন না। তাঁহারা জানেন যে—

(১) হার, বলয়, কুণ্ডলাদি 'স্বতন্ত্র', 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। উহারা স্বর্ণেরই ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র। স্বর্ণেরই সত্তাকে অবলম্বন করিয়া ঐ সকল আকার অবস্থিত রহিয়াছে; স্বর্ণেরই সত্তা উহাদিগের সকলের মধ্যে অনুস্যূত। স্বর্ণকে তুলিয়া লও, দেখিবে সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল আকারও চলিয়া গিয়াছে। যখন স্বর্ণকে তুলিয়া লইলে, হারাদি আকারগুলি থাকে না, তখন ঐ আকারগুলি নিশ্চয়ই 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। যদি উহারা স্বতন্ত্র বস্তুই হইত, তাহা হইলে, স্বর্ণকে তুলিয়া লইলেও, উহারা থাকিতে পারিত। সুতরাং স্বর্ণ হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে ঐ আকারগুলি থাকিতে পারে না। স্বর্ণসত্তাকে

অবলম্বন করিয়াই উহারা অবস্থিত। অতএব উহারা 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে।

(২) ঐ সকল হার, বলয়াদি-আকারগুলি হওয়াতেও, স্বর্ণ নিজের অস্তিত্ব হারায় নাই। স্বর্ণই যে হারাদি আকার-গুলিতে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। হার, বলয়, কুণ্ডলাদি ভাঙ্গিয়া ফেল, দেখিবে পূর্ব্বেও যে স্বর্ণ ছিল, এখনও সেই স্বর্ণই রহিয়াছে। সুতরাং ঐ আকারগুলি ধারণ করাতেও, স্বর্ণ স্বীয় 'স্বাতন্ত্র্য' হারায় নাই। যদি স্বর্ণ ঐ আকারগুলি ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিত, তবে ঐ আকারগুলির মধ্যে স্বর্ণকে চিনিতে পারা যাইত না। সুতরাং স্বর্ণের সত্তাই প্রকৃত সত্তা। হারাদি আকারগুলি আগন্তুক অবস্থাবিশেষ মাত্র।

আমরা এই যে একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছি, ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সহিত মায়াশক্তি ও জগতের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা সহজে বুঝিতে পারিব।

মায়াশক্তি পদার্থটা কি?

উহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই একটা বিশেষ অবস্থা—জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার অবস্থা—একটা রূপান্তর মাত্র *।

* শঙ্কর যখন ব্রহ্মকে—অব্যক্তশক্তি (মায়াশক্তি) হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়াছেন, তখনই বুঝা গিয়াছে যে, তিনি পরিণামবাদকে উড়াইয়া দেন নাই। পরিণাম বা

তত্ত্বদর্শীরা জানেন যে—

(১) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা, সৃষ্টির প্রাক্কালে একটা বিশেষ অবস্থা ধারণ করিল বলিয়াই কি উহা একেবারে একটা 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া পড়িল? তাহা কখনই হইতে পারে না। ব্রহ্ম-সত্তাই ত একটা বিশেষ-আকার ধারণ করিয়াছে; সুতরাং উহা ত সেই ব্রহ্মসত্তাকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে। ব্রহ্মসত্তাই ত উহাতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে;—সুতরাং ব্রহ্ম-সত্তাতেই উহার সত্তা। এই জন্যই, উহা একেবারে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। একটা বিশেষ-আকার ধারণ করিলেও, উহা যে ব্রহ্মসত্তারই একটা আকার, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না *। অতএব মায়াশক্তি, একেবারে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে।

রূপান্তরকে উড়াইয়া দিলে, ব্রহ্মকে 'স্বতন্ত্র' বলা সম্ভব হয় না। মায়া—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসত্তারই একটা 'আগন্তুক' অবস্থাবিশেষ মাত্র,—একটা পরিণামোন্মুখ অবস্থামাত্র। শঙ্কর স্বয়ং ইহাকে 'ব্যাচিকীর্ষিত অবস্থা' বলিয়াছেন। "অব্যাকৃতাৎ ব্যাচিকীর্ষিতা-বস্থাতঃ"—মুণ্ডকভাষ্য, ১।১।৮-৯। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ", "অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ" প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্মকে—কারণশক্তি হইতেও পৃথক্ বলা হইয়াছে।

* মায়াকে সর্ব্বত্রই 'আগন্তুক', 'কাদাচিৎক' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, উহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে আসিয়াছে। কেবল সৃষ্টির প্রাক্কালে মাত্র উহা আসিয়াছে বলিয়া, উহাকে 'আগন্তুক' বলা হইয়াছে। আবার, 'আগন্তুক' বলিয়াই, ব্রহ্মকে ইহার 'অধিষ্ঠান' বলা হইয়াছে। যাহা নির্ব্বিশেষ ছিল, সৃষ্টি-সময়ে তাহাই একটা বিশেষাবস্থাধারণ করিল। এই বিশেষাবস্থাটীকে—অভিব্যক্তির উন্মুখ অবস্থাকে—লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে 'আগন্তুক' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(২) ঐ একটা আগন্তুক আকার ধারণ করাতেই যে, ব্রহ্মসত্তা আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে নাই, তাহাও বেশ বুঝা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে ব্রহ্মসত্তা ছিল, তাহাই ত সৃষ্টির প্রাক্কালে সৃষ্টির উন্মুখ হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মসত্তা স্বীয় 'স্বাতন্ত্র্য' হারাইতেছে না। ব্রহ্মসত্তাকে তুলিয়া লও, দেখিবে উহাও নাই। কিন্তু উহাকে তুলিয়া লও, ব্রহ্মসত্তার তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। অতএব ব্রহ্মসত্তা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইতেছে না। রূপান্তর ধারণ করিলেও, ব্রহ্মসত্তা স্বীয় অস্তিত্ব হারাইল না।

অতএব, আমরা দেখিতেছি যে, পরিণামবাদে ও বিবর্ত্তবাদে কোনই বিরোধ নাই। সুতরাং পরিণামবাদকে ত্যাগ করিবারও কোন আবশ্যকতা নাই। শঙ্কর এই উভয়বাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন। এ তত্ত্ব পরে আরও পরিস্ফুট হইবে।

শঙ্করের অদ্বৈত-বাদের আলোচনা। (সাধারণ আলোচনা)

৯। এই সকল আলোচনার পর, এখন আমরা শঙ্করাচার্য্যের অবলম্বিত 'অদ্বৈতবাদ' বুঝিবার উপযুক্ত হইয়াছি। উপরে সংক্ষেপে যে সকল সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা

ব্রহ্ম পূর্ণশক্তি এবং মায়া পরিণামিনীশক্তি। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, ইহা সবিশেষ। কেননা যাহা পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ ভাবে ছিল, তাহাই একটা বিশেষ আকার ধারণ করিল। 'আগন্তুক' বলিয়াই যেমন ব্রহ্মকে ইহার অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে, তেমনি ব্রহ্মকে ইহা হইতে 'স্বতন্ত্র'ও বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য এই জন্যই দুই প্রকার নিত্যসত্তার উল্লেখ করিয়াছেন। এক পরিণামি-নিত্য, অপর কূটস্থ-নিত্য (বেদান্তভাষ্য, ১।১।৪)

গিয়াছে, তদ্দারা শঙ্করের অদ্বৈত-বাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কিরূপ, তাহা এখন বিস্তৃত-ভাবে বুঝিয়া দেখিতে হইবে; আমরা ত দেখিয়া আসিলাম শঙ্কর পরিণামিনী-শক্তিকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সকলেই শুনিয়াছে যে শঙ্কর-মতে ব্রহ্মাভিন্ন কিছুই নাই *। ইহার সামঞ্জস্য কি প্রকার? এখন আমরা এই অদ্বৈতবাদেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। শঙ্করের অদ্বৈত-বাদটা, অনেক বিদেশীয় ও দেশীয় পণ্ডিত, অতিশয় বিকৃত-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা শঙ্করের নামে এই কথাই প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে, শঙ্কর জগৎকে ও জীবকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন!! প্রচারিত এই কথাটার মূলে কতটা দৃঢ় ভিত্তি আছে, এই আলোচনা হইতে তাহাও প্রকা-শিত হইয়া পড়িবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, শঙ্করাচার্য্য জগৎকে এবং এই জগতের উপাদান 'মায়াশক্তি'কে, অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। তিনি তত্ত্বদর্শী ও বৈজ্ঞানিকের চক্ষু লইয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর ন্যায়, সুবিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের ন্যায়, তিনি বারংবার কেবল ইহাই বলিয়া দিয়াছেন যে,—মায়াশক্তি এবং জগৎ এ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে "স্বতন্ত্র" কোন বস্তু নহে। যাহারা

জগৎ ও জগতের উপাদান—কাহারই ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই।

* ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্ "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি।

এই শক্তিকে এবং শক্তির বিকার জগৎকে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ করে, তাহারা ভেদদর্শী, তাহারা অজ্ঞানী এবং তাহারা মায়ামুগ্ধ *। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এইরূপ।

এখন কথা হইতেছে যে, শঙ্কর যে মায়াশক্তিকে এবং জগৎকে—ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইতে নিষেধ করিলেন, তাহারই বা অর্থ কি? যদি মায়াশক্তিও রহিয়া গেল এবং জগৎও রহিয়া গেল, তবে কেবলমাত্র উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নিষেধ করিলেই কি, অদ্বৈত-বাদ টিকিতে পারে? ইহার তাৎপর্য্য-নির্ণয় করিবার অগ্রে, শঙ্কর এবিষয়ে কোন্ কোন্ স্থলে কি কি কথা বলিয়াছেন, প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

---

* The purport is this:—This would not deprive the শক্তি or জগৎ of their relative (আপেক্ষিক) independence. They have a certain independence in God, yet belong to the *whole* (পূর্ণ ব্রহ্ম) and act for the whole. এই ভাবেই শঙ্কর 'জগৎকে আপেক্ষিক সত্য এবং ব্রহ্মকে পরম সত্য' বলিয়াছেন। "সত্যং ব্যবহারিকং আপেক্ষিকং সত্যং; মৃগতৃষ্ণিকাদ্যনৃতাপেক্ষয়া উদকাদি সত্যং॥ অনৃতং তদ্বিপরীতং। ন তু পরমার্থ সত্যং, তত্ত্ব একমেব"—শঙ্কর, তৈত্তিরীয়-ভাষ্য, ২।৬।৩ "God is the substance, the only truly *independent*, self-existent being, to whom every particular reality is related, as a dependent being" The *separate* object has reality only as a part of the whole, upon which it acts and by which it is acted upon"—Dr. Paulsen (Introduction to philosophy).

প্রথমতঃ আমরা এই বিকারী জগতের কথা বলিব। তাহার পর, এই জগৎ যে শক্তি হইতে জন্মিয়াছে সেই শক্তির কথা বলিব।

১। ব্রহ্মসত্তাতেই জগতের সত্তা। জগতের স্বীয় 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই ;—এই কথা কোন্ কোন্ স্থলে আছে ?

(১) বেদান্তভাষ্যে।

ক। জগৎ কি ? বিবিধ নাম-রূপাত্মক পদার্থ লইয়াই জগৎ। এই পদার্থগুলি সকলই প্রতিক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে ; ইহারা বিকারী। অতএব এই বিকারগুলি লইয়াই জগৎ। শঙ্কর বলেন যে এই বিকারি জগৎ ব্রহ্ম হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' নহে। ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত এই বিকারগুলির স্বতন্ত্র—স্বাধীন—সত্তা নাই। ব্রহ্মেরই সত্তা ও স্ফূর্ত্তির উপরে—এই বিকারগুলির সত্তা ও স্ফূর্ত্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শারীরক-ভাষ্যে (২।১।১৪) শঙ্কর বলিতেছেন—

"(প্রপঞ্চজাতস্য) দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ স্বরূপেণ তু অনুপাখ্যত্বাৎ"।

জগৎ-প্রপঞ্চ—জগতের বিকারগুলি—স্বরূপতঃ অনুপাখ্য। এই কথাটার অর্থ কি ? টীকাকার অর্থ করিতেছেন—"বিকারগুলির স্বরূপতঃ নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা ও স্ফুরণ নাই। *

* "দৃষ্টং প্রাতীতিকং নষ্টমনিত্যং যৎ স্বরূপং, তদ্রূপেন অনুপাখ্যত্বাৎ সত্তা-স্ফূর্ত্তি-শূন্যত্বাৎ"—রত্নপ্রভা টীকা। এই 'দৃষ্ট নষ্ট স্বরূপ' কথাটার আর একপ্রকার অর্থ উপদেশসাহস্রীর টীকায় দৃষ্ট হয়। তাহা এই :—"পরস্পর-ব্যভিচারিতয়া দৃষ্টনষ্ট-

ব্রহ্ম-সত্তাতেই ইহাদিগের সত্তা, ব্রহ্মস্ফুরণেতেই ইহাদিগের স্ফুরণ। শঙ্কর বেদান্তভাষ্যে বলিয়া দিয়াছেন যে,—"বিকার-গুলি সর্ব্বদা রূপান্তরিত হইতেছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে যে 'সত্তা' অনুস্যূত—অনুগত হইয়া আছে, সে সত্তার কদাপি রূপান্তর হয় না" *। সুতরাং এই সত্তাতেই, বিকারগুলির সত্তা, উহাদের নিজের 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই।

এক সত্তাই—বিকার গুলিতে অনুস্যূত আছে।

গীতার সেই বিখ্যাত (২।১৬) শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে,—"বিকারগুলি নিয়ত রূপান্তরিত হই-তেছে, ভিন্ন ভিন্ন আকার গ্রহণ করি-তেছে। এখন উহাদের যেরূপ আকার দেখিলে, পরক্ষণেই আর সে আকার নাই; আবার, তাহার পর মুহূর্ত্তেও আর সে আকারও নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে উহাদের আকার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং আকারগুলির কোন স্থির সত্তা নাই। কিন্তু ঐ আকারগুলির প্রত্যেকের মধ্যেই একটা 'সত্তা'

(২) গীতা-ভাষ্যে।

বিকারগুলি সর্ব্বদা রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু সত্তার কোন পরিবর্ত্তন নাই।

স্বরূপত্বম্" (১৮।৯৭)। বিকারগুলি সর্ব্বদা রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে, এক আকার ছাড়িয়া সর্ব্বদা অন্য আকার ধারণ করিতেছে, সুতরাং উহারা 'দৃষ্টনষ্টস্বরূপ'।

* "কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু 'সত্ত্বং' ন ব্যভিচরতি, একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বং,—অতোঽনন্যত্বম্"। (২।১।১৬)।

অনুগত হইয়া রহিয়াছে। সে সত্তার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং অনুগত এই 'সত্তার' উপরেই ঐ সকল আকারের সত্তা নির্ভর করিতেছে। আকারগুলির নিজের 'স্বতন্ত্র' কোন সত্তা নাই" *। এখানেও আমরা পাইতেছি যে, ব্রহ্ম-সত্তাতেই জগতের সত্তা।

(৩) শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যে।

শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যে (১।৩) শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—সর্ব্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ বিকারের মধ্যে এক ব্রহ্মসত্তাই অনুগত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল বিশেষ বিশেষ আকারগুলির দ্বারা লোকের দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া, ঐ আকারগুলিতে অনুগত সত্তাকে লোকে দেখিতে পায় না" †। এস্থলেও আমরা দেখিতেছি যে,

---

* "যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ 'সৎ', যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ।...সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধিঃ সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে সমানাধিকরণে।...সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ, সন্ হস্তী ইত্যেবং সর্ব্বত্র। তয়োর্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি...ন তু 'সদ্বুদ্ধিঃ।......তথাচ সতশ্চ আত্মনঃ অবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে, সর্ব্বত্র অব্যভিচারাৎ।...যেন-সর্ব্বমিদং জগদ্ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা......নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন রূপেন . ব্যভিচরতি"। এই 'সত্তা' সর্ব্বত্র অনুগত এবং সদা একরূপ। কেবল বিকারগুলি নিয়ত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং বিকারগুলির নিজের সত্তা নাই।

† "তত্তদ্বিশেষরূপেণাবস্থিতত্বাৎ স্বরূপেণশক্তিমাত্রেন অনুপলভ্যমানত্বং ব্রহ্মণঃ"। উপদেশসাহস্রীর টীকায় অবিকল এই কথা বলা হইয়াছে—"সর্ব্বেষু বিশেষেষু অস্তিতায়া অব্যভিচারাৎ, বিশেষণাঞ্চ ব্যভিচারাণাঞ্চানৃতত্বাৎ, সন্মাত্রমেব সত্যং, ন দ্বৈতরূপো বিশেষাকার ইতি সিধ্যতি" (১৯।১৫)।

বিকারগুলিতে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাতেই বিকারগুলির সত্তা। বিকারগুলির স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই।

(৪) তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে।

তৈত্তিরীয়-ভাষ্যেও (২।৬।২) আমরা এই কথাই দেখিতে পাই। "জগতের নাম-রূপাত্মক বিকার-গুলির নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ব্রহ্ম-সত্তাতেই উহাদিগের সত্তা" *।

(৫) সৎকার্য্যবাদে।

কার্য্য—কারণেরই রূপান্তর মাত্র। কারণের সত্তাতেই কার্য্যের সত্তা।

শঙ্কর 'সৎকার্য্যবাদী'। তাঁহার মত এই যে, বিনাকারণে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। কার্য্য-গুলি স্বীয় উপাদান-কারণেই বিলীন হইয়া অব্যক্ত ছিল। যাহা অব্যক্ত ছিল তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। কারণ-সত্তাই কার্য্যগুলিতে অনুগত হয়। তাহা না হইলে কার্য্যগুলিও 'অসৎ' † হইত। সুতরাং কার্য্যগুলি কারণ-

---

* "ততো নাম-রূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী"। তত্ত্বদর্শীর নিকটে, একটা বস্তু কোন বিশেষ অবস্থান্তর ধারণ করিলেই উহা স্বতন্ত্র একটা কোন পদার্থ হইয়া উঠে না। শঙ্কর এই পরমার্থ দৃষ্টিতেই জগৎকে দেখিতেন। জগতে উহার উপাদান-সত্তাই অনুগত হইয়া আছে, কিন্তু এই উপাদান বা মায়াশক্তিও পরমার্থতঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই একটা অবস্থান্তর মাত্র। সুতরাং জগতে ব্রহ্মসত্তাই অনুগত হইয়া আছে। অতএব ব্রহ্ম-সত্তাতেই জগতের সত্তা বলা হইয়াছে।

† "প্রাগুৎপত্তেঃ ..কারণে সত্ত্বমবরকালীনস্য কার্য্যস্য শ্রূয়তে"। "যথা সংবেষ্টিতঃ পটঃ ব্যক্তং ন গৃহ্যতে...স এব প্রসারিতঃ. প্রসারণেন অভিব্যক্তোগৃহ্যতে,....এবম্ ইত্যাদি"। (শারীরক ভাষ্য)। "অসত্তশ্চেৎ কার্য্যং......অসদন্বিতমেব স্যাৎ" (তৈত্তিরীয় ভাষ্য)।

সত্তারই অবস্থাবিশেষ মাত্র, কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে *। যাহা অব্যক্তাবস্থায় ছিল, তাহাই ব্যক্তাবস্থায় আসিয়াছে, এই মাত্র কথা। শঙ্করের এই মীমাংসা হইতেও আমরা পাইতেছি যে, জগতের সত্তা উহার কারণ-সত্তার উপরেই নির্ভর করে। অর্থাৎ কারণসত্তাই—কার্য্যাকার গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে যাহাকে 'কার্য্য' বলিয়া ব্যবহার করিতেছ, উহা কারণ-সত্তা ব্যতীত 'অন্য' কোন বস্তু নহে। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, শঙ্কর 'সদ্‌ব্রহ্ম'কেই (শক্তি সংবলিত ব্রহ্ম) জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা এ ভাবেও পাইতেছি যে, ব্রহ্মসত্তাতেই জগতের সত্তা।

(৬) সুরেশ্বর।

শঙ্করের অতিশয় প্রিয় শিষ্য, সুপ্রসিদ্ধ বার্ত্তিককার শ্রীমৎ সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—"জগতে যত কিছু পদার্থ দেখিতেছ, ব্রহ্ম-সত্তাতেই উহাদিগের সত্তা এবং ব্রহ্মের স্ফুরণেতেই উহাদিগের স্ফুরণ জানিবে" †।

'উপদেশ-সাহস্রী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও নানাস্থানে এই তত্ত্ব শঙ্কর উপদেশ করিয়াছেন। টীকাকার রামতীর্থ সেই সেই

* "কারণাৎ পরমার্থতঃ......ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য"—শারীরকভাষ্য, ২।১।১৪।

† "আত্ম-সত্ত্বৈব সত্ত্বৈষাং ভাবানাং ন ততোঽন্যথা। তথৈব স্ফুরণঞ্চৈষাং নাত্ম-স্ফুরণতোঽধিকম্"—দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রবার্ত্তিক।

স্থলগুলি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থ হইতেও কয়েকটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া, এই তত্ত্বটীর দৃঢ়তা সম্পাদন করিব। ১৪ প্রকরণের ১০ম শ্লোকের টীকায় এবং ১৫ প্রকরণের ৯ম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, রামতীর্থ এই কথা বলিয়া দিয়াছেন—

"আন্তর ও বাহ্য যে কোন বিষয় বল না কেন, তৎসমস্তই ব্রহ্মের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি দ্বারা আলিঙ্গিত রহিয়াছে। এই সত্তা ও স্ফূর্ত্তিই আত্মার স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্মসত্তা ও স্ফূর্ত্তি ব্যতীত বিষয় কোথায়" *। আবার, "জগতে যত কিছু বিকারী পদার্থ দেখিতেছ, যাবতীয় বিকারের মধ্যে ব্রহ্মের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি অনুস্যূত রহিয়াছে। অতএব, বিকারগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, সমুদয় বিকারের মধ্যে অনুগত সেই সত্তাও স্ফূর্ত্তির অনুসন্ধান করাই তত্ত্বদর্শীর কর্ত্তব্য" †। আমরা এই সকল কথা দ্বারা পাইতেছি যে, ব্রহ্মের সত্তাও স্ফূর্ত্তি ব্যতীত, জাগতিক বিকারগুলির 'স্বতন্ত্র' সত্তা ও স্ফূর্ত্তি নাই।

(৭) রামতীর্থ।

ঐতরেয়-ভাষ্যে (৫।৩) শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন যে,— "সমস্ত পদার্থই প্রজ্ঞানব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রজ্ঞানব্রহ্ম দ্বারাই চালিত হইতেছে"। টীকাকার জ্ঞানামৃত ইহার ব্যাখ্যায় স্পষ্ট

* "সত্তা-স্ফূর্ত্যনালিঙ্গিতস্য বাহ্যস্যাভ্যন্তরস্যচ উল্লিখিতুমশক্যত্বাৎ, তয়োশ্চ আত্মস্বরূপত্বাৎ ন ততো বহিরন্তরা কিমপি অস্তি পরমার্থতঃ"।

† "স্বাধ্যস্ত-সকলবিকারানুস্যূত-সত্তাস্ফূর্ত্তিরূপঃ বিকারোপমর্দ্দেন অনুসন্ধেয়ঃ"।

(৮) জ্ঞানামৃত।

নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই প্রজ্ঞান-ব্রহ্মের সত্তাদ্বারাই জগতের সত্তা এবং জগতের সমুদয় প্রবৃত্তি (ক্রিয়া) ইহাঁরই অধীন। জগতের সত্তা ও স্ফুরণ ব্রহ্মেরই সম্পূর্ণ অধীন, কিন্তু ব্রহ্মের সত্তা ও স্ফুরণ অন্য কাহারও অধীন নহে;—উহা আত্মমহিমায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত *।

বেদান্তদর্শনের (২।২।১—৫) ভাষ্যে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, চেতনের অধিষ্ঠানবশতঃই জড়ের ক্রিয়া হইয়া থাকে; জড়ের স্বতঃ কোন ক্রিয়া সম্ভব নহে। এখানেও ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, যাহার সত্তা অন্যের সত্তার উপরে নির্ভর করে, তাহার নিজের কোন 'স্বতন্ত্র' সত্তা ও ক্রিয়া থাকিতে পারে না †।

প্রিয় পাঠক, আমরা উদ্ধৃত স্থলগুলি হইতে এই তত্ত্বই প্রাপ্ত হইতেছি যে, ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই যাবতীয়

---

* সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্"।—"ন কেবলং প্রজ্ঞাসত্তয়ৈব সত্তাবত্বং সর্ব্বস্য, কিন্তু প্রবৃত্তিরপি তদধীনৈব ইত্যাহ"। সর্ব্বস্য জগতঃ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যোঃ প্রজ্ঞানাধীনত্বাৎ"।......"প্রজ্ঞানস্য স্ফুরণপ্রতিষ্ঠয়োঃ...স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বেন আশ্রয়ান্তরাভাবাৎ"।

† উপদেশসাহস্রীগ্রন্থের ১১।৯-১০ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে, "জড়জগৎ 'আগন্তুক'। যাহাকে অবলম্বন করিয়া জগৎ আসিয়াছে ও অবস্থান করিতেছে, তাহারই সত্তা ও স্ফুরণে ইহার সত্তা ও স্ফুরণ" (রামতীর্থ)।

বিকার অবস্থিত রহিয়াছে এবং সকল বিকারের মধ্যেই ব্রহ্মসত্তা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং বিকারগুলির নিজের স্বতন্ত্র সত্তা বা স্ফুরণ নাই। ইহারা যাহাকে অবলম্বন করিয়া আছে, তাহারই সত্তায় ইহাদের সত্তা এবং তাহারই স্ফুরণে ইহাদের স্ফুরণ। ইহাদের নিজের 'স্বতন্ত্র' সত্তা ও 'স্বতন্ত্র' স্ফুরণ নাই। উপরি উদ্ধৃত স্থলগুলির সর্ব্বত্রই এই তত্ত্বই পাওয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মসত্তাতেই জগতের সত্তা;—এই কথার তাৎপর্য্য কি?

এ কথাগুলির অর্থ কি? এখন আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হইবে। এক কারণ-সত্তাই বিবিধ আকার ধারণ করিতেছে। এই আকারগুলিকেই আমরা এক একটা পদার্থ বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে, এই যে ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ আকারগুলি—বিকারগুলি—আমরা দেখিতেছি এবং উহাদিগকে বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিবিধরূপে ও নামে নির্দ্দেশ করিতেছি, এই আকারগুলির দ্বারা কি কারণ-সত্তাটা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে? সকল বিকারের মধ্যেই এক কারণ-সত্তা অনুগত হইয়া রহিয়াছে। যদি উহা বিলুপ্ত হইয়াই যাইত, তবে তুমি কদাপি উহাকে, কার্য্যগুলির মধ্যে অনুস্যূতরূপে চিনিতে পারিতে না। কিন্তু তুমিত বেশ বুঝিতে পার যে, কার্য্যগুলির মধ্যে একটা 'সত্তা' অনুগত হইয়া,—অনুস্যূত হইয়া—রহিয়াছে। অতএব

কারণ-সত্তা, বিবিধ আকার ধারণ করিলেও, নিজের অস্তিত্ব হারায় না। এই কারণ-সত্তাই ব্রহ্মসত্তা *।

খ। জগতের বিকারগুলি সম্বন্ধে যে কথা, জগতের উপাদান 'মায়াশক্তি' সম্বন্ধেও শঙ্কর অবিকল সেইরূপ কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মই—মায়াশক্তির অধিষ্ঠান। সুতরাং সর্ব্বত্র বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ব্রহ্মসত্তা-তেই মায়ার সত্তা এবং ব্রহ্মের স্ফুরণেই মায়ার স্ফুরণ।

২। ব্রহ্মসত্তাতেই মায়া-শক্তির সত্তা। মায়ার 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই।—এই কথা কোন্ কোন্ স্থলে আছে?

তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে (২।৬।২) শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—"ব্রহ্মের সত্তাতেই মায়াশক্তির সত্তা। উহা ব্রহ্ম সত্তারই আত্মভূত; ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' ভাবে মায়ার সত্তা নাই। কিন্তু ব্রহ্ম,—মায়াশক্তি হইতে 'স্বতন্ত্র' †।

(১) তৈত্তিরীয় ভাষ্যে।

* এইজন্য শঙ্কর বলিয়াছেন, কারণ ও কার্য্য একেবারে এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে, কার্য্য (effect) বলিয়াও কিছু থাকে না। এবং তাহার উপাদান (cause) বলিয়াও কিছু থাকে না। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, কারণ—কার্য্য হইতে 'স্বতন্ত্র, কিন্তু কার্য্য—কারণ হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' হইতে পারে না। অর্থাৎ, কারণটী কার্য্যাকার ধারণ করিয়াও একেবারে স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না;—নিজের স্বাতন্ত্র্য হারায় না। "অত্যন্তসারূপ্যেচ প্রকৃতিবিকার ভাব এব প্রলীয়তে"। "কারণং কার্য্যাত্তিন্ন-সত্তাকং; ন কার্য্যং কারণাত্তিন্নম্।"

† "যদা আত্মন্থে অনভিব্যক্তে নামরূপে ব্যাক্রিয়েতে, তদা নামরূপে আত্মস্বরূপা-পরিত্যাগেনৈব...ব্যাক্রিয়েতে। তৎ নামরূপব্যাকরণং...নহি আত্মনোঽন্যৎ অনাত্মভূতং

অবিকল এইরূপ কথা শঙ্কর, বেদান্তভাষ্যে (২।১।১৪) বলিয়া দিয়াছেন। তথায় তিনি বলিয়াছেন যে,—"সংসার প্রপঞ্চের বীজভূত মায়াশক্তি বা প্রকৃতি ঈশ্বরেরই একরূপ আত্মভূত। কেননা, ইহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম-সত্তা হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' নহে। কিন্তু ব্রহ্ম—এই মায়াশক্তি হইতে 'স্বতন্ত্র'" *। টীকাকারগণও এই সকল স্থানের ব্যাখ্যায় বলিয়া দিয়াছেন যে, "মায়া পরিণামিনীশক্তি বলিয়া, অপরিণামি ব্রহ্মের সহিত এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে একেবারে 'ভিন্নও' বলা যায় না; কেননা ব্রহ্ম হইতে এই শক্তির স্বতন্ত্র সত্তাও নাই, স্ফুরণও নাই। কিন্তু ব্রহ্ম এই মায়ার অধিষ্ঠান, সুতরাং ব্রহ্ম—এই মায়া হইতে স্বতন্ত্র" †।

(২) বেদান্ত ভাষ্যে।

(৩) টীকাকারগণ।

তৎ। ততো নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী। ন ব্রহ্ম তদাত্মকম্। তে তৎ প্রত্যাখ্যানে নিরাকরণে ন স্ত এব, ইতি তদাত্মকে উচ্যেতে"।

* "......ঈশ্বরস্য আত্মভূতেইব...নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসার প্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ...অভিলপ্যেতে, তাভ্যামন্যঃ 'স্বতন্ত্র' ঈশ্বরঃ"। ১।৪।৩ ভাষ্যেও আছে—"অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং নিরূপয়িতুমশক্যত্বাৎ"।

† চিদাত্মনিলীনে নামরূপে এব বীজং...নামরূপয়োরীশ্বরত্বং বক্তুমশক্যং জড়ত্বাৎ, নাপি ঈশ্বরাদন্যত্বং, কল্পিতস্য পৃথক্‌সত্তাস্ফূর্ত্ত্যোরভাবাৎ"।

[ইহাকে 'কল্পিত' কেন বলা হইয়াছে, পরে তাহা দেখা যাইবে]

শঙ্করের এই কথাগুলিরও তাৎপর্য্য বুঝা আবশ্যক। উভয় স্থলেই টীকাকারেরা যেরূপ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। মায়াশক্তি—পরিণামিনী শক্তি বা জড়শক্তি। ব্রহ্ম সত্তারই উহা একটা 'আগন্তুক' অবস্থাবিশেষ মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মই—মায়াশক্তির অধিষ্ঠান *। প্রকৃত পক্ষে, ইহা ব্রহ্ম-হইতে একান্ত 'অন্য' নহে,—'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। কেননা, ইহা ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থিত; ইহা ব্রহ্মসত্তারই একটা অবস্থা-বিশেষ মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মসত্তাতেই ইহার সত্তা। কিন্তু ইহা পরিণামিণী শক্তি বা জড়শক্তি; সুতরাং এই শক্তি এবং ব্রহ্ম উভয়ে এক বা অভিন্নও হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম ইহা হইতে 'স্বতন্ত্র'। তাহা হইলেই পাঠক দেখুন্ কথাটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে।—ব্রহ্ম অপরিণামী; মায়া পরিণামিণী। মায়া, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই একটা বিশেষ-আকার মাত্র †।

ব্রহ্ম-সত্তাতেই মায়ার সত্তা;—এই কথার তাৎপর্য্য কি?

---

* ইহা 'আগন্তুক', ইহা ব্যাচিকীর্ষিত অবস্থা, (শঙ্কর, মুণ্ডকভাষ্য, ১।১।৮),—সুতরাং ব্রহ্ম ইহা হইতে স্বতন্ত্র। 'স্বতন্ত্র' বলিয়াই তিনি ইহার অধিষ্ঠান। "চৈতন্যস্য নিত্যত্বেন, জগদ্ভিন্নত্বেন চ তস্য সত্যত্বাৎ অধিষ্ঠানোপপত্তেঃ"—আনন্দগিরি।

† সৃষ্টির পূর্ব্বে ত ইহা এভাবে ছিল না; তখন ইহা ব্রহ্মে একাকার ভাবে ছিল। সুতরাং ব্রহ্ম নিত্য ও নির্ব্বিশেষ। সৃষ্টির প্রাক্কালে, এই নির্ব্বিশেষ সত্তাই, বিশেষ একটা অবস্থা—সৃষ্টির উন্মুখাবস্থা ধারণ করিল। সুতরাং ব্রহ্ম—নির্ব্বিশেষ সত্তা; আর মায়া

কিন্তু একটা অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলেই কি, উহা একটা 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠিল? তাহা কদাপি হইতে পারে না। ব্রহ্মসত্তারই ইহা একটা বিশেষ-অবস্থা; সুতরাং ব্রহ্মসত্তাতেই ইহার সত্তা; ইহার নিজের 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। ব্রহ্মসত্তাই ইহাতে অনুস্যূত।

কি সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল?

গ। পাঠক দেখুন, এরূপ সিদ্ধান্তে জগৎ বা মায়াশক্তি উড়িয়া যাইতেছে না। শ্রীমৎশঙ্কর কেবল ইহাই মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, যে 'সত্তা' জগতের বিকারগুলিতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, উহা বিকারগুলির 'কারণসত্তা' ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আবার এই পরিণামিণী 'কারণশক্তি'ও—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা-ব্যতীত অন্য কিছুই নহে *।

আর অধিক ভাষ্য ও টীকা উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজন

সবিশেষ সত্তা। ব্রহ্ম—কূটস্থনিত্য; মায়া—পরিণামিনিত্য। "কিঞ্চিৎ পরিণামিনিত্যং যস্মিন্ বিক্রিয়মানেঽপি তদেবেতি বুদ্ধির্ন বিহন্যতে। ইদন্তু পারমার্থিকং কূটস্থনিত্যং ...সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতম্"—বেদান্তভাষ্য, ১।১।৪।

* "বাহ্য'সত্তা'-সামান্যবিষয়েণ সত্তাশব্দেন লক্ষ্যতে 'স ত্বাং ব্রহ্মেতি', নতু সত্য-শব্দবাচ্যমেব ব্রহ্ম"। জড়ীয় সত্তা দ্বারাই ব্রহ্মসত্তার সূচনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ সকল বিকারে অনুস্যূত পরিণামি শক্তিদ্বারা, অপরিণামী ব্রহ্মশক্তিরও আভাস পাওয়া যায়। কেন না, মায়াশক্তি—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মশক্তিরই অবস্থাবিশেষ মাত্র। "নহি বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্তুন্যত্বং ভবতি, স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ" (বেদান্তভাষ্য)।

নাই। উদ্ধৃত স্থলগুলির সকলেরই সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মেরই সত্তা ও স্ফুরণ—জগতে এবং জগতের উপাদান মায়াশক্তিতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। অতএব ব্রহ্মের সত্তা ও স্ফুরণ হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে, মায়া ও জগতের কোন 'স্বাধীন' সত্তা বা স্ফুরণ নাই।

এই সিদ্ধান্তটী মনে করিয়া রাখিলে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বুঝিতে আর কোন কষ্ট হইবে না। সমুদয় অংশগুলি একত্র করিয়া লইলে অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য এইরূপ দাঁড়ায়—

বিশেষ একটা আকার ধারণ করিলে, বস্তু স্বীয় 'স্বাতন্ত্র্য' হারায় না।

বিশেষ একটা অবস্থান্তর উপস্থিত হইলেই, কোন বস্তুর স্বীয় স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় না। ঘট—মৃত্তিকারই অবস্থাবিশেষমাত্র। ঘটরূপ একটা আকার-বিশেষ উপস্থিত হইল বলিয়াই কি, মৃত্তিকা, স্বীয় স্বতন্ত্রতা হারাইয়া ফেলিল? যদি তাহাই হয়, তবেত এরূপও হইতে পারে যে, এই যে আমি এখন বসিয়া লিখিতেছি, আবার এই আমিই যখন কিছুকালপরে ভ্রমণে বহির্গত হইব, সেই ভ্রমণের সময়ে কি আমি একজন 'স্বতন্ত্র' ব্যক্তি হইয়া উঠিব? তাহা কদাপি হইতে পারে না *। ব্রহ্মসত্তাও ঠিক্ এই প্রকারে স্বীয়

* শঙ্কর এই দৃষ্টান্তটা অন্যভাবে দিয়াছেন। "ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেন বস্তুনাত্বং ভবতি। ন হি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিত হস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি,.. স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮।

স্বাতন্ত্র্য হারায় না। ব্রহ্ম—পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ সত্তাস্বরূপ। এই নির্ব্বিশেষ সত্তার যখন একটা 'আগন্তুক' * অবস্থাবিশেষ—সর্গোন্মুখ পরিণাম—উপস্থিত হয়, তখন কি তাহার স্বতন্ত্রতার কোন হানি হয়? কখনই না। আবার, যখন জগৎ অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে,—যখন সেই আগন্তুক পরিণামিনী সত্তা হইতে বিবিধ নামরূপাত্মক বিকারগুলি উৎপন্ন হয়—তখনও কি সেই ব্রহ্ম-সত্তার স্বতন্ত্রতা বিলুপ্ত হইয়া যায়? কখনই না। প্রকৃত তত্ত্ব-দর্শী এইরূপেই জগতে ব্রহ্মসত্তাকে দেখিতে পান। কিন্তু যাহারা তত্ত্বদর্শী নহে,—যাহারা সাধারণ লোক, তাহারাও কি জগতে এই প্রকারে ব্রহ্মসত্তার দর্শন পায় †? সাধারণ লোক জাগতিক বিকারগুলি লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ে; বিকারগুলি-কেই সত্য বলিয়া মনে করে। শঙ্কর বেদান্ত-ভাষ্যে (২।১।১৪) বলিয়াছেন,—"যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা এই জগৎকেই "সত্য" বলিয়া মনে করে"। অর্থাৎ, জগতের স্বকায় 'স্বতন্ত্র' সত্তা আছে বলিয়াই, অজ্ঞানীরা ধরিয়া লয়। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা জানেন যে, এ জগৎ "অসত্য"। অর্থাৎ, তত্ত্বদর্শীরা জানেন যে, এ জগ-

---

* শঙ্কর স্বয়ং ইহাকে 'বাচিকীর্ষিতাবস্থা' বলিয়াছেন (মুণ্ডকভাষ্য,১।১।৮ দেখ)। 'অবিদ্যায়াঃ সর্গোন্মুখঃ কশ্চিৎ পরিণামঃ'—রত্নপ্রভা।

† "যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ তাবৎ......ব্যবহারেষু অনৃতবুদ্ধি র্ন কস্য-চিদুৎপদ্যতে; বিকারানেব তু......আত্মাত্মীয়ভাবেন সর্ব্বোজন্তুঃ প্রতিপদ্যতে"—বেদান্তভাষ্য,—২।১।১৪।

তের স্বকীয় 'স্বতন্ত্র' কোন সত্তা নাই; ব্রহ্মেরই সত্তা ও স্ফুরণ এই জগতে অনুস্যূত রহিয়াছে। পাঠক, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা জগৎটা কি উড়িয়া গেল?

পাঠক, তাহা হইলেই, শঙ্করের যুক্তিগুলির তাৎপর্য্য এইরূপ দাঁড়াইতেছে। আমরা অজ্ঞানী, সংসারের লোক। আমরা কি ভাবে সংসারের পদার্থগুলিকে দর্শন ও গ্রহণ করিয়া থাকি? প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে—প্রত্যেক বিকারগুলির মধ্যে—যে ব্রহ্মসত্তা বা কারণ-সত্তা অনুস্যূত—অনুগত—হইয়া রহিয়াছে, এই তত্ত্বটী আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই। এই তত্ত্বটী ভুলিয়া, আমরা কেবল ঐ পদার্থগুলিকেই এক একটা স্বতন্ত্র বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। জগতের পদার্থমাত্রই নিয়ত রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে—প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমরা এই আকারগুলিকেই দর্শন ও গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ সকল আকা-রের মধ্যে যে একটা 'সত্তা' অনুস্যূত—অনুগত—হইয়া রহি-য়াছে, সে কথাটা একবারও মনে হয় না। শঙ্করাচার্য্য, ইহাকেই ভ্রমজ্ঞান বলিয়া সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি এরূপ ভ্রম করেন না। তত্ত্বদর্শী জানেন যে, পদার্থগুলির বা আকারগুলির কোনই স্থিরতা নাই; ইহারা নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল; ইহাদের এখন যে রূপ বা আকার আছে, পরক্ষণেই আর সে রূপ বা আকার নাই *। কিন্তু এই সকল বিকারের

* "বিবেকিভিবিশ্বং দৃষ্টং তচ্চ অতীব চঞ্চলং নাশপ্রায়ং বর্ত্তমানকালেঽপিতত্ত্ব-

মধ্যে একটী 'সত্তা' অনুগত হইয়া আছে। তত্ত্বদর্শী জানেন যে, প্রত্যেক বিকারে অনুগত এই সত্তাই একমাত্র সত্য এবং স্থির বস্তু। তাঁহারা কখনই এই সত্তার স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলেন না। তত্ত্বদর্শী এবং অজ্ঞানীর মধ্যে ইহাই পার্থক্য। অজ্ঞানীরা, বিকারগুলিকে এবং বিকারগুলির মধ্যে অনুগত সত্তাকে— এক এবং অভিন্ন বলিয়া—সংসৃষ্ট বলিয়া—মনে করিয়া থাকে। অর্থাৎ বিকারগুলির মধ্যে যে আবার একটী সত্তা অনুগত হইয়া আছে, সেই সত্তাটীর কথা একেবারেই ভুলিয়া যায় *। এইরূপে সত্তার কথাটী ভুলিয়া, বিকারগুলিকেই স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বোধে, তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি এপ্রকার ভ্রম করেন না। তাঁহারা জানেন যে, এক সত্তাই জগতের বিকারগুলিতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। বিকার

যোগ্যতাসত্ত্বাৎ...তচ্চ নাশগ্রস্তং; নাশাদূর্দ্ধমসত্ত্বমেবাপগচ্ছতি, ন তু স্থিতস্য 'পরমার্থত্বম্'—মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্যটীকা, ৩।৩২। কোন কোন পরিবর্ত্তন অত্যন্ত দ্রুত হয়; কোন কোন পরিবর্ত্তন কিছু ধীরে হয় এইমাত্র। কিন্তু সকল বস্তুই সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল।

* কার্য্যবর্গের মধ্যে কারণসত্তা (উপাদানসত্তা) অনুস্যূত হইয়া থাকে। উহা আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় না। হার, মুকুট, কুণ্ডলাদি দ্বারা কি স্বর্ণ আপন স্বতন্ত্রতা হারাইয়া ফেলে? স্বর্ণের স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলিয়া গিয়া, স্বর্ণকে—হার, মুকুট, কুণ্ডল বলিয়া মনে করাই মহাভ্রম। অজ্ঞানীরা এই ভ্রমে পতিত হয়। "অতত্ত্বদর্শী চিত্তমাত্মত্বেন প্রতিপন্নশ্চিত্তচলনমনুচলিতমাত্মানং মন্যমানস্তস্মাচ্চলিতং দেহাদিভূতমাত্মানং মন্যতে"— শঙ্করভাষ্য, মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।৩৮।

গুলি—এই সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করিতেছে। যাহা অসৎ বা শূন্য, তাহা কদাপি বিকারগুলিতে অনুস্যূত হইয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং এই সত্তাতেই বিকারগুলির সত্তা *। বিকারগুলি নিয়ত চঞ্চল, সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে—সুতরাং উহারা স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু নহে। জগৎ-সম্বন্ধে যে কথা, জগতের উপাদান মায়াশক্তি-সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। অজ্ঞানীরাই, মায়াশক্তিকে (সাংখ্যের 'প্রকৃতি' বা ন্যায়ের 'পরমাণু'র ন্যায়) একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া মনে করে। কিন্তু তত্ত্বদর্শী জানেন যে, উহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই † একটা

---

* "নচ অসতো অধিষ্ঠানত্বমারোপিতানুবেধা ভাবাৎ, তদনুবেধাত্তু সতোঽধিষ্ঠানত্বমেষ্টব্যম্" "আত্মনস্তু সর্ব্বকল্পনাসু অধিষ্ঠানাকারেণ স্ফুরণাঙ্গীকারাৎ"—আনন্দগিরি মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।৩২। তত্ত্বদর্শীরা, সর্ব্বপদার্থে অনুগত এই আত্মসত্তার স্ফুরণকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। "কল্পিতানাং প্রাণাদিভাবানাং অধিষ্ঠানসত্তয়া সত্ত্বেন, ন সত্তা অবকল্প্যতে" (৩।৩৩)। এই অধিষ্ঠান সত্তাতেই বিকারগুলির সত্তা, সুতরাং ইহাদিগকে 'কল্পিত' বলা যাইতে পারে। "স্বরূপেণ অকল্পিতস্য সংসৃষ্টরূপেণ কল্পিতত্বমিষ্টম্"। অর্থাৎ অজ্ঞানীরা সর্ব্বত্র অনুগত সত্তাটীর স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলিয়া উহাকে বিকারগুলিদ্বারা সংসৃষ্ট মনে করে, অর্থাৎ সত্তাটীকেই বিকারী বলিয়া মনে করে। এইরূপে সংসৃষ্ট মনে করাই ভ্রম। অজ্ঞানীরা এই প্রকারে বুদ্ধির বিকার সুখদুঃখাদি দ্বারা আত্মাকেই সুখী দুঃখী প্রভৃতি বোধ করিয়া থাকে।

† নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা—অচল, কূটস্থ, অপরিণামী। সৃষ্টিকালে এই সত্তারই পরিণামোন্মুখ অবস্থা অঙ্গীকার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা ইহার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না। এই পরিণামিনী অবস্থা দ্বারা স্বাতন্ত্র্যের হানি হইল বোধ করাই ভ্রম। "স্বতোনির্ব্বিকল্পস্ফুরণেঽপি সমারোপিতসংসৃষ্টাকারেণ ভ্রমবিষয়ত্বম"।

আগন্তুক অবস্থা বা পরিণামিনী সত্তা মাত্র; সুতরাং উহা অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। উহা ব্রহ্মসত্তারই পরিণামোন্মুখ অবস্থামাত্র,ব্রহ্মসত্তাই উহাতে অনুস্যূত। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত।

সাংখ্যে ও বেদান্তে বিরোধ কোথায়?

ঘ। শঙ্করাচার্য্য কেবল এই 'স্বতন্ত্রতার' কথাটা লইয়াই, সাংখ্যের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়াছেন। তিনি বেদান্ত-ভাষ্যে (১।২।২২) সাংখ্য-দিগকে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে,—

"যদি তোমাদের 'প্রকৃতি' স্বতন্ত্র কোন পদার্থ হয়, তবে তাহাতেই আমাদের আপত্তি। আর যদি তোমরা, আমাদের স্বীকৃত অস্বতন্ত্র 'অব্যক্তশক্তির' ন্যায়, প্রকৃতিকে ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু বলিয়া মনে না কর, তবে তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই" *। সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে, পুরুষ হইতে নিতান্ত 'স্বতন্ত্র' বলিয়া মনে করেন। আবার, ইঁহারা প্রকৃতিকে 'সত্য'ও বলিয়া থাকেন এবং ইঁহারা প্রকৃতিকে ধ্যানাদি দ্বারা 'জ্ঞেয়' বলিয়াও উপদেশ করিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্য, প্রকৃতিকে স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তিনি ব্রহ্মসত্তা হইতে প্রকৃতির 'স্বতন্ত্র' সত্তা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, উহা যখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই সৃষ্টিকালীন একটা আকার-

---

* "নাত্র প্রধানং নাম কিঞ্চিৎ 'স্বতন্ত্রং' তত্ত্বমভ্যুপগম্য তস্মাজ্জেদব্যপদেশ উচ্যতে। কিং তর্হি? যদি প্রধানমপি কল্প্যমানং শ্রুত্যবিরোধেন অব্যাকৃতাদিশব্দবাচ্যং ভূতসূক্ষ্মং পরিকল্প্যেত, কল্প্যতাম্"।

বিশেষ (সর্গোন্মুখ পরিণাম) মাত্র ; তখন ব্রহ্মসত্তা ব্যতিরেকে উহার আবার 'স্বতন্ত্র' সত্তা কোথায় ? শঙ্কর-মতে, যাহার নিজের স্বতঃসিদ্ধ স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহা 'সত্য' হইতে পারে না,—তাহা কল্পিত *। সুতরাং তাঁহার মতে প্রকৃতি সেভাবে 'সত্য'ও নহে। আবার, শঙ্কর একমাত্র ব্রহ্মকেই মুখ্য 'জ্ঞেয়' বস্তু বলিয়া মনে করেন। সুতরাং প্রকৃতি প্রভৃতি পদার্থ মুখ্যরূপে 'জ্ঞেয়' হইতে পারে না। কিন্তু শঙ্কর ইহাও স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃতি প্রভৃতি পদার্থগুলি ব্রহ্মকে জানিবার উপায় মাত্র। "বিষ্ণুর পরমপদকে প্রদর্শন করাইবে বলিয়াই 'অব্যক্ত' নির্দ্দেশিত হইয়াছে" †। সাংখ্যের সঙ্গে

---

* "যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি, তৎ 'সত্যম্'—তৈত্তিরীয় ভাষ্য। প্রকৃতির 'আকার' ত চিরস্থায়ী নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে উহা ব্রহ্মে একাকার থাকে। সৃষ্টির প্রাক্কালে একটা বিশেষ আকার হয়। আবার পরে উহা জগদাকার ধারণ করে। আবার প্রলয়ে এ আকারও থাকে না। সুতরাং ইহা 'অসত্য'। যাহা চির-স্থির, শঙ্কর তাহাকেই 'সত্য' শব্দে নির্দ্দেশ করেন। "যন্ন স্বতঃ সিদ্ধং তৎ 'কল্পিতং'—রামতীর্থ। অসত্য বলাতে 'অলীক' মনে করার কোন কারণ নাই। শঙ্কর, অলীক ও অসত্যে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। আকাশকুসুম, মৃগতৃষ্ণা প্রভৃতি অলীক পদার্থ। এই সকল পদার্থের তুলনায় জগৎকে শঙ্কর 'সত্য' বলিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর মতে জগৎ অলীক নহে। শক্তিও অলীক নহে। তৈত্তিরীয় ভাষ্য দেখ। ৮২ পৃষ্ঠায় উহা উদ্ধৃত করা গিয়াছে। কেবল ব্রহ্মের তুলনাতেই, জগৎকে 'অসত্য' বলা হইয়াছে।

† বিষ্ণোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুমযমুপন্যাসঃ"—বেদান্তভাষ্য, ১।৪।৪। আমরা এই সকল মর্ম্ম বেদান্তভাষ্যের ১।৪।৪—৭ ভাষ্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এই ভাষ্য গুলিতে 'প্রকৃতি'র খণ্ডন করা হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে বটে,কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে শঙ্করের বিবাদ কেবল নামে মাত্র বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 'প্রকৃতি' শব্দটা উচ্চারণ করিলেই সাংখ্যের 'প্রকৃতি'র কথা মনে পড়িয়া যায় এবং সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ-চৈতন্য হইতে 'স্বতন্ত্র' বস্তু। এই 'স্বতন্ত্র' বলিয়াই শঙ্করাচার্য্য এই 'প্রকৃতি' শব্দটী গ্রহণ করিতে নারাজ ছিলেন। এই জন্যই বেদান্ত দর্শনের ১ম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে ও অন্যান্য স্থলে এই প্রকৃতির খণ্ডন করিয়াছেন। ঐ স্থলগুলিতে প্রকৃতপক্ষে 'প্রকৃতি' খণ্ডিত হয় নাই, কেবল 'স্বতন্ত্র' প্রকৃতিই খণ্ডিত হইয়াছে। কথাটা এই যে, তিনি জগতের উপাদানশক্তি 'প্রকৃতি'কে স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ এই যে, প্রকৃতি বা জগৎ কেহই ব্রহ্মসত্তা হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' নহে। কিন্তু, প্রকৃতি ও জগৎ উভয়ই 'আগন্তুক' বলিয়া, ব্রহ্ম এই প্রকৃতি ও জগৎ উভয় হইতেই স্বতন্ত্র। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত *।

আমরা যাহা বলিলাম, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিলে নিশ্চয়ই প্রতীত হইবে যে, শঙ্কর কেবল প্রকৃতির স্বতন্ত্রতাই মানিতেন না। এবং প্রকৃতিকে আমাদের প্রদর্শিত প্রণালীতে 'সত্য' ও 'জ্ঞেয়' বলিয়াও স্বীকার করিতেন না। ইহাই সাংখ্য ও বেদান্তে প্রকৃত বিরোধ। বস্তুতঃ অন্য মূল বিষয়ে বিরোধ নাই।

* আমরা 'প্রথম খণ্ডে'র অবতরণিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সাংখ্য যে 'প্রকৃতিকে' 'স্বতন্ত্র' পদার্থ বলিয়াছেন, তাহা কথার কথা মাত্র। চৈতন্যের সংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি যখন পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না; প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ ব্যতীত যখন সৃষ্টি হইতে পারে না, তখন সাংখ্যের প্রকৃতির 'স্বাধীন সত্তার' কথাটা কথার কথা মাত্র। কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ে আরো অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দেখিবেন।

৬। উপদেশ-সাহস্রী গ্রন্থে, মায়াশক্তির এই স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তটী দ্বারা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্যও সহজে ও সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। অদ্বৈতবাদটা বুঝিতে সাহায্য করিবে বলিয়া আমরা সেই দৃষ্টান্তটীর এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

দর্পণের দৃষ্টান্তে অদ্বৈত-বাদের ব্যাখ্যা।

সম্মুখবর্ত্তী দর্পণে আমার মুখের একটী প্রতিবিম্ব পড়িল। দর্পণস্থ মুখটা আমার মুখ হইতে কিঞ্চিৎ বিকৃত। দর্পণের কাঁচ এবং আরো নানাকারণে উহা একটু বিকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিকৃত হইলেও, উহা আমারই মুখ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। দর্পণস্থ মুখের নিজের কোন 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই; আমার (গ্রীবাস্থ) মুখেরই সত্তা ও স্ফুরণে,—দর্পণস্থ মুখেরও সত্তা ও স্ফুরণ নির্ভর করিতেছে। আমার মুখের সত্তা ও স্ফুরণ ব্যতিরেকে, দর্পণস্থ মুখের যখন স্বতন্ত্র সত্তা ও স্ফুরণ নাই, তখন উহাকে একভাবে 'অসত্য' বলা যাইতে পারে। উহা 'অসত্য' কেন? যাহার নিজের স্বাধীন সত্তা নাই তাহাই 'অসত্য'। কিন্তু তাই বলিয়া দর্পণস্থ মুখকে 'অলীক' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না *। কেননা, দর্পণে যে

* রামতীর্থ বলিয়াছেন—"নাপি 'অসৎ' (অলীকং) অপরোক্ষ প্রতিভাসাৎ"। প্রত্যক্ষই যখন প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে, তখন উহা 'অলীক'ও নহে।

আমার মুখের একটা প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহাতে ত কোন সন্দেহ নাই। এস্থলে আরো একটী তত্ত্ব আছে। উহার 'স্বতন্ত্র সত্তা' নাই বটে, কিন্তু আমার মুখ 'স্বতন্ত্র' থাকিয়াই যাইতেছে *। কেননা, দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেল, বা দর্পণস্থ মুখের যাহাই কর না কেন, আমার মুখের তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে অদ্বৈতবাদও সহজে বুঝা যাইবে। যদিও মায়াশক্তি ব্রহ্মসত্তা হইতে কিঞ্চিৎ বিকৃত (পরিণামিনী), তথাপি উহা সেই ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' কোন পদার্থ নহে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা ব্যতিরেকে, উহার নিজের 'স্বতন্ত্র' সত্তা ও স্ফুরণ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, উহা অলীকও নহে। আবার ব্রহ্মসত্তা, উহা হইতে 'স্বতন্ত্র'ই রহিয়া যাইতেছেন।

এখন বোধ করি শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা গিয়াছে।

শঙ্কর-মতে, জগৎ বা জগতের উপাদান কেহই অলীক নহে।

১০। অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে, শঙ্কর জগৎকে অলীক ও অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আমরা উপরে যে সকল আলোচনা করিলাম, তদ্দ্বারা কথাটা কিছু পরিষ্কার হইয়াছে বলিয়া আশা

* "তস্মাচ্চ অক্ষত মুখম্"—রামতীর্থ।

করি। কিন্তু বিষয়টী বড়ই গুরুতর। এই জন্য এ সম্বন্ধে আমরা আর একটু বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে শঙ্কর কোন স্থলেই জগৎকে এবং জগতের উপাদান শক্তিকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। তবে তিনি অনেক স্থলে জগৎসম্বন্ধে, 'অসত্য', 'মৃষা', 'কল্পিত' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল শব্দপ্রয়োগ দেখিয়াই সম্ভবতঃ অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে, শঙ্কর জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ কথা কি প্রকৃতই সত্য? শঙ্কর কি যথার্থই জগৎকে উড়াইয়া দিয়াছেন?

অদ্বৈত-বাদের বিশেষ আলোচনা।

ব্রহ্ম—নিরবয়ব এবং সর্ব্বপ্রকার বিকারবর্জ্জিত। এই জগৎ—সাবয়ব এবং বিকারী। ব্রহ্ম—চেতন, শুদ্ধ, একরস। এই জগৎ—অচেতন, অশুদ্ধ, অনেক। ব্রহ্ম—সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্বশূন্য। জগৎ—বিশেষত্বযুক্ত। এখন কথা হইতেছে, নিরবয়ব, চেতন, নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে কি প্রকারে এই সাবয়ব, জড়, বিশেষত্বযুক্ত, বিকারী জগৎ প্রাদুর্ভূত হইল? ইহা যে একটা ইন্দ্রজালের মত অতি বিস্ময়কর ব্যাপার, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? কিন্তু তথাপি ইহার একটা মীমাংসা আবশ্যক। শঙ্কর ইহার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন?

শঙ্কর ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদানকারণ,

ব্রহ্ম—জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদানকারণ, উভয়ই।

উভয়ই বলিয়াছেন। ব্রহ্ম না হয় জগতের নিমিত্তকারণ হইতে পারেন। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্তকারণ। কুম্ভকার স্বতন্ত্র থাকিয়াই, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি দ্বারা ঘটনির্ম্মাণের কর্ত্তা হইয়া থাকে। ব্রহ্মও স্বতন্ত্র থাকিয়া, কোন উপাদান দ্বারা জগৎ-নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একথাটা বুঝিতে কোন গোল হইতে পারে না। কিন্তু, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইবেন কিরূপে? এ জগৎটা—জড়, বিকারী, অচেতন। সুতরাং, ইহার যাহা উপাদান,—যাহা হইতে জগৎটা জন্মিয়াছে,—সেই উপাদানটীও নিশ্চয়ই জড়, বিকারী ও অচেতন হইবে। ব্রহ্ম-চৈতন্য এরূপ উপাদান হইবেন কিরূপে? অথচ শঙ্কর ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান-কারণ বলিয়াছেন *। শঙ্কর কি যাদুকর যে, তিনি অসাধ্য-সাধনে উদ্যত হইলেন?

* বেদান্তদর্শনের ১।৪।২৩-২৬ সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ, উভয়ই বলা হইয়াছে। ২৬ সূত্রের ভাষ্যে—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" এই শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত হইয়াছে। শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন—"আত্মা স্বয়ং আত্মাকে জগদাকারে পরিণত করাইলেন"। 'আত্মা' ত অপরিণামী। তবে কিরূপে এই অর্থ সঙ্গত হয়? বেদান্তের ২।১।১৭ সূত্রের ভাষ্যেও, এই শ্রুতিবাক্যটীই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সে স্থলে শঙ্কর বলিয়াছেন—"এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎরূপে—সত্তা-রূপে—অবস্থিত ছিল। সেই 'সত্তাই' জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। সেই সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই এই শ্রুতিটী উক্ত হইয়াছে"। সুতরাং এ স্থলে 'আত্মা' শব্দের অর্থ

শঙ্কর শ্রুতিতে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ, উভয়ই পাইয়াছিলেন। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যেমন নিরবয়ব বলা হইয়াছে; তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে বিকারী, পরিণামী জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে,—একথাও শ্রুতিতে আছে। এই পরস্পর বিরোধী কথার একটা সামঞ্জস্যের নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। তাই, শঙ্করনামক যাদুকর, ঐন্দ্রজালিকমন্ত্রে, সেই সামঞ্জস্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার সামঞ্জস্য কি প্রকার?

কথাটার দুইপ্রকারে সামঞ্জস্য সম্ভব। শক্তিকে ও জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিলে একরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে। অনেকে মনে করেন, শঙ্কর এইরূপ (Destructive) সামঞ্জস্যই করিয়াছেন। কিন্তু শক্তি ও জগৎকে রাখিয়া কি ইহার

'সদ্ব্রহ্ম'। সদ্ব্রহ্মই নিজকে পরিণত করাইলেন,—এই অর্থই আমরা পাইতেছি। আমরা ৩৭ পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি, ব্রহ্মকে শক্তি দ্বারাই 'সদ্ব্রহ্ম' বলা যায়। শক্তি-রহিত শুদ্ধ ব্রহ্মকে 'সদ্ব্রহ্ম' বলে না। "বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব......সৎশব্দবাচ্যতা (শঙ্কর, গৌড়পাদকারিকাভাষ্য, ১।২)। প্রকৃতপক্ষে এই বীজশক্তি ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে। সুতরাং উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যটার অর্থ এই দাঁড়াইতেছে যে, ব্রহ্মের আত্মভূত—ব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্র—শক্তিই পরিণত হয়। ঐতরেয়-ভাষ্যে, শক্তিকে—"আত্মভূতামাত্মৈকশব্দবাচ্যাম্"—বলা হইয়াছে। অতএব এই শ্রুতির 'আত্মা' শব্দের অর্থ 'শক্তি'। গীতাভাষ্যে (১০।৬) আনন্দগিরিও বলিয়াছেন—"আত্মাতিরেকেণাভাবাৎ......ন কেবলং ভগবতঃ সর্ব্বপ্রকৃতিত্বং কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্বমিত্যাদি। তবেই আমরা দেখিতেছি যে, শক্তিই জগতের 'উপাদান কারণ'; কিন্তু আত্মা হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' নহে বলিয়া, আত্মাকেই উপাদান-কারণ বলা হইয়া থাকে। পাঠক, এই তাৎপর্য্যটা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবেন।

সামঞ্জস্য সম্ভব হইতে পারে না ? আমরা দেখাইব যে, শঙ্কর শক্তি ও জগৎ—কাহাকেই উড়াইয়া দেন নাই। তাঁহার সামঞ্জস্যের প্রণালী সেরূপ নহে। শঙ্কর ভারতের ব্রাহ্মণ। কাহাকেও হিংসা করা, কাহারও প্রাণনাশ করা, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে। বিশেষতঃ, শক্তি ও জগৎ বেচারার অপরাধ কি যে, এই সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ, অস্ত্রোদ্যতহস্ত যোদ্ধৃপুরুষের ন্যায়, উহাদের প্রাণবধের ব্যবস্থা করিবেন ?

প্রথমেই শঙ্কর, এই জগতের দুইপ্রকার অবস্থার কথা উত্থাপন করিলেন। প্রথম অবস্থা—যখন এই জগতের বিকাশ হয় নাই, যখন জগৎ অব্যক্ত-শক্তিরূপে * ব্রহ্মে বিলীন ছিল। দ্বিতীয় অবস্থা—যখন এই জগতের বিকাশ হইয়াছে, যখন এই অব্যক্তশক্তি এই জগদাকারে দেখা দিয়াছে।

ক। এখন কথা হইতেছে এই যে, যখন এই জগৎ শক্তিরূপে ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল, তখন এই শক্তি দ্বারা ব্রহ্মে ভেদ কেন হইবে না। ব্রহ্ম ত সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-

১। মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের কোন হানি হয় না।

* "প্রলীয়মানপি চেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি ইতরথা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ"—বেদান্তভাষ্যে শঙ্কর, ১৷৩৷৩০ "প্রলয়ে সর্ব্বকার্য্যকরণ-শক্তীনামবস্থানমভ্যুপগন্তব্যং, শক্তিলক্ষণস্য নিত্যত্বনির্ব্বাহায়"—কঠভাষ্যব্যাখ্যায়াম্ আনন্দগিরিঃ। "ইদমেব জগৎ প্রাগবস্থায়াং.. বীজশক্ত্যবস্থং অব্যক্তশব্দযোগ্যম্"—শঙ্কর, বেদান্তভাষ্য, ১৷৪৷২। ইহাই সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মের "ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থা" বলিয়া শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

ভেদ রহিত। ব্রহ্ম ত অদ্বিতীয়। ব্রহ্মে শক্তির অবস্থান স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি কেন হইবে না? এ প্রশ্নের উত্তর কি?

শক্তি পরিগ্রহ করিলে কেবল যে গৃহীরাই বিব্রত হইয়া পড়ে, তাহা নহে; সন্ন্যাসীঠাকুরদের বিপদ আরো অধিক হইয়া উঠে!! এখন, এ বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় কি? এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তর কিরূপ? শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যবর্গ নানাপ্রকারে এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়াছেন। এখন আমরা সেই উত্তরগুলি দেখিব।

(১) শঙ্করের প্রথম উত্তর আমরা কঠোপনিষদের (৩৷১১) ভাষ্যে দেখিতে পাই। এই ভাষ্য ইতঃপূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। শঙ্কর বলেন—"বটবীজে যেমন ভাবি বটবৃক্ষের শক্তি ওতপ্রোতভাবে আশ্রিত থাকে, অব্যক্তশক্তিও তদ্রূপ পরমাত্ম-চৈতন্যে ওতপ্রোতভাবে আশ্রিত ছিল।" টীকাকার আনন্দগিরি শঙ্করের এই উক্তিটার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের তিনপ্রকার উত্তর দিয়াছেন। (ক) বটবীজে ভাবি বটবৃক্ষের শক্তি রহিয়াছে। সেই শক্তি আছে বলিয়া কি একটী বীজ দুইটী হইয়া যায়? এইরূপ, শক্তি-সত্ত্বেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের কোন হানি হয় না। (খ) তৎকালে শক্তির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি-রূপে বিশেষপ্রকারে অভিব্যক্তি ছিল না; উহা তৎকালে একাকার হইয়াই ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল। সুতরাং তদ্দারা ব্রহ্মে কোন

'ভেদ' আসিতে পারে না। (গ) ব্রহ্ম-সত্তা হইতে এই শক্তির 'স্বতন্ত্র' সত্তা স্বীকার করা যায় না। আত্মসত্তাতেই ইহার সত্তা। আত্মসত্তাতেই যাহার সত্তা, তাহার নিজের কোন স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে না। সুতরাং তদ্দ্বারা ব্রহ্মসত্তায় ভেদ আসিবে কিরূপে? *

(২) আমরা প্রথম উত্তর দেখিলাম। শঙ্কর, বেদান্ত ভাষ্যে ও ঐতরেয় ভাষ্যে এবং তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে দ্বিতীয় উত্তর দিয়াছেন। আমরা এস্থলে কেবল ঐতরেয়-ভাষ্য অবলম্বন করিয়া শঙ্করের দ্বিতীয় উত্তরটীর উল্লেখ করিব। শঙ্কর বলেন—

"সাংখ্যদিগের 'প্রকৃতি', পুরুষ হইতে 'স্বতন্ত্র' বস্তু এবং উহা 'অনাত্মপক্ষপাতী' †। সুতরাং, 'স্বতন্ত্র' বলিয়া, উহাকে 'আত্ম শব্দ' দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। আমাদের অব্যক্ত

---

* শক্তিমত্ত্বেন অদ্বিতীয়ত্বাবিরোধিত্বমাহ। ভাবিবটবৃক্ষশক্তিমদ্বটবীজং স্বশক্ত্যা ন স-দ্বিতীয়ং কথ্যতে, তদ্বৎ ব্রহ্মাপি ন মায়াশক্তি-স-দ্বিতীয়ম্"। "সত্ত্বাদিরূপেণ নিরূপ্যমানে ব্যক্তিরস্যনাস্তীতি অব্যক্তম্; ততোঽব্যক্তশব্দাদপি অদ্বৈতাবিরোধিত্বম্"। "পৃথক্‌সত্ত্বে প্রমাণাভাবাৎ, আত্মসত্তয়ৈব সত্তাবত্ত্বাচ্চ"।

† "প্রাগুৎপত্তেরব্যাকৃতনামরূপভেদম্ আত্মভূতমাত্মৈকশব্দপ্রত্যয়গোচরং জগৎ। ইদানীং ব্যাকৃতনামরূপভেদত্বাৎ অনেকশব্দপ্রত্যয়গোচরমাত্মৈক-শব্দ-প্রত্যয়-গোচরঞ্চেতি বিশেষঃ"।......যথা সাংখ্যানামনাত্মপক্ষপাতি 'স্বতন্ত্রং' প্রধানং...তদ্বদিহ অন্যদাত্মনঃ ন কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে। কিং তর্হি? আত্মৈবৈকমাসীদিত্যভিপ্রায়ঃ"। শঙ্কর তৈত্তিরীয় ভাষ্যেও এইরূপই বলিয়াছেন। "ন হি আত্মনোঽন্যৎ অনাত্মভূতং তৎ।...... ততো নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী; ন ব্রহ্ম তদাত্মকম্"। [অনাত্মপক্ষপাতী —অর্থাৎ আত্মা হইতে (পুরুষচৈতন্য হইতে) নিতান্তই স্বতন্ত্রবস্তু]।

এপ্রকার নহে। উহা আত্মা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। আত্মসত্তাতেই উহার সত্তা। সুতরাং উহাকে 'আত্মশব্দ' দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে, জগৎ অসংখ্য নাম ও রূপে (পশুপক্ষিতরুলতাদি) অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এখন আর জগৎকে কেবল এক 'আত্মশব্দে' নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু যখন এই জগৎ,—সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত-রূপে অবস্থিত ছিল, তখন কেবল এক আত্মশব্দ দ্বারাই উহাকে নির্দ্দেশ করা যাইত। তখন এই অব্যক্তজগতের কোন-প্রকার ক্রিয়ারও অভিব্যক্তি ছিল না"।

মায়াশক্তি সত্ত্বেও ব্রহ্মে—বিজাতীয়, স্বজাতীয় ও স্বগত ভেদ হয় না।

টীকাকার এই ভাষ্যটী বুঝাইতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের তিনপ্রকার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মায়া-শক্তি সত্ত্বেও ব্রহ্মে যে 'বিজাতীয়' ও 'সজাতীয় ভেদ' আসিতে পারে না, ভাষ্যকার তাহাই বলিয়া দিয়াছেন।

(ক) যদি বল যে জড়জগতের উপাদান জড়া মায়া ত বর্ত্তমান আছে, সুতরাং তদ্দারা ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদ ত হই-তেছে। এ আশঙ্কা অমূলক। কেন না, আত্ম-সত্তাতেই মায়ার সত্তা। যাহা আত্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে,—যাহা আত্মারই অন্তর্ভূত,—যাহা আত্ম-শব্দবাচ্য,—তাহা ত কোনক্রমেই 'বিজাতীয়' বস্তু হইতে পারে না। (খ) মায়ার তৎকালে কোন ক্রিয়াও ছিল না। মায়া তখন কেবল আত্মাকারে—জ্ঞানা-

কারে অবস্থিত ছিল। সুতরাং উহা ত আত্মা হইতে 'বিজাতীয়' কোন বস্তু হইল না। * তার পরে, টীকাকার ইহাও বলিয়াছেন যে, মায়া-সত্ত্বেও, ব্রহ্মে যে 'সজাতীয়-ভেদ'ও আসিতে পারেনা, তাহাও ভাষ্যকার প্রকারান্তরে বলিয়া দিয়াছেন। (গ) অব্যক্তশক্তি (মায়াশক্তি) যখন প্রকৃতপক্ষে আত্মা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে,—উহা যখন আত্মাই,—তখন উহা আত্মার 'সজাতীয়' হইতেছে। কিন্তু তাহাতে আত্মার কোন ভেদ হইতে পারে না। কেন পারে না? আত্মসত্তা হইতে, প্রকৃত পক্ষে, উহার 'স্বতন্ত্র' সত্তাও নাই—'স্বতন্ত্র' ক্রিয়াও নাই। আত্মারই সত্তা ও স্ফুরণে—উহারও স্বত্তা ও স্ফুরণ। সুতরাং উহা দ্বারা ব্রহ্মে সজাতীয়-ভেদও আসিতেছে না †। (ঘ) এ সম্বন্ধে 'উপদেশ সাহস্রী' গ্রন্থে অন্য ভাবে একটী উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। এই উত্তরটী প্রকৃতপক্ষে শ্রুতির নিজেরই উত্তর। বৃহদারণ্যকে

* "নন্থ জড়প্রপঞ্চস্য কারণীভূত। জড়া মায়া বর্ত্ততে ইতি কথং বিজাতীয়-নিষেধ ইতি, অত আহ"। "আত্মাতিরিক্তং বস্তু ন সম্ভাব্যতে, তস্মাদাত্মতাদাত্ম্যেনৈব নাম-রূপয়োঃ সিদ্ধিঃ"। "জড়স্য মায়িকস্য কদাচিদপি স্বতঃসত্তাঽযোগাৎ, আত্মনোঽ-দ্বিতীয়স্য ন বিরোধঃ"। "অব্যক্তাবস্থায়াং মায়ায়াঃ আত্মতাদাত্ম্যোক্ত্যা সাংখ্যাদিবৎ 'স্বতন্ত্রত্ব' নিরাসঃ"। "নিবর্দিত্যনেন স্বতন্ত্রং স্বতঃসত্তাকমুচ্যতে, তথাবিধস্য চ নিষেধঃ মায়া তু ন তথাবিধা"। "মায়ায়াঃ সত্ত্বেঽপি তদানীং ব্যাপারাভাবাৎ ব্যাপারবতোঽ-ন্যস্য নিষেধঃ"—ইত্যাদি।

† "সজাতীয়ভেদ-স্বগতভেদনিরাকরণত্বেন পদদ্বয়মিত্যভিপ্রেত্য বিজাতীয়ভেদ নিরাকরণার্থত্বেন 'নান্যৎ কিঞ্চনে'ত্যাদি"।

(৩৷৪৷৭) বলা হইয়াছে যে,—“যে ব্যক্তি দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি শক্তি দ্বারাই আত্মার স্বরূপের সমগ্র পরিচয় পাইয়াছে মনে করে ; তাহাকে সম্যক্‌দর্শী বলা যায় না। সে ব্যক্তি নিতান্তই ‘অকৃৎস্নদর্শী’ *। প্রকারান্তরে, এই শ্রুতিটী সাহায্যেই ‘উপদেশ-সাহস্রী’ গ্রন্থে এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে যে,—“দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, মননশক্তি প্রভৃতিরূপে শক্তির সজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয় †, সুতরাং এই সকল শক্তি দ্বারা ত আত্মচৈতন্যে বা ব্রহ্মচৈতন্যে সজাতীয়ভেদ ও স্বগত ভেদ আসিতেছে ; তবেই ত, আত্মার অদ্বিতীয়ত্বেরও হানি হইয়া উঠিল। এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, শ্রুতি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এই সকল শক্তি দ্বারা আত্মার পূর্ণরূপ ব্যঞ্জিত হয় না। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ পূর্ণস্বরূপ। তাঁহাতে সমুদয় শক্তি শক্তিরূপে একা-

* ঐতরেয়-আরণ্যকে (২৷৩) শঙ্কর স্বয়ং এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ‘প্রাণশক্তিই অবশ্য দেহের সকল ক্রিয়ার মূল। কিন্তু ব্রহ্ম—প্রাণেরও প্রাণ। সুতরাং, ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই দর্শন শ্রবণাদিশক্তি অনুভূত হয় ; কেবল প্রাণদ্বারা এগুলি অনুভূত হইতে পারিত না’। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মকে পূর্ণশক্তিস্বরূপ বলা হইল। “প্রাণেন কেবলবাক্‌সংযুক্তমাত্রেন মনসা চ প্রের্য্যমানো......বদনক্রিয়াং নানুভবতি (লৌকিকঃ পুরুষঃ)। যদাপুনঃ স্বাত্মস্থেন স্বতন্ত্রেন প্রাণেন প্রের্য্যমানা বাক্‌মনসাচাস্যমানোবদনক্রিয়ামনুভবত্যেব”।

† এ স্থলে আন্তরশক্তিগুলির মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শব্দস্পর্শাদি বাহ্যশক্তি গুলিকেও এস্থলে বুঝিতে হইবে।

কার হইয়া অবস্থিত। সুতরাং তাঁহাতে সজাতীয়-ভেদ আসিতে পারে না।”*।

(৩) এসম্বন্ধে শঙ্করের আর একপ্রকার উত্তর আছে। এই উত্তরটা পরমার্থদর্শীর দৃষ্টি হইতে প্রদত্ত হইয়াছে, একথা পাঠক ভুলিবেন না। সে উত্তর এইপ্রকার ;—

মায়াশক্তিকে কেন ‘অসত্য’ ও ‘কল্পিত’ বলা হইয়াছে ?

‘যাহার নিজের ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই ; যাহার সত্তা অন্যের সত্তার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহাকে ‘কল্পিত’ ‘অসত্য’ ও মিথ্যা বলা যায়। সুতরাং যাহা কল্পিত, যাহা অসত্য, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের কোন প্রকার হানি হইতে পারে না। শঙ্করাচার্য্য, অলীক বা অসৎ বা একেবারে শূন্য—এই অভিপ্রায়ে ‘অসত্য’ ‘কল্পিত’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। একথা আমরা পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতেছি। এস্থলে কেবল সংক্ষেপে কি অভিপ্রায়ে শঙ্কর এই শব্দগুলির প্রয়োগ করিয়াছেন, কেবল তাহাই দেখাইব।

শঙ্কর অসত্য ও অলীকে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে আমরা দেখিতে পাই, শঙ্কর ‘অসত্য’ এবং ‘অলীক’ এই উভয়ের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি

* “তথাপি নাত্মনোঽদ্বিতীয়ত্বম্, দৃষ্টিশ্রুতীত্যাদিশক্তিরূপস্য স্বগতভেদস্য সত্ত্বাৎ সজাতীয়ভেদোপপত্তেশ্চ ইত্যাশঙ্ক্যাবৈব মিত্যাহ। তথাচ শ্রুতিঃ—“অকৃৎস্নোহিসঃ, প্রাণন্নেব প্রাণোনাম ভবতীত্যাদি”—উপঃসাহস্রীটীকা। পাশ্চাত্যজাতি অতি অল্প দিন হইল বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলি মূলতঃ একই শক্তির রূপান্তর। এই মহাতত্ত্ব ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই জানা ছিল।

দেখাইয়াছেন যে, আকাশকুসুম, মৃগতৃষ্ণা, শশবিষান প্রভৃতি একান্ত অলীক এবং অসৎ পদার্থ। এই সকল অলীক পদার্থের তুলনায় জগৎকে 'সত্য' বলা যায়। পাঠক তবেই দেখুন শঙ্কর জগৎকে আকাশকুসুমাদির ন্যায় অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে-ছেন না। তিনি সেই স্থলে ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য 'সত্য' বস্তু। কেবল ব্রহ্মের তুলনাতেই জগৎকে 'অসত্য' বলা যায় *। পাঠক তাহা হইলে বুঝিতেছেন যে, শঙ্কর অসত্য ও 'মিথ্যা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা একেবারে 'অলীক' বা 'শূন্য' বলেন নাই। যদি তাহাই হইত, তবে শঙ্কর কিরূপেই বা একথা বলিলেন যে, যদি জগতের উপাদান একান্ত 'অসৎই' হইত, তবে আমরা জগৎকেও 'অসৎ' বলিয়া বুঝিতাম; কিন্তু জগৎকে ত আমরা 'অসৎ' বলিয়া বুঝি না †। পাঠক, এস্থলেও দেখুন, অসত্য 'কল্পিত' প্রভৃতি শব্দগুলিকে তিনি একে-বারে 'অলীক' বা অসৎ' বা 'শূন্য' অর্থে ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার টীকাকারগণও কেহই অসত্য, কল্পিত প্রভৃতি শব্দের 'অলীক' অর্থ বুঝেন নাই। টীকাকারগণের কয়েকটী উক্তিও এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠক তাহা হইতেই আমাদের কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন ;—

* "একমেবহি পরমার্থ 'সত্যং' ব্রহ্ম। ইহ পুনর্ব্যবহারবিষয়মাপেক্ষিকং সত্যং ; মৃগতৃষ্ণিকাদ্যনৃতাপেক্ষয়া উদকাদি সত্যম্ উচ্যতে,—অনৃতং তদ্বিপরীতম্" ইত্যাদি।

† "অসচ্চেৎনামরূপাদিকংকার্য্যং নিরাত্মকত্বান্নোপলভ্যেত"। অসতশ্চেৎকার্য্যং গৃহ্যমান মপি অসদন্বিতমেব স্যাৎ, নচৈবম্"।

"তস্যাঃ পরকাল্পত-সত্য-স্বতন্ত্র-প্রধানাদ্বৈলক্ষণ্যমাহ আবস্থাদনা।
মায়াময়ী মায়াবৎ পরতন্ত্রা"——রত্নপ্রভা।

"তস্যাশ্চ আত্মতাদাত্ম্যোক্ত্যা সাংখ্য-মতবৎ স্বতন্ত্রত্বনিরাসেন
তত্র 'কল্পিতত্বং' সিধ্যতি"——জ্ঞানামৃতযতি।

"যন্ন স্বতঃ-সিদ্ধং, তৎ 'কল্পিতং"——রামতীর্থ।

"আত্মৈবেতি স্বতন্ত্রত্বনিষেধেন স্বতঃ-সত্তানিষেধাৎ 'মৃষাত্ব'মপি ——
জ্ঞানামৃত।

"অধিষ্ঠানাতিরেকেন সত্তা স্ফুর্ত্ত্যোরভাবান্মৃষাত্বম্"—আনন্দগিরি। *

এই সকল উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা, টীকাকারেরাও কি অর্থে শঙ্করের ব্যবহৃত 'অসত্য', 'কল্পিত' প্রভৃতি শব্দকে বুঝিতেন, পাঠক অবশ্যই তাহা দেখিতেছেন।

সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের এই সকল উত্তর হইতে আমরা এখন স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, মায়াশক্তিকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াই তিনি সামঞ্জস্য করিতে পারিয়াছেন। মায়াশক্তিকে উড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে সামঞ্জস্য করিতে হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মে মায়াশক্তিকে স্বীকার করাতেও, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় নাই। তিনি মায়াকে উড়াইয়াও দেন নাই; আবার, মায়াকে

---

* টীকাকারগণের কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মসত্তাতেই যখন মায়াশক্তির সত্তা, তখন ব্রহ্মসত্তাব্যতিরেকে উহার 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। যাহার 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই, তাহাকেই 'অসত্য' 'কল্পিত' ও 'মিথ্যা' বলা যায়। ইহার সত্তা ব্রহ্মসত্তার নিতান্ত অধীন বলিয়াই ইহাকে 'মায়াশক্তি' বলা যায়।

ব্রহ্মের সহিত এক বা অভিন্নও বলেন নাই *। পরমার্থ দৃষ্টিতে তিনি কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-সত্তাতেই মায়ার সত্তা; মায়ার 'স্বতন্ত্র' সত্তা থাকিতে পারে না।

২। বিকারি জগতের দ্বারাও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের কোন হানি হয় না।

খ। জগতের উপাদান 'মায়াশক্তির' কথা বলা হইল। এখন আমরা জগতের কথা বলিব। যখন ব্রহ্মে অবস্থিত এই অব্যক্ত মায়া-শক্তি জগদাকারে—বিবিধ নাম-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িল, তখন তদ্দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের কোন হানি হয় কি না, এ প্রশ্নেরই বা শঙ্কর কি প্রকার উত্তর দিয়াছেন;—এই অংশটুকু দেখা বাকী আছে। এখন আমরা তাহাই দেখিব।

(১) "সৃষ্টির পূর্ব্বে, জগৎ যখন অব্যক্ত ভাবে—বীজশক্তি রূপে—ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল, তখনও যেমন উহা আত্মভূত ছিল † এখন যে বিবিধ নামে ও বিবিধরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এখনও উহা আত্ম-স্বরূপকে পরিত্যাগ করে নাই"। শঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় ভাষ্যে এবং বেদান্ত ভাষ্যে, এই কথাই আমাদিগকে

* ব্রহ্ম নিত্যসিদ্ধ পদার্থ। কিন্তু মায়াশক্তি—আগন্তুক মাত্র। সুতরাং ব্রহ্ম—মায়া হইতে স্বতন্ত্র। এইজন্য ব্রহ্মও মায়াশক্তি একেবারে 'একও' নহে। নিত্যশক্তি ও পরিণামিনী শক্তিকে 'এক' বলা যাইতে পারে না। "অনুভাব্যো নামরূপে অনুভবাত্মক ব্রহ্মরূপে কথ্যতে, নতু ঐক্যাভিপ্রায়েণ" (জ্ঞানামৃত)।

† আত্মভূত—আত্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে।

বলিয়া দিয়াছেন *। কার্য্যাকার ধারণ করাতেই কি কারণ-শক্তি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে? তাহা কখনই হইতে পারে না। কার্য্য, কারণেরই আকার ভেদ মাত্র—অবস্থা বিশেষ মাত্র। বিশেষ একটা অবস্থান্তর হওয়াতেই কি উহা কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠিয়াছে? †

কার্য্যগুলি—কারণেরই অবস্থা বিশেষ মাত্র; একান্ত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে।

শঙ্করের এই উত্তর বিজ্ঞানানুমোদিত। বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, শক্তির অবস্থান্তর (Transformation) ঘটে মাত্র, কিন্তু তদ্দারা শক্তি স্বাতন্ত্র্য হারায় না, শক্তির ধ্বংস হয় না। ওজন করিয়া দেখিলেই, অবস্থান্তরের মধ্যেও শক্তির পরিমাণ যে ঠিকই আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় ‡। যাহারা অবৈজ্ঞানিক, সাধারণ লোক, তাহারাই কেবল মনে করে যে, অবস্থান্তর হইলে, রূপান্তর ধারণ করিলে,—বস্তুটা একেবারেই পৃথক্ হইয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জানেন যে, শক্তির

* "যদা আত্মস্থে অনভিব্যক্তে নামরূপে ব্যাক্রিয়েতে, তদা নামরূপে আত্মস্বরূপাপরিত্যাগেনৈব.........সর্ব্বাবস্থাসু ব্যাক্রিয়েতে"--তৈত্তিরীয়ভাষ্য, ২।৬।২ অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই নামরূপ আত্মসত্তা হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' নহে। "যথৈব হি ইদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মনা সৎ, এবং প্রাগুৎপত্তেরপীতি"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।৭।

† "কার্য্যাকারোঽপিকারণস্য আত্মভূত এব। . ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেন বস্ত্বন্যত্বং ভবতি...স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮।

‡ ওজন করিয়া দেখিলে শক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইতে পারে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সাংখ্যেও দৃষ্ট হয়"।

রূপান্তর হইলেও, শক্তি ঠিক্‌ই থাকে। কেবল রূপ বা আকার গুলি মাত্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এক আকার চলিয়া গিয়া, অন্য আকারে দেখা দিতেছে *। মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হইল। প্রকৃত পক্ষে, ঘট কি মৃত্তিকা হইতে একেবারে একটা স্বতন্ত্র বস্তু? ঘট—মৃত্তিকারই রূপান্তর, অবস্থা-বিশেষ মাত্র। মৃত্তিকা কি তাহাতে আপন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে? তাহা কখনই হইতে পারে না। ঘট ভাঙ্গিয়া ফেল, পূর্ব্বেও যে মৃত্তিকা, এখনও সেই মৃত্তিকা। অতএব, শক্তি জগদাকার ধারণ করিয়াছে বলিয়াও, উহা স্বতন্ত্র একটা বস্তু হইয়া উঠে নাই। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেমন মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের কোন হানি হইয়াছিল না; সৃষ্টির পরেও এই জগতের দ্বারা তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বের হানি হইতেছে না। পাঠক দেখুন, জগৎকে উড়াইয়া দিবার কোন প্রয়োজন হইল না।

শঙ্করাচার্য্য এইরূপে কার্য্য ও কারণের 'অনন্যত্ব' দ্বারা এই উত্তর প্রদান করিয়াছেন †। এতদ্ব্যতীত শঙ্করের অন্য এক প্রকার উত্তর আছে। এখন আমরা সেই উত্তরটী দেখিব।

---

* ছান্দোগ্যভাষ্যে (৮।৫।৪) অবিকল এই কথা আছে—"বিকারগুলি 'আকারের' দ্বারাই অসত্য, কিন্তু 'ব্রহ্মশক্তি রূপে সত্য"।

† পাঠক বেদান্তদর্শনের ২।১।১৪ ভাষ্যে দেখিতে পাইবেন, শঙ্কর কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধের কথা প্রথমতঃ বলিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, কার্য্য যে উহার কারণ হইতে একান্ত কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে, তাহাই শঙ্কর বলিয়া দিলেন। তৎপরে "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং", "আত্মৈবেদং সর্ব্বং", "এতদাত্মমিদং সর্ব্বং", "নেহ নানাস্তি

জগৎকে কেন 'অসত্য' ও 'কল্পিত' বলা হইয়াছে?

(২) শঙ্করের এই দ্বিতীয় প্রকারের উত্তর হইতে আমরা, জগৎ কোন্ অর্থে, শঙ্কর মতে, 'অসত্য' 'কল্পিত' এবং 'মিথ্যা',—তাহাও বুঝিতে পারিব। আমরা মায়াশক্তির তত্ত্ব বিবেচনা করিবার সময়ে দেখাইয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্য, 'অসত্য' এবং 'অলীক' এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করিতেন এবং তিনি জগৎকে শশবিষাণ, আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় অলীক বলেন নাই। আমরা এ স্থলেও শঙ্করের সেই সিদ্ধান্তটী সর্ব্বাগ্রে পাঠকের মনে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। (ক) শঙ্করাচার্য্য শ্রুতিতে একটা তত্ত্ব পাইয়াছিলেন যে, "বিকারগুলি কেবল নাম মাত্র, উহারা 'অসত্য'; বিকারগুলির যেটী উপাদান-কারণ, কেবল তাহাই 'সত্য'। শ্রুতিতে 'সত্য' এবং 'অসত্য'

কিঞ্চন"—এই সকল শ্রুতিবাক্য উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'আত্মাই সকল' 'ব্রহ্মই জগৎ'—এই সকল প্রয়োগের প্রকৃত অর্থ তবে শঙ্কর-মতে এইরূপ যে, জগতের বা জগতের কোন পদার্থেরই পরমার্থতঃ ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। এক ব্রহ্ম-সত্তাই জগতের প্রত্যেক বিকারের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। বিকারগুলির স্থির-সত্তা নাই; উহারা প্রতিমুহূর্ত্তে 'আকার' পরিবর্ত্তন করিতেছে। কেবল উহা-দের মধ্যে অনুগত 'সত্তা'ই স্থির আছে। সুতরাং ঐ আকারগুলির স্বীয় কোন স্বাধীন সত্তা বা সত্যতা নাই। এই অর্থেই তবে শঙ্কর ঐ সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করের অদ্বৈতবাদের এরূপ মর্ম্ম কয়জনে উপলব্ধি করিয়াছে? লোকে ত মনে করে যে, 'ব্রহ্মই জগৎ', 'ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই'—এ সকল কথার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। অথবা মনে করে যে, জগৎ বলিয়া কোন পদার্থই নাই। শঙ্করের এইরূপই দুরদৃষ্ট !!!

—এই শব্দ দুইটীর এই প্রকারে ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। কারণ ও কার্য্যে সম্বন্ধ কিরূপ? কারণ—কার্য্যাকার ধারণ করিয়াও স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারায় না; সুতরাং কারণ—উহার কার্য্যগুলি হইতে 'স্বতন্ত্র'। কিন্তু কার্য্যগুলি, স্বরূপতঃ উহাদের কারণ হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' হইতে পারে না *। মৃত্তিকা ঘটের 'কারণ'; ঘট মৃত্তিকার 'কার্য্য'। ঘট কি প্রকৃতই মৃত্তিকা হইতে একেবারে একটা 'স্বতন্ত্র' পদার্থ? ঘট—মৃত্তিকার অবস্থান্তর, আকার-বিশেষ মাত্র। সুতরাং যদি ঘটকে মৃত্তিকা হইতে একটা 'স্বতন্ত্র' বস্তু বলিয়া মনে কর, তবেই তুমি ভুল করিলে। আর যদি ঘটকে বস্তুতঃ মৃত্তিকা বলিয়াই মনে কর, তবেই তুমি ঠিক্ বুঝিলে। ঘটাকার ধারণ করাতে, মৃত্তিকা বস্তুতঃ একটা কোন 'স্বতন্ত্র' পদার্থ হইয়া উঠে নাই; উহা মৃত্তিকাই রহিয়াছে। এইটীই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি। সুতরাং 'স্বতন্ত্র' একটা বস্তুরূপে ঘট নিশ্চয়ই "অসত্য" বা "মিথ্যা"। শ্রুতি এই জন্যই বলিয়া দিয়াছেন যে, "মৃত্তিকাই সত্য, ঘটাদি বিকারগুলি মিথ্যা" †। 'সত্য' ও 'মিথ্যা'র এইরূপ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া দিয়া, শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত দর্শনের

* অনন্যত্বেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ, কার্য্যস্য কারণাত্মত্বং, ন তু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বম্—বেদান্তভাষ্য, ২।১।৯।

† "ন কারণাৎকার্য্যং পৃথগস্তি অতঃ 'অসত্যম্'। কারণংকার্য্যাৎ পৃথক সত্তাকমতঃ 'সত্যম্'—রত্নপ্রভা।

(২।১।১৪) ভাষ্যে,—"ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" (এই জগৎ ব্রহ্মই)—এই সকল শ্রুতিবাক্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। অর্থ এই যে, ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে 'স্বতন্ত্র' ভাবে * কোন পদার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না †। জগৎ—ব্রহ্মসত্তা হইতে বস্তুতঃ কোন 'স্বতন্ত্র' পদার্থ নহে। ব্রহ্মসত্তা জগদাকার ধারণ করাতেও একেবারে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু হইয়া উঠে নাই। সুতরাং ব্রহ্মসত্তারূপেই জগৎ 'সত্য'; স্বতন্ত্র বস্তুরূপে জগৎ 'অসত্য'। পাঠক দেখুন এ সিদ্ধান্তে জগৎ অলীক হইয়া উড়িয়া যাইতেছে না; ব্রহ্মও, জগৎ হইয়া পড়িতেছেন না। (খ) তৈত্তিরীয় ভাষ্যে (২।১) শঙ্কর ব্রহ্মের অনন্ততার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে ভাবে জগতের কার্য্যগুলিকে 'অসত্য' বলিয়াছেন, তাহাও বিশেষরূপে অনুধাবন করা আবশ্যক। বিকার বা কার্য্যগুলি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন নহে। কেন ভিন্ন নহে? ব্রহ্মই সকল বিকারের 'কারণ'; এই জন্যই বিকারগুলি ভিন্ন নহে। ব্রহ্ম কারণ হইলেই বা বিকারগুলি কেন 'ভিন্ন' হইবে না? হইবে না এই জন্য যে, কার্য্যগুলি ত কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। কার্য্যে কি কারণ-বুদ্ধি লোপ পায়? কখনই না। কারণই ত কার্য্যাকারে দেখা দেয়। কারণটীত আর নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া কার্য্যরূপে

---

* স্বতন্ত্রভাবে—*i.e.* Independently of and unrelatedly to ব্রহ্মসত্তা।

† "বিদুষো বিদ্যাবস্থায়াং সর্ব্বমাত্মমাত্রং নাতিরিক্তমস্তীতি; বিদ্যাদ্বারা দ্বৈতস্য আত্মমাত্রত্বাৎ"—মাণ্ডূক্য ২।

দেখা দেয় না। সুতরাং কার্য্যগুলি উপস্থিত হইলেও, কারণ-বুদ্ধি তদ্দ্বারা বিলুপ্ত হইয়া যায় না। সুতরাং 'কার্য্য' কোথায়? যাহাকে তুমি 'কার্য্য' বলিতেছ, উহা ত প্রকৃত পক্ষে 'কারণ'ই। অতএব কার্য্যাকার ধারণ করিলেও, যখন কার্য্যে কারণ বুদ্ধি চলিয়া যায় না; তখন কোন কার্য্য দ্বারা ব্রহ্মের অনন্ততার বাধা হইতে পারে না। কেন না, ব্রহ্মও 'কারণ' এবং কার্য্যগুলিও প্রকৃতপক্ষে 'কারণই'। সুতরাং, নিজের দ্বারাই নিজের অনন্ততার বাধা হইতে পারে না। ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তু থাকিলে, তবে ত ব্রহ্মের অনন্ততার বাধা হইবে? *। পাঠক দেখুন কেমন সুন্দর যুক্তি! শঙ্করের এই প্রকার উক্তি দ্বারা কি কার্য্যগুলি বা জগতের বস্তুগুলি মিথ্যা বা অলীক হইয়া উড়িয়া যাইতেছে? (গ) 'অসত্য' শব্দের আর এক প্রকার অর্থ শঙ্কর তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। "যাহার স্থির-সত্তা নাই, যাহা সর্ব্বদা আকার পরিবর্ত্তন করে তাহাকে অনৃত বা অসত্য বলা যায়। আর যাহার কদাপি রূপান্তর হয় না, তাহাকেই সত্য বলা যায়" †। পাঠক এই কথাগুলি বিশেষ

---

* "অনৃতত্বাৎ কার্য্যবস্তুনঃ। ন হি কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাম বস্তুতোঽস্তি, যতঃ কারণবুদ্ধির্বিনিবর্ত্তেত। অতঃ কার্য্যাপেক্ষয়া বস্তুতঃ ব্রহ্মণোঽন্তবত্বং নাস্তি"—ইত্যাদি।

† "যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি, তৎসত্যম্। যদ্রূপেণ নিশ্চিতং যৎ তদ্রূপং ব্যভিচরতি, তদনৃতমিত্যুচ্যতে"।

রূপে লক্ষ্য করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। অনৃত বা 'অসত্য' কাহাকে বলে? যে বস্তু সর্ব্বদা স্বীয় রূপ বা আকার পরিবর্ত্তন করিতেছে, তাহাই অসত্য। যাহার রূপ নিশ্চিত, চিরদিন যাহার স্বরূপ স্থির থাকে (Persist), তাহাই সত্য। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে, বিকার বা কার্য্যগুলি সর্ব্বদা নিজের আকার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এখন যাহা 'তাপ' (Heat) অবস্থাভেদে তাহাই 'বিদ্যুৎ' (Electricity); আবার উহাই পরমুহূর্ত্তে 'আলোক' (Light) রূপে দেখা দেয় *। সুতরাং ইহাদের কোন স্থির-সত্তা নাই। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনুগত 'শক্তি' চির-স্থির। এক শক্তিরই উহারা আগন্তুক আকার। সুতরাং আকারগুলি অসত্য; শক্তিরূপেই কেবল ইহারা সত্য। (ঘ) গীতা-ভাষ্যে (২।১৬) শঙ্কর 'সত্য' ও 'অসত্য' শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন †। এস্থলে, তাহাও উল্লিখিত হইতেছে। মনে কর মৃত্তিকা হইতে ঘট, মঠ এবং মৃণ্ময় হস্তী নির্ম্মিত হইল। এস্থলে আমরা কি দেখিতে পাই? একই মৃত্তিকা—ঘট, মঠ ও হস্তীতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। এগুলি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও মৃত্তিকা ছিল;

---

* Herbert Spencer প্রণীত First Principles নামক গ্রন্থের Chapter VIII দেখ।

† "যদ্বিষয়া বুদ্ধি র্ন ব্যভিচরতি, তৎ 'সৎ'। যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি, তৎ 'অসৎ'। ......সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ হস্তী ইত্যেবং সর্ব্বত্র। তয়োর্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি, নতু 'সদ্'বুদ্ধিঃ"।—ইত্যাদি দেখ।

এগুলি নষ্ট হইয়া গেলেও মৃত্তিকা থাকিবে। আবার যখন ইহারা নির্ম্মিত হইল, তখনও ইহাদের মধ্যে মৃত্তিকা অনুস্যূত থাকে। সুতরাং মৃত্তিকার সত্তার কদাপি অন্যথা হইতেছে না। কিন্তু ঘট, মঠ প্রভৃতি আকারগুলির অন্যথা সর্ব্বদাই হইতেছে; কেননা, আজ তুমি ঘট, মঠ, হস্তী নির্ম্মাণ করিয়াছ; কল্য আবার আরো কত আকারের মৃণ্ময় পদার্থ নির্ম্মাণ করিতে পার; আবার, ঘট, মঠ প্রভৃতিকে ভাঙ্গিয়াও ফেলিতে পার। সুতরাং এই আকারগুলির মোটেই স্থিরতা নাই। সুতরাং এই আকারগুলি 'অসৎ'; কেবল মৃত্তিকাই 'সৎ'। শঙ্করাচার্য্য গীতা-ভাষ্যে এই প্রকার কথাই বলিয়াছেন। ইহা দ্বারাও তিনি যে ঘট, মঠ প্রভৃতিকে একেবারে উড়াইয়া দিতেছেন, তাহা আমরা পাইতেছি না। তিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের ন্যায় মীমাংসা করিয়াছেন মাত্র।

এ সম্বন্ধে টীকাকারগণেরই বা অভিপ্রায় কিরূপ?

(৬) এ সম্বন্ধে বোধ করি আর অধিক ভাষ্য উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। আমরা শঙ্করের দুই একজন টীকাকারের এ বিষয়ে অভিপ্রায়ই বা কিরূপ, তাহা দেখাইয়া, এ বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব। টীকাকার জ্ঞানামৃত ঐতরেয়-ভাষ্যের একটা অংশ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন— "এখনত জগৎ বিবিধ নাম-রূপে অভিব্যক্ত। সুতরাং, যখন নামরূপগুলি প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তখন ইহাদিগকে একে-

বারে মিথ্যা বলা যায় না। কেননা, প্রত্যক্ষের অপলাপ সম্ভব নহে। তবে একভাবে ইহাদিগকে 'মিথ্যা' বলা যাইতে পারে। এই

* জ্ঞানামৃত।

নামরূপগুলি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না; ইহারা কেবল বর্ত্তমানে আসিয়াছে মাত্র। সুতরাং ইহারা "আগন্তুক"। আগন্তুক বলিয়াই ইহাদিগকে, রজ্জুসর্পের ন্যায়, 'মিথ্যা' বলা যাইতে পারে" *। পাঠক দেখিতেছেন, নামরূপগুলিকে একেবারে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল না। কিন্তু ইহাদিগকে কেবল 'আগন্তুক' বলিয়াই 'মিথ্যা' বলা হইল। "আগন্তুক" কথাটার অর্থ কি? শঙ্করপ্রণীত উপদেশ-সাহস্রী গ্রন্থের টীকাকার এই 'আগন্তুক' এবং 'কল্পিত' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,—"যাহা "আগন্তুক," তাহার

* "ন চ সাক্ষাদিদানীং এব মায়াত্মত্বেন মৃষাত্বমুচ্যতামিতি বাচ্যম্। ইদানীং প্রত্যক্ষাদি-বিরোধেন তথা বোধয়িতুমশক্যত্বাৎ......ইদানীমেব বিদ্যমানত্বেন "কাদাচিৎকাদপি" রজ্জুসর্পবন্মৃষাত্বমিতি"।

বেদান্তে রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তটী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহারও তাৎপর্য্য বুঝিতে অনেকে গোলযোগ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে,—রজ্জুর সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই, সেই সত্তাতে একটা 'আগন্তুক' সর্পের বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ, ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই, কতকগুলি 'আগন্তুক' বিকারের বোধ হইয়া থাকে। "রজ্জুসর্পাদীনাং রজ্জ্বাদ্যাত্মনা সত্বং; নহি নিরাস্পদা রজ্জুসর্পমৃগতৃষ্ণিকাদয়ঃ কচিদুপলভ্যন্তে কেনচিৎ...এবং সর্ব্বভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাক্‌প্রাণবীজাত্মনৈব সত্বম্"—শঙ্কর-গৌড়পাদ-কারিকাভাষ্য, ১।৬।

রামতীর্থ।

নিজের সত্তা নাই" *। তিনি আরও বলিয়াছেন যে,—"যাহা পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে, তাহাকে "স্বতঃসিদ্ধ" বলা যায়; কিন্তু যাহা পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না, কেবল বর্ত্তমানে আসিয়াছে, তাহাকে "কল্পিত" বলা যায়" †। পাঠক, এই কথাগুলি বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখুন্। নাম-রূপগুলিকে কেন 'আগন্তুক' ও 'কল্পিত' বলা হইয়াছে? এই নামরূপাদি বিকারগুলি, সৃষ্টির পূর্ব্বেও এভাবে ছিল না; ইহারা প্রলয়েও এ আকারে থাকিবে না। কেবল ইহারা বর্ত্তমানে আসিয়াছে মাত্র। সুতরাং ইহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ বা চির-সিদ্ধ বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মই একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। স্বতঃসিদ্ধ নয় বলিয়াই, নামরূপাদি বিকারগুলিকে "আগন্তুক" ও "কল্পিত" বলা হইয়াছে। ইহারা স্বতঃসিদ্ধ নহে; ইহাদের স্বরূপ-সত্তাও নাই ‡। অতএব ইহারা 'অসত্য'। ইহারা ব্রহ্মের ন্যায় 'সত্য' নহে।

* "আগন্তুকতয়া স্বরূপসত্তাঽভাবাৎ"—১৯।১৩।

† "যৎ প্রাগেব সিদ্ধং......পশ্চাদপ্যবশিষ্যমানং, তন্ন 'কল্পিতং', কিন্তু 'স্বতঃসিদ্ধম্'। "যন্ন স্বতঃসিদ্ধং তৎ কল্পিতম্"।

‡ জগতে পশুপক্ষিতরুলতাদি বিবিধ নামরূপাত্মক বিকার দেখা যাইতেছে। ইহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না (এই আকারে ছিল না); ইহারা পরে আসিয়াছে মাত্র। এবং বর্ত্তমানেও ইহাদের আকারের কোন স্থিরতা দেখা যাইতেছে না; কেন না, ইহারা প্রতিক্ষণে রূপান্তরিত হইতেছে,—আকার পরিবর্ত্তন করিতেছে। আবার

গ। প্রিয়পাঠক, এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই প্রকার অর্থেই বিকারগুলিকে 'অসত্য' বলা হইয়াছে। শঙ্কর স্বয়ং এবং শঙ্করের সম্প্রদায়—বিকার বা কার্য্যগুলিকে, অলীক বলিয়া, অসৎ বলিয়া, শূন্য বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। এই বিকার-বর্গের উপাদান মায়া-শক্তিকেও তাঁহারা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। শঙ্কর-দর্শনে জগতেরও স্থান আছে, শক্তিরও স্থান আছে। পূর্ণব্রহ্ম-সত্তা চির-নিত্য, চিরস্থির, চির-স্বতন্ত্র। জগদ্বিকাশের নিমিত্ত এই নির্ব্বিশেষ সত্তারই যখন একটা বিশেষ-অবস্থার * উদয় হইয়াছিল, তখনও এই নির্ব্বিশেষসত্তার কোন হানি হয় নাই; আবার যখন বিবিধ নাম-রূপে এই জগতের স্থূল বিকাশ হইল, তখনও তদ্দ্বারা সেই নিত্যসত্তার কোন হানি হয় নাই। ইহাই পরমার্থ দৃষ্টি। পরমার্থদর্শীর

অদ্বৈত-বাদের আলোচনায় আমরা কি বুঝিলাম?

প্রলয়েও ইহাদের এ আকার থাকিবে না। অতএব এই বিকার বা আকারগুলির নিজের কোন সত্তা নাই। সুতরাং ইহারা স্বতঃসিদ্ধ নহে। এই আকারগুলির মধ্যে অনুগত ব্রহ্মসত্তাই নিয়ত স্থির। এই ব্রহ্মসত্তা পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন, বর্ত্তমানেও তদ্রূপ আছেন, পরেও তদ্রূপ থাকিবেন। মায়াশক্তি বা জগৎ—কাহারই দ্বারা এই ব্রহ্মসত্তার স্থিরতার কোনও হানি হয় না।

* শঙ্কর ইহাকে 'ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থা' বা অভিব্যক্তির উন্মুখ অবস্থা বলিয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা ইহা দেখাইয়াছি। টীকাকারগণ ইহাকে 'পরিণামোন্মুখ' অবস্থা বলিয়াছেন।

প্রকৃত সিদ্ধান্ত এইরূপ। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে জগৎও উড়িয়া যায় না, জগতের উপাদান-সত্তাও উড়িয়া যায় না। এই উপাদান-সত্তা—ব্রহ্মসত্তারই একটা আগন্তুক আকারবিশেষ। কিন্তু এই আগন্তুক আকার দ্বারা সেই ব্রহ্মসত্তার 'স্বাতন্ত্র্যের'ও কোন হানি হয় নাই; ব্রহ্মসত্তাই উহাতে অনুস্যূত; ব্রহ্ম-সত্তাতেই উহার সত্তা; উহা একান্ত 'ভিন্ন' কোন বস্তু নহে। ব্রহ্মসত্তাতেই যে উপাদানের সত্তা, তাহার নিজের সত্তা থাকিতে পারে না। এই ভাবেই উপাদানসত্তা বা মায়াশক্তিকে 'অসত্য' বলা হইয়াছে। জগৎকেও এই ভাবেই 'অসত্য' বলা হই-য়াছে। জগৎ বা জগতের বিকারগুলি—কার্য্যগুলি—নিয়ত রূপান্তরিত হইতেছে, প্রতিক্ষণে উহাদের আকারের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে অনুস্যূত সত্তা স্থির রহিয়া যাইতেছে। সেই অনুস্যূত সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই বিকার-বর্গ অবস্থান করিতেছে। সুতরাং এই অনুস্যূত-সত্তাতেই উহাদের সত্তা। অতএব বিকারগুলির নিজের কোন 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। এই মহাতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্যই 'অসত্য', 'কল্পিত', 'মিথ্যা', 'আগন্তুক'—প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। জগৎকে বা জগতের উপাদান-সত্তাকে উড়াইয়া দিবার জন্য নহে। অনেকে শঙ্করের এই মহাসিদ্ধান্তটী বুঝিতে গোলযোগ করিয়া, শঙ্করকে মায়াবাদী, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ সুশ্রাব্য আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন!! অনেকে

ইহাও বলিয়াছেন যে, শঙ্কর জগৎকে ও জগতের ক্রিয়াকে উড়াইয়া দেওয়াতেই হিন্দুজাতির অধঃপতন হইয়াছে!!! কিন্তু শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অতীব বৈজ্ঞানিক। ইহা বৈজ্ঞানিক সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে সুসংস্থাপিত। আমরা ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহার অদ্বৈতবাদের একটু বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। আশা করা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য্যের উপরে আর কোন অলীক অপবাদ আর কেহ আরোপ করিবেন না।

আমরা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে পাঠক ইহাও দেখিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্য পরমার্থদর্শীর চক্ষে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অজ্ঞানী সংসারের লোক—অবিদ্যাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষ—যেমন জগতের প্রত্যেক পদার্থকে এক একটী 'স্বতন্ত্র' পদার্থরূপে ধরিয়া লইয়া তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে; পরমার্থ-দৃষ্টি জন্মিলে এই অজ্ঞানতা দূর হইয়া যায়। তখন জগতে এবং জগতের সর্ব্বত্র, সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মদর্শন আরম্ভ হয়: ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া তখন আর কোন পদার্থকেই বোধ করিতে পারা যায় না। কিন্তু পরমার্থদৃষ্টি জন্মিলেও, এই সসাগরবনশৈলা মেদিনী অন্তর্হিত হইয়া যায় না,—জগৎ বা জগতের উপাদানশক্তি—অলীক হইয়া উড়িয়া যায় না। জগৎ জগৎই থাকে, শক্তিও শক্তিই থাকে। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। তবে তখন কি হয়? পরমার্থদর্শী জানেন যে, ব্রহ্মসত্তাই জগতে অনুপ্রবিষ্ট;—ব্রহ্মসত্তাই সকল বিকারে অনুস্যূত হইয়া

রহিয়াছে। যে আকারই ধারণ করুক্ না কেন, ব্রহ্মসত্তার তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। ব্রহ্মসত্তা কদাপি আপন 'স্বাতন্ত্র্য' হারায় না; বিবিধ আকার ধারণ করিয়াও ব্রহ্মসত্তা, একেবারে একটা 'স্বতন্ত্র' পদার্থ হইয়া উঠে না। সমস্ত জগৎ ব্রহ্মেরই সত্তায় পূর্ণ;—সকল বিকারে তাঁহারই সত্তা জাগরিত হইয়া রহিয়াছে। এই বিকারগুলি কেহই তাঁহার সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে। পরমার্থ-দৃষ্টি জন্মিলেও যে জগৎ উড়িয়া যায় না, তৎসম্বন্ধে দুই একটী প্রমাণের উল্লেখ করিয়া আমরা এই অদ্বৈতবাদের আলোচনা শেষ করিব।

পরমার্থ দৃষ্টি এবং প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিলেও জগৎ অলীক হইয়া উড়িয়া যায় না।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-ভাষ্যে আমাদিগকে স্বয়ং এই কথা বলিয়াছেন যে,—"অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় ব্যক্তিরাই আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত অভিন্ন বলিয়া বোধ করে। ইহারা আত্মার 'স্বাতন্ত্র্যে'র কথাটা মোটেই অবগত নহে। ইহারা জানেনা যে, জগতের সকল বিকারের মধ্যেই আত্মসত্তা অনুস্যূত; কোন বিকারই সে সত্তাকে বিকৃত করিতে পারে না; উহা বিকারগুলি হইতে চির-স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতার কথা না জানাতেই অজ্ঞানীরা দেহাদিতে আত্মীয়তা স্থাপন করে, অহংবুদ্ধির অর্পণ করে। এবং ইহারই ফলে আত্মাকেও ভয়শোকাদি দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া মনে করিতে থাকে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে,

শঙ্কর।

প্রকৃত ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান জন্মিলে, এই ভ্রম বিদূরিত হইয়া যায়। তখন, দেহাদি বিকারবর্গে আত্মবোধ থাকে না। তখন, আত্ম-সত্তা যে সকল বিকারে স্বতন্ত্র থাকিয়াই অনুসূ্যত, এই বোধ দৃঢ় হওয়ায়, জড়ীয় ক্রিয়া বা বিকার দ্বারা আত্মাকে বিকৃত বলিয়া আর মনে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি এই প্রকারে সংসার-দর্শন করেন" *। শঙ্করাচার্য্য এই প্রকারে প্রকৃত পরমার্থ-দর্শীর বর্ণন করিয়াছেন। পাঠক অবশ্যই দেখিতে পাইতেছেন যে, শঙ্কর এই পরমার্থ-জ্ঞানের অবস্থাতেও; সংসারকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিলেন না। প্রশ্নোপনিষদে এই পরমার্থ-দৃষ্টি ও ব্যবহারিক-দৃষ্টি বুঝাইতে গিয়া, মহামতি আনন্দগিরি একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহারও তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আনন্দগিরি।

আনন্দগিরি বলিয়াছেন—"সমুদ্রজল সূর্য্য-কিরণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মেঘাকার ধারণ করে এবং মেঘ হইতে সেই জল অভিবর্ষিত হইয়া গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনাদি নদীর জলে পতিত হয়। তখন আর তাহাকে সমুদ্রজল বলা যায় না। তখন গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনাদির জল বলিয়াই লোকে তাহাকে

* "নহি শরীরাদ্যভিমানিনো দুঃখভয়াদিমত্ত্বং দৃষ্টমিতি, তস্যৈব বেদপ্রমাণজনিত ব্রহ্মাত্মাবগমে তদভিমাননিবৃত্তৌ তদেব মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তং দুঃখভয়াদিমত্ত্বং ভবতীতি শক্যং কল্পয়িতুম্"—১।১।৪

ব্যবহার করিয়া থাকে। এ অবস্থায় এই জলগুলি অবশ্যই সমুদ্র-জল হইতে 'ভিন্ন' বলিয়াই প্রতীত হইতে থাকে। কিন্তু স্বরূপতঃ এই জলগুলি সমুদ্রজল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তার পরে, যখন এই নদীগুলি বহিয়া সেই সাগরে পতিত হয়, তখন আর গঙ্গাদিনদীর জলগুলির সেই 'ভিন্নতা' থাকে না; এখন তাহারা এক সাগর-জল রূপেই পরিণত হইয়া যায়। এই প্রকার বিবিধ নামরূপাদিবিকারগুলিকে আত্মস্বরূপ হইতে 'ভিন্ন' বলিয়াই লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা প্রকৃতপক্ষে আত্ম-সত্তা হইতে 'ভিন্ন' নহে, তথাপি লোকে ভিন্ন বলিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে, যখন অবিদ্যা দূরীভূত হয়, তখন আর এই নামরূপাদি বিকারগুলিকে প্রকৃত-পক্ষে আত্মস্বরূপ হইতে 'ভিন্ন' বলিয়া বোধ থাকে না" *। পাঠক এস্থলেও দেখুন, নামরূপ গুলিকে উড়াইয়া দেওয়া হইল না। দৃষ্টান্তের উল্লিখিত গঙ্গা, যমুনাদি নদীগুলি যেমন অলীক নহে; নামরূপাদি বিকারগুলিও তদ্রূপ অলীক নহে। পরমার্থ-দৃষ্টি উৎপন্ন হইলে জগৎ উড়িয়া যায় না। কেবল 'স্বতন্ত্রতার' বোধটী থাকে না মাত্র। শঙ্কর-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "বিবেক-

* "যথা সমুদ্রস্বরূপভূতং জলং মেঘৈরাকৃষ্য অভিবৃষ্টং গঙ্গাদিনামরূপোপাধিনা সমুদ্রাদ্ভিন্নমিব ব্যবহ্রিয়মানং তদুপাধিবিগমে সমুদ্রস্বরূপমেব প্রতিপদ্যতে। এবং...... আত্মনো ভিন্নমিব স্থিতং সর্ব্বং জগৎ অবিদ্যয়া, অবিদ্যাকৃত-নামরূপবিগমে ব্রহ্মমাত্র-তয়া অবশিষ্যতে ইত্যর্থঃ" ৬।৫

বিবেক-চূড়ামণি।

চূড়ামণি” গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন ;—“যখন পরমার্থ দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তখন দুঃখজনকপদার্থগুলি চিত্তের উদ্বেগ জন্মাইতে সমর্থ হয় না” *। “উপদেশ-সাহস্রী” গ্রন্থেও নানা স্থানে এ তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা একটীমাত্র স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। টীকাকার বলিতেছেন ;—“প্রকৃত ব্রহ্মাত্মবোধ উপস্থিত হইলে, বাহ্য ও আন্তর কোন পদার্থকেই আত্মস্বরূপ হইতে ‘পৃথক্’রূপে, ‘ভিন্ন’ রূপে বোধ হয় না †”। “বেদান্ত পরিভাষা” গ্রন্থের শেষাংশের টীকায় মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়-পঞ্চানন, এইরূপে পরমার্থদৃষ্টির তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন—“ব্রহ্মাত্মবোধ জন্মিলে, জীবন্মুক্ত পুরুষ এই জগৎ-প্রপঞ্চকে যে দেখিতে পান না, তাহা নহে, তবে সাংসারিক লোকের ন্যায় জগৎকে দেখেন না এইমাত্র” ‡।

উপদেশ-সাহস্রী।

বেদান্ত-পরিভাষা।

১১। সর্ব্বত্রই এই একই কথা। পরমার্থ দৃষ্টিতে জগৎ

* “দৃষ্টদুঃখেষনুদ্বেগো বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্” ইত্যাদি।

† “ন ততঃ পৃথগস্তীতি প্রত্যক্তেঽবধার্য্যমানে, বাহ্যাধ্যাত্মিকাদি—‘ভেদ’-স্ফূর্ত্তেরনবকাশাৎ, প্রত্যগাত্মব্রহ্ম-তাবন্মাত্রমবশিষ্যতে”—৯।২ “জ্ঞানাবস্থায়াং কদাচিৎ প্রারব্ধাকার্য্যাং মায়াং পশ্যন্ অজ্ঞানাবস্থায়ামিব ন ব্যামুহ্যতি”।

‡ “প্রপঞ্চং পশ্যন্তোঽপি পারমার্থিকত্বেন ন জানন্তি, ন তু প্রপঞ্চং ন পশ্যন্তীতি”।

শঙ্কর-মতে, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ঈশ্বর, অলীক নহে।

উড়িয়া যায় না। জগতের বিকার-গুলিতে ব্রহ্মসত্তাই অনুস্যূত রহিয়াছে, এই বোধ দৃঢ়ীভূত হয়। ব্রহ্মসত্তাতেই জগতের সত্তা, এই জ্ঞান পরিপক্ক হয়। পরিশেষে আর একটী কথা বলাও আবশ্যক। বেদান্ত-ভাষ্যে একটী শঙ্করোক্তি * দেখিয়া, অনেকে আবার ইহাও মনে করেন যে, 'শঙ্কর—সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত মায়াময় ও অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন'। আমাদের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ইহাও নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। শঙ্করের অদ্বৈত-বাদের তাৎপর্য্য যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহারাই শঙ্করের নামে এই সকল অন্যায় কথা বলিয়া বেড়ান। আমরা এতক্ষণ দেখিয়া আসিলাম যে, শঙ্কর জগৎকে এবং জগতের উপাদানশক্তিকে উড়াইয়া দেন নাই এবং পরমার্থ দৃষ্টি উৎপন্ন হইলেও জগৎ অলীক হইয়া উড়িয়া যায় না। যাঁহারা আমাদের এই সকল আলোচনা বুঝিয়া দেখিবেন, তাঁহারা এই বিষয়টীও অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। আমরা দেখিয়াছি, সৃষ্টির প্রাক্কালে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই একটা সর্গোন্মুখ বিশেষ-

* সেই স্থলগুলি এই—"উপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ্যমেব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং......ন পরমার্থতঃ"। "যদা অভেদঃ প্রতিবোধিতোভবতি, অপগতং ভবতি তদা...... ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বম্"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৪ ও ২১

অবস্থা হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা ব্রহ্মসত্তা একটা 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠে না। পরমার্থদর্শী জানেন যে, একটা অবস্থাবিশেষ উৎপন্ন হইলেই, বস্তুটী একটা কোন 'অন্য' বস্তু হইয়া উঠে না। এই জন্যই সৃষ্টিকেও, তত্ত্বদর্শীর নিকটে, একটা কোন 'স্বতন্ত্র' অবস্থা বলিয়া মনে হয় না। কেননা, তখনও যে ব্রহ্মসত্তা, তৎপূর্ব্বেও সেই ব্রহ্ম-সত্তা। আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে 'আগন্তুক' মায়াশক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে 'সগুণ' ব্রহ্ম বা 'ঈশ্বর' বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ঈশ্বর কি, ব্রহ্ম হইতে কোন 'স্বতন্ত্র' পদার্থ? সুতরাং পরমার্থদর্শীর চক্ষে ঈশ্বর 'অসত্য' হইতে পারেন না। কেন না, তিনি জানেন যে, একটা অবস্থাবিশেষ হওয়াতেই উহা কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠে নাই। পূর্ব্বেও যে ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও তিনি সেই ব্রহ্ম-ই রহিয়াছেন। সর্গোন্মুখ অবস্থা হইল বলিয়াই তিনি যে স্বীয়, 'স্বাতন্ত্র্য' * হারাইয়াছেন তাহা নহে। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত।

---

* "ঈক্ষণীয়-ব্যাকর্ত্তব্য-প্রপঞ্চাৎ'পৃথক্' ঈশ্বর-সত্ত্বশ্রুতে র্ন কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ"—রত্নপ্রভা, ২।১।২৭।"...কল্পিতাৎ......চিন্মাত্র ঈশ্বরঃ 'পৃথক' অস্তীতি ন মিথ্যাত্বম্—রত্নপ্রভা ১।১।১৭ "কল্পিতস্য অধিষ্ঠানাৎভেদেপি, অধিষ্ঠানস্য ততো ভেদঃ"। "Reality itself is not an *aggregate*, but a uniform *whole*, whose members stand in a uniform and general *relation* to each other. This fact does not exclude differentiation—only differentiation does not mean *separation* (স্বতন্ত্রতা) and isolation, but a living relation to the whole.—Paulsen. (Living relation'=i. e ব্রহ্মসত্তাতেই জগতের সত্তা)।

এ সিদ্ধান্তে "ঈশ্বর" বা "সৃষ্টি" অলীক হইয়া উড়িয়া যাইতেছে না। এই সিদ্ধান্তে আমরা কেবল এই মহাতত্ত্বই পাইতেছি যে, তত্ত্বদর্শীর চক্ষে সৃষ্টিও একটা 'স্বতন্ত্র' কোন অবস্থা নহে; "ঈশ্বরও" নির্গুণ-ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহেন। তিনি ঈশ্বরকে, নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়াই স্বরূপতঃ মনে করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকেও একটা কোন 'স্বতন্ত্র' অবস্থা বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া সৃষ্টি বা ঈশ্বর কেহই, অলীক হইয়া উড়িয়া যান না। যাহারা সৃষ্টিকে এবং ঈশ্বরকে,—ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' বস্তু বলিয়া মনে করে, তাহারা অজ্ঞানী, অবিদ্যাচ্ছন্ন। এই অজ্ঞানীরা, ঈশ্বর যে নির্গুণ-ব্রহ্ম ব্যতীত 'অন্য' কেহই নহেন,— এ তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অবিদ্যাচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই কেবল সৃষ্টি ও ঈশ্বরকে নির্গুণ ব্রহ্ম-সত্তা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। শঙ্করাচার্য্যের এই সকল অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। তলাইয়া দেখেন না বলিয়াই, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে কত অপ্রকৃত কথা দেশে ও বিদেশে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা শঙ্করের বিবিধ ভাষ্য-গ্রন্থ হইতে, তাঁহারই নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার অদ্বৈতবাদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। যদি কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, তবে এই শ্রমস্বীকার সফল বোধ করিব।

আমরা আর একটীমাত্র প্রমাণের উল্লেখ করিয়া,

জগৎ এবং মায়াশক্তি যে অলীক নহে, তদ্বিষয়ে শঙ্করের কোন সুস্পষ্ট উক্তি আছে কি না?

এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করিব। উপরের অংশগুলি হইতে পাঠক দেখিতেছেন যে, শঙ্কর-মতে জগৎ অলীক বস্তু নহে। অজ্ঞানীরা জগৎকে ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ করে; কিন্তু পরমার্থদর্শী ব্যক্তিগণ, ব্রহ্মসত্তা হইতে জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে এরূপ বোধ করেন না। ইহাই শঙ্করের প্রকৃত সিদ্ধান্ত। শঙ্কর যে জগৎকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই—তিনি যে জগতের কোন পদার্থেরই উচ্ছেদ-সাধন করেন নাই,—এই কথাটা তিনি স্বয়ং মাণ্ডুক্যকারিকার (৪।৫৭) ভাষ্যে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। আমরা পাঠককে সেই স্থলটাও দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। তথায় শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—"জগতের সকল পদার্থ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা বিধৃত। সংসারের সকল বস্তুই উৎপত্তি-বিনাশশীল। যাহারা অজ্ঞানী, যাহাদের পরমার্থ-দৃষ্টি জন্মে নাই,—তাহারা সংসারকে কেবল এইরূপেই দর্শন করিয়া থাকে। এ সংসারে যে একটী নিত্য বস্তু আছে, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না। কিন্তু যাহারা তত্ত্বদর্শী, তাহাদের চক্ষে, এই জগৎ আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং কার্য্যকারণাত্মক কোন পদার্থেরই উচ্ছেদ হইতেছে না" *। ইহারই টীকায় আনন্দগিরি বলিয়া-

* "নন্বাত্মনোঽজত্বমাত্মেব, তৎকথং হেতুফলয়োঃ সংসারস্য উৎপত্তিবিনাশা-

ছেন যে, "সংসার-সত্ত্বেও পরমার্থ-দৃষ্টি জন্মিতে পারে। বস্তুতঃ সাংসারিক লোকের দৃষ্টিতে ও পরমার্থদৃষ্টিতে কোন বিরোধ নাই। ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া ভীত হয় ও পলায়ন করে; এটী তাহার নিজের মূর্খতামাত্র। কিন্তু যাঁহারা বিবেকী ব্যক্তি তাঁহারা জানেন যে, রজ্জু রজ্জুই আছে; উহা সর্প হইয়া যায় নাই। তত্ত্বদর্শী জানেন যে, জগতে ব্রহ্মেরই সত্তা সর্ব্বপদার্থে বিরাজিত আছে। অজ্ঞানীরা এই সত্তার কথা ভুলিয়া যায় এবং জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলিয়াই বোধ করিতে থাকে। অতএব পরমার্থদৃষ্টিতে এবং অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কোনই বিরোধ নাই" *। এ স্থলে শঙ্কর এবং আনন্দগিরি উভয়েই জগৎকে উড়াইয়া দিতেছেন না। জগৎ-সত্ত্বেও যে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি জগতে ব্রহ্মসত্তারই কেবল অনুভব করিতে পারেন, এই কথাই ইহাঁরা উভয়ে বলিয়া দিলেন। এই স্থলেই ৫৪ কারিকার ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়া দিয়াছেন যে, "ঘট পটাদি

বুচ্যেতে দ্বয়া। শৃণু।......অবিদ্যাবিষয়ো লৌকিকব্যবহার স্তয়া সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং; তেন অবিদ্যাবিষয়ে শাশ্বতং নাস্তি বৈ। অতঃ উৎপত্তিবিনাশলক্ষণঃ সংসার আয়াতঃ। পরমার্থ-সদ্ভাবেন তু অজং—সর্ব্বমাত্মৈব যস্মাৎ। অতঃ...উচ্ছেদঃ তেন নাস্তি বৈ কস্যচিদ্ধেতু-ফলাদেঃ"। বেদান্তভাষ্যে (২।১।১৪) শঙ্কর বলিয়াছেন যে "সর্ব্বমাত্মৈব" এই সকল শ্রুতির অর্থ এই যে কার্য্য-জগৎ পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে 'অন্য' বা 'স্বতন্ত্র' নহে।

* ৭৪ পৃষ্ঠার টীকায় সংস্কৃত কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। তজ্জন্য এ স্থলে কেবল অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

বাহ্য পদার্থগুলি যে কেবল চিত্তের বিকারমাত্র—কেবল বিজ্ঞান-মাত্র (Ideas) তাহা নহে" *। আনন্দগিরি এই ভাষ্য বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে—"যাহা প্রথমে মনে জ্ঞানাকারে থাকে, তাহাই ক্রিয়ার আকারে বাহিরে প্রকাশিত হয়। বাহিরে প্রকাশিত হওয়ার পর, জ্ঞান ও ক্রিয়া যে একই বস্তু,—তাহা বুঝা যায় না। তখন উভয়কেই পৃথক্ বলিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। কেবল যিনি তত্ত্বদর্শী, তিনিই ক্রিয়াকে জ্ঞান হইতে 'অন্য' বা 'স্বতন্ত্র' বলিয়া বোধ করেন না" †। পাঠক দেখুন, কতদূর স্পষ্ট কথা। এ সকল কথায় জগৎ উড়িয়া যাইতেছে না। কেবল দুই চারিটী তত্ত্বদর্শী, জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া—জগৎ ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে বলিয়া—বোধ করিয়া থাকেন মাত্র। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে।

জগৎকে যেমন শঙ্কর উড়াইয়া দেন নাই, জগতের উপাদান

* "ন চিত্তজা বাহ্যধর্ম্মাঃ" ইত্যাদি। [বাহ্যধর্ম্মাঃ-ঘটাদয়ঃ]। মূলগ্রন্থ, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখ।

† "চিকীর্ষিতকুম্ভ-'সংবেদন'-সমনন্তরং কুম্ভঃ সম্ভবতি। সম্ভূতশ্চাসৌ কর্ম্মতয়া স্বসংবিদং অনয়ত্যীতি ব্যবহারোনোপপদ্যতে। কস্যচিদপি বিদ্বদ্দৃষ্ট্যাস্তুরোধেন অনন্যত্বাদিত্যাহ"। কেবল বিদ্বদ্দৃষ্টি বা তত্ত্বদর্শীর চক্ষুতেই জ্ঞান ও ক্রিয়া (শক্তি) অন্য নহে। একথায়, জ্ঞান ও শক্তি কেহই উড়িয়া যাইতেছে না। ইহারই পর-কারিকায়, আনন্দগিরি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—"কার্য্য হইতে কারণ বা কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় না"—এই প্রকার কথাগুলি কেবলমাত্র "তত্ত্বদৃষ্টির" কথা। 'তত্ত্ব-দৃষ্টিতেই' কেবল কাহাকেই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না।

মায়াশক্তিকেও শঙ্কর অলীক বলিয়া—বিজ্ঞানমাত্র (Idea) বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই, পাঠক তাহাও আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধেও আমরা শঙ্করের সুস্পষ্ট উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি। এই মাণ্ডুক্য-কারিকার (১।২) ভাষ্যে শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "কার্য্যদ্বারাই কারণের অস্তিত্ব জানা যায়। কার্য্য না থাকিলে—কার্য্য 'অসৎ' হইলে—উহার কারণটীও থাকিত না। এই জগৎ অসৎ বা শূন্য নহে, সুতরাং জগৎ দেখিয়াই—জগতে অনুস্যূত কারণের সত্তাও নির্দ্ধারিত হয়। প্রাণবীজই জগতের উপাদান। এই বীজযুক্ত ব্রহ্মই সদ্ব্রহ্ম বলিয়া শ্রুতিতে কথিত। এই বীজ স্বীকার না করিলে—এই জগতের উৎপত্তিও হইতে পারিত না। এই বীজের অতীত, নির্গুণব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা যায় না। তিনি কার্য্য ও কারণ উভয়েরই অতীত" *। শঙ্কর এ স্থলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে মায়া-শক্তি বা প্রাণশক্তিকে জগতের বীজ (উপাদান) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই ভাষ্য বুঝাইতে গিয়া আনন্দগিরি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আরও স্পষ্টতর। তিনি প্রথমতঃ এই আশঙ্কা করিলেন যে, "অজ্ঞান

* "যদি অসত্তামেব জন্ম স্যাৎ, ব্রহ্মণো ব্যবহার্য্যস্য গ্রহণদ্বারাভাবাৎ অসত্ত্ব-প্রসঙ্গঃ।...এবং সর্ব্বভাবানা মুৎপত্তেঃপ্রাক্ প্রাণবীজাত্মনৈব সত্ত্বমিতি"। "বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ সৎশব্দবাচ্যত্বাচ। নির্বীজতয়ৈব চেৎ...... সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ পুনরুত্থানানুপপত্তিঃ স্যাৎ"—ইত্যাদি দেখুন।

বা মায়াকে জগতের উপাদান বলিবার আবশ্যক কি? অজ্ঞান বা মায়া, মনের একটা বিজ্ঞান বা সংস্কার (idea) মাত্র। ইহা বলিলেই ত চলিতে পারে"? আনন্দগিরি এই আশঙ্কা করিয়া, নিজেই এই আশঙ্কার উত্তর দিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, "না, অজ্ঞান বা মায়া কেবল মনের বিজ্ঞান বা সংস্কারমাত্র নহে; উহা এই জগতের উপাদান" *। পাঠক তাহা হইলেই দেখিতেছেন যে, কেবল যুক্তি দ্বারা নহে, শঙ্করাচার্য্য অতি স্পষ্ট করিয়াই জগৎ এবং জগতের উপাদানকে স্বীকার করিয়াছেন। উহাদিগকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই।

এই জগৎ যে ব্রহ্মেরই মহিমা, ঐশ্বর্য্য ও বিভূতির অভিব্যক্তির ক্ষেত্র—একথা শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন কিনা?

১২। এই উপলক্ষে, এস্থলে আমরা আর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, শঙ্করাচার্য্য জগতে ব্রহ্মদর্শনের বিরোধী। শঙ্কর নাকি এ জগৎকে কেবল ব্রহ্মের আবরক বলিয়াই মনে করিতেন; জগতে যে ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্য, মহিমা, বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে, একথা নাকি শঙ্কর স্বীকার করিতেন না। আমাদের বিশ্বাস কিন্তু

* "নন্বনাদ্যনির্ব্বাচ্যমজ্ঞানং সংসারস্য বীজভূতং নাস্ত্যেব। মিথ্যাজ্ঞান-তৎ-সংস্কারাণামজ্ঞানশব্দ-বাচ্যত্বাত্তত্রাহ ।.. ...অতঃ 'উপাদানত্বেন' অনাদ্যজ্ঞানসিদ্ধিঃ। এই মায়াশক্তি যে কেবল 'বিজ্ঞানমাত্র' নহে, তাহা গীতাতেও স্পষ্ট করিয়া আনন্দগিরি বলিয়া দিয়াছেন—"মায়াশব্দস্যাপি 'প্রজ্ঞা' নামসু পাঠাৎ বিজ্ঞান-শক্তিবিষয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ ত্রিগুণাত্মিকামিতি"—গীতা, ৪।৬ এই উপলক্ষে ৫১ পৃষ্ঠার টিকাটীও দ্রষ্টব্য।

অস্বরূপ। আমরা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের যে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, পাঠক তাহা হইতেই এ কথার আভাস পাইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই যে, শঙ্করাচার্য্য জগতে ব্রহ্মদর্শনের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক্, তিনি এই জগৎকে ব্রহ্মদর্শনের অনুকূলরূপে গ্রহণ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এস্থলে তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া, শঙ্করের অদ্বৈতবাদের আলোচনাও শেষ করিব।

শঙ্করের দুইটী মূল সিদ্ধান্ত।

উপরের আলোচনা হইতে পাঠক অবশ্যই শঙ্করাচার্য্যের দুইটী প্রধান মীমাংসা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার একটী মীমাংসা এই যে, ব্রহ্ম অব্যক্তশক্তি হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার অপর মীমাংসা এই যে, পরমার্থতঃ অব্যক্তশক্তি বা জগৎ ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে;—ব্রহ্মসত্তাতেই ইহাদের সত্তা।

১। ব্রহ্মচৈতন্য—মায়াশক্তি হইতে স্বতন্ত্র।

শঙ্কর কেন ব্রহ্মকে অব্যক্তশক্তি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াছেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, শঙ্কর মনে করিতেন যে—সৃষ্টির প্রাক্কালে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই একটা পরিণাম—একটা অভিব্যক্ত হইবার নিমিত্ত অবস্থান্তর—উপস্থিত হইয়াছিল *। এই অবস্থাটা পূর্ব্বে ছিল না, সৃষ্টির

* পাঠক পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন যে, এই অবস্থাকে শঙ্কর বেদান্তভাষ্যে "ব্যাচিকীর্ষিত অবস্থা", "জায়মান অবস্থা" বলিয়াছেন। তাঁহার টীকাকারেরা ইহাকে "সর্গোন্মুখ পরিণাম" বলিয়াছেন।

প্রাক্কালে মাত্র উপস্থিত হইল;—সুতরাং ইহা 'আগন্তুক'। এই জন্য ব্রহ্ম, ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ইহা পরিণামিনী শক্তি, সুতরাং ইহাকে জড়শক্তি বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম অপরিণামী। সুতরাং ব্রহ্ম—এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র। আমরা নিম্নে ভাষ্য হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, শঙ্কর ব্রহ্মকে অব্যক্তশক্তি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াছেন—

(১) "জগতে অভিব্যক্ত যাবতীয় নাম-রূপের বীজ-শক্তিকে, অব্যাকৃত এবং অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ইহাকে ভূতসূক্ষ্মও বলা হয়। ইহা পরমেশ্বরের আশ্রিত এবং তাঁহার উপাধি। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিকারের জননী। পরমাত্মা এই অব্যাকৃত শক্তি হইতে ভিন্ন—স্বতন্ত্র"। —বেদান্তভাষ্য, ১।২।২২ *।

(২) "সকল কার্য্য ও করণশক্তির সমষ্টি, জগতের বীজ,—এই অব্যক্তকে অব্যাকৃত, আকাশ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। বীজে বৃক্ষশক্তির ন্যায়, এই অব্যক্ত পরমাত্মায় আশ্রিত আছে। পুরুষচৈতন্য—এই অব্যক্তশক্তি হইতে স্বতন্ত্র"।—কঠ-ভাষ্য, ৩।১১ †।

(৩) "সকল কার্য্য ও সকল করণের বীজস্বরূপ এই

---

* "অক্ষরমব্যাকৃতং নামরূপবীজশক্তিরূপং ভূতসূক্ষ্মমীশ্বরাশ্রয়ং......সর্ব্বস্মাৎ বিকারাৎ পরো যো হবিকারঃ, তস্মাৎ পরতঃপর ইতি ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমাত্মানমিহ বিবক্ষিতং দর্শয়তি"।

† "সর্ব্বমহত্তরক 'অব্যক্তং' সর্ব্বস্য জগতো বীজভূতং......সর্ব্বকার্য্য-করণশক্তি

অক্ষরশক্তি,—উহার বিকারগুলি হইতে স্বতন্ত্র; কেননা উহা সকল বিকারের জননী। নিরুপাধিক পুরুষচৈতন্য এই অক্ষর শক্তি হইতেও স্বতন্ত্র”—মুণ্ডকভাষ্য, ২।১।২। *

(৪) “সকলের বীজভূত প্রাণশক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ বা সদ্‌ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। এই বীজ বা অক্ষর বা প্রাণশক্তি হইতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র”।—মুণ্ডকের গৌড়পাদকারিকা-ভাষ্য, ১।৬ †।

আর উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। এই স্থলগুলি হইতে আমরা দেখিতেছি যে, অব্যক্তশক্তি হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে। অপিচ, এই শক্তি ব্রহ্মেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত।

এখন আমরা শঙ্করের দ্বিতীয় মীমাংসার কথা বলিব।

২। ব্রহ্মসত্তাতেই মায়ার সত্তা। সুতরাং মায়াশক্তি, ব্রহ্ম হইতে একান্ত স্বতন্ত্র নহে।

ব্রহ্ম এই আগন্তুক শক্তি হইতে স্বতন্ত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই শক্তি ব্রহ্ম হইতে একান্ত স্বতন্ত্র হইতে পারে না। শঙ্কর একথা কেন বলি-

---

সমাহাররূপং অব্যক্তমব্যাকৃতাকাশাদিনামবাচ্যং পরমাত্মনি ওতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং বটকণিকায়ামিব বটবীজশক্তিঃ। তস্মাদব্যক্তাৎ পরঃ সূক্ষ্মতমঃ......পুরুষঃ”।

* “অতোঽক্ষরাৎ .....সর্ব্বকার্য্যকরণবীজত্বেন উপলক্ষ্যমানত্বাৎ পরং......তস্মাৎ পরতো অক্ষরাৎ পরো নিরুপাধিকঃ পুরুষঃ”।

† “তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সর্ব্বশ্রুতিষু চ কারণত্বব্যপদেশঃ।........অতএবাক্ষরাৎ পরতঃ পর......ইত্যাদিনা বীজত্বাপনয়নেন ব্যপদেশঃ। তাং......তুরীয়ত্বেন ‘পৃথক্’ বক্ষ্যতি”।

লেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, শঙ্কর মনে করিতেন যে, একটা অবস্থা-বিশেষ উপস্থিত হইলেই, বস্তুটা একটা স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া উঠে না। অব্যক্তশক্তি কি বাস্তবিকই একটা স্বতন্ত্র পদার্থ? উহা ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই একটা অবস্থা-বিশেষ মাত্র। সুতরাং উহা ব্রহ্মসত্তা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। অর্থাৎ কথাটা এই যে, ব্রহ্মসত্তার একটা আগন্তুক অবস্থা উপস্থিত হওয়াতেই, উহা স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইয়া উঠিল না। উহা পূর্ব্বেও যে ব্রহ্মসত্তা, এখনও সেই ব্রহ্মসত্তাই রহিল। তত্ত্বদর্শীর চক্ষে উহা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইল না। শঙ্কর এই উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মসত্তাতেই অব্যক্তশক্তির সত্তা; উহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই *। এইরূপ, ব্রহ্মসত্তাতেই জগতেরও সত্তা; জগতের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। পাঠক এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি।

জগৎও—ব্রহ্ম হইতে একান্ত স্বতন্ত্র নহে।

পাঠক, শঙ্করের এই মীমাংসা স্মরণ রাখিলে, আর একটা বিষয়ও সহজে দেখিতে পাইবেন। যদি ব্রহ্মসত্তাতেই জগতের সত্তা হইল, তবে ইহাও সুনিশ্চিত কথা যে, এ জগৎ

---

* "অতো নামরূপে সর্ব্বাবস্থে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী। ন ব্রহ্ম তদাত্মকম্"—শঙ্কর-ভাষ্য। "নামরূপয়োরীশ্বরত্বং বক্তুমশক্যং জড়ত্বাৎ। নাপি ঈশ্বরাদন্যত্বং, কল্পিতস্য পৃথক্‌সত্তা স্ফূর্ত্ত্যোরভাবাৎ"—টীকাকার। এ সকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মসত্তারই অভিব্যক্তি। ব্রহ্মসত্তাই এ জগতে অনুপ্রবিষ্ট। ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়াই এ জগৎ অবস্থিত। ব্রহ্মসত্তাই বিবিধ পদার্থরূপে—নানা আকার ধারণ করিয়া—অবস্থান করিতেছেন। আমরা শঙ্করের এ মীমাংসাও পাইতেছি *।

এই জগৎ——ব্রহ্মসত্তারই বিকাশ।

পাঠক তবেই দেখুন্, এ জগৎ যে ব্রহ্মসত্তারই অভিব্যক্তি, ব্রহ্মসত্তাতেই যে জগতের সত্তা,—ইহা শঙ্কর-মতে সুসিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ রূপে এ জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু উপাদান-কারণরূপে (অব্যক্তশক্তি ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ স্বতন্ত্র নহে বলিয়া), তিনি জগদাকারে পরিণত। ব্রহ্মসত্তা হইতে প্রকৃত পক্ষে অব্যক্তশক্তি যখন স্বতন্ত্র নহে, তখন ব্রহ্মই অবশ্য জগতের উপাদান-কারণ হইতেছেন। এই জন্যই শঙ্কর বেদান্তভাষ্যে বলিয়া দিয়াছেন যে, "ব্রহ্ম পরিণামাদি-ব্যবহারের আস্পদ এবং ব্রহ্ম সকল ব্যবহারের অতীত, অপরিণামী" †।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মসত্তাই যখন জগদাকারে পরিণত, তখন এ জগৎ যে ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি বা বিকাশ, ইহাতে কি শঙ্করাচার্য্যের অসম্মতি থাকিতে পারে?

* ৮৩—৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

† "ব্রহ্ম পরিণামাদি সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে, সর্ব্বব্যবহারাতীতমপরিণতঞ্চ অবতিষ্ঠতে"—২।১।১৭

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য অন্যস্থলে, এ জগৎকে—শব্দস্পর্শরূপ-রসাদিকে—ব্রহ্মের আবরক বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই জগৎ—ব্রহ্মদর্শনের উপায় বা দ্বার মাত্র।

ইহার কি কোন তাৎপর্য্য নাই? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যতদিন আমাদের প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয় না, যতদিন পরমার্থ-দৃষ্টি উৎপন্ন হয় না, তত দিন আমরা জগৎকে শব্দস্পর্শ-সুখ-দুঃখময় একটা 'স্বতন্ত্র' বস্তু বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। জগৎ যে ব্রহ্মসত্তারই বিকাশ, ব্রহ্মসত্তাই যে জগতে অনুস্যূত,—এই কথাটী আমরা ভুলিয়া যাই। কিন্তু যখন প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয়, তখন আর এ জগৎকে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া বোধ হয় না। তখন এ জগতে ব্রহ্মসত্তার দর্শন হইতে থাকে। কার্য্যের কারণাতিরিক্ত সত্তা থাকিতে পারে না। এ জগৎ কার্য্য; ব্রহ্মসত্তাই ইহার কারণ। সুতরাং এ জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা নাই *। শঙ্কর বেদান্তভাষ্যে এই জন্যই বলিয়াছেন যে, "এই পরিণামি জগৎকে যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে কর, যদি মনে কর যে পরিণামি পদার্থগুলির স্বতন্ত্র-স্বাধীন কোন ফল আছে, তাহা হইলে তুমি অজ্ঞানতার কার্য্য করিলে। এই পরিণামি জগতের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই; ব্রহ্মদর্শনই

* "অনন্যত্বেপি কার্য্য-কারণয়োঃ, কার্য্যস্য কারণাত্মত্বং; ন কারণস্য কার্য্যাত্মত্বম্"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।৯। "কারণং কার্য্যাদ্ ভিন্নসত্তাকং, ন কার্য্যং কারণাদ্ ভিন্নম্"—ব্রহ্মসূত্রটীকা, ২।১।৮

ইহার একমাত্র মুখ্য ফল। অতএব জগৎকে ব্রহ্মদর্শনের উপায় রূপে, দ্বাররূপে, দেখিতে হইবে। ব্রহ্মদর্শনই মুখ্য উদ্দেশ্য; এ জগৎ সেই উদ্দেশ্যের উপায় বা দ্বার মাত্র" *। শঙ্কর অন্যরূপেও বেদান্তভাষ্যে একথা বলিয়াছেন। স্বতন্ত্র রূপে 'প্রকৃতি' "জ্ঞেয়" হইতে পারে না। ব্রহ্মের পরমপদই প্রকৃত পক্ষে জ্ঞেয়; সেই পরমপদ প্রাপ্তির দ্বার রূপেই প্রকৃতিকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, স্বতন্ত্ররূপে নহে †। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্করমতে, জগতে ব্রহ্মদর্শনই মুখ্য সিদ্ধান্ত। জগতের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই; ইহাতে ব্রহ্মদর্শনই মুখ্য ফল।

এইরূপে শঙ্কর জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন ‡। ব্রহ্মসত্তা হইতে জগতের স্বতন্ত্র সত্তা বস্তুতঃ থাকিতে পারে না; সুতরাং এই অর্থেই জগৎ ব্রহ্ম §। কিন্তু নিমিত্ত-কারণরূপে—অধিষ্ঠান-

* "যত্তত্র অফলং শ্রূয়তে, ব্রহ্মণো জগদাকারপরিণামিত্বাদি, তৎ ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেন বিনিযুজ্যতে..... ন তু স্বতন্ত্রফলায় কল্প্যতে"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৪ বেদান্তের ১।৪।১৪ সূত্রেও শঙ্কর বলিয়াছেন—"ব্রহ্মদর্শনই সৃষ্টিশ্রুতির তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র কোন তাৎপর্য্য নাই"। "দর্শয়তি চ সৃষ্ট্যাদি-প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থতাম্", ইত্যাদি দেখ।

† "বিষ্ণোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়মুপন্যাস ইতি"—বেদান্তভাষ্য, ১।৪।৪

‡ "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি।

§ পাঠক যদি বেদান্ত দর্শনের ২।১।১৪ সূত্রটী খুলিয়া লন, তবে তাহার ভাষ্যে দেখিতে পাইবেন যে, শঙ্করাচার্য্য, এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্", "আত্মৈবেদং সর্ব্বম", "তত্ত্বমসি"—এই সকল শ্রুতিবাক্যের অর্থ নির্ণয়

রূপে—ব্রহ্ম জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং যদিও ব্রহ্ম জগদাকারে অভিব্যক্ত, তথাপি তাঁহার নিরবয়বত্বের কিছুই হানি হইল না। শঙ্কর কেবল ইহাই বলিয়াছেন। নতুবা তিনি জগৎকে ও ব্রহ্মকে একও (অভিন্ন) বলেন নাই; জগৎকে অলীক বলিয়াও উড়াইয়া দেন নাই।

জগৎকে ব্রহ্মের বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যরূপে দর্শন করাই তত্ত্বদর্শীর কর্ত্তব্য।

পাঠক এই আলোচনা হইতে দেখিতে পাইতেছেন যে, ব্রহ্মসত্তাই জগদাকারে বিকাশিত—ইহাই যাঁহার মত, তিনি যে জগতে ব্রহ্ম-দর্শনের বিরোধী হইবেন, তাহা কদাপি হইতে পারে না। তিনি অনেক স্থলে বলিয়াছেন বটে যে, জগতের বিকারগুলি সর্ব্বদা রূপান্তরিত হইতেছে, সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং বিকারগুলি অসত্য; কিন্তু তাঁহার মত এই যে, যে সকল মোহান্ধব্যক্তি কেবল এই বিকারগুলিতেই আসক্ত হয়, এই বিকারগুলিকে

করিয়াছেন। এই প্রসিদ্ধ সূত্রটীতে, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব, অর্থাৎ কার্য্য যে বস্তুতঃ কারণ হইতে স্বতন্ত্র নহে, তাহাই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ স্বতন্ত্র নহে, এই জন্যই বলা হইয়া থাকে যে—এ জগৎ ব্রহ্মই; জীব ব্রহ্মই; জগতে নানাত্ব নাই—ইত্যাদি। এই অর্থেই—'ব্রহ্মব্যতীত সকল বস্তুরই অভাব'—এরূপ কথাও ব্যবহৃত হইয়াছে। এ সকলেরই অর্থ এই যে, ব্রহ্মসত্তা হইতে কাহারই স্বতন্ত্র সত্তা নাই। পাঠক, শঙ্কর কি জগৎকে উড়াইয়া দিলেন?

ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট ও স্বাধীন পদার্থরূপে বোধ করে, তাহারাই নিতান্ত অজ্ঞান। বিকারগুলিকে তত্ত্বদর্শীরা কিরূপে বোধ করেন? তত্ত্বদর্শী, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বিকারগুলিকে স্বাধীন পদার্থ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা উহাদিগকে ব্রহ্মেরই মহিমারূপে, ব্রহ্মেরই সত্তা ও ঐশ্বর্য্যরূপে বোধ করেন। ইহাই পরমার্থ দৃষ্টি। এই জন্য শঙ্কর সুস্পষ্টভাবে বেদান্ত-দর্শনে বলিয়া দিয়াছেন যে, "স্তম্ব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত পদার্থে জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি, ক্রমশঃ নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে, ক্রমোন্নত ভাবে হইয়াছে" *। ঐতরেয় আরণ্যক-ভাষ্যেও শঙ্কর স্পষ্টতরভাবে বলিয়াছেন যে, "স্থাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্যপর্য্যন্ত পদার্থে, স্বয়ং আত্মা ক্রমোন্নতভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যেই তাঁহার জ্ঞানাদির প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছে" †। তবেই আমরা ইহাই পাইতেছি যে, জগতের পদার্থগুলিকে (বিকারবর্গকে) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তুরূপে বোধ

জগতের পদার্থ সকল ক্রমোচ্চ-ভাবে ব্রহ্মেরই জ্ঞান-শক্ত্যা-দির বিকাশ করিতেছে।

* "......তথা মনুষ্যাদিষেব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি" ইত্যাদি। বেদান্তভাষ্য, ১।৩।৩০

† "প্রবিশ্য আবিরভবৎ আত্মপ্রকাশনায়। তত্র স্থাবরাদ্যারভ্য 'উপর্য্যুপরি' আবিস্তরত্বমাত্মন......প্রাণভৃৎস্বপি পুরুষেষেবাবিস্তরামাত্মা, যস্মাৎ প্রকৃষ্টং জ্ঞানং ......প্রাণভৃতাং সম্পন্নতমঃ" ইত্যাদি। ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য, ২।৩

করাই অজ্ঞানতার কার্য্য বলিয়া, শঙ্কর-মতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে সকল বিকারে ব্রহ্মসত্তার বোধ এবং বিকার-গুলিকে কেবল ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্য, মহিমাদির অভিব্যক্তি * বলিয়া বোধ করিবারই বিধান দেওয়া হইয়াছে। ছান্দোগ্য-ভাষ্যে (৮।১২।৩) শঙ্কর মুক্ত পুরুষের বর্ণনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তদ্দারাও আমরা এ তত্ত্ব বুঝিতে পারি। সে স্থলে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, মুক্তপুরুষ তখন কেবলমাত্র মনের সংকল্প দ্বারা মর্ত্ত্যলোকের বা ব্রহ্মলোকের স্ত্রী, যান, জ্ঞাতি, সুহৃদ্ প্রভৃতি যে কোন পদার্থের সংকল্প করিয়া তাহাদের সহিত পরমানন্দ ভোগ করেন। 'এস্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, মুক্তপুরুষ যখন ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবে কোন পদার্থকেই বোধ করেন না, তখন তিনি এই সকল স্ত্রী, যান, বাহন, সুহৃদ্ প্রভৃতির সংকল্প করিবেন কি প্রকারে? শঙ্কর এই আশঙ্কার উত্তরে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উহাদিগকেও মুক্তপুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ বোধে দেখেন না। মুক্তপুরুষ সেই সকল যান-বাহন সুহৃদাদিকেও ব্রহ্মেরই বিভূতি, ঐশ্বর্য্য ও মহিমারূপেই কেবল অনুভব করিতে থাকেন এবং তাহার ফলে পরমানন্দে

* মুণ্ডক উপনিষদের (২।২।৬) ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের যে মহিমা ও বিভূতি বর্ণন করিয়াছেন, পাঠক সেই ভাষ্যটী দেখুন। সূর্য্যচন্দ্র, পর্ব্বত নদী, সাগর প্রভৃতির স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ প্রভৃতিকে স্পষ্টরূপে ব্রহ্মেরই 'বিভূতি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই ভাষ্যের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

নিমগ্ন হইয়া পড়েন। তাহা হইলেই, পাঠক দেখিতেছেন যে, তত্ত্বদর্শী পুরুষ এই জগৎকে ব্রহ্মেরই মহিমা, বিভূতিরূপে দর্শন করেন; প্রত্যেক পদার্থে তিনি ব্রহ্মেরই ক্রমোচ্চ জ্ঞান, শক্ত্যাদির অভিব্যক্তি ও বিকাশের অনুভব করিয়া আনন্দলাভ করেন। এই জন্যই শঙ্করের নিতান্ত অনুগত টীকাকার আনন্দগিরি জগতের উপাদান মায়াশক্তিকে ব্রহ্মেরই "ঐশ্বর্য্যভূতা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। এই জন্যই গীতার দশম অধ্যায়ে, জগতের বিবিধ পদার্থগুলিকে ব্রহ্মেরই অংশরূপে—বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যরূপে কথিত হইয়াছে †। এই জন্যই জগৎকে এবং সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিবাক্যগুলিকে "ব্রহ্ম-লিঙ্গ" বা ব্রহ্মেরই পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া মীমাংসা করা হইয়াছে ‡। এইজন্যই, শ্রুতিতে আকাশ, মন প্রভৃতিকে ব্রহ্মের লিঙ্গ বা পাদরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্করের সিদ্ধান্ত তবে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে,—অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই জগতের পদার্থগুলিকে ব্রহ্মসত্তা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন

* "মায়া......ঐশ্বরী তদাশ্রয়া তদৈশ্বর্য্যভূতা"—গীতা, ৭।৪। শঙ্কর স্বয়ং বলিয়াছেন—"অজমপি জনিযোগং প্রাপদৈশ্বর্য্য-যোগাৎ"—মাণ্ডূক্যকারিকাভাষ্যের শেষ শ্লোক। স্পষ্টই মায়াশক্তিকে 'ঐশ্বর্য্য' বলা হইয়াছে।

† "যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্"—১০।৪১

‡ বেদান্তদর্শনের "আকাশ তল্লিঙ্গাৎ" সূত্র দেখ। "ব্রহ্মণস্তে সৌম্য! পাদং ব্রবাণি" ইত্যাদি, ছান্দোগ্য, ৪।৬।৫।২-৮ দেখ।

বলিয়া বোধ করিয়া থাকে ; সুতরাং ইহাদিগের নিকটেই ব্রহ্ম শব্দস্পর্শাদি দ্বারা আবৃত হইয়া পড়েন *। কিন্তু তত্ত্বদর্শী, বিবেকী ব্যক্তি এ জগৎকে ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া কখনও বোধ করেন না ; তাঁহারা এ জগতে কেবল তাঁহারই সত্তা, তাঁহারই মহিমা, ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞান-শক্ত্যাদির অনুভব করিতে থাকেন। এই জ্ঞান আরো দৃঢ় হইলে, তখন আর এই ঐশ্বর্য্যাদিরূপেও অনুভব থাকে না ; তখন পূর্ণ অদ্বৈত-বোধ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় †। এইরূপ হইলেই মুক্তি হইল।

অব্যক্ত-শক্তির অভিব্যক্তির বিবরণ বা সৃষ্টিতত্ত্ব।

১৩। আমরা এতক্ষণ, ব্রহ্ম এবং অব্যক্তশক্তি বা মায়া-শক্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু অব্যক্তশক্তি কিরূপে ও কি প্রণালীতে ব্যক্ত হয়, সে কথা বলা হয় নাই। এখন আমরা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে,হিন্দুর সৃষ্টিতত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক। এই আলোচনায়, আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানের নিতান্ত অনুগত। আধুনিক কালে, ইউরোপীয়

* "অবিদ্বদ্-দৃষ্ট্যৈব অবিদ্যাবরণং সিদ্ধ্যতি, ন তত্ত্ব দৃষ্ট্যা ইতি ব্যাচষ্টে"—আনন্দগিরি, গৌড়পাদকারিকা, ৪।৯৮

† কেবল এইরূপ পরিপক্ক জ্ঞানীরই কোন লোক-বিশেষে গতি হয় না।

ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবর্গ, অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত ও অতি যত্নে, নানাবিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে, যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার মূল তত্ত্বগুলি ভারত-বর্ষে অতি প্রাচীন-কালেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এ কথা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। আশা করি, সহৃদয় পাঠক তাহা এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিবেন। আমরা শ্রুতিবাক্য ও শঙ্কর-ভাষ্য দ্বারাই প্রধানতঃ এই সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ দিব।

১। অব্যক্তশক্তি প্রথমে সূক্ষ্ম-রূপে অভিব্যক্ত হয়।

ক। পাঠক অবশ্যই জানেন যে সাংখ্যকার, প্রকৃতি হইতে সর্ব্ব প্রথমে "মহত্তত্ত্ব" অভিব্যক্ত হয়,—এই কথা বলিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও এই মহত্তত্ত্ব স্বীকার* করিতেন। তিনি এই মহত্তত্ত্বের নাম রাখিয়াছেন "প্রাণ" বা "হিরণ্য-গর্ভ"†।

* তবে যে শঙ্করাচার্য্য, বেদান্তদর্শনের ১।৪।১ সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যোক্ত 'মহত্তত্ত্ব'কে অবৈদিক বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব পুরুষ-চৈতন্য হইতে 'স্বতন্ত্র', স্বাধীন বস্তু। শঙ্করমতে মহত্তত্ত্ব—ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' ও স্বাধীন হইতে পারে না। এই স্বাধীনতার জন্যই শঙ্কর সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বাদি শব্দ গ্রহণে আপত্তি করিয়াছেন। এইটী দেখাইবার জন্যই তিনি সুধু 'মহত্তত্ত্ব' না বলিয়া 'মহানাত্মা' বলিয়াছেন। এ কথাটী পাঠক ভুলিবেন না।

† শ্রুতির নানা স্থলে এই প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ আছে। মুণ্ডকোপনিষদ (১।১।৮) "অন্নাৎপ্রাণঃ" ইত্যাদি। মুণ্ডকোপনিষদ (২।১।৩) "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ"

'হিরণ্য-গর্ভ' কাহাকে বলে।

এই প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভই যে অব্যক্ত-শক্তির প্রথম বিকাশ, শঙ্করাচার্য্য তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। কঠোপনিষদের (১৩।১০) ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—

(১) "অব্যক্ত-শক্তি হইতে সর্ব্বপ্রথমে বোধাত্মক ও অবোধাত্মক 'হৈরণ্যগর্ভ-তত্ত্ব' উৎপন্ন হইল। ইহাকে 'মহানাত্মা'ও বলা যায়" *।

মুণ্ডকোপনিষদের (১।১।৮—৯) ভাষ্যেও ঠিক এইরূপ কথা আছে—

(২) "বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, অব্যাকৃত-শক্তি হইতেও তদ্রূপ 'হিরণ্যগর্ভের' উৎপত্তি হইল। জগতে যতপ্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এই হিরণ্যগর্ভই তাহার সাধারণ বীজ। ইহাকে 'প্রাণ'ও বলা যায়" †। ঐতরেয়োপনিষদের (৫।৩) ভাষ্যেও শঙ্কর বলিয়াছেন—

(৩) "জগতের বীজস্বরূপিণী অব্যক্তশক্তির প্রবর্ত্তক ব্রহ্ম,

ইত্যাদি। প্রশ্নোপনিষদ (৬।৩) "স প্রাণমসৃজত" ইত্যাদি। কঠোপনিষদ (১।৩।১০-১১) "আত্মা-মহান্ পরঃ, মহতঃ পরমব্যক্তম্" ইত্যাদি। প্রশ্নোপনিষদ (৫।২) "এ ব্রহ্ম প্রাণাখ্যং প্রথমজম্" ইত্যাদি।

* "অব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বং বোধাবোধাত্মকং মহানাত্মা"।

† "অব্যাকৃতাৎ ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থাতোঽস্মাৎ প্রাণো হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতজগৎসাধারণঃ......বীজাঙ্কুরঃ জগদাত্মাঽভিজায়তে"।

'হিরণ্যগর্ভ' রূপে ব্যক্ত হইলেন। এই হিরণ্যগর্ভ স্থূলজগতের সূক্ষ্ম বীজ। ইহাকে 'বুদ্ধ্যাত্মা' (মহদাত্মা) ও বলা যায়" *।

এখন আমরা দেখিব এই মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ কি ?

হিরণ্যগর্ভকে 'সূত্র' ও 'বায়ু' বলা যায়।

শ্রুতির অনেক স্থলে এই হিরণ্যগর্ভকে 'সূত্র' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সূত্র 'বায়ু' নামেও শ্রুতিতে পরিচিত †। আমরা যাহাকে স্থূল বায়ু বলিয়া থাকি, শ্রুতি-কথিত এই 'বায়ু' তাহা নহে। শ্রুতিতে প্রাণ ও বায়ুকে পৃথক্ বলিয়া গণনা করা হয় নাই। এই জন্যই বৃহদারণ্যকে আমরা দেখিতে পাই যে, বায়ুকে 'অমূর্ত্ত' (সূক্ষ্ম) বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের 'সংবর্গ-বিদ্যায়' বলা হইয়াছে যে, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থ বায়ু হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং পরিশেষে ইহারা বায়ুতেই লীন হইয়া যাইবে ‡। অতএব এই সকল স্থূল

* "......তদেব (অব্যাকৃত-জগদ্বীজ প্রবর্ত্তকং) ব্যাকৃত-জগদ্বীজভূত-বুদ্ধ্যাত্মাভিলক্ষণহিরণ্যগর্ভসংজ্ঞং ভবতি"।

† "অধিদৈবতাত্মানং সর্ব্বাত্মক 'মনিল' মমৃতং 'সূত্রা'ত্মানম্"—ঈশোপনিষদ্ভাষ্য, ১৭। "অধিদৈবতঞ্চ যো বায়ুঃ সূত্রাত্মা"—মাণ্ডুক্যে আনন্দগিরিঃ। "যদ্যপি সূত্রাত্ম রূপেণ বায়ুঃ পরোক্ষঃ"—ঐতরেয়ে জ্ঞানামৃত যতি। "প্রাণাত্মা এব উদেতি প্রাণে অস্তমেতীতি প্রাণশব্দবাচ্যে বায়ৌ লয়-শ্রবণাৎ"—উপদেশ সাহস্রী গ্রন্থে রামতীর্থ। অতএব প্রাণ, সূত্র ও বায়ু—একই অর্থে শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। "প্রাণশ্চ সূত্রং যদাচক্ষতে"—শঙ্কর, প্রশ্ন, ৪।৭

‡ আনন্দগিরিও বলিয়াছেন—"বায়ুঃ সূত্রাত্মা সোঽগ্ন্যাদীন্ আত্মনি সংহরতি ইতি 'সংবর্গবিদ্যায়াং' সংহর্ত্তৃত্বং বায়োরুক্তম্"—মাণ্ডুক্য।

হইতে, ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, অব্যক্তশক্তি সর্ব্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে—সূত্ররূপে—বায়ুরূপে অভিব্যক্ত হইল। তৈত্তিরীয় ভাষ্যে (৩।১০) শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন যে,—"সূর্য্য, চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলি 'বায়ুতে'ই লীন হইয়া যায়। ব্রহ্ম, বায়ু দ্বারাই সকল পদার্থের সংহর্ত্তা। এই বায়ু বা প্রাণ আকাশে অভিব্যক্ত হয় এবং সেইজন্য আকাশকে 'বায়াত্মা' বলা যায়" *। অতএব শঙ্কর বলিতেছেন যে, অনন্ত আকাশে বায়ু বা প্রাণ অভিব্যক্ত হয়। ঐতরেয়-আরণ্যক ভাষ্যেও (২।২) শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "আকাশেতেই প্রাণ উপ্ত আছে" এবং "আকাশ প্রাণদ্বারা পরিব্যাপ্ত" †। এখন দেখিতে হইবে যে, এই প্রাণ বা বায়ু বা সূত্র—কাহাকে বুঝাইতেছে। শঙ্করাচার্য্য সে তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়াই আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। বৃহদারণ্যক ভাষ্যে (৩।৫।২১—২৩) শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—"পরিস্পন্দাত্মক প্রাণ বা বায়ু—আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল পদার্থেই অনুস্যূত

সূত্র বা বায়ু 'স্পন্দন' মাত্র।

* "পরিম্রিয়ন্তেঽস্মিন্ দেবা ইতি পরিমরো 'বায়ুঃ'। বায়ুরাকাশেনানন্য ইতি আকাশং বায়াত্মান মুপাসীত"।

† "প্রসিদ্ধ আকাশঃ প্রাণেন······ব্যাপ্তঃ" "অস্মিন্নাকাশে প্রাণ উপ্তঃ"—ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্য, ২।২। এই জন্যই শ্রুতিতে "বায়ুরংখম্" বলা হইয়াছে; অর্থাৎ আকাশ বায়ু বিশিষ্ট। এই বায়ুযুক্ত আকাশই 'ভূতাকাশ' বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত। আর যাহা নিত্য আকাশ, তাহাকে 'পুরাণং খম্' বলা হইয়াছে।

হইয়া আছে” *। বেদান্ত ভাষ্যে এবং ছান্দোগ্যভাষ্যেও শঙ্কর প্রাণকে পরিস্পন্দাত্মক বলিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, শ্রুতিতে যে বায়ু বা প্রাণ বা সূত্র বলিয়া কথিত আছে, তাহা ‘স্পন্দন’ মাত্র (Vibration)। তাহা হইলেই, আমরা দেখিতেছি যে, স্পন্দনই—হিরণ্যগর্ভ। এই স্পন্দন হইতেই সূর্য্যচন্দ্রাদি পদার্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং উহারা প্রলয়ে এই স্পন্দনাকারেই লীন হইয়া যাইবে †।

অতএব হিরণ্যগর্ভ, স্পন্দনেরই অপর নাম।

এই সকল আলোচনা হইতে আমরা ইহাই পাইলাম যে,

* “বায়োশ্চ প্রাণস্যচ ‘পরিস্পন্দাত্মকত্বং”......আধ্যাত্মিকৈ রাধিদৈবিকৈশ্চ...... অনুবর্ত্ত্যমানম্”। বৃহদারণ্যকে আরো আছে——“নহি প্রাণাদন্যত্র চলনাত্মকত্বো-পপত্তিঃ”। বেদান্তভাষ্যে (১।৪।১৬) শঙ্কর বলিয়াছেন——“পরিস্পন্দলক্ষণস্য কর্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ”। ছান্দোগ্যের ‘সংবর্গবিদ্যা’ এবং ‘ইন্দ্রিয়াদির কলহে’ (বৃহদারণ্যক) ইহাও দৃষ্ট হয় যে, দেহস্থ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি সুষুপ্তিতে ‘প্রাণে’ লীন হইয়া থাকে এবং জাগরিত হইলে পুনরায় প্রাণ হইতেই অভিব্যক্ত হয়। এই সকল স্থলেও প্রাণকে পরিস্পন্দাত্মক বলা হইয়াছে।

† আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল পদার্থই এই স্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং স্পন্দনেই লীন হইবে। এই জন্য বেদান্ত দর্শনেও বলা হইয়াছে—“সূত্রাত্মক-প্রাণস্য বিকারাঃ সূর্য্যাদয়ঃ” (১।৪।১৬ রত্নপ্রভা)। এই জন্য “সর্ব্বাণি স্থাবরাণি ভূতানি প্রাণএব” বলা হইয়াছে (ঐতরেয়ারণ্যকভাষ্যে শঙ্কর, ২।২)

অব্যক্তশক্তি—অনন্ত আকাশের একদেশে সর্ব্বপ্রথমে স্পন্দন-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এ স্পন্দনই 'হিরণ্যগর্ভ।

এই স্পন্দনক্রিয়ার সহিত আকাশকে এক ধরিয়া লইয়াই শ্রুতিতে, আকাশকে 'ভূতাকাশ' বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আকাশ,—নিত্য, অনন্ত; ইহার উৎপত্তি নাই *। এই স্পন্দনই—অব্যক্ত-শক্তির প্রথম সূক্ষ্মবিকাশ। সাংখ্যেরা ইহাকেই 'মহত্তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন।

'ভূতাকাশ' কাহাকে বলে?

এই স্পন্দনই সাংখ্যের 'মহত্তত্ত্ব'।

এই আলোচনায় আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, অব্যক্ত-শক্তি,—প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভ বা স্পন্দনরূপে সর্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্ম ভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল। এই স্পন্দন কিরূপে স্থূল হইয়া জাগতিক পদার্থ ও শরীরাদিকে নির্ম্মাণ করিল? এখন, সেই প্রণালীটাই আলোচিত হইবে।

উপরে যে কঠ-ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই ভাষ্যে শঙ্কর

* "ননু বায়্বাদেরেব শব্দবত্ত্বশ্রবণাৎ কিমাকাশেন ইতি অতিপ্রসঙ্গাৎ?...অতঃ শ্রুতত্বাৎ বায়্বাদি-কারণত্বেন আকাশঃ অঙ্গীকার্য্যঃ"—রত্নপ্রভা, ১।১।৫। "বায়ুশ্চ আকাশেন গ্রস্ত ইতি প্রসিদ্ধমেবৈতৎ"—রামতীর্থ। আনন্দগিরি একথা মাণ্ডুক্য-কারিকা ব্যাখ্যায় স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "আকাশ ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা (motions) পরিবৃত। ইহাই শ্রুত্যুক্ত 'ভূতাকাশ'। সুতরাং ইহা „জড়" (৪।১)।

বলিয়াছেন—"হিরণ্যগর্ভ বোধাত্মক এবং অবোধাত্মক।"

হিরণ্যগর্ভ জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক।

আনন্দগিরি ইহার অর্থ করিয়াছেন যে,—"হিরণ্যগর্ভ জ্ঞানাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক" *। মুণ্ডক-ভাষ্যের টীকায় (১।১।৮-৯), আনন্দগিরি এই কথাটা আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। সে স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে,—"এই জগতে যত প্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রকাশিত আছে, হিরণ্যগর্ভই তাহাদের সমষ্টি-বীজ"। শঙ্কর স্বয়ং অন্যত্র এই হিরণ্যগর্ভকে "করণাধার" বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন †। প্রাণীদিগের করণ বা ইন্দ্রিয়গুলি দুই প্রকার। কতকগুলি ইন্দ্রিয় জ্ঞানাত্মক, কতকগুলি ইন্দ্রিয় ক্রিয়াত্মক ‡। হিরণ্যগর্ভ যখন ইন্দ্রিয়-গুলির বীজস্বরূপ, তখন হিরণ্যগর্ভও—জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক হইতেছে। এখন দেখিতে হইবে যে, কেন হিরণ্যগর্ভকে জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক বলা হইল? কিন্তু আমরা, কেন ইহাকে 'জ্ঞানাত্মক' বলা হইয়াছে, সে কথা পরে বিবেচনা করিয়া

* "বোধাবোধাত্মকমিতি জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমত্ত্বম্"। বেদান্ত-মতে কোন পদার্থই চৈতন্য-শূন্য নহে।

† "হিরণ্যগর্ভাখ্যং সর্ব্বপ্রাণিকরণাধারং......অসৃজত"—প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য, ৬।৪

‡ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়শক্তিগুলির দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের (রূপাদি জ্ঞানের) বিকাশ হয় বলিয়া, ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়। এবং বাক্য, হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত।

দেখিব। ইহাকে কেন 'ক্রিয়াত্মক' বলা হইয়াছে, অগ্রে তাহাই দেখা যাউক্। কিরূপে ক্রিয়া বিকাশিত হয়?

'ক্রিয়াত্মক' বলার তাৎপর্য্য নির্ণয়।

খ। শঙ্কর বলেন, ক্রিয়া বিকাশিত হইতে গেলেই, উহা "করণরূপে" এবং "কার্য্যরূপে" প্রকাশ পায় *। শ্রুতির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—ক্রিয়া 'অন্নাদ' ও 'অন্ন' রূপে প্রকাশ পায়। যে যাহার পোষণ করে তাহাই তাহার 'অন্ন' এবং যে সেই অন্নের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়, তাহাকে সেই অন্নের 'অন্নাদ' বলা যায়। ঐতরেয় আরণ্যক বলিয়া দিয়াছেন—"এ জগৎ অন্ন ও অন্নাদ। প্রজাপতিও এই উভয়

২। সূক্ষ্মস্পন্দন কিরূপে স্থূল ভাবে বিকাশিত হয়?

* "দ্বিরূপোহি......কার্য্যমাধারঃ,......করণঞ্চ আধেয়ম্"—বৃহদারণ্যক-ভাষ্য, ৩।৫।১১—১৩ বৃহদারণ্যকেও 'মধুব্রাহ্মণে' এই তত্ত্ব আছে। "ভূতানাং শরীরারম্ভকত্বেন উপকারঃ; তদন্তর্গতানাং তেজোময়াদীনাং করণত্বেন উপকারঃ"—শঙ্কর, (৪।৫।১—১৯)। "কার্য্যাত্মকে নামরূপে শরীরাবস্থে, ক্রিয়াত্মকস্তু প্রাণস্তয়োরুপষ্টম্ভকঃ। অতঃ কার্য্য-করণানামাত্মা প্রাণঃ"—(বৃহৎ° ভাষ্য, ৩।৩।১৯)। "সর্ব্বএব দ্বিপ্রকারঃ। অন্তঃ প্রাণঃ করণাত্মকঃ উপষ্টম্ভকঃ......প্রকাশকোঽমৃতঃ; বাহ্যশ্চ কার্য্যলক্ষণঃ অপ্রকাশকঃ উপজনাপায়ধর্ম্মকঃ"—বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ৪।৩।৬। প্রশ্নোপনিষদেও এতত্ত্ব আছে। "প্রাণশ্চ সূত্রং যদাচক্ষতে, তেন সংগ্রথনীয়ং সর্ব্বং কার্য্য-করণ-জাতম্"। ঐতরেয়ারণ্যক ভাষ্যেও এ তত্ত্ব দৃষ্ট হয়। "অয়ং প্রাণঃ বাহ্যভূতাভ্যাং নামরূপাভ্যাং ছন্নঃ, তয়োরুপষ্টম্ভকঃ" (২।১)। প্রথম খণ্ড, 'সপ্তান্ন বিদ্যা' দেখ।

প্রকার" *। আধুনিক ইংরাজী বিজ্ঞানের ভাষায়, এই করণাংশকে motion এবং কার্য্যাংশকে matter বলিয়া অনুবাদ করা যাইতে পারে †। ইহারা কেহই কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; কেহই একাকী ক্রিয়া করিতে পারে না। স্পন্দন যে মুহূর্ত্তে স্থূলাকারে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে, তখনই উহা 'করণাকারে' এবং 'কার্য্যাকারে' ক্রিয়া করিতে থাকে। কার্য্যাংশের আশ্রয়ে থাকিয়া, করণাংশ ক্রিয়া করিতে থাকিলে,—উহার কার্য্যাংশও যেমন ঘনীভূত (concentrated) হইতে থাকে, তদ্রূপ করণাংশও সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত (Integrated) হয় ‡। শ্রুতি ও শঙ্কর এই মহাতত্ত্বের কথাই বলিয়া দিয়াছেন। ক্রিয়ার বিকাশের প্রণালী এইরূপ।

স্পন্দনই করণাকারে (motion) এবং কার্য্যাকারে (matter) ক্রিয়া করে।

---

* "তদিদং জগৎ অন্নমন্নাদঞ্চ, উভয়াত্মকো হি প্রজাপতিঃ—ঐতরেয়ারণ্যক ভাষ্য, ২।১। এই অন্নই—কার্য্যাংশ (Matter); এবং অন্নাদই—করণাংশ (Motion).

† পাশ্চাত্য জগতের মহা বৈজ্ঞানিক দার্শনিক Herbert Spencerও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। প্রথম খণ্ডের অবতরণিকায় তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

‡ "The parts can not become progressively integrated, either individually or as a combination, without their *motions*, individual or combined, becoming *more integrated.*—*First Principles* P. 382. "In proportion as an aggregate retains, for a considerable time,

মহাকাশের একদেশে স্পন্দন অভিব্যক্ত হইয়া, যখনই ক্রিয়া করিতে লাগিল, তখনই উহার ‘করণাংশ’ (Motion) তেজরূপে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে উহার ‘কার্য্যাংশ’ও ঘনীভূত বা সংহত হইতে থাকে।

‘পঞ্চভূত’ কিরূপে অভিব্যক্ত হয়?

সাধারণতঃ আমরা যাহাকে বায়ু বলিয়া থাকি, এই বায়ু অগ্নি জলাদির সহিত অনুগত রূপেই অভিব্যক্ত হয়। এই জন্যই, ছান্দোগ্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় বায়ুর কথা পৃথক্ করিয়া উল্লিখিত হয় নাই; তেজের কথা বলাতেই, বায়ুর কথা বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শঙ্করাচার্য্যও বলিয়া দিয়াছেন যে,—বায়ু দ্বারা দীপ্ত হইয়াই তেজ বিকীর্ণ হইয়া থাকে” *। উপদেশ সাহস্রী

such a quantity of *motion* as permits secondary re-distribution of its component *matter*, there necessarily arises secondary re-distribution of its *retained motion*.”—*Ibid* এইরূপে, বাহ্যিক কার্য্যাংশও যেমন ঘনীভূত হইতে থাকে, উহার আন্তর করণাংশও সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত (Integrated) হইতে থাকে।

“উপকার্য্যোপকারকত্বাৎ অত্তা (করণাংশ) অন্নঞ্চ (কার্য্যাংশ) সর্ব্বম্। এবং তদিদং জগৎ অন্নমন্নাদঞ্চ”—ঐং আং ভাষ্য, ২।২। করণাংশ এবং কার্য্যাংশ—উভয়েই উভয়ের ‘উপকারক’ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের ‘মধুব্রাহ্মণে’ও (২।৫।১—১৯) এই উভয়ের পরস্পর উপকারের কথা বলা হইয়াছে। “ভূতানাং শরীরারম্ভকত্বেনোপকারঃ, তদন্তর্গতানাং তেজোময়াদীনাং করণত্বেনোপকারঃ”—শঙ্কর।

* “বায়ুনা হি সংযুক্তং জ্যোতির্দীপ্যতে দীপ্তং হি জ্যোতিরন্নমত্তুং সমর্থং ভবতি”।—ঐতরেয়ারণ্যক ভাষ্য, ২।৩।

গ্রন্থের টীকাতেও আমরা এই কথাই দেখিতে পাই। "তেজের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বায়ুর অধীন, বায়ুই তেজকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে" *। অতএব, তেজই—ক্রিয়ার প্রথম স্থূল অভিব্যক্তি। অতএব আমরা পাইতেছি যে, স্পন্দন যতই ক্রিয়া বিকাশ করিতে থাকে, ততই উহা তেজ, আলোকাদিরূপে বিকীর্ণ হইতে থাকে। এবং এই প্রকারেই সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্ন্যাদি তেজোবিশিষ্ট সৌরজগতের অভিব্যক্তি হইল। ইহাই শ্রুতি-মতে, আধিদৈবিক স্থষ্টি। এই জন্যই বেদান্তদর্শনে রত্নপ্রভা বলিয়াছেন—"সূর্য্যাদি দেবতারাই সূত্রাত্মক প্রাণের প্রথম বিকার" †। কঠোপনিষদেও এই জন্য, প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভকে "সর্ব্বদেবতা-ময়ী" বলা হইয়াছে ‡।

(ক) আধিদৈবিক স্থষ্টি।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, 'করণাংশ'—তেজ,

* "জ্বালারূপস্থ চ বহ্নে র্বায়ধীনপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিদর্শনাৎ"। "তেজঃ বায়ুনাগ্রস্তং বায়ুশ্চ আকাশেন গ্রস্তঃ"। মহাভারতেও এ তত্ত্ব আছে। "অগ্নিঃ পবন-সংযুক্তঃ খংসমাক্ষিপতে জলম্"—মোক্ষধর্ম্ম, ১৮০ অধ্যায়, ৬৮১৮—২০ শ্লোক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরও সিদ্ধান্ত দেখুন—"The current of *air* is the *effect* of the difference in the *heat* of different parts of the earth's surface"——Paulsen.

† "সূত্রাত্মক-প্রাণস্য বিকারাঃ সূর্য্যাদয়ঃ"—বেদান্তদর্শনের ১।৪।১৬।

‡ "অদিতির্দেবতাময়ী"—৪।৭। প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য (৩।৮) ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি বলিয়া দিয়াছেন—"প্রাণই—বাহ্য সূর্য্য, অগ্নি, তেজ, বায়ু, প্রভৃতি পদার্থাকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং প্রাণই আন্তর চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়াকার ধারণ করিয়া আছে।

আলোকাদির আকারে বিকীর্ণ হইতে থাকিলে, সঙ্গে সঙ্গে উহার 'কার্য্যাংশ'ও ঘনীভূত বা সংহত হইতে আরম্ভ করে। এই ঘনীভবনের প্রথম অবস্থা 'জল' (তরল) এবং আরো ঘনীভূত হইলে উহার শেষ অবস্থা 'পৃথিবী' (কঠিন) *। অতএব তেজ, জল এবং পৃথিবী—ইহাই ক্রিয়ার স্থূলাবস্থা। শঙ্করাচার্য্য এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক ভাষ্যে বলিয়া দিয়াছেন, "কোন জলীয় বা পার্থিব ধাতুর আশ্রয় ব্যতিরেকে, অগ্নির অভিব্যক্তি হয় না" †। অর্থাৎ কথাটা এই যে, করণাংশ যেমন তেজঃ, আলোকাদির আকারে ক্রিয়া করিতে থাকে, উহার কার্য্যাংশও সঙ্গে সঙ্গে জলীয় ও পার্থিবাকারে সংহত (Integrated) হইতে থাকে। জলীয় ভাবই সমধিক ঘনীভূত হইয়া কঠিন পার্থিবাকারে সংহত হয়, শঙ্কর সে তত্ত্ব সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন ‡। ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়া

---

* Every mass from a grain of sand to a planet, radiates *heat* to other masses and absorbs heat radiated by other masses; and in so far as it does the one it becomes *integrated*, while in so far as it does the other it becomes disintegrated." If the loss of molecular motion proceeds, it will presently be followed by *liquefaction* (জল) and eventually by *solidification* (পৃথিবী)"——Herbert Spencer.

† "অগ্নেঃ—আপ্যং বা পার্থিবং বা ধাতুমনাশ্রিত্য......আত্মলাভোনাস্তি"

‡ "তেজসা বাহ্যান্তঃপচ্যমানঃ যোঽপাংশরঃ স সমহন্যত, সা পৃথিব্যভবৎ"।

দিয়াছেন,—"(তেজঃসংযুক্ত) জলই আরো সংহত হইয়া 'পৃথিবী' (কঠিন) রূপে পরিণত হইয়া থাকে" *। এইরূপে জগতে যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

(খ) আধিভৌতিক সৃষ্টি।

এইরূপেই আধিভৌতিক সৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে। সূক্ষ্ম স্পন্দন, ক্রিয়াশীল হইয়া এই প্রকার প্রণালীতে স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। করণাংশ এবং কার্য্যাংশ—এ উভয়ই একত্রে এইরূপে জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে।

প্রাণীরাজ্যেও, ক্রিয়া-বিকাশের প্রণালী অবিকল এইরূপ। গর্ভস্থভ্রূণে সর্ব্ব প্রথমে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হয়, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। এই জন্য প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। † এই প্রাণশক্তিই রসরুধিরাদির পরিচালনা দ্বারা গর্ভের পোষণ করিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে উহার 'কার্য্যাংশ'

---

* "দৃশ্যতে হি অপ্‌ বাহুল্যাং জগতঃ সংহতত্বাৎ, সংহতিশ্চ অপ্‌ কার্য্যা মৃৎপিণ্ডাদিষু দৃষ্টা"—২।২

† "গর্ভস্থে হি পুরুষে প্রাণস্য বৃত্তিঃ......পূর্ব্বং লব্ধাত্মিকা ভবতি। যথা গর্ভো বিবর্দ্ধতে, চক্ষুরাদি—স্থানাবয়ব-নিষ্পত্তৌ সত্যাং পশ্চাৎ বাগাদীনাং বৃত্তি-লাভঃ"—শঙ্করাচার্য্য (বৃহৎ ভাষ্যং)। "ভূতবিষয়ে অন্নাম্নাত্তৃত্বমুক্তং। ভূতবিকারে ইদানী-মুচ্যতে প্রাণিজাতে।......পুরুষস্য যদুক্তং তৎজ্যোতিরগ্নির্দেহে, যানি খানি সুষিরাণি তান্যাকাশঃ, যল্লোহিতং শ্লেষ্মারেতস্তা আপঃ, যৎশরীরং কাঠিন্যাৎ সা পৃথিবী। যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ; দেহান্তঃ প্রাণঃ—সর্ব্বক্রিয়াহেতুঃ। কিঞ্চ, যাশ্চ তাঃ সর্ব্বজ্ঞান-হেতুভূতাঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাগিত্যেতাঃ প্রাণাপানয়োর্নিবিষ্টা......তদনুবৃত্তয়ঃ"—ঐতরেয়ারণ্যক ভাষ্য, ২।৩—এইরূপে শ্রুতি ও শঙ্কর,—করণাংশ ও কার্য্যাংশ উভয় দ্বারাই যে প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয় গঠিত হয়, তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

সংহত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের গোলক বা স্থানগুলি (Organs) নির্ম্মিত হইতে থাকে। এই প্রকারে দেহের অবয়বগুলি নির্ম্মিত হইতে থাকিলে, 'করণাংশ'ও ঐ সকল গোলকের আশ্রয়ে, বিবিধ ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে (functions) অভিব্যক্ত হয় *। এই জন্যই প্রাণ ও দেহ—উভয়কে শঙ্কর "তূল্যপ্রসব" শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন †। এইরূপে প্রাণীরাজ্যে, 'কার্য্যাংশ' দেহরূপে এবং 'করণাংশ' ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে অভিবাক্ত হয় ‡। ইহাই শ্রুতিতে আধ্যাত্মিক সৃষ্টি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আমরা প্রথম খণ্ডে এ সকল কথা বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছি বলিয়া, এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইতর প্রাণীতেও সর্ব্ব প্রথমে এই প্রাণশক্তিই অভিব্যক্ত হয়

(গ) আধ্যাত্মিক সৃষ্টি।

* "In organisms, the advance towards a more integrated...... distribution of the retained *motion* which accompanies the advance towards a more integrated ......distribution of the component *matter*, is mainly what we understand as the development of *functions*"—— Herbert Speneer. পাঠক শঙ্করের সিদ্ধান্ত এবং Herbert Spencerএর সিদ্ধান্ত মূলে একই হইতেছে না কি?

† "প্রাণঃ... শরীরেণ......সযোনি......তুল্য-প্রসব......নিত্যসহভূতত্বাৎ"—ঐতরেয়ারণ্যক, ২।৩ [তূল্যপ্রসব—একত্র অভিব্যক্ত ও একত্র ক্রিয়া করে।

‡ করণাংশ—Motion, কার্য্যাংশ—দেহ ও দেহাবয়ব। "কার্য্যলক্ষণাঃ শরীরাকারেণ পরিণতাঃ, করণলক্ষণানি ইন্দ্রিয়ানি"—প্রশ্নোপনিষদ, আনন্দগিরি।

এবং একই প্রণালীতে উহাদেরও, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হয়। তবে ইতর প্রাণীতে ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ এবং দেহের গঠন তত উন্নত নহে। মনুষ্য রাজ্যেই কেবল ইন্দ্রিয়াদির সমধিক বিকাশ। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শ্রুতিমতে এবং শঙ্কর মতে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে,—সর্ব্ব প্রথমে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হইয়াছিল, এবং এই প্রাণশক্তি—করণাকারে এবং কার্য্যাকারে ক্রিয়া করিতে থাকে। সর্ব্বত্রই এই একই নিয়ম। করণাংশই তেজ, আলোকাদি রূপে এবং কার্য্যাংশও সঙ্গে সঙ্গে জলীয় ও পার্থিবাকারে পরিণত হয়। প্রাণীরাজ্যেও, গর্ভস্থভ্রূণে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হয়। ইহারই করণাংশ ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে এবং কার্য্যাংশ দেহ ও দেহাবয়বরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপে হিরণ্যগর্ভ বা স্পন্দন স্থূলাকারে ক্রিয়া করে *। এই তত্ত্ব যে বিজ্ঞানেরও নিতান্ত অনুগত,

* পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও এখন ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছেন। "Psychology tends more and more to consider *will* (প্রাণশক্তি) as the *primary* and the *constitutive* function, and *intelligence* (ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি) as a *secondary* evolution." "Gradually as *some organ* and nervous system come into existence and as their *inner side* we assume *sensation* and *perception* (ইন্দ্রিয়াদি)"——Paulsen.

শঙ্করেরও অবিকল এই সিদ্ধান্ত—"অন্নে দেহাকারে পরিণতে প্রাণস্থিতি তদনুসারিণশ্চ বাগাদয়ঃ স্থিতি-ভাজঃ"—বৃহৎ° ভাষ্য। "মুখ্যপ্রাণস্য বৃত্তিভেদান্

পাঠক অবশ্যই তাহাও দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু প্রাণশক্তি কোন অবস্থাতেই চৈতন্য-বর্জ্জিত নহে,—এ কথাটা পাঠক ভুলিবেন না *।

হিরণ্যগর্ভকে কেন ক্রিয়াত্মক বলা হইয়াছে, তাহা আলোচিত হইল। কেন ইহাকে 'জ্ঞানাত্মক' বলা হইয়াছে, এখন তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

জ্ঞানাত্মক বলার তাৎপর্য্য নির্ণয়।

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণশক্তিই, ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মে, প্রাণি-রাজ্যে বিশেষতঃ মনুষ্য-রাজ্যে, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াদিই জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক। দেহে ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ না হইলে, জ্ঞানের বিশেষ অভিব্যক্তি হয় না †। উদ্‌ভিদে এবং

যথাস্থানং অক্ষ্যাদিগোলক-স্থানে সন্নিধাপয়তি ইতরান্ চক্ষুরাদীন্"—প্রশ্নোপনিষৎ,৩। কার্য্যাংশ (Matter) দেহাকারে পরিণত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে করণাংশ (Motion) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে দেখা দেয়। "জঠরাগ্নি-পাকজন্যান্নরসবলেন দর্শনাদীনাং প্রবৃত্তেঃ" প্রশ্ন, ৩।

* সর্ব্বদা চৈতন্য উপস্থিত আছেন বলিয়া শঙ্কর বলিয়াছেন—"দেহে প্রাণ-প্রবেশাদেবাত্মা প্রবিষ্ট ইব পশ্যন শৃণ্বন ইত্যাদি"—ঐং আং ভাষ্য, ২।৩ "প্রাণেন কেবলবাক্‌সংযুক্তমাত্রেণ......বদনক্রিয়াংনাস্থ ভবতি..... যদাতু স্বতন্ত্রেনাত্মনৈব প্রাণেন প্রেষ্যমানা বাক্......বদনক্রিয়ামনুভবতি"—২।৩। চৈতন্যই প্রাণের প্রাণ।

† অস্মিন (দেহে) হি করণানি অধিষ্ঠিতানি প্রলব্ধাত্মকানি 'উপলব্ধিদ্বারং' ভবন্তি......উপসংহৃতেষু করণেষু বিজ্ঞানময়ো নোপলভ্যতে; শরীরদেশে ব্যূঢ়েষু

নিম্ন-প্রাণীতে এই ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিকাশ না হওয়ায়, জ্ঞানেরও তাদৃশ অভিব্যক্তি নাই। কেবল মনুষ্য-রাজ্যেই ইন্দ্রিয়াদির সমধিক বিকাশ ও মন-বুদ্ধ্যাদির উন্নততর বিকাশ হইয়াছে, এই জন্যই মনুষ্য-রাজ্যে, তদ্দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও বিশেষ বিকাশ প্রতীত হইয়া থাকে। শঙ্কর একথা ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্যে আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন *। হিরণ্যগর্ভ বা স্পন্দনই ত মনুষ্যের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং মনুষ্য-রাজ্যে ইন্দ্রিয়াদি-যোগে জ্ঞানের এই বিশেষ

করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যতে" শঙ্কর, বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ৪।২।১—৪। "Every human being enters the world as a blind will without intellect. Soon intelligence unfolds itself, beginning with the exercise of the senses"——Paulsen.

* "যস্মাৎ স্থাবরত্বাদারভ্য 'উপর্য্যুপরিতরা' অভ্যুত্বং প্রস্তুতং, তৎপুরুষাবধানমেবোক্তম্"।......"প্রবিশ্যাবিরভবদাত্মপ্রকাশনায়। তত্র স্থাবরাদ্যারভ্য উপর্য্যুপরি আবিস্তরত্বমাত্মনঃ।..... ওষধিবনস্পতিষু রসো দৃশ্যতে, যত্র চ রসস্তত্র চিত্তমস্তীয়তে। যত্র চিত্তং যাবন্মাত্রং, তত্র তাবদাবিরাত্মা .....অন্তঃসংজ্ঞত্বেন। চিত্তং প্রাণভৃৎসু অধিকমাবিস্তরহেতু, তস্মাৎ প্রাণভৃৎসু ত্বেবাবিস্তরামাত্মা। প্রাণভৃৎস্বপি পুরুষে (মনুষ্যে) ত্বেব আবিস্তরামাত্মা। যস্মাৎ প্রকৃষ্টং জ্ঞানং......প্রাণভৃতাং সম্পন্নতমঃ" ইত্যাদি, ২।৩। এই স্থল হইতে, শঙ্কর যে 'ক্রমবিকাশবাদ' অবগত ছিলেন এবং তাহাই মানিতেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। লোকে না দেখিয়া শুনিয়াই মনে করে যে, শ্রুতিতে 'ক্রমোচ্চবিকাশ' নাই।।

বিকাশকে লক্ষ্য করিয়াই, হিরণ্যগর্ভকে জ্ঞানের অভিব্যক্তির বীজরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ (স্পন্দন) যদি মনুষ্যের দেহ ও বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত না হইত, তবে চেতনের (জ্ঞানের) বিশেষ অভিব্যক্তিও প্রতীত হইতে পারিত না। এই জন্যই শঙ্কর হিরণ্যগর্ভকে "বোধাত্মক" বা "জ্ঞানাত্মক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আনন্দগিরিও বলিয়াছেন যে,—"যদিও হিরণ্যগর্ভ ক্রিয়াশক্তি-রূপেই প্রসিদ্ধ, তথাপি মনুষ্যরাজ্যে অভিব্যক্ত বুদ্ধির সহিত অভেদরূপে ধরিয়া লইয়াই উহাকে 'সমষ্টিবুদ্ধি' বা জ্ঞানাত্মক বলা হয়" *। সম্প্রতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরাও ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছেন। জর্ম্মণ দেশের সুপ্রথিতনামা দার্শনিক পণ্ডিত মহামতি Paulsen তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Introduction to Philosophy নামক গ্রন্থে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শঙ্করেরই সিদ্ধান্তের অনুরূপ। আমরা এস্থলে উহার একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।

---

* হিরণ্যগর্ভস্য ক্রিয়াশক্ত্যুপাধৌ লিঙ্গাত্মতয়া প্রসিদ্ধত্বাৎ, তস্য চ মনসা সহ অভেদাবগমাৎ" ইত্যাদি। শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষুও তৎপ্রণীত বেদান্তভাষ্যে বলিয়াছেন—"স মহান্ ক্রিয়াশক্ত্যা প্রাণঃ, নিশ্চয়শক্ত্যা চ বুদ্ধিঃ ; তয়োর্মধ্যে প্রথমং প্রাণবৃত্তিরুৎপদ্যতে"। আনন্দগিরি কঠভাষ্যেও তাহাই বলিয়াছেন "অধিকারিপুরুষাভিপ্রায়েণ 'বোধাত্মকত্ব' মুক্তম্"।

"Will (প্রাণশক্তি) is that which appears in all physical processes, in the vital processes of animals and plants, as well as in the movements of inorganic bodies,... will in the broadest acceptation of the term, embracing under it blind impulse and striving devoid of ideas." "Gradually in the progressive series of animal life, intelligence (বুদ্ধি) is grafted upon the will······The will appears here as saturated with intelligence ;—a rational will has been evolved from animal impulses."

হিরণ্যগর্ভকে 'জ্ঞানাত্মক' বলিবার আর একটী কারণেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাঠক দেখিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই যে, অব্যক্তশক্তি, ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। সুতরাং এই অব্যক্তশক্তির যে কোন পরিণাম হউক না কেন, কোন পরিণামই বস্তুতঃ ব্রহ্মসত্তা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র হইতে পারে না। অতএব অব্যক্তশক্তির প্রথম সূক্ষ্ম-অভিব্যক্তি বা স্পন্দনও ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' হইতে পারে না। এই কারণেও শঙ্কর হিরণ্যগর্ভকে 'বোধাত্মক' বা জ্ঞানাত্মক বলিয়াছেন। অর্থাৎ অভিব্যক্তি কাল হইতেই, প্রাণশক্তির সঙ্গে সঙ্গে চেতন (জ্ঞান) বর্ত্তমান আছে, এই কথা বুঝাইয়া দেওয়াই শঙ্করের উদ্দেশ্য। আমাদের মনে হয় যে, সাংখ্য-

সাংখ্যে ও বেদান্তে একই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

কারও এই কথাটা তাঁহার নিজের ভাষায় প্রকারান্তরে বলিয়া দিয়াছেন। সাংখ্যমতে, মহত্তত্ত্ব—তিন অংশে বিভক্ত। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। শঙ্কর যাহাকে ক্রিয়ার 'করণাংশ' বলিয়াছেন, সাংখ্যমতে তাহাই 'রাজসিক' এবং শঙ্কর যাহাকে 'কার্য্যাংশ' বলিয়াছেন, সাংখ্যমতে তাহাই 'তামসিক'। আর শঙ্কর যে উদ্দেশ্যে 'জ্ঞানাত্মক' বলিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যেই সাংখ্যে 'সাত্ত্বিক' বলা হইয়াছে। কেননা, সত্ত্বই সকল প্রকার জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক *।

অব্যক্তশক্তির সূক্ষ্ম ও স্থূল অভিব্যক্তির প্রণালী বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইল। শ্রুতি এবং শ্রুতির ব্যাখ্যাকর্ত্তা শ্রীমৎ শঙ্কর এইরূপেই জগতের 'সৃষ্টিতত্ত্ব' বলিয়া দিয়াছেন। শ্রুত্যুক্ত এই সৃষ্টিতত্ত্বই বেদান্ত এবং সাংখ্যদর্শনে পরিগৃহীত হইয়াছে। এখন আমরা আর একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়া, এই সৃষ্টি-তত্ত্বের কথা শেষ করিব।

এই সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল সূত্র ঋগ্বেদে।

১৪। এই যে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল, ইহার মূল কোথায়? ঋগ্বেদ পৃথিবীর অতি প্রাচীন-তম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। এই ঋগ্বেদে কি সৃষ্টিতত্ত্বের কোন কথা নাই? হিন্দু-

* "সত্ত্বং লঘু 'প্রকাশক' মিষ্টম্" সাংখ্যকারিকা। আনন্দগিরিও গীতায় সত্ত্বকে জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জাতি বিশ্বাস করেন যে, যে তত্ত্বের মূল সূত্র ঋগ্বেদে নাই, তাহা অন্য কোথাও নাই এবং যাহা ঋগ্বেদে সংক্ষেপে কথিত তাহাই উপনিষদে ও পরবর্ত্তী দর্শন-গ্রন্থসমূহে শাখাপল্লব দ্বারা বিস্তারিত হইয়াছে। আমরা সেই সুপ্রাচীন ঋগ্বেদের মধ্যে, এই সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল সূত্রের অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইব। নতুবা এই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা অসম্পূর্ণ থাকিবে।

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে "নাসদীয়-সূক্ত"-নামে একটী সূক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষি * এই সূক্তটীতে, অতি গম্ভীর-ভাষায় এই মহাগম্ভীর সৃষ্টি-রহস্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই সূক্তটীর মধ্যেই অতি বিস্ময়কর প্রণালীতে জগদ্বিকাশের সমুদয় তথ্যই নিহিত আছে। এই সূক্তটী কেবল যে সুমধুর কবিত্বের জন্যই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহা নহে; দুরূহ ও কর্কশ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে এমন মধুর কবিতা দ্বারা গ্রথিত ও প্রকাশিত করা যাইতে পারে, এই সূক্তটী—তাহারও একটী অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। আমরা এই সূক্ত-টীর কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং, নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্? অম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্?॥১॥

* পরমেষ্ঠী প্রজাপতি এই সূক্তটীর ঋষি; ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি, ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং, তস্মাদ্ধান্যং ন পরং কিঞ্চনাস ॥২॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে, অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছেনাভ্যপিহিতং যদাসীৎ, তপসস্তন্মহিনাঽজায়তৈকম্ ॥ ৩ ॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্, হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষা, মধঃ স্বিদাসী দুপরি স্বিদাসীৎ ?
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্, স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ ॥৫॥

* * * * *

এই বিশ্ববিখ্যাত সূক্তের প্রথমেই ঋষি, সৃষ্টির প্রাক্কালের একটী গম্ভীর বর্ণনা নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। "তৎকালে অসৎও ছিল না, সৎও ছিলনা; যাহা নাই তাহা তখন ছিল না; যাহা আছে তাহাও তখন ছিল না *। এই পৃথিবীও ছিলনা, ঊর্দ্ধে আকাশও ছিল না। কে ইহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল? ইহারা কাহার আশ্রয়েই বা ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিলা না। রাত্রি হইতে দিবাকে প্রভেদ করিবার কিছু ছিল না। গাঢ় অন্ধকারের চতুর্দ্দিকে আরো নিবিড়ান্ধকার ঘনীভূত হইলে, যে প্রকার হয়, তখনকার অবস্থা তদ্রূপ ছিল। সমস্তই চিহ্ন-

* "নামরূপ-রহিতত্বেন "অসৎ" শব্দবাচ্যং "সৎ" এব অবস্থিতম্ পরমাত্ম-তত্ত্বম্" তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, ২।১।৯।১।

বর্জ্জিত ছিল"। ঋষি এই প্রকারে সেই মহাগম্ভীর, অনির্ব্বচনীয় অবস্থার বর্ণনা করিয়া, কিরূপে এই বিশ্ব প্রকটিত হইল, তাহার বিবরণ সংক্ষিপ্ত কথায় নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখন আমরা তাহার আলোচনা করিব।

নাসদীয় সূক্তের ব্যাখ্যা।

"আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং, তস্মাদ্ধান্যং ন পরং কিঞ্চ নাস"।—

তখন কি হইতেছিল? সেই এক অদ্বিতীয় (ব্রহ্মচৈতন্য), তখন—"আনীৎ"—প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন। তখন অপর কেহ ছিল না। এই প্রাণন-ক্রিয়া কিরূপ? "অবাতম্"—বাত-রহিত। বায়ু ও প্রাণে প্রভেদ কি, অগ্রে তাহাই দেখা যাউক্। বায়ুও গতিস্বরূপ—স্পন্দনস্বরূপ, প্রাণও গতিস্বরূপ—স্পন্দন-স্বরূপ *। উভয়ের তবে পার্থক্য কোথায়? উভয়ের পার্থক্য এই যে, যখন কেবল জড়ীয় স্পন্দনের দিকেই লক্ষ্য করা যায়, তখন তাহাকে 'বায়ু' বলা যায়, আর যখন চৈতন্যের অধিষ্ঠানযুক্ত স্পন্দনের দিকে লক্ষ্য করা যায়, তখন তাহাকে 'প্রাণ' বলা যায়। প্রাণক্রিয়া বলিতে আমরা, তাহার সহিত চৈতন্যের সত্তা আছে বুঝিয়া থাকি; কিন্তু বায়ুর ক্রিয়া বলিতে, আমরা জড়ীয় ক্রিয়া বুঝিয়া থাকি। প্রাণী মাত্রেরই দৈহিক ক্রিয়াকে প্রাণন-ক্রিয়া বলা যায়। এমন কি, উদ্ভিজ্জ রাজ্যের রস-পরিচালনাদি

* "বায়োঃ প্রাণস্য চ পরিস্পন্দাত্মকত্বম্"—শঙ্করাচার্য্য।

ক্রিয়াকেও * আমরা প্রাণন ক্রিয়া বলিয়া থাকি। কেন না, উদ্ভিদেও চৈতন্যের সত্তা ও অধিষ্ঠান আছে। অতএব যে স্থানে চেতনের সত্তা ও অধিষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়, সেই স্থানের যে ক্রিয়া বা স্পন্দন, তাহাই প্রাণক্রিয়া নামে পরিচিত। সুতরাং, "আনীৎ অবাতম্"—ইহার অর্থ এই দাঁড়াইতেছে যে, তখন চৈতন্যের পরিস্পন্দাত্মক ক্রিয়া হইতেছিল। চৈতন্যের এই পরিস্পন্দাত্মক ক্রিয়ারই বা অর্থ কি? ঋষি, কয়েকটী শ্লোকের পরেই, সে কথা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন—

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ"।

সর্ব্বপ্রথমে, কামনা বা ইচ্ছা বা সংকল্পের † আবির্ভাব হইল। এই কামনাকে মনের উৎপত্তির বীজ বা প্রথম-কারণ বলা যাইতে পারে। মনুষ্য-রাজ্যে, 'মন' ও 'বুদ্ধি' বলিতে যাহা বুঝা যায়, এই কামনা—সেই মন ও বুদ্ধির উৎপত্তির বীজভূত। এস্থলে, "অধি" শব্দ আছে দৃষ্ট হয়। এই "অধি" শব্দের অর্থ—সকলের অগ্রে। তবেই, পূর্ব্বোক্ত প্রাণন-ক্রিয়ারও অগ্রে, কামনা বা সংকল্পের আবির্ভাব হইয়াছিল,—এই কথাই ঋষি বলিয়া দিলেন। তাহা হইলেই, এখন আমরা

* "যত্র 'রস' স্তত্র চিত্তমনুমীয়তে, যত্র চিত্তং যাবন্মাত্রং তত্র তাবদাবিরাত্মা...... অন্তঃসংজ্ঞত্বেন"—শঙ্কর, ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্য, ২।৩।

† শঙ্করাচার্য্য ও সায়নাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ এই কামনা বা সঙ্কল্পকে সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা বলিয়াছেন। "নামরূপাকারেণ আবির্ভবেয়মিতি পর্য্যালোচনরূপম্"...তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণভাষ্য, ২।২

বুঝিতে পারিতেছি যে, এক অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞানে, সৃষ্টি-বিষয়ক সংকল্প বা কামনা উদিত হইবামাত্র, তাহা প্রাণন-ক্রিয়ারূপে—স্পন্দনরূপে প্রকটিত হইল।

তৎপরে, প্রিয় পাঠক! আমাদিগকে আর একটী শব্দের প্রতিও লক্ষ্য করিতে হইবে। "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্"—এস্থলে "স্বধয়া" পদটী আছে। এই 'স্বধা' শব্দের অর্থ কি? শঙ্করাচার্য্য ঐতরেয়ারণ্যকের ভাষ্যের এক স্থানে 'স্বধা' শব্দের 'অন্ন' অর্থ করিয়াছেন। সেই স্থানটী এই—

"প্রাণঃ স্বধয়া অন্নেন গৃভীতঃ গৃহীত ইত্যেতৎ। অন্নেন হি দাম-স্থানীয়েন বদ্ধঃ প্রাণঃ"। অন্নরূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ থাকিয়াই 'প্রাণ' ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়। অতএব, এখন আমরা এইরূপ তাৎপর্য্য পাইতেছি যে,—জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-চৈতন্যের সৃষ্টি-বিষয়ক আলোচনা প্রাণন-ক্রিয়ারূপে প্রকটিত হইয়াছিল, এবং এই প্রাণ-ক্রিয়া 'স্বধার' সহিত বিকাশিত হইতেছিল *। এখন,

* এইরূপ একটি স্থানের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, আনন্দগিরি, মাণ্ডুক্যের গৌড়পাদকারিকা ভাষ্যের টীকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, যাহা প্রথমে জ্ঞানাকারে থাকে, তাহাই ক্রিয়ার আকারে বাহিরে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার পর, জ্ঞান ও ক্রিয়াকে আর এক বলিয়া বোধ হয় না, ভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। কেবল যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারাই জ্ঞানকে ক্রিয়া হইতে 'অন্য' বা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন না। "চিকীর্ষিত কুম্ভ 'সংবেদন' সমনন্তরং কুম্ভঃ সম্ভবতি। সম্ভূতশ্চাসৌ 'কর্ম্মতয়া' স্বসংবিদং জনয়তীতি ন উপলভ্যতে,...বিষদ্-দৃষ্ট্যস্ময়োধেনৈব 'অনন্তত্বাৎ'...৪।৫৪

এই 'স্বধা' বা 'অন্ন' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কিরূপ তাহাই দেখিতে হইবে।

আমরা শ্রুত্যুক্ত সৃষ্টি-তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, ক্রিয়ামাত্রেরই দুইটী অংশ;—একটী প্রাণাংশ, একটী অন্নাংশ। অনেক স্থলে প্রাণকে 'অন্নাদ' (অন্নের ভক্ষক) ও বলা হইয়াছে। এই প্রাণাংশই আধুনিক বিজ্ঞানের Motion এবং অন্নাংশ Matter,—ইহাও আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আমরা জানি, Matter ব্যতীত Motion, এবং Motion ব্যতীত Matter থাকিতেও পারে না, ক্রিয়াও করিতে পারে না। অতএব, স্বধা বা অন্নকে—প্রাণশক্তির বাহ্য আধার বা Matter বলা যাইতে পারে। প্রাণ বা Motion ক্রিয়া করিতে থাকিলেই, সঙ্গে সঙ্গে অন্ন বা Matterও ঘনীভূত হইতে থাকে। শ্রুতিতে স্থূল বায়ু ও তেজকে 'অত্তা' বা প্রাণ এবং জল ও পৃথিবীকে 'অন্ন' নামে কথিত হইয়াছে *। যখনই প্রাণশক্তির (স্পন্দনের) 'করণাংশ' বা অত্তাংশ (Motion)—বায়ু ও তেজরূপে বিকীর্ণ হইতে থাকে, তখনই উহার আধার 'কার্য্যাংশ' বা অন্নাংশও (Matter) সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত বা সংহত হইতে থাকে। এই ঘনীভবনের

* তত্র অব্-ভূম্যোরন্নত্বেন, বায়ু-জ্যোতিষোরত্তৃত্বেন বিনিয়োগঃ। জ্যোতিশ্চ বায়ুশ্চ অন্নাদং; বায়ুনা হি সংযুক্তং জ্যোতির্দীপ্যতে, "দীপ্তং হি জ্যোতিরন্নমত্তুং সমর্থং ভবতি"——ঐতরেয় আরণ্যকে, শঙ্কর।

প্রথম অবস্থা জল (তরল), দ্বিতীয় অবস্থা পৃথিবী (কঠিন) * ইহাই বৈজ্ঞানিক নিয়ম। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই এই তত্ত্বের আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। অতএব যেখানেই প্রাণ, সেই খানেই অন্ন, এবং যেখানেই অন্ন, সেই খানেই প্রাণ ক্রিয়াশীল। এই জন্যই ঋষি—"স্বধয়া আনীৎ" বলিলেন।

তৎপরেই ঋষি, আর একটু প্রকটভাবে সৃষ্টির কথ বলিতেছেন। এই প্রাণ-ক্রিয়া কিরূপে স্বধার সহিত, এই জগৎ নির্ম্মাণ করিল? ঋষি বলিতেছেন—

"রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্,—স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ"।

স্বধা বা অন্ন নিম্নদিকে রহিল এবং প্রয়তি (ভোক্তা, অন্নাদ, অর্থাৎ প্রাণশক্তি) ঊর্দ্ধদিকে রহিল। ইহার ফলে পঞ্চভূত (মহিমানঃ) † প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং ক্রমে 'রেতোধা' বা মন অভিব্যক্ত হইল। এই সকল সংক্ষিপ্ত কথা দ্বারা ঋষি অতি বিস্ময়কর-ভাবে, শক্তির বিকাশের মূল প্রণালীটী বলিয়া দিয়াছেন। স্পন্দন বা প্রাণশক্তির বিকাশের অবস্থায়, যতই অন্নাদ বা করণাংশ, বায়ু তেজ প্রভৃতির আকারে ঊর্দ্ধদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে উহার আধার অন্নাংশও নিম্নদিকে ঘনীভূত বা সংহত হইতে লাগিল; ইহারই ফলে 'পঞ্চভূত'

* Herbert Spencer অবিকল এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

† শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য 'মহিমানঃ' শব্দের অর্থ 'পঞ্চভূত' করিয়াছেন।

প্রকটিত হইল। প্রাণীদেহের অভিব্যক্তি সম্বন্ধেও যে এই একই প্রণালী এবং নিয়ম, ঋষি সে তত্ত্বও অতি কৌশলে ও অতি সংক্ষেপে, আভাষে, বলিয়া দিয়াছেন। "মনসো রেতঃ"—কথা বলিয়া ঋষি পূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, ইহা হইতেই পরে 'মনঃ' অভিব্যক্ত হইবে। পূর্ব্বেই যাহার সূচনা করিয়াছিলেন, বিকাশের প্রণালীটা কহিতে গিয়া, তাহা পুনশ্চ স্মরণ করাইয়া দিলেন—"রেতোধা আসন্, মহিমান আসন্" 'রেতোধা'—অর্থ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি। প্রাণ ও স্বধা যে প্রণালীতে একত্র মিলিয়া 'পঞ্চভূতের' বিকাশ করাইয়াছে,—সেই প্রণালীতেই 'মন ও ইন্দ্রিয়াদির' বিকাশ করাইয়াছে,—ঋষি ইহাই কৌশলে বলিয়া দিলেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশের Herbert Spencer প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়, শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে যে নিয়মের খোঁজ পাইয়াছেন; ঋগ্বেদের ঋষিও, অধ্যাত্ম-যোগ-বলে, সেই নিয়মেরই তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কেবল, প্রাণের স্পন্দন যে মূলে অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই সংকল্প (কাম) হইতে উদ্ভূত, এইটুকু ঋষির নিজস্ব। কিন্তু ইহাই প্রকৃত রহস্য। এই কথাটুকু না বলিলে, জড়জগতে জ্ঞানের আবির্ভাবের মীমাংসা করা যায় না।

অদ্বৈতবাদ এবং সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা সমাপ্ত করিয়া, আমরা পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি। শ্রুতির

ধর্ম্ম-মত ও উপাসনা-প্রণালীর কথা মূলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রথম-খণ্ডের 'অবতরণিকা'য় উহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া, এস্থলে আর উহার আলোচনা করা হইল না। ওঁ তৎ সৎ।

কোচবিহার।
বৈশাখ, ১৩১৫।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

উপনিষদের উপদেশ।

প্রথম অধ্যায়।

যম ও নচিকেতার উপাখ্যান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(প্রেয় ও শ্রেয়োমার্গ)

পুরাকালে গৌতম নামক একজন মহর্ষি * উন্নত স্বর্গলোক প্রাপ্তির আশায়, 'বিশ্বজিৎ' নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই গৌতমেরই পিতা, দরিদ্রদিগকে অন্ন পানাদি দান করার নিমিত্ত, ভারতে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

---

* বিশ্বজিৎ যজ্ঞটী প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় নৃপতিরাই অনুষ্ঠান করিতেন, এই জন্য কেহ কেহ এই গৌতমকে ক্ষত্রিয় রাজা মনে করেন। কিন্তু ইঁহাকে পরে, 'আরুণি

মহর্ষি গৌতম এই যজ্ঞে, সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি গৌতমের, নচিকেতা নামে, একটী অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল। গৌতম, যজ্ঞ সমাপনান্তে, যখন যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ কয়েকটী গাভী দান করিতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে নচিকেতা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"পিতা সর্ব্বস্ব দান করিয়া, যজ্ঞের দক্ষিণার্থ যে সকল গাভী দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এ গাভীগুলি ত দেখিতেছি নিতান্তই অকর্ম্মণ্য। এই গাভীগুলি সকলেই অতি বৃদ্ধ হইয়াছে—ইহারা সকলেই জরাগ্রস্ত, তৃণাদি ভক্ষণ করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ইহাদের বিলুপ্ত হইয়াছে! পিতা এরূপ গাভী দান করিতে উদ্যত হইলেন কেন? আমি শুনিয়াছি, যাঁহারা দক্ষিণার্থ এরূপ দান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পরকালে সুখবর্জ্জিত লোক-সকলে গতি হইয়া থাকে।" নচিকেতা আপন চিত্তে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, পিতৃ-সম্পাদিত যজ্ঞের অঙ্গ-ভঙ্গ-ভয়ে ভীত হইয়া, পিতার নিকটে বিনীত-ভাবে উপস্থিত হইল এবং মৃদুস্বরে নিবেদন করিল—"পিতঃ! এই গাভীগুলির সহিত, আমাকেও কি দান করিবেন না"? পিতা, প্রথমবারে, পুত্রের কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। পুত্র, পুনরায় সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

ঔদ্দালক' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ছান্দোগ্যে আমরা অরুণ-পুত্র উদ্দালকের নাম দেখিতে পাই। আমাদের বোধ হয় ইনি সেই উদ্দালক। শ্বেতকেতুও ইহারই পুত্রের নাম।

এইরূপে তিন চারিবার ক্রমাগত পুত্র, পিতাকে ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে, মহর্ষি গৌতম পুত্রের উপরে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন এবং ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ! আমি তোমায় যমকে দান করিলাম"! নচিকেতা পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিল—"আমি ত পিতার সকল পুত্রের মধ্যে নিতান্ত নির্গুণ পুত্র নহি, তথাপি পিতা আমার উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? যাহা হউক্, ক্রোধবশতঃই হউক্, বা অপর কারণেই হউক্, পিতা যে কথা মুখে উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল হওয়া উচিত নহে। পিতার বাক্য যাহাতে নিষ্ফল না হয়, পিতা যাহাতে বাক্য-ভ্রষ্ট না হন, তাহা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। আমি মৃত্যুলোকের অধীশ্বর যমদেবতার নিকটে গমন করিব।"

নচিকেতা এই সংকল্প করিয়া, যম-ভবনে গমন করিল। নচিকেতা যে সময়ে যম-ভবনে উপস্থিত হইল, যম তখন স্বগৃহে ছিলেন না। সুতরাং নচিকেতাকে কেহ সম্ভাষণ করিল না। তিন দিবস কাল নচিকেতা যম-ভবনের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া, যমের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তিন দিন পরে, যম স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, জ্বলদগ্নি-সদৃশ একটী তেজস্বী ব্রাহ্মণ-বালক অতিথি রূপে গৃহে উপস্থিত আছে; তাহার অদ্যাবধি কোন সম্ভাষণ করা হয় নাই। যম, অতিথি-সৎকার হয় নাই শুনিয়া আশঙ্কিতচিত্তে, নচিকেতার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—"তোমাকে নর-

লোকের ব্রাহ্মণ-বালক বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি আমার গৃহে আজ তিন দিন পর্য্যন্ত সংকৃত হও নাই। ইহাতে আমার প্রত্যবায় সঞ্চিত হইয়াছে। অতিথি, গৃহস্থের গৃহে অসংকৃত থাকিলে, গৃহীর যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া ও দানাদিজনিত পুণ্য নিষ্ফল হইয়া যায়,—গৃহী পাপগ্রস্ত হইয়া, কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন-জনিত প্রত্যবায়ে, স্বর্গভ্রষ্ট হয়। আমার উপরে প্রসন্ন হও; পাদ্যা-সনাদি গ্রহণ কর। প্রিয়-দর্শন! তুমি তিন দিন আমার গৃহে অসৎ-কৃত অবস্থায় উপস্থিত রহিয়াছ, সুতরাং আমি তোমায় তিনটী বর প্রদান করিব। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর; আমি তোমায় তাহাই প্রদান করিতেছি।"

নচিকেতা, যমকে নমস্কার করিয়া, যুক্তকরে নিবেদন করিল—"হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন তাহাই আমার পক্ষে বরলাভ সদৃশ হইল। তথাপি, আপনার আদেশানুসারে, আমি আপনার নিকটে তিনটী বর প্রার্থনা করিতেছি। আমার পিতা আরুণি গৌতম, আমায় প্রেতলোকে প্রেরণ করিয়া, চিন্তাকুল ও ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। তিনি আমার অতিশয় নির্ব্বন্ধ দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়াই, এই লোকে আসিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিয়া-ছিলেন। যমরাজ! আমি যখন এই লোক হইতে ফিরিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে উপস্থিত হইব, তখন যেন পিতা আমাকে চিনিতে পারেন এবং তিনি যেন আমার প্রতি পূর্ব্ববৎ সস্নেহ

ও প্রসন্ন হন। আপনার নিকটে আমার এই প্রথম প্রার্থনা"। যমরাজ, নচিকেতাকে তাহাই প্রদান করিলেন।

নচিকেতা পুনরায় নিবেদন করিল—"হে যমরাজ! আমার আর একটী প্রার্থনা আছে। আমি "অগ্নি-বিদ্যার" প্রার্থী। আপনি যে লোকের অধীশ্বর, ইহা স্বর্গলোক। এ লোকে রোগশোকাদির পীড়া নাই, কোন প্রকার ভয় নাই। মর্ত্ত্যলোকের ন্যায়, এই লোকে জরা-মরণ-জনিত কোন ক্লেশ নাই। এই দিব্যলোকের অধিবাসীবর্গ তৃষ্ণা-পাশ অতিক্রম করিয়া, দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। কি সাধনের প্রভাবে, এই লোকের অধিবাসী হইতে পারা যায়? আমি শুনিয়াছি যাঁহারা "অগ্নি-বিজ্ঞান" অবগত আছেন, তাঁহারাই এই লোকে আসিতে পারেন। দয়া করিয়া সেই অগ্নিবিদ্যার প্রণালী কীর্ত্তন করুন"। যম বলিলেন—"বিরাট্ পুরুষই অগ্নিনামে বিদিত। এই সর্ব্বব্যাপী বিরাট্ পুরুষের যাঁহারা যথাবিধি উপাসনা করেন, তাঁহারাই এই স্বর্গলোকে স্থান পাইবার উপযুক্ত। এই বিরাট পুরুষ—অগ্নি, বায়ু, আদিত্যরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন; ইনিই জীবের বুদ্ধি-গুহায় * নিয়ত অবস্থিত। বৈদিক যজ্ঞে, যে অগ্নিতে হোমাদি ক্রিয়া সম্পাদিত করা যায়, সেই অগ্নিকে বিরাট্রূপে ভাবনা করিবে। কিন্তু

* বুদ্ধিগুহা কাহাকে বলে, তাহা পরে বলা হইয়াছে।

ইহা সকাম যজ্ঞ। যাঁহারা স্বর্গলোকাদি প্রাপ্তির উদ্দেশে, বাহ্যিক দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে, বিরাট্ পুরুষের ভাবনা করেন, তাঁহারা ভাবনাত্মক যজ্ঞ সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তির কামনা থাকা প্রযুক্ত, এই উপাসনা সকাম-উপাসনা।* ইহার ফল স্বর্গলোক প্রাপ্তি"। যমরাজ এই বলিয়া, নচিকেতাকে সেই "অগ্নি-বিদ্যার" তত্ত্ব বলিয়া দিলেন। যতগুলি ইষ্টকখণ্ড

---

* শ্রুতিতে, (১) কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, (২) কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের অনুষ্ঠান-কারী, এবং (৩) কেবল জ্ঞানানুষ্ঠানকারী——এই তিন প্রকারের উপাসনা ও উপাসক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহারা নিতান্তই সংসারনিমগ্ন, কেবলমাত্র প্রবৃত্তিবশে পরিচালিত, যাহারা পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই সংবাদ রাখে না, ঈদৃশ ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা বাপীকূপাদির খননাদি ও পরার্থ দানাদি দ্বারা শুভকর্ম্মের কিছু কিছু আচরণ করিয়া থাকে,—ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু উন্নত। আর যাঁহারা তদপেক্ষাও কিছু উন্নতচিত্ত, তাঁহারা আপনার সাংসারিক লাভের উদ্দেশে বা পরলোকে স্বর্গাদি সুখলাভের প্রত্যাশায় দেবতার যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ারত,—ইহারা কেবল-কর্ম্মী বলিয়া কথিত। কেননা, এখনও ইহাদের ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে নাই, ইহারা দেবতাবর্গকে ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' পদার্থ বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু যাঁহারা আরো মার্জ্জিত চিত্ত, তাঁহারা অগ্ন্যাদি দেবতাতে এবং যজ্ঞের উপকরণে ও যজ্ঞাদিতে ব্রহ্মেরই স্বরূপ—শক্তিমহিমাদির আরোপ করিয়া লন; ইহারা কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় করিয়া লইয়াছেন। এইপ্রকারে ইহাদের চিত্তে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ইহারা সর্ব্বপদার্থে, সকল ক্রিয়ায়, সর্ব্বত্র ব্রহ্মেরই মহিমা ঐশ্বর্য্যাদির ভাবনা করিতে থাকেন;—ইহারাই পরে দ্রব্যাত্মক বাহ্যিক যজ্ঞ ছাড়িয়া দিয়া, অন্তরে ভাবনাত্মক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। ইহারা বাহিরে ও ভিতরে সকল পদার্থকে ব্রহ্ম-ঐশ্বর্য্য বোধে এবং বাহিরের ও ভিতরের সকল ক্রিয়ায় অন্তর্যাগ বা ভাবনাত্মক যজ্ঞ করেন। ইহারাও কর্ম্ম ও

দ্বারা সংখ্যা রাখিয়া * এবং পিতা, মাতা ও আচার্য্যের যে প্রকার উপদেশ লইয়া, এই অগ্নিবিদ্যার উপাসনা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে, যম তৎসমস্তই নচিকেতাকে যথাবিধি বলিয়া দিলেন। যম আরো বলিয়া দিলেন যে এই অগ্নিবিদ্যা নচিকেতার নামেই প্রসিদ্ধ হইবে। এই অগ্নিবিদ্যা বলিয়া দিয়া তৃতীয় বরটী প্রার্থনা করিবার জন্য যম, নচিকেতাকে আহ্বান করিলেন।

নচিকেতা অতিশয় বিনীতভাবে যমের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিল—"হে দেবশ্রেষ্ঠ! হে ধর্ম্মরাজ! আমি আত্ম-জ্ঞান প্রার্থী। আমাদের মর্ত্ত্যভূমিতে এই আত্মার বিষয়ে নানা প্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আত্মা—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড়বর্গ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মৃত্যুতেও এই আত্মার ধ্বংস হয় না। আবার কেহ বা এই

জ্ঞানের সমুচ্চয়কারী সাধক। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে "অগ্নি-বিদ্যা" বা বিরাটের উপাসনা কথিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত সাধক তাঁহারাই, যাঁহারা কেবল ধ্যানযোগে ও বিচার দ্বারা জ্ঞানের অভ্যাস করেন; অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বত্র সাক্ষীরূপে অবস্থিত নিগুর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ ভাবনা করিয়া থাকেন। ইঁহারাই কেবল-জ্ঞানী বলিয়া কথিত। ক্রমে ইঁহাদের পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হয়। এ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়, প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে।

* দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে পুরাকালে ইষ্টক রাখিয়া, কতবার যজ্ঞ সম্পাদিত হইল, তাহার সংখ্যা রাখা হইত। ভাবনাত্মক যজ্ঞে, ইষ্টকের আবশ্যক করে না। দিবা ও রাত্রি ভেদে একবৎসরে ৭২০ বার ভাবনাত্মক যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়; অতএব এই যজ্ঞের ৭২০ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুই প্রকার প্রমাণের দ্বারা এই আত্ম-বস্তুকে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। কেন না, পরলোকের কথা প্রত্যক্ষের অগোচর, সুতরাং ইহা অনুমানেরও বহির্ভূত। যমরাজ! যদি ভাগ্যক্রমে আপনার ন্যায় দেবশ্রেষ্ঠের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি, তবে আমাকে আপনি এই আত্মার স্বরূপ কি প্রকার, এই তত্ত্বটী বলিয়া দিয়া কৃতার্থ করুন্। ইহাই আপনার নিকটে আমার তৃতীয় বর। যদি আমার উপরে আপনার স্নেহ জন্মিয়া থাকে, তবে আমাকে এই বরটী প্রদান করুন্"।

যম—নচিকেতার কথা শুনিয়া বিস্মিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন—"প্রিয় নচিকেতা! তুমি যাহার বিষয় জানিতে চাহিলে, উহা বড় দুরূহ ও সূক্ষ্ম বিষয়। দেবতারাও এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই। তুমি এ বিষয়ে নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য বর প্রার্থনা কর"। নচিকেতা যমবাক্য শ্রবণে অতীব ক্ষুব্ধ হইল। অশ্রুপূর্ণ লোচনে, যুক্তকরে বলিতে লাগিল—"ধর্ম্মরাজ! আপনি দয়ালু বলিয়া নরলোকে পরিচিত। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। আমি আপনার ন্যায় উপদেষ্টা আর কোথাও পাইব না। এই আত্মজ্ঞানই একমাত্র পুরুষার্থ সাধক। ইহাই কল্যাণকর। আমি এই আত্মজ্ঞানের উপদেশ আপনার নিকটে না শুনিয়া ছাড়িব না। এই প্রার্থনাটী আপনাকে পূরণ করিতেই হইবে"।

বালকের মুখে ঈদৃশ সনির্ব্বন্ধ কথা শুনিয়া যমরাজ মনে মনে নচিকেতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উহার যোগ্যতা পরীক্ষার্থ বলিতে লাগিলেন—"সৌম্য! আমি তোমার এ প্রার্থনা পূরণ করিতে পারিব না। তুমি এই প্রকার অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। এতদ্ভিন্ন তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই তোমাকে দিব। নচিকেতা! আমি তোমাকে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিতেছি। শত শত হস্তী ও অশ্ব সর্ব্বদা তোমার দ্বারে বাঁধা থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। ধন-রত্ন, মণি-মাণিক্য, যাহা তোমার অভিলাষ হয়,—প্রার্থনা কর; আমি সমুদয়ই তোমাকে দিব। যাহাতে বহু সংখ্যক বৎসর জীবিত থাকিয়া, এই সকল সমৃদ্ধি ভোগ করিতে পার, তাহারও বিধান করিতেছি। এইগুলি লইয়া সন্তুষ্ট হও, এবং পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এই সকল ভোগ করিতে থাক। তোমাদের মনুষ্য-লোকে যতপ্রকারে সুখভোগ সম্ভব এবং দেবলোকেরও যাবতীয় সুখভোগের সামগ্রী আমি তোমায় প্রদান করিতেছি।

নচিকেতা! তোমার সম্মুখে চাহিয়া দেখ। ঐ যে কিঙ্কিনী-নাদযুক্ত, শ্বেত-হয়-বিভূষিত রথসমূহ দেখিতেছ, আমি এ গুলি তোমাকে দিব বলিয়াই আনাইয়াছি। ঐ যে সুশোভিত পুরুষ সকল তূর্য্য-ধ্বনি করিতেছে, ইহারা এখনই আমার আদেশে তোমার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইবে। ঐ যে

কঙ্কন-নিনাদ ও নূপুর-সিঞ্জন শুনা যাইতেছে, উহারা রমণী-গণের ভূষণ-রব। এই সকল মধুর-হাসিনী রমণী, কেবল তোমার আদেশ অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নরলোকে ঈদৃশ রমণী দুর্লভ। ইহারা এখনই তোমারই সেবার্থ নিযুক্ত হইবে। তুমি এই সকল লইয়া নরলোকে চলিয়া যাও এবং পরমসুখে কালযাপন কর"।

এই বলিয়া যম নীরব হইলে, নচিকেতা অক্ষুব্ধ মহাহ্রদের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত যমকে নিবেদন করিল—"ধর্ম্মরাজ ! আমার উপরে একি বিধান করিতেছেন ? এ সকল ধন-সম্পত্তি বিষয়-বিভব লইয়া আমি কি করিব? আমি এগুলি চাইনা ; এই সকল রথ, বাহন, পরিচারিকা, ধন, রত্ন—এ সকল আপনারই থাকুক্। এ গুলিতে আমার প্রয়োজন নাই। বিত্ত দ্বারা কাহার কবে মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে ? এক কামনা পূরণ করুন্, অন্যপ্রকার কামনা তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিবে। ধর্ম্মরাজ ! ভোগের কি তৃপ্তি আছে ? আরও দেখুন্, ভোগের দ্রব্যগুলি নিয়ত চঞ্চল ; উহারা আজ আছে, কাল নাই। ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও সামর্থ্যই বা কতদিন থাকে ? ভোগ করিতে করিতে, অল্পদিন পরেই ইন্দ্রিয়গুলি সামর্থ্য হারাইয়া ফেলে। আর, মনুষ্যের আয়ুই বা কতদিন ? একদিন ত অবশ্যই এ দেহের সঙ্গে সঙ্গে ভোগের দ্রব্যগুলিও ছাড়িয়া আসিতে হইবে !! আমার এ ভোগ-বাসনায় কাজ নাই। যখন আপনার দয়া পাইয়াছি, তখন

আপনি যতদিন ইচ্ছা করিবেন, ততদিন অবশ্যই আমি জীবিত থাকিব। আপনি প্রসন্ন হউন! আমার প্রার্থিত বরটী প্রদান করুন্। আমার চিত্ত ভোগ-লালসায় আকৃষ্ট নহে। এমন মূর্খ কে আছে যে জন্মজরামরণ-শীল নিকৃষ্ট মর্ত্ত্যভূমির অধিবাসী হইয়া, ভাগ্যবলে অজর, অমর দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়া, তাঁহার নিকট হইতে কেবলমাত্র ভোগবিলাসের প্রার্থনা করিবে? না যমরাজ! আমি আপনার সদৃশ মহাপুরুষের নিকটে এই অসার, চঞ্চল ভোগবাসনার তৃপ্তি লইয়া ফিরিতে পারিব না। আমায় আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করুন্। আপনার ন্যায় উপদেষ্টা আর আমি পাইব না। আমাকে সেই গূঢ়, সূক্ষ্ম, আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করুন্"।

যম,—বালকের ঈদৃশ দৃঢ়তা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতও হইলেন, চিত্তে বড় আনন্দেরও অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি বিষয়ে এরূপ অনাকৃষ্টচিত্ত বালককে ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও দেখেন নাই। যম নচিকেতাকে বলিতে লাগিলেন—

"নচিকেতা! সকল পুরুষের সম্মুখে দুইটি মার্গ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। একটীর নাম—প্রেয়-মার্গ; অপরটী—শ্রেয়োমার্গ বলিয়া পরিচিত। যাহারা সংসারের সুখ প্রার্থনা করে, তাহারা প্রেয়মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে। আর যাহারা মুক্তি প্রার্থনা করে, তাহারা শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করে। এই দুই মার্গের

দুই ভিন্ন ফল। এই প্রেয় এবং শ্রেয়ঃ—এই অবিদ্যা এবং বিদ্যা—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী। একই পুরুষ একই সময়ে, উভয়মার্গ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহারা অদূরদর্শী, বিমূঢ়চিত্ত,—তাহারাই এই প্রেয়মার্গের পথিক হয়; আর যাঁহারা আত্মার প্রকৃত কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই এই শ্রেয়োমার্গে প্রবিষ্ট হন। প্রত্যেক লোকের নিকটেই, এই প্রেয় এবং শ্রেয় একত্র উপস্থিত হইয়া থাকে। হংস যেমন দুগ্ধ-মিশ্রিত জল হইতে, জল পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধই গ্রহণ করিয়া থাকে;—ধীর, বিবেচক ব্যক্তিও তদ্রূপ গুরু-লঘু বিবেচনা করিয়া, কেবল শ্রেয়োমার্গটীকেই বাছিয়া লন, প্রেয়-মার্গটীকে পরিত্যাগ করেন। যাহারা মন্দবুদ্ধি, তাহারাই হিতাহিত বিবেচনায় সমর্থ নহে; ইহারা, আশু সুখকর এবং পুত্রবিত্তাদিলাভজনক প্রেয়-মার্গটীকেই অবলম্বন করে।

আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, তোমার গলায় এই বিত্তময়ী মালা পরাইয়া দিতেছিলাম—নানাবিধ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ভোগ্য-পদার্থের প্রলোভনে তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে-ছিলাম;—কিন্তু তুমি এই মালিকা অনায়াসে ফেলিয়া দিলে;—তুমি ধনজনাদির প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলে না! ইহাতে তোমার বুদ্ধিমত্তাই প্রকাশ পাইতেছে। প্রেয়-মার্গের ফল—সংসার; শ্রেয়োমার্গের ফল—মুক্তি। তুমি মুক্তিমার্গই গ্রহণ করিয়াছ। তোমার চিত্ত ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতেছি।

এক অন্ধ, অপর এক অন্ধকে যদি পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে যেমন উভয়েই পথভ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং কুমার্গে পতিত হয়, এইরূপ যে সকল মূঢ়, সংসারাচ্ছন্ন ব্যক্তি কেবলমাত্র পুত্র-পশু, বিত্ত-বিভবাদির প্রাপ্তির আশায় নিয়ত ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহারা শত শত তৃষ্ণাপাশ দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ঘনীভূত অবিদ্যান্ধকারে গাঢ়রূপে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। ইহারা আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া আপনাকে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিতে থাকে, কিন্তু ইহাদের তুল্য মূর্খ ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেহ নাই। ইহারা পরলোকের কোন খবর রাখে না, সুতরাং পরলোকে সদ্গতিলাভার্থ কোন প্রকার সাধন অবলম্বন করাও আবশ্যক বলিয়া মনে করে না। ইহারা কেবল ইহলোককেই সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে এবং ইহলোকের ধন-জন, বিষয়-বিভব প্রাপ্তিকেই একমাত্র পরম লাভ বলিয়া তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া পড়ে। ইহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মরণ-ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে। হায়! এ সংসারে সহস্রের মধ্যে একজনও আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না! ইহারা অতিশয় হতভাগ্য!! অতি অল্পসংখ্যক লোকই আত্মার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়; অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এই আত্মার বিষয়ে উপদেশ শুনিতে চায় বা আত্মবিষয়িনী কথায় চিত্ত নিবিষ্ট করে। আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টার সংখ্যাও পৃথিবীতে বড় বিরল। বাস্তবিক পক্ষে, এই আত্মার ধারণা করা বড়ই কঠিন

ব্যাপার; আত্মার অস্তিত্ব আছে কি নাই; আত্মা এক কি বহু; আত্মা নির্ব্বিকার কি বিকারী;—এই সকল বিবিধ মত-বাদের মধ্য হইতে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নিশ্চিত করিয়া লওয়া যাহার তাহার কাজ নহে। ইহা অতি সূক্ষ্ম ও দুরূহ। সম্যক্‌দর্শী আচার্য্যের উপদেশ ব্যতিরেকে এবং আত্মবিষয়ে যাবজ্জীবন পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও মনন ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। আত্মা সর্ব্বপদার্থেই অনুপ্রবিষ্ট এবং এক; সকল ভূতের অভ্যন্তরস্থ আত্মা এবং আমার আত্মা একই বস্তু;—এই প্রকার ধারণা ব্যতীত আত্মার স্বরূপ সহজে বোধগম্য হইবার অন্য কোন উপায় নাই। আত্মা তর্কের বিষয়ীভূত নহেন—কেননা, তর্কের দ্বারা বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। কেবল তর্ক ও যুক্তিদ্বারা আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায় না। শ্রুতির উপদিষ্ট মার্গ দ্বারাই কেবল আত্ম-বিষয়ক তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইতে পারে। শ্রুতির অনুগামী যুক্তিকে অবলম্বন করিলে, তবে আত্মার স্বরূপ বোধগম্য হইয়া থাকে। নচিকেতা! তুমি সেই শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করিয়াছ। তোমার চিত্তের চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়াছে। শ্রুতির উপদেশ তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিবে। তোমার তুল্য দৃঢ়চিত্ত শিষ্যও সংসারে বড় দুর্লভ।

অনিত্য বৈষয়িক কামনা দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়

না। আমি নিজে এ কথা জানিতাম। কিন্তু তথাপি আমি কামনার হস্ত হইতে একেবারে উদ্ধার পাইতে পারি নাই। আমার সাধনায় ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি-কামনা বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই, আমি স্বর্গলোকে যমের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির বাসনা দূর করিয়া দিয়া, যদি কেবলমাত্র পরিপূর্ণ অদ্বয় ব্রহ্মলাভ-কামনা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি একেবারে মুক্ত হইয়া যাইতে পারিতাম। আমি স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশে, তোমার নামে যে 'অগ্নিবিদ্যা' প্রসিদ্ধ হইল, সেই 'অগ্নিবিদ্যা'র উপাসনা করিয়াছিলাম; তাহারই ফলে এই উন্নত স্বর্গে আমি প্রেতলোকের অধীশ্বর যম হইয়াছি জানিবে। কিন্তু স্বর্গপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসাধনার নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য মাত্র। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

ব্রহ্মপদার্থে সকল কামনা পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। লোকে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ের কামনা কেন করিবে? ব্রহ্মসত্তা হইতে কোন পদার্থেরই ত স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব——————সকল পদার্থেরই * ব্রহ্মই একমাত্র আশ্রয়। কেন না, ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত সত্তা কোন পদার্থেরই নাই। লোকে যত প্রকার যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া

* অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব পদার্থ কাহাকে বলে, অবতরণিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ।

থাকে, সকল যজ্ঞের গতিই এই ব্রহ্মপদার্থ *। লোকে না বুঝিয়া ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বোধে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। এই ব্রহ্মবস্তুই অণিমাদি সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়। জগতের সকল পদার্থ, ইহাঁরই ঐশ্বর্য্য—ইহাঁরই বিভূতি মাত্র। ইঁহা হইতে কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই। ইনি সকলের বরণীয়। ইনিই আত্মার প্রতিষ্ঠান-ভূমি। নচিকেতা! তুমি অপর সকল পরিত্যাগ করিয়া, ধীরতার সহিত, এই ব্রহ্মবস্তুতে আকৃষ্ট হইয়াছ। তোমার তুল্য স্থির-বুদ্ধি গুণবান্ ব্যক্তি আমি অপর কাহাকেও দেখি নাই।

আত্মবস্তু অতিশয় সূক্ষ্ম, সুতরাং ইহাঁর অনুভূতি লাভ করা বড়ই কঠিন। শব্দস্পর্শরূপরসাদি দ্বারা এই নির্ব্বিকার আত্মপদার্থ সমাবৃত হইয়া পড়িয়াছেন। লোকে এই সকল শব্দস্পর্শাদি প্রাকৃত পদার্থ লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ে; এ সকলের অন্তরালবর্ত্তী আত্মবস্তুর আর কোন অনুসন্ধান করে না। ইনি সকলের বুদ্ধিগুহায় অবস্থিত—বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী ও প্রেরকরূপে অবস্থান করিতেছেন। শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া—বিষয়বর্গ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া লইয়া—অধ্যাত্মযোগের † অবলম্বন করিয়া, এই আত্মপদার্থের নিয়ত

* গীতাতেও এরূপ কথা আছে। "তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্"।

† অধ্যাত্মযোগের বিবরণ সপ্তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

ভাবনা করিলে, হর্ষ-শোকের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। আত্মা—শরীরাদি সকল পদার্থ হইতেই স্বতন্ত্র। এই মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য, এই পরম সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বকে জানিতে পারিলে, সাংসারিক হর্ষ-শোকের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া, পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া যাইতে পারে। ইহারই নাম শ্রেয়োমার্গ। নচিকেতা! তোমার পক্ষে এই শ্রেয়োমার্গের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে। তুমি অনায়াসে এই মার্গে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে"।

নচিকেতা যমের মুখে এই সকল তত্ত্বকথা শুনিয়া, তাঁহাকে বলিল—"ধর্ম্মরাজ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার যোগ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে আমাকে একটী তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করুন্। আপনার নিকটে আমার একটা প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্নটার উত্তর প্রদান করুন্। ভগবন্! যিনি কর্ম্মানুষ্ঠানফলের অতীত; যিনি কার্য্য এবং কারণ—উভয়েরই অতীত; যিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ—সকল কাল হইতে স্বতন্ত্র: সেই সর্ব্বাতীত ব্রহ্মবস্তু কি প্রকার? আপনি অবশ্যই এই ব্রহ্মবস্তুর সমুদয় তত্ত্ব অবগত আছেন। আপনার প্রসাদে, আমিও সেই মহাতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে শ্রেয়োমার্গের কথা বলিলেন, কি উপায়ে এই মার্গে প্রবেশ করিতে পারা যায়, আমাকে তাহাও বলিয়া দিতে হইবে"।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(শ্রেয়োমার্গে প্রবেশের সাধন।)

পরলোকের অধীশ্বর মহামতি যম, নচিকেতার চিত্তের দৃঢ়তা দেখিয়া এবং তাহার মুখে এই প্রকার প্রশ্ন শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। যম ইতঃপূর্ব্বে, মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবের নিকট হইতে, ব্রহ্ম-বিষয়ক এতাদৃশ আগ্রহ আর কোথাও লক্ষ্য করেন নাই। বিশেষতঃ, বয়সে নচিকেতাকে বালক বলিলেই হয়। যম দেখিলেন, এই উদ্যমশীল শ্রীমান্ বালক, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ধন-জনাদি পদার্থে একেবারে অনাকৃষ্ট ; ইহার চিত্ত কেবল ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভের জন্যই নিতান্ত ব্যাকুল। এই নরলোকবাসী বালকের মুখে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়িণী তত্ত্বকথা শুনিয়া, যম নিতান্ত বিমুগ্ধ হইলেন এবং অতীব আহ্লাদিত চিত্তে, নচিকেতাকে বলিতে লাগিলেন—

"প্রিয় নচিকেতা! তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, উপনিষদাদি গ্রন্থ-সমূহে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সেই বিষয়ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উপনিষদে ব্রহ্মলাভের বিবিধ প্রণালী কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মবিদ্যা-সাধনের কথাই সাধারণভাবে বলিয়া দিতেছি। যাঁহারা একাগ্র-

চিত্তে, কেবলমাত্র বিচার ও অনুসন্ধানের বলে * পূর্ণ ও অদ্বয় জ্ঞান-লাভে সমর্থ হন না, তাদৃশ ব্যক্তিদিগের জন্য ওঁকারাদি অবলম্বনে ব্রহ্মদর্শনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের যথাযথ শাসন, ব্রহ্মচর্য্য-পালন এবং সত্যপরায়ণতা প্রভৃতির সাহায্যে † এবং ভাবনাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠানাদি ‡ দ্বারা প্রথমে বিষয়াচ্ছন্ন অন্তঃকরণের মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য। এই সকলের অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা § অপগত হইতে থাকিলে, সেই চিত্ত ব্রহ্ম-ধারণার যোগ্য হইয়া উঠে। এ সকল অনুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য—অদ্বয় ব্রহ্মপদ-লাভ। পৃথিবীতে যে সকল পদার্থ দেখিতে পাও, সকলেরই 'নাম' এবং 'রূপ' আছে। নাম অথবা রূপহীন পদার্থ জগতে নাই। এই সকল রূপাত্মক পদার্থের অবলম্বন করিয়াই হউক্, অথবা নামাত্মক (শব্দাত্মক) পদার্থাবলম্বনেই হউক্, ব্রহ্ম-চিন্তা করা যাইতে

* দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ব্রহ্ম-সাধনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিচার এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুসন্ধানই উৎকৃষ্ট সাধকের পক্ষে বিহিত সাধন। এ সম্বন্ধে সেই পরিচ্ছেদটী দেখা কর্ত্তব্য।

† দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে, ব্রহ্মসাধনের 'সহায়' গুলির কথা আছে।

‡ ভাবনাত্মক যজ্ঞ—সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের 'অবতরণিকা' এবং 'সপ্তান্নবিদ্যা' দেখ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদেও ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

§ আমাদের চিত্ত, শব্দস্পর্শাদির বোধ, বৈষয়িক কামনা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন। এই গুলিই চিত্তের মল।

পারে। যতপ্রকার শব্দ জগতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ওঁকারই সর্ব্বপ্রকার শব্দের মূল। ওঁশব্দটী সাক্ষাৎরূপে ব্রহ্মের বাচক *। এই শব্দটী দ্বারা কেবল ব্রহ্মপদার্থ ই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সুতরাং এই শব্দটীকে অবলম্বন করিলে, এতদ্দ্বারা ব্রহ্মপদার্থের অনুভব-লাভ সহজ হয়। একাগ্রচিত্তে, বিষয়-চিন্তা না করিয়া, অন্তরে এই ওঁ শব্দের উচ্চারণে, ব্রহ্মচৈতন্য স্ফুরিত হইয়া উঠেন—ব্রহ্মভাব জাগরিত হইয়া উঠে। তখন আর বিষয়বর্গ স্ফুরিত হয় না। সুতরাং এই শব্দটীর উচ্চারণে যে ব্রহ্মতত্ত্ব ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ হয়, সেই তত্ত্বে মনোনিবেশ করিলে, ক্রমশঃ চিত্তে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যে সকল ব্যক্তি এ প্রকারেও ব্রহ্মচৈতন্যের অনুসন্ধান পান না, যাঁহাদের চিত্ত প্রথমোক্ত সাধকদিগের চিত্ত অপেক্ষা অধিকতর বহির্মুখ, তাঁহারা এই ওঁ শব্দটীকেই ব্রহ্ম ভাবিয়া ধ্যান করিবেন। এই শব্দটী ব্রহ্মের বাচক; সুতরাং এই শব্দে

* যে শব্দটী উচ্চারণ মাত্র যাহা স্ফুরিত হইয়া উঠে, ভাসিয়া উঠে,—তাহাই ঐ শব্দটীর 'বাচ্য'। ওঁ শব্দোচ্চারণে ব্রহ্মই ভাসিয়া উঠেন; সুতরাং এই শব্দটী ব্রহ্মেরই বাচক। শব্দদ্বারা উচ্চারিত হইয়াই পদার্থের বোধ হয়। অতএব শব্দ, সকল-পদার্থে অনুগত হইয়া আছে। অন্যান্য সকল শব্দের মূল ওঁ শব্দ। সকল শব্দই ওঁ শব্দের বিকৃতাবস্থা মাত্র। "বাগনুরক্তবুদ্ধিবোধ্যত্বাৎ বাঙ্‌মাত্রং সর্ব্বম্। বাগ্জাতঞ্চ সর্ব্বমোঙ্কারানুবিদ্ধত্বাৎ ওঁকারমাত্রম্"—আনন্দগিরি। "সমাহিতেন ওঁকারোচ্চারণে যদ্বিষয়ানুপরক্তং সংবেদনং (জ্ঞানং) স্ফুরতি, তদোঙ্কারমবলম্ব্য তদ্বাচ্যং ব্রহ্মাস্মীতি ধ্যায়েৎ, তত্রাপি অসমর্থঃ ওঁশব্দে এব ব্রহ্মদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ"—আং গিং।

ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে অভ্যাস করিলে, তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ অন্তর্মুখ হইতে থাকিবে। এইভাবে ব্রহ্মোপাসনা বা ব্রহ্মদৃষ্টির নাম "প্রতীকোপাসনা"। ইহাদ্বারা এই ফললাভ করা যায় যে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মভাবনা করা যায়, ক্রমে আর সেই অবলম্বনের—প্রতীকের—প্রাধান্য থাকে না; ভাবনা উত্তম পরিপক্ক হইলে, অবলম্বনটা চলিয়া গিয়া, কেবলমাত্র ধ্যেয় পদার্থেরই নিয়ত অনুভূতি হইতে আরম্ভ হয় *। সুতরাং সাধকের পক্ষে, এই ওঁ শব্দ অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত দুই প্রকার পদ্ধতির মধ্যে, সামর্থ্যানুসারে একতর পদ্ধতি অনুসারে

* প্রতীকোপাসনায় অন্য পদার্থের (অবলম্বনটার) বোধ প্রথমেই তিরোহিত হয় না। বেদান্তদর্শনের "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" (৪।১।৪) এই সূত্রে প্রতীকোপাসনার কথা আছে। "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত", "আদিত্যো ব্রহ্মেতি আদেশঃ", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", ইত্যাদি দ্বারা প্রতীকোপাসনা কথিত হইয়াছে। সর্ব্বপদার্থে ব্রহ্মানুভূতিই ইহার লক্ষ্য। "যে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বানি ব্রহ্মদৃষ্ট্যা উপাসতে, তে প্রতীকোপাসকাঃ" (বিজ্ঞানভিক্ষু, বেদান্তভাষ্য)। প্রতীকোপাসনায় পদার্থের স্বাতন্ত্র্য-বোধ একেবারে তিরোহিত হয় না। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, এই প্রকার সাধকের "কার্য্য-ব্রহ্মলোকে" গতি হয়। এইরূপে উপাসনা করিতে করিতে, পদার্থের স্বাতন্ত্র্য-বোধ ক্রমে অপগত হয়। তখন ইহাকে বেদান্তে "সম্পদুপাসনা" বলে। ইহা প্রতীকোপাসনা হইতে উৎকৃষ্টতর। "যে তু ব্রহ্ম 'বিশেষ্যং' কৃত্বা তৈঃ (চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বৈঃ) 'বিশেষণৈঃ' উপাসতে, যে বা কেবলব্রহ্মবিদ্বাংসঃ তে অপ্রতীকালম্বনাঃ" (বিজ্ঞানভিক্ষুঃ)। তখন আর পদার্থগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ নাই। তখন পদার্থগুলি 'বিশেষণের' ন্যায় হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাতেই পদার্থগুলির সত্তা, এই বোধে কেবল এক ব্রহ্মসত্তাই ভাসিতে থাকে। বিজ্ঞানভিক্ষুমতে, সম্পদুপাসক এবং কেবল নির্গুণোপাসকদিগের

ব্রহ্মভাবনা করা কর্ত্তব্য। এই দুই প্রকার পদ্ধতির ভেদে, ধ্যেয় ব্রহ্মকেও "পর" ও "অপর" এই দুই প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহারা ওঁ শব্দটীতেই ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্রহ্ম—অপর ব্রহ্ম। আর যাঁহারা অন্তরে ওঁ শব্দোচ্চারণে অভিব্যক্ত ব্রহ্ম-চৈতন্যকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম। চিত্তের ধারণার সামর্থ্য-অনুসারে, ব্রহ্মের এই দুই প্রকার সাধন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য শব্দ অপেক্ষা এই ওঁ শব্দাবলম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা, উত্তম প্রণালী বলিয়া, ওঁ শব্দকে শ্রেষ্ঠ আলম্বন (অবলম্বন) বলা হয়। নচিকেতা! ওঁকারাবলম্বনে ব্রহ্মসাধন এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সংক্ষেপে বলিলাম। তুমি যে কার্য্য ও কারণের অতীত ব্রহ্মচৈতন্যের কথা জানিতে চাহিয়াছিলে, এখন তোমাকে তাহাই বলিব।

ব্রহ্মবস্তু জন্মমৃত্যুশূন্য। যাহার অবয়ব আছে, সেই বস্তুরই, অবয়বগুলির সংযোগ-বিয়োগবশতঃ, বিকার হইয়া থাকে; যাহা বিকারী তাহারই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। ব্রহ্ম নিরবয়ব বলিয়া, সর্ব্বপ্রকার বিকারবর্জ্জিত। ইনি সর্ব্বদাই অলুপ্তচৈতন্য-

"কারণব্রহ্মলোকে" গতি হয়। শঙ্করমতও এ মতের বিরোধী নহে। নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসকের অন্য এক প্রকার গতি বর্ণিত আছে। "ইহৈব প্রাণাঃ সমবনীয়ন্তে" ইত্যাদি। ইঁহারা সর্ব্বকামনাবর্জ্জিত;—ঐশ্বর্য্যদর্শনেরও কোন কামনা ইঁহাদের নাই; ইঁহারা পরিপক্ক অদ্বয়জ্ঞানী। কোন লোক-বিশেষে ইঁহাদের গতি হয় না।

স্বরূপ। চৈতন্য বা জ্ঞানই ইহাঁর স্বরূপ। ইনি নিত্য-সিদ্ধ বলিয়া, ইঁহার উৎপাদক কোন কারণ নাই। ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্রভাবে—ভিন্নরূপে—কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না *। অতএব আত্মচৈতন্যকে—অজ (জন্মরহিত), নিত্য-বর্ত্তমান এবং ক্ষয়াদি বিকারশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ইনি নিত্য, সুতরাং পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হইয়াও ইনি নূতন। যাহা অবয়বগুলির সংযোগাদি দ্বারা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়, তাহাকেই লোকে 'নূতন' বলে। আত্ম-চৈতন্যের সেরূপ বৃদ্ধি বা পুষ্টি হইতে পারে না। এই জন্যই ইনি পুরাতন। আবার, আত্ম-চৈতন্য সর্ব্বপ্রকার বিকারবর্জ্জিত বলিয়া, পুরাতন হইয়াও নূতন। দেহে অস্ত্রাঘাত করিলে যেমন দেহমধ্যস্থ আকাশের কোন ক্ষতি হয় না, আত্ম-চৈতন্যেরও তদ্রূপ কেহ কোন ক্ষতি করিতে পারে না †। শরীরের কোন বিকারের দ্বারা, আত্মার

---

* কেন না সকল পদার্থই ব্রহ্মসত্তা হইতে উৎপন্ন। সুতরাং কোন পদার্থেরই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই। ব্রহ্মসত্তাই সকল পদার্থে অনুগত। যাহাকে আমরা পদার্থের সত্তা বলিয়া মনে করি, উহা ব্রহ্মসত্তা মাত্র। কারণ-সত্তা হইতে কার্য্যের স্বতন্ত্র-সত্তা নাই। পাঠক, শঙ্করের কথা লক্ষ্য করিবেন।

† গীতায়ও এ ভাবের কথা আছে। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ"——ইত্যাদি (২।২৩)। ঠিক্ শ্রুতির অনুরূপ উক্তিও দৃষ্ট হয়। "য এনং বেত্তি হন্তারং, যশ্চৈবং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে"। ——২।১৯।

কোন বিকার হইতে পারে না। উভয়ে অত্যন্ত স্বতন্ত্র। শরীর—জড় এবং আত্মা—চেতন। শরীর—পরিণামী ও বিকারী ; আত্মা—নির্ব্বিকার, অপরিণামী। তত্ত্বদর্শী বুঝেন যে উভয়ে সংসর্গ হইতে পারে না। যে সকল অজ্ঞানমোহাচ্ছন্ন জীব—শরীরের সহিত আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া বোধ করে, শরীরই আত্মা এই বোধ যাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল, তাহারাই মনে করে যে আমি আজ অমুককে বধ করিলাম ; আবার পক্ষান্তরে যাহাকে বধ করা হইতেছে, সে ব্যক্তিও মনে করে—আমার শরীর বিনষ্ট হওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও বিনষ্ট হইল। ইহারা উভয়েই মোহান্ধ !! আত্মার প্রকৃত স্বরূপের তত্ত্ব ইহারা জানে না। আত্মা যে প্রকৃতপক্ষে আকাশের ন্যায় বিকারবর্জ্জিত, ইহারা তাহা অবগত নহে। এ সংসারের হর্ষশোকাদি কোন বিকারই আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগকে সংসার আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিরাই সংসার-পাশে বদ্ধ হয়। কেননা তাহারা সংসারাতীত নির্ব্বিকার আত্মার প্রকৃত স্বরূপের তত্ত্ব অবগত নহে।

যাহারা কেবল বিষয়-বাসনা-রত, তাহারা কদাপি আত্ম-তত্ত্বকে জানিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা বিষয়ের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা কেবল আত্মলাভের কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের বিষয়-প্রবণতারূপ চাঞ্চল্য দূর করিয়া

দিয়া *, শান্ত সমাহিত চিত্তে, আত্মার তত্ত্ব অনুভব করিতে থাকেন। দর্শন, শ্রবণ, মননাদিই আত্মার অস্তিত্বের পরিচায়ক চিহ্ন। দর্শন-শ্রবণাদি বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা, অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। জগতে যত কিছু সূক্ষ্মপদার্থ দেখিতেছ, আত্মপদার্থ তাহাদের সকলের অপেক্ষা সূক্ষ্মতম। জগতে যত কিছু বৃহৎ ও মহৎ পদার্থ দেখিতেছ, আত্মবস্তু সকলগুলি হইতেই বৃহত্তম ও মহত্তম। সূক্ষ্ম ও বৃহৎ যাবতীয় পদার্থের সত্তা, আত্মসত্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি সকলের অধিষ্ঠান। আত্মসত্তা তুলিয়া লও, দেখিবে পদার্থগুলির সত্তাও অন্তর্হিত হইয়াছে। এই আত্মসত্তাই (কারণসত্তা), ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যাবতীয় পদার্থাকারে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই আত্মাই আ-ব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাণীবর্গের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ইঁহাকে জানিতে পারিলেই শোকের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

আত্মা—জ্ঞানস্বরূপ, অখণ্ড। বুদ্ধির বিকার বা বিবিধ বিজ্ঞানগুলির সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়াতেই, আত্মা-কেও বিবিধ বিজ্ঞানময় বলিয়া মনে হয়। জড়ীয় ক্রিয়াগুলি

* মূলে আছে "ধাতুঃ প্রসাদাৎ"। ভাষ্যকার ধাতু শব্দের অর্থ শরীর ধারণকারী ইন্দ্রিয়াদি করিয়াছেন। ধাতু শব্দের অর্থ 'আত্মাও' হইতে পারে। আত্মার অনুগ্রহে— এ অর্থও হইতে পারে। "ধীয়তে নিধীয়তে সর্ব্বং নিক্ষিপ্যতে সুষুপ্তাদাবস্মিন্ ইতি 'ধাতু'রাত্মা উচ্যতে"——আনন্দগিরি, মাণ্ডুক্যকারিকা, ৪।৮১।

প্রতি মুহূর্ত্তে নানা আকার ধারণ করিতেছে,—ইহারা বিকারী। আত্ম-চৈতন্য—অচল, স্থির, নিয়ত একরূপ *। ইন্দ্রিয়াদি,—জড় এবং ইহারা নিয়ত ক্রিয়াশীল। এই সকল জড়ীয় ক্রিয়া দ্বারা, অচল আত্মাকেও ক্রিয়াশীল বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা হয় †। নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে, হর্ষ-শোকাদি বিবিধ বিজ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়াও মনে হয়। মাদৃশ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ এ প্রকার ভ্রম করেন না। সুতরাং তত্ত্বদর্শীর নিকটে আত্মা সুবিজ্ঞেয়। কেবল বিবেকবুদ্ধিবিহীন ব্যক্তির নিকটে আত্মা দুর্জ্ঞেয়। দেবলোক, পিতৃলোক, মনুষ্যাদি লোক,—এই সকল লোকবাসী জীবগণের শরীরগুলি ত নিতান্ত অস্থায়ী এবং সর্ব্বদা পরিণাম-শীল। কিন্তু আত্মা এই সকল দেহেই নিত্য নির্ব্বিকার-ভাবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মা, মহান্ এবং বিভু—ব্যাপক ‡। এই আত্মাকে যিনি আপনার মধ্যে অনুভব করিতে পারেন,

---

* অবিদ্যামন্তরেণ মুখ্যমেব 'স্পন্দনং' জ্ঞানস্য নেষ্যতে; নিরবয়বস্য অবিদ্যমানমেব স্পন্দনম্"—মাণ্ডুক্যকারিকা, ভাষ্য, ৪।৪৭—৪৮। আত্মচৈতন্যের স্পন্দন বা বিকার নাই।

† অবতরণিকা ১৩—১৭ পৃষ্ঠা দেখ। প্রকৃত তত্ত্বদর্শী জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সহিত জ্ঞানকে অভিন্ন বলিয়া বোধ করেন না। ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া বোধ করাতেই আত্মাকেও বিকারী ও বিবিধ বিজ্ঞানময় বলিয়া বোধ হয়। জড়ীয় ক্রিয়া ও জ্ঞানে পার্থক্য-বোধ প্রতিষ্ঠিত হইলেই, প্রকৃত বিবেক-বুদ্ধির উদয় হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

‡ মহত্তত্ত্ব—অত্যন্ত ব্যাপক পদার্থ। ব্রহ্ম এই মহত্তত্ত্ব হইতেও ব্যাপক।

তাঁহার কোন প্রকার শোক থাকে না। আত্মার স্বরূপ অত্যন্ত দুর্বিজ্ঞেয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু উপায় অবলম্বন করিলে সহজে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। সেই উপায় গুলি কি প্রকার? কেবল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেই তাঁহাকে জানা যায় না; গ্রন্থ গুলির অর্থ-ধারণার শক্তি থাকিলেও তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। অন্যের নিকটে শুনিলেও যে তাঁহাকে জানা যায়, তাহাও নহে। ব্রহ্মজ্ঞের নিকটে উপদেশ লইয়া, উপনিষদ্ গ্রন্থোক্ত বিচার-প্রণালীর অনুসন্ধান এবং সর্ব্বদা উত্তমযুক্ত হইয়া শ্রবণ-মননাদির অনুশীলন করিতে থাকিলে, শীঘ্রই এইরূপ সাধকের উপরে ব্রহ্ম-করুণা বর্ষিত হয়। এরূপ সাধক যদি অন্য কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মলাভের কামনাই নিয়ত করিতে থাকেন, তাহা হইলে ইঁহার চিত্তে স্বতঃই আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া উঠে। কেবল এই প্রকার উপায়েই আত্মাকে জানিতে পারা যায়।

যাহারা দুরাচার, কেবল প্রবৃত্তি-বশে চালিত, যাহাদের চঞ্চল ইন্দ্রিয়বর্গ কেবল বিষয়-সেবার জন্য নিয়ত লালায়িত; যাহাদের চিত্ত আত্মার বশীভূত নহে; তাহারা ব্রহ্মবিজ্ঞান-লাভে কদাপি সমর্থ হয় না। যে সকল ব্যক্তি প্রবৃত্তিবর্গকে সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে সযত্নে অন্তর্মুখীন করিয়া লন এবং নিতান্ত একাগ্র চিত্তে ব্রহ্ম-ভাবনা-পরায়ণ হইয়া, অন্য কোন ফলাভিলাষে উৎসুক হইয়া না উঠেন,—ঈদৃশ ধীর-চিত্ত

ব্যক্তিরাই পূর্ব্বকথিত উপায়াবলম্বনে সহজে আত্মাকে জানিতে পারেন।

ব্রাহ্মণ জাতি ও ক্ষত্রিয় জাতি—এই উভয় জাতিই (প্রধানতঃ) পৃথিবীর ধর্ম্মরক্ষার সহায় *। পরমাত্ম-চৈতন্য এই উভয় জাতিরই সংহর্ত্তা। অন্য সকল পদার্থও যেমন মৃত্যুর অধীন, ইহারাও তদ্রূপ মৃত্যুর অধীন। পরমেশ্বরের কোন প্রকার বৈষম্য নাই,—ইঁহার নিয়ম সর্ব্বত্র সমান পরাক্রমে কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্যই সকলে ইতর-নির্ব্বিশেষে, ইঁহার প্রবর্ত্তিত মৃত্যুর অধীন হইয়া রহিয়াছে। এমন যে সর্ব্ব-সংহারক মৃত্যু, সেই মৃত্যুটাও কিন্তু ইঁহার অন্ন-স্থানীয়। অর্থাৎ, ইনি মৃত্যুরও সংহর্ত্তা। কথাটা এই যে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের ইনিই মূলকারণ। জগতের যাবতীয় বিকার ইঁহাতেই বিলীন হইয়া যায় বলিয়া, ইঁহাকে মৃত্যুরও সংহর্ত্তা বলে। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূল কারণ,—এই যে পরমেশ্বর (সগুণ-ব্রহ্ম), ইনিও সেই সর্ব্বাতীত, চিন্মাত্র নির্গুণব্রহ্মে অধিষ্ঠিত †।

* যাঁহারা জ্ঞানসাধনে রত—যাঁহাদের দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞানবৃদ্ধির সাহায্য হয়, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ জাতি। যাঁহারা শক্তিসাধনে রত—যাঁহাদের দ্বারা পৃথিবীতে বীর্য্য, সামর্থ্য ও পরাক্রম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাঁহারা ক্ষত্রিয় জাতি। এই জন্য ইঁহাদিগকে ধর্ম্মরক্ষার সহায় বলা হয়। অথবা প্রাচীনকালে ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় জাতিই ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন,—এই জন্যও উভয় জাতিকেই ধর্ম্মরক্ষার সহায় বলা যাইতে পারে।

† সগুণ ও নির্গুণের এই ব্যাখ্যা আমরা রত্নপ্রভা টীকাকারের ব্যাখ্যা হইতে

এই সগুণব্রহ্ম এবং সগুণব্রহ্মের অধিষ্ঠানভূত নির্গুণব্রহ্ম—এই উভয়কে যিনি একই বস্তু বলিয়া বুঝেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী *। সগুণব্রহ্ম যে নির্গুণব্রহ্মে অধিষ্ঠিত এবং সগুণ ও নির্গুণ যে একই তত্ত্ব,—ইহা অজ্ঞানী লোকেরা কি প্রকারে বুঝিবে?

কর্ম্মী গৃহস্থবর্গ নানাবিধ যজ্ঞ দ্বারা যে ব্রহ্মপদার্থের উদ্দেশে দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক † উভয়বিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন, আবার গৃহস্থের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর উন্নত তাঁহারা যে সর্ব্বব্যাপী 'নচিকেতাগ্নির'—হিরণ্যগর্ভের—ভাবনা করেন, সকল কালে সকল লোকেরই সেই ব্রহ্মবস্তুকে জানিবার অধি-

---

গ্রহণ করিলাম। এই শ্রুতির শ্লোকটী বেদান্তভাষ্যে শঙ্কর উদ্ধৃত করিয়াছেন। রত্নপ্রভা শ্লোকটীর তথায় উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যাই এস্থলে গৃহীত হইয়াছে।

* সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন ব্রহ্মশক্তি জগদাকার ধারণ করিবার উন্মুখ হইল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই উহার 'মায়াশক্তি' সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মের ইচ্ছা বা সংকল্পবশতঃই শক্তির এই জগদ্বিকাশের উদ্‌যোগ। পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের এই 'আগন্তুক' জ্ঞান বা সংকল্পকে লক্ষ্য করিয়াই, মায়ার অধিষ্ঠাতারূপে তাঁহাকেই 'সগুণব্রহ্ম' বা 'ঈশ্বর বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে মায়াশক্তিও ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন্ বস্তু নহে। আবার, সগুণব্রহ্মও পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন পদার্থ নহে। 'আগন্তুক' বলিয়াই, নির্গুণব্রহ্মকে উহা হইতে স্বতন্ত্র এবং উহার অধিষ্ঠান বলা হইয়া থাকে। এ সকল কথা বিস্তারিত ভাবে অবতরণিকায় আলোচিত হইয়াছে। পাঠক, সেই স্থানটী দেখুন।

† দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক যজ্ঞের বিবরণ প্রথম খণ্ড, অবতরণিকায় দেওয়া হইয়াছে।

কার আছে। যাঁহারা এই ভয়-শোকময় সংসার হইতে একেবারে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পূর্ণ, অদ্বয়, নিরুপাধিক ব্রহ্ম-তত্ত্বের নিয়ত ভাবনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মই ব্রহ্মজ্ঞদিগের একমাত্র আশ্রয়; তিনিই অক্ষর, তিনিই আত্মা। প্রিয় নচিকেতা! তুমি আমার মুখে অনেকবার 'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মার' কথা শুনিয়াছ। 'জীবাত্মা' কাহাকে বলে, 'পরমাত্মাই' বা কাহাকে বলে, তাহা জানিবার জন্য অবশ্যই তোমার ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। আমি তোমাকে এস্থলে সংক্ষেপে সেই কথাটাই অগ্রে বলিয়া দিতেছি। মনুষ্যের বুদ্ধি-গুহায় * প্রবিষ্ট হইয়া আত্মচৈতন্য অবস্থান করিতেছেন। বুদ্ধিকেই আত্মচৈতন্যের বিশেষ অভিব্যক্তির স্থান বলিয়া জানিবে। হৃদয়ের মধ্যে যে আকাশ আছে, সেই আকাশেই বুদ্ধি স্বীয়

* বুদ্ধিগুহার বিবরণ—ছান্দোগ্যের ৮।১।১—৬ এবং ৮।২।১—১০তে বর্ণিত আছে। ইহা শ্রুতিতে 'দহরাকাশ' নামেও প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই, বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীও প্রেরকরূপে আত্মার ভাবনা করিতে হয়। মনুষ্যদেহে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণশক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণশক্তিই ক্রমে ইন্দ্রিয়ের স্থানগুলি নির্ম্মিত করে এবং নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে ক্রিয়া করিতে থাকে। তখন বুদ্ধির অভিব্যক্তি হয়। তখন শব্দস্পর্শ-সুখদুঃখাদি বিজ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রাণ ও বুদ্ধি একই বস্তু (দ্বিতীয় অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ দেখ)। সুষুপ্তিকালে সকল বিজ্ঞান এই প্রাণশক্তিতেই বিলীন হইয়া যায়,আবার জাগরিতকালে উহা হইতেই ব্যক্ত হয়। এই প্রাণশক্তিকেই 'হৃদয়-গুহা' বলা যায়। ইহাই কি Sub-conscious region নহে? দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'বুদ্ধি-গুহা' সম্বন্ধে টীকাটী দেখ।

ক্রিয়ার বিকাশ করিয়া থাকে। আত্মচৈতন্য আছেন বলিয়াই বুদ্ধি ক্রিয়াশীল হইতে পারিতেছে। বাহিরে ও ভিতরে—আত্ম-চৈতন্য সর্ব্বত্রই সকল পদার্থকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। আত্মচৈতন্যের অধিষ্ঠান বশতঃই বুদ্ধির বিবিধ পরিণাম বা ক্রিয়া দেখা দিতেছে। বুদ্ধি জড় ও বিকারী। এই সকল জড়ীয়-ক্রিয়ার সহিত আত্মার অখণ্ড জ্ঞানকে এক ও অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়াতেই, আত্মাকে বিবিধবিজ্ঞানবিশিষ্ট ও ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে হয়। ইহাই সংসারে 'জীবাবস্থা'। জড়ীয় ক্রিয়া-গুলিতে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া—অহংবোধের অর্পণ করিয়া—জীব, আপনাকে ঐ সকল ক্রিয়া দ্বারা হর্ষশোকাকুল বলিয়া সর্ব্বদা মনে করিতেছে। ইহাই 'জীবাত্মা' নামে বিদিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানে ও জড়ীয় ক্রিয়ায় এই প্রকারে অভেদ-বোধ করা সঙ্গত নহে। জ্ঞান—জ্ঞানই, উহা অখণ্ড চিৎস্বরূপ। ক্রিয়া—ক্রিয়াই, ইহা বিকারী। উভয়ে অত্যন্ত ভিন্ন *। নিত্যজ্ঞানই 'পরমাত্মার' স্বরূপ। জড়ীয় ক্রিয়া হইতে জ্ঞান স্বতন্ত্র বলিয়াই, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা, বুদ্ধির কোন

* আমরা এই কথাগুলির আলোচনা অবতরণিকায় করিয়াছি। পাঠক ১৩—১৭ পৃষ্ঠা দেখুন। প্রকৃতপক্ষে আত্মা বুদ্ধির সাক্ষীরূপে অবস্থিত। আমরা ভ্রমবশতঃ বুদ্ধি ও আত্মার সংসর্গ স্থাপন করিয়া দেই। আত্মা ও বুদ্ধি এই উভয়ের পরস্পর সংসর্গ হইতে পারে না, উভয়ে স্বতন্ত্র, এই প্রকার বোধ দৃঢ় হইলেই, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়া উঠে।

ক্রিয়ারই ফলভোগী নহেন। আত্মার এই দুইপ্রকার অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয় যে, প্রত্যেক শরীরেই ‘পরমাত্মা’ ও ‘জীবাত্মা’ উভয়ে বাস করেন *। যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্, তাঁহারা এই উভয়ের তত্ত্ব অবগত আছেন। যাঁহারা “পঞ্চাগ্নিবিদ্যার” † আলোচনা করেন, তাঁহারাও এতত্ত্ব অনেকটা জানেন। আর যাঁহারা নচিকেতা! তোমার নামে যে অগ্নি প্রসিদ্ধ হইয়াছে সেই নচিকেতাগ্নির ‡ ভাবনা করেন, তাঁহারাও এতত্ত্ব অবগত আছেন।”

---

* গীতা বলেন—“পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু”। এবং “উপদ্রষ্টানুমন্তাচ ভর্ত্তাভোক্তা মহেশ্বরঃ। ‘পরমাত্মেতি’ চাপ্যুক্তোদেহেঽস্মিন্ পুরুষোঽপরঃ” (১৩।২১—২২)। জীবাত্মা—প্রকৃতিস্থ পুরুষ। পরমাত্মা—প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র কিন্তু দ্রষ্টা।

† পঞ্চাগ্নিবিদ্যার বিবরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের, তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে।

‡ সর্ব্বব্যাপী হিরণ্যগর্ভকে যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারাই নচিকেতা নামক অগ্নির উপাসক। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(দেহ-রথ ও জীবাত্মা।)

যম বলিতে লাগিলেন—

"প্রিয় নচিকেতা! ইতঃপূর্ব্বে আমি তোমাকে জীবাত্মার কথা বলিয়াছি। এই জীবাত্মার গমনাগমনের উপযুক্ত একখানি রথের কথা এখন তোমায় শুনাইব। এই রথে চড়িয়াই জীবাত্মা এই সংসারে আগমন করে, আবার এই রথে চড়িয়াই এই সংসার হইতে পরলোকে প্রস্থান করে *। তুমি বিস্মিত হইতেছ! প্রকৃতই জীবাত্মার একখানা রথ আছে। এই দেহটীকেই জীবাত্মার রথ বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয়বর্গই এই রথের অশ্ব। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলি এই রথের সঙ্গে বদ্ধ রহিয়াছে, এবং ইহারাই এই দেহ-রথকে টানিয়া লইয়া বেড়ায়। শরীরের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান চালক; সুতরাং বুদ্ধিই এই রথের

---

* বেদান্তে তিন প্রকার 'শরীরের' কথা আছে। স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। এই জড়দেহই স্থূল শরীর। ইন্দ্রিয়াদি শক্তি, অন্তঃকরণ শক্তি এবং ইহাদের আধার পঞ্চ সূক্ষ্মভূত লইয়াই সূক্ষ্মশরীর। পঞ্চসূক্ষ্মভূতই স্থূলদেহাকারে পরিণত হইয়াছে। প্রলয়ে এই ইন্দ্রিয়াদিশক্তি ও ভূতসূক্ষ্ম, 'অব্যক্তশক্তি' রূপে বিলীন হইয়া যায়। এই 'অব্যক্তশক্তিকেই' কারণ শরীর বলা যাইতে পারে। এই অব্যক্তশক্তিই পরে ক্রমেক্রমে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হয়। অবতরণিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ। বেদান্তদর্শনে (১।৪।১—২) ভাষ্য দেখ।

সারথি। এই সারথিই ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাইয়া থাকে। মনকে, সারথির হস্ত-ধৃত প্রগ্রহ বা লাগাম বলিয়া জানিবে। কিরূপে জীব বিষয়ের অনুভূতি লাভ করে তাহা জান ত? ইন্দ্রিয়-বর্গ মনের সংকল্প-বিকল্পের * অধীন। মন আবার নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির অধীন। বিষয়-সংযোগে, বিবিধ ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া † উদ্বুদ্ধ হইলে, মনই তাহাদিগের মধ্যে একটা ব্যক্তি-গত শ্রেণীবিভাগ ‡ করিয়া দেয়। অতঃপর বুদ্ধি, উহারা কোন্ জাতীয় অনুভূতি § তাহা স্থির করে। এই প্রকারে জীবের বৈষয়িক-অনুভূতি ¶ উৎপন্ন হয়। এই কথাগুলি মনে করিয়া রাখিও। নচিকেতা! আমি তোমায় বলিয়াছি যে, মনই বুদ্ধির প্রগ্রহ-স্বরূপ। অশ্ব সকল এই প্রগ্রহ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া, বুদ্ধি-সারথি কর্ত্তৃক বিষয়-মার্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই-রূপে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—ইহারা বিষয়বর্গকে আহরণ করিয়া জীবাত্মাকে সমর্পণ করিতেছে; জীবাত্মাই সেই বিষয়বর্গকে ভোগ করিতেছে। সুতরাং, বিষয়বর্গের ভোক্তা জীবাত্মাকেই এই রথের স্বামী বলিয়া জানিবে। প্রকৃতপক্ষে আত্মার বিষয়-

* সংকল্প-বিকল্প—'ইহা নীলরূপ কি পীতরূপ'—এই প্রকারের বিবেচনার নাম সংকল্প-বিকল্প। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ।

† ঐন্দ্রিয়িক-ক্রিয়া—Sensations.

‡ ব্যক্তিগত শ্রেণীবিভাগ—Percepts.

§ কোন্ জাতীয় অনুভূতি—Concepts.

¶ বৈষয়িক অনুভূতি—Complete Perception.

ভোগ সম্ভবে না। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধির যোগেই কেবল, আত্মার ভোগ সিদ্ধ হয় *। শব্দ-স্পর্শ-সুখদুঃখাদিতে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া, জীবাত্মা সেগুলিকে আপনার বলিয়া মনে করে। ইহাই আত্মার ভোগ নামে পরিচিত। আত্মীয়তা স্থাপন না করিলে আর ভোগ হইতে পারে না। অতএব সুখদুঃখাদির ভোগ, আত্মার স্বাভাবিক নহে; উহা আগন্তুক এবং উপাধি-কৃত মাত্র।

যে সারথি সুচতুর নহে, যে সারথি অশ্ব-চালনে নিপুণ নহে,—যে ব্যক্তি অশ্বগুলিকে আপনবশে আনিতে সমর্থ হয় না; যাহার বুদ্ধি-বিবেক নাই, যে ব্যক্তি একাগ্রমনা ও সমাহিত-চিত্ত নহে, সে কদাপি দুষ্ট ও দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাযথ শাসনে আনিতে পারে না। কিন্তু নিপুণ অশ্বচালনাভিজ্ঞ সারথি যেমন দুর্দ্দান্ত অশ্বগুলিকেও সুসংযত করিয়া গন্তব্য-স্থানে অনায়াসে গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধি-বিবেকশালী কৃত-নিশ্চয় ব্যক্তি, সমাহিতচিত্তে, ইন্দ্রিয়বর্গকে শাসিত করিয়া—যথেচ্ছভাবে প্রবর্ত্তিত ও নিবর্ত্তিত করিয়া— অনায়াসে গন্তব্য-পথে চলিয়া যাইতে সমর্থ হয়।

* অবতরণিকা ১৩—১৭ পৃষ্ঠা দেখ। জড়ীয় ক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ (causal relation) নাই। অথচ আত্ম-চৈতন্য আছেন বলিয়াই, জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সংস্পর্শে, শব্দাদি-বিজ্ঞান উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ উভয়ে স্বতন্ত্র (Parallel).

অশ্ব চালাইতে না জানিলেই কুমার্গে পতিত হইতে হয়; কিন্তু চালাইতে জানিলে সেই অশ্ব-যোগেই প্রকৃতমার্গে চলিয়া যাইতে পারা যায়। যাহার বিবেক-বুদ্ধি নাই; যে মনকে বশে আনিতে জানেনা—ধরিতে পারে না; যে সদা অশুচি-চিন্তাপরায়ণ; সে ব্যক্তি কি প্রকারে ঐসকল ইন্দ্রিয় দ্বারা * অক্ষর-পদ প্রাপ্ত হইবে? সে ব্যক্তি, এই অনর্থসঙ্কুল জন্ম-জরামরণগ্রস্ত সংসারকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিজ্ঞান-বুদ্ধি-বিশিষ্ট, সুনিপুণ ব্যক্তি,—স্বীয় মনের শাসন করিয়া লইয়া, সতত শুভচিন্তা-পরায়ণ হইয়া, অনায়াসে সেই পরম-পদ লাভ করিতে সমর্থ হয় †। অতএব তুমি এখন অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ যে, তপো-বিবেকবুদ্ধি-বিশিষ্ট সমাহিতচিত্ত পুরুষ, কৌশলে, সংসার-পথের অপর-পারে অবস্থিত সেই অক্ষর, অব্যয়, ব্রহ্মপদলাভে সমর্থ হয়। সেই সর্ব্বব্যাপক, পরমাত্মা বিষ্ণুর পরমপদ—প্রকৃতস্বরূপ—এইরূপে লাভ করিতে পারা

---

* ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাই যে ব্রহ্মপদ লাভ করা যাইতে পারে, এস্থলে তাহাই কথিত হইয়াছে। সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন, ইন্দ্রিয়াদিকে অসত্য, অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইতেছে না।

† পাঠক বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন, ইন্দ্রিয় ও শব্দস্পর্শাদি অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথিত হইয়াছে; ইন্দ্রিয়াদির উচ্ছেদের পরামর্শ দেওয়া হয় নাই। এই জন্যই গীতায় বলা হইয়াছে—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"।

যায়। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি—সেই পরম-পদ প্রাপ্তির হেতু বা উপায় মাত্র *।

আমি তোমাকে যে ইন্দ্রিয় ও শব্দস্পর্শাদি বিষয়বর্গের কথা বলিয়া আসিলাম, এই ইন্দ্রিয় এবং বিষয়বর্গ—ইহারা উভয়ই এক জাতীয় পদার্থ। শব্দস্পর্শাদি বিষয়গুলিই, আত্ম-প্রকাশের জন্য, সংস্থানান্তর গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়রূপে অবস্থান করিতেছে। ইন্দ্রিয়গুলি গ্রাহক, বিষয়গুলি উহাদের গ্রাহ্য,—এইমাত্র ভেদ জানিবে †। কিন্তু তথাপি ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়-বর্গের দ্বারা একান্ত আয়ত্তীকৃত; উহারা বিষয়-বর্গের নিতান্ত অধীন। এইজন্য ইন্দ্রিয়কে 'গ্রহ' এবং বিষয়কে 'অতিগ্রহ' বলে ‡। বিষয় না থাকিলে, ইন্দ্রিয়গুলি প্রকাশ করিবে কাহাকে? গ্রাহ্য বিষয় ব্যতিরেকে, গ্রাহক ইন্দ্রিয়-বর্গের স্বতন্ত্র

---

* বেদান্তভাষ্যেও শঙ্কর ইন্দ্রিয়াদিকে উড়াইয়া দেন নাই; ইহাদিগকে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির 'উপায়' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বিষ্ণোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়মুপন্যাস ইত্যনবদ্যম্"—বেদান্তভাষ্য, ১।৪।৪। আমরা তবে ইহাই পাইতেছি যে আত্মস্বরূপের বোধ-লাভের জন্যই ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তি হইয়াছে। অব্যক্তশক্তি তবে এই মহা উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই জন্যই কি সাংখ্যও বলিয়াছেন যে, পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্যই প্রকৃতির পরিণাম?

† "বিষয়স্যৈব স্বাত্মগ্রাহকত্বেন সংস্থানান্তরং করণং (ইন্দ্রিয়ং) নাম"
—বৃহদারণ্যক, শঙ্করভাষ্য।

‡ বেদান্তভাষ্য ১।৪।১ দেখ। "গ্রহাঃ ইন্দ্রিয়াণি, অতিগ্রহাঃ বিষয়াঃ"
বৃহদারণ্যক, ৩।২।১-৯ দেখ।

অস্তিত্ব কোথায়? * এইজন্য,—ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয়বর্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। আবার, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়,—এই উভয় অপেক্ষা মনকে শ্রেষ্ঠতর এবং সূক্ষ্মতর বলিয়া জানিবে। মনই বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহারের মূল। মন না থাকিলে, ইন্দ্রিয়বর্গই বা কিরূপে বিষয়ে প্রেরিত হইত, শব্দস্পর্শাদি-বিষয়বর্গকেই বা কে উপলব্ধি করিত † ? অতএব মনই শ্রেষ্ঠতর। আবার, নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিকে,—মন হইতেও শ্রেষ্ঠতর ও সূক্ষ্মতর বলিয়া জানিবে। 'মহত্তত্ত্ব'—এই বুদ্ধি হইতেও অধিকতর ব্যাপক এবং শ্রেষ্ঠ। নচিকেতা! আমি তোমাকে এই কথাগুলি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি ‡। কার্য্য-কারণের নিয়ম এই যে, কার্য্যের যাহা উপাদান তাহা কার্য্য হইতে ব্যাপকতর এবং সূক্ষ্মতর। অব্যক্তশক্তিই জগতের উপাদান। এই অব্যক্তশক্তি সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়া, করণাকারে এবং কার্য্যাকারে § ক্রিয়া করিতে থাকে।

---

* "ইন্দ্রিয়ানি, গ্রাহ্যভূতজাতমধিকৃত্য বর্ত্তন্তে ইতি গ্রাহ্যগ্রাহকয়োঃ মিথঃ সাপেক্ষত্বম্"—রত্নপ্রভা।

† "মনোমূলত্বাৎ বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য" (বেদান্তভাষ্য, ১।৪।১) "মনসি সতি বিষয়-বিষয়িভাবস্য দর্শনাৎ অসতিচাদর্শনাৎ মনঃ-স্পন্দিতমাত্রং বিষয়জাতং"

—বৃহদারণ্যকে আনন্দগিরিঃ।

‡ আমরা এই স্থল হইতে ভাষ্য-ব্যাখ্যায়, শঙ্কর-শিষ্য মহাত্মা আনন্দগিরি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত আবশ্যক বোধে গ্রথিত করিয়া দিয়াছি।

§ করণ—Motion; কার্য্য—Matter. অবতরণিকায় সৃষ্টিতত্ত্বে এই তত্ত্বগুলির

করণাংশই বায়ু ও তেজরূপে এবং কার্য্যাংশই জল ও পৃথিবী রূপে বিকাশ পাইয়াছে। এই উভয় অংশই ক্রমশঃ সংহত হইতে হইতে প্রাণীবর্গের দেহরূপে এবং ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ভ্রূণদেহে প্রাণশক্তি (করণশক্তি) অভিব্যক্ত হয়। ইহাই রসরুধিরাদির পরিচালনা করতঃ উহার কার্য্যাংশকেও ঘনীভূত করিতে থাকে এবং তদ্দ্বারা দেহ ও দেহের অবয়বগুলি নির্ম্মিত হইলে, তদাশ্রয়ে এই প্রাণ-শক্তিও—চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে * এবং অবশেষে মন-বুদ্ধিরূপে প্রকাশ পায়। এইরূপে অব্যক্তশক্তিই ভূতসূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়া জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে। অন্নাদি দ্বারা মনের পুষ্টি ও উহাদের অভাবে মনের ক্ষয় দৃষ্ট হয়; সুতরাং মনকে বিজ্ঞান মাত্র † বলা যাইতে পারে না;—মন ভৌতিক।

বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং সেস্থলে ভাষ্যকারের উক্তিও যথেষ্ট উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে।

* "গর্ভস্থে হি পুরুষে প্রাণস্যবৃত্তির্বাগাদিভ্যঃ পূর্ব্বং লব্ধাত্মিকা ভবতি। যথা গর্ভো বিবৰ্দ্ধতে, চক্ষুরাদিস্থানাবয়ব-নিষ্পত্তৌ সত্যাং, পশ্চাৎ বাগাদীনাং বৃত্তিলাভ ইতি"—শঙ্কর, বৃহদারণ্যক-ভাষ্য।

† বিজ্ঞানমাত্র—Merely an *Idea*, "তচ্চ পরমার্থত এব আত্মভূতমিতি কেষাঞ্চিন্মতং, তন্নিরাসায় উক্তং মনঃ-শব্দবাচ্যং ভূতসূক্ষ্মমিতি"—আনন্দগিরি। শঙ্কর স্বয়ং জড়জগতের উপাদান 'অব্যক্তশক্তিকে' "ভূতসূক্ষ্ম" বলিয়াছেন—"ভূতত্রয়লক্ষণৈ-ষৈবেয়মজা বিজ্ঞেয়া" (বেদান্তভাষ্য, ১।৪।৯)। বেদান্তভাষ্য, ১।২।২২ সূত্র ভাষ্যের শেষাংশ দেখাও কর্ত্তব্য।

ভৌতিক বলিয়াই মন জড়। বুদ্ধিকেও বিজ্ঞান মাত্র বলা যায় না; ইহাও ভৌতিক,—ইহাও ভূতসূক্ষ্মেরই অবয়ব দ্বারা গঠিত *। মন ও বুদ্ধি, উভয়ই আত্মার বিষয়-বোধের করণ বা দ্বার। এইরূপে, ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত পদার্থগুলির অবয়ব, ক্রমেই পর-পর-ভাবে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর। 'মহত্তত্ত্বকে' সকল বুদ্ধির সমষ্টি বা বীজ বলা যায়। মহত্তত্ত্ব হইতেই জীবের বুদ্ধিপদার্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং মহত্তত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অত্যন্ত ব্যাপক। ব্যাপক বলিয়াই ইহাকে 'আত্মা'শব্দে নির্দ্দেশ করতঃ 'মহদাত্মা' বলা যায়। ইহা চেতনাত্মক এবং জড়াত্মক; অথবা ইহা জ্ঞানাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক †। এই মহত্তত্ত্বই অব্যক্ত শক্তির প্রথম অঙ্কুর—আদিম পরিণাম। সুতরাং ইহা সর্ব্ব-প্রকার ক্রিয়ার বীজ। আবার, ইহা ব্রহ্মচৈতন্যেরই শক্তি বলিয়া, ব্রহ্মসত্তা হইতে বস্তুতঃ ইহা 'স্বতন্ত্র' নহে বলিয়া, ইহা চেতনাত্মক। পরে যখন মনুষ্য-রাজ্যে ইহাই বুদ্ধিরূপে অভি-

* শক্তি করণাকারে ও কার্য্যাকারে প্রকাশ পায়। কার্য্যাংশটাই ক্রিয়ার 'অবয়ব'। করণাংশও (Motion) খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড খণ্ড (দেশে বিভক্ত) ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াও, ক্রিয়ার 'অবয়ব' বলা হয়। ফলতঃ, যাহা পরিণামী ও বিকারী, তাহাই 'অবয়বী'। "যদাশ্রয়া হি ক্রিয়া, তমবিকুর্ব্বতী নৈবাত্মানং লভতে"—বেদান্তভাষ্য, ১।১।৪

† মহত্তত্ত্বই—অব্যক্তশক্তির প্রথম ব্যক্তাবস্থা। ইহাই 'সূত্র' বা পরিস্পন্দন নামে বিদিত। অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

ব্যক্ত হয়, তখন ইহা দ্বারাই ত সর্ব্বপ্রকার বোধ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; এজন্যও ইহাকে জ্ঞানাত্মক বলা হয়। ফলতঃ, জগতে প্রকাশিত সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের ইহাই বীজস্বরূপ। ইহাকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলে *। নচিকেতা! ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম ও ব্যাপকতম বস্তু আছে। অব্যক্তই সেই বস্তু। হিরণ্যগর্ভ সেই অব্যক্তেরই প্রথম অঙ্কুর। এই অব্যক্তই, সকল জগতের বীজ। ইহাই নাম-রূপের অব্যক্তাবস্থা-স্বরূপ। জগতে অভিব্যক্ত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য এবং সর্ব্বপ্রকার করণ-শক্তির + একটা বীজশক্তি ‡ স্বীকার করিতে হয় ; কেননা শক্তি নিত্য, শক্তির ধ্বংস নাই। এই শক্তিসমূহের সমষ্টির

* বেদান্তের 'হিরণ্যগর্ভ', সাংখ্যের 'মহত্তত্ত্ব'—একই বস্তু। ইহাকে শ্রুতিতে 'সূত্র' ও বায়ু নামেও বলা হইয়াছে। পুরাণে ইনিই আদি সৃষ্টিকর্ত্তা 'ব্রহ্মা' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অবতরণিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ।

+ কার্য্যশক্তি—Matter ; করণশক্তি—Motion. শ্রুতিতে ইহারাই যথাক্রমে 'অন্ন' এবং 'অন্নাদ' বা 'অত্তা' বলিয়া পরিচিত। "দ্বিরূপোহি......'কার্য্য'মাধারোহ-প্রকাশকঃ, 'করণঞ্চ' আধেয়ং প্রকাশকঃ"—শঙ্কর, বৃহদারণ্যক ভাষ্য ৩।৫।৪—১৩। "কার্য্যলক্ষণাঃ শরীরাকারেণ পরিণতাঃ......করণলক্ষণানি ইন্দ্রিয়াণি"—প্রশ্নোপনিষদ, ২।১—৩।

‡ বীজ স্বীকার না করিলে, "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" একথাটা মিথ্যা হইয়া যায় ; অসৎ হইতে তাহা হইলে সতের উদ্ভব অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। শঙ্কর নিজেও ইহাকে 'বীজশক্তি' বলিয়াছেন।—"......জগৎ প্রাগবস্থায়াং......বীজশক্ত্যবস্থং অব্যক্ত-শব্দযোগ্যং দর্শয়তি"—বেদান্তভাষ্য, ১।৪।২।

নাম "মায়াতত্ত্ব"। ইহাকে 'অব্যাকৃত' এবং 'আকাশ' প্রভৃতি নাম দ্বারাও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে *। ইহা পরমাত্মচৈতন্যে ওতপ্রোতভাবে সমাশ্রিত রহিয়াছে। বটবীজে যেমন ভাবি বটবৃক্ষের শক্তি ওতপ্রোতভাবে একাকার হইয়া বর্ত্তমান থাকে, এই শক্তিও তদ্রূপ ব্রহ্মে একাকার হইয়া ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান ছিল। বটবীজে অবস্থিত শক্তিদ্বারা যেমন একটী বীজ দুইটা হইয়া যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মে অবস্থিত এই শক্তিদ্বারাও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের কোনই হানি হয় না। তখন এই শক্তি অব্যক্তভাবে ব্রহ্মে অবস্থিত; তখন এই শক্তি সত্ত্বাদিরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই; বিশেষতঃ এই শক্তি প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে;—এই সকল কারণেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের কোনই হানি হয় না। এই শক্তিই জগৎ-প্রপঞ্চের প্রকৃত উপাদান; ব্রহ্মকে যে জগতের উপাদান বলা হইয়া থাকে, তাহা কেবল 'উপচার-বশতঃ'। কেননা, অব্যক্তশক্তির ন্যায়, ব্রহ্ম পরিণামি-উপাদান হইতে পারেন না †। পরমার্থতঃ

---

* বেদান্তদর্শনের ১।৪।৩ সূত্রের ভাষ্য দেখ। "ক্বচিৎ আকাশশব্দনির্দ্দিষ্টম্"—ইত্যাদি অংশ দ্রষ্টব্য। "ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ"—গীতা, ১৮।৪০ শঙ্কর স্বয়ং এই শক্তিকে সত্ত্বরজস্তমোময়ী বলিয়াছেন। তেজ, অপ্, অন্ন—এই তিনরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, ইহাকে 'ত্রিরূপা'ও বলা হইয়াছে (বেদান্তভাষ্য, ১।৪।৯ দেখ)।

† এই অংশগুলি সমস্তই আমরা টীকাকার আনন্দগিরির টীকা হইতে অবিকল গ্রহণ করিয়াছি। পাঠক মূলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

এই শক্তি ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' বা স্বাধীন হইতে পারে না; কিন্তু ব্রহ্ম এই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র *। ব্রহ্ম বা পুরুষ-চৈতন্য হইতে আর কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই। এই চিদ্ঘন পুরুষ-চৈতন্যই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম ও মহত্তম। ইনিই সকলের পর্য্যবসানভূমি—সকলের অধিষ্ঠান। সকল বস্তুই ইঁহাতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। জীবাত্মারও ইনিই একমাত্র লক্ষ্য। ইঁহাকে পাইলে প্রাপ্তব্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ইঁহাকে লাভ করিলে, আর পুনরাবৃত্তি—পুনর্জ্জন্ম—হয় না।

এই পরাৎপর পুরুষ-চৈতন্য সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই নিমিত্তই ইহাঁকে সকলে বুঝিতে পারে না। শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়বর্গ এবং সেই সকল বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত হইয়া রহিয়াছে। এই আবরণই

* অবতরণিকায় এই তত্ত্বটীর তাৎপর্য্য বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই শক্তি যে ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে, ইহার একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে। স্ত্রী ও ভৃত্যাদির নিজের নিজের অধিকার আছে বটে, কিন্তু গৃহস্বামীর অধিকার হইতে 'স্বতন্ত্র' বা 'স্বাধীন' অধিকার উহাদের নাই। স্ত্রী, ভৃত্যাদির অধিকার দ্বারা স্বামীর অধিকার স-দ্বিতীয় হয় না। এই হিসাবে স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্যাদিকে স্মৃতিশাস্ত্রে (আইনে) "অধন" বলিয়া তাহাদের স্বাধীন অধিকার বা স্বামিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে।

এই শক্তি—'আগন্তুক' বলিয়া, ব্রহ্মকে ইহা হইতে স্বতন্ত্র বলা হয়। অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মদর্শনের প্রধান অন্তরায়। এই বিঘ্ন দূর করিতে পারিলেই স্বপ্রকাশস্বরূপ পুরুষচৈতন্য আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়িবেন। এই বৈষয়িক আবরণের জন্যই সকলে ইঁহার দর্শন পায় না। মায়ার এইরূপই মোহিনী শক্তি। তিনি সর্ব্বত্র স্বপ্রকাশ ; কিন্তু মায়ামুগ্ধচিত্ত—বিষয়াবদ্ধদৃষ্টি—ব্যক্তিরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। ইহারা এমনি উন্মত্ত যে, দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করে। এগুলি হইতে আত্মা যে স্বতন্ত্র, তাহা ইহারা বুঝিতে পারে না। সূক্ষ্মদর্শী, ধীর ব্যক্তিরাই কেবল, একাগ্রচিত্তে অনুসন্ধান করিতে করিতে, ইঁহার দর্শন পায়। আমি এইমাত্র তোমাকে যে কথা বলিয়া আসিলাম, সেই প্রণালীতে, ইন্দ্রিয়াদি হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম-তারতম্য-ক্রমে, পরমসূক্ষ্ম ব্রহ্মবস্তুর অনুভবলাভ করা যাইতে পারে। আমি তোমাকে ব্রহ্মদর্শনের উপায় ভাল করিয়া বলিয়া দিতেছি। চক্ষুরাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয়গুলিকে—দর্শন-শ্রবণাদি বিজ্ঞানগুলিকে—মনে বিলীন করিয়া দিবে। মন তখন কেবলমাত্র বিষয়ের সংস্কারগুলি লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকিবে ; তখন আর বাহিরে বৈষয়িক অনুভূতি থাকিবে না। এই মনকেও বুদ্ধিতে লীন করিয়া দিবে। তখন আর অন্তরেও বৈষয়িক বিজ্ঞানগুলি অনুভূত হইবে না। তখন আর বিশেষ বিশেষ বৈষয়িক-বোধ চিত্তে অভিব্যক্ত হইবে না ; তখন বুদ্ধি কেবল সাধারণ-জ্ঞানাকারে অবস্থান করিবে। এই বুদ্ধিকেও

প্রাণশক্তিতে * লীন করিয়া দিবে। তখন বুদ্ধি কেবলমাত্র সাধারণ-শক্তিরূপে অবস্থান করিতে থাকিবে। এই শক্তিকেও অবিক্রিয় আত্মায় লীন করিয়া দিবে। আত্মাই—সকল শক্তি ও সকল জ্ঞানের অধিষ্ঠান। আত্মাই বিজ্ঞান ও ক্রিয়ার সাক্ষিরূপে অবস্থিত। আত্মা হইতে কাহারই স্বতন্ত্র সত্তা ও ক্রিয়া নাই। আত্মার সত্তা ও স্ফূর্ত্তিতেই—প্রাণশক্তিরও সত্তা এবং স্ফূর্ত্তি। অতএব আত্মস্বরূপ হইতে 'স্বতন্ত্র-ভাবে' কোন পদার্থেরই সত্তা ও স্ফুরণ থাকিতে পারে না †। এই ভাবে আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। এ প্রকার অনুসন্ধানে বিষয়-বর্গ স্ফুরিত হইতে পারে না; কেবল আত্মসত্তাই স্ফুরিত হইতে থাকে। এই প্রকারে, সকল বস্তুর সত্তা ও স্ফুরণকে এক আত্মসত্তা ও আত্মস্ফুরণে নিমজ্জিত ও লীন করিয়া ধ্যান করিতে হয়।

হায়! সংসারের জীববর্গ! তোমরা আর কতকাল

---

* মূলে আছে 'মহত্তত্ত্বে' লীন করিবে। আমরা দেখিয়াছি মহত্তত্ত্বই দেহে প্রাণশক্তি রূপে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং বাহিরে যাহা মহত্তত্ত্ব, দেহে তাহাই প্রাণশক্তি।

† সত্তা এবং স্ফুরণই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। এই সত্তা ও স্ফুরণ সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। একথা ভুলিয়া, যে ব্যক্তি, প্রত্যেক পদার্থেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা ও স্ফুরণ আছে বলিয়া মনে করে, সে ব্যক্তি অজ্ঞানী আত্মার স্ফুরণ—অপরিণামী, নির্ব্বিকার, পূর্ণ।

অজ্ঞান-নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবে? সকল অনর্থের বীজস্বরূপ এই স্বাতন্ত্র্য-বোধকে—ভেদবুদ্ধিকে দূর করিয়া দাও! তোমরা উঠ! জাগরিত হও! ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যগণের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহাদের উপদেশাবলম্বনে, আত্মস্বরূপকে জানিতে ইচ্ছা কর! তীক্ষ্ণ ক্ষুর-ধারার ন্যায় এই ব্রহ্ম-মার্গ বড় সূক্ষ্ম এবং দুর্গম! ব্রহ্মবিদ্গণ একথা বলিয়া থাকেন। পরম-জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তু অতীব সূক্ষ্ম বলিয়াই, তৎপ্রাপ্তির উপায়-ভূত মার্গটীও অতীব সূক্ষ্ম।

এই পরিদৃশ্যমানা পৃথিবী অতি স্থূল; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদির সমবায়ে এই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা চক্ষু-কর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য। এই শরীরও পৃথিবীর ন্যায় স্থূল এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। জল হইতে আকাশ * পর্য্যন্ত, ক্রমে এক একটী গুণ কম হইতে হইতে, ক্রমেই সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। আকাশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কেবল শব্দগুণাত্মক †।

* পৃথিবী=শব্দ+স্পর্শ+রূপ+রস+গন্ধ। জল=শব্দ+স্পর্শ+রূপ+রস। তেজ=শব্দ+স্পর্শ+রূপ। বায়ু=শব্দ+স্পর্শ। আকাশ=শব্দ।

† আকাশ—এস্থলে 'ভূতাকাশ'। বস্তুতঃ আকাশ নিত্য। আকাশে ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হইলেই, সেই ক্রিয়াবিশিষ্টরূপে যখন আকাশকে গ্রহণ করা যায়, তখনই উহাকে 'ভূতাকাশ' বলা হয়। নতুবা নিত্য আকাশের আবার উৎপত্তি কি? প্রাণশক্তি দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশই শব্দগুণময়। এই প্রাণশক্তি (ক্রিয়া) রূপ উপাধি যোগেই আকাশের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। অবতরণিকা, সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ।

যিনি এই শব্দাদি গুণেরও অতীত—আকাশেরও কারণস্বরূপ—পরমসূক্ষ্ম পরমাত্মবস্তুর অনুসন্ধান লইতে পারেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী। আকাশই সকল পদার্থ হইতে সূক্ষ্মতম। আকাশেরও কারণ এই পরমাত্মা যে কতদূর সূক্ষ্ম, তাহা কি বলিয়া দিতে হয়? ইঁহার কোন অবয়ব নাই—ইনি নিরবয়ব *। নিরবয়ব বলিয়াই, ইনি অব্যয়। ইঁহার অপর কেহ কারণও নাই। ইনি অনাদি, নিত্য। ইনি সকলের কারণ বলিয়া, ইঁহাতেই সকল পদার্থ লীন হইয়া যায় †। ইঁহার অন্তও নাই। যাহার অন্ত আছে, তাহা অনিত্য। অনন্ত বলিয়াই, ইনি নিত্য। ইনি মহত্তত্ত্বেরও অতীত; সুতরাং ইঁহাকে পরম মহৎ বলা যায়। ইনি নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ—চিৎ-স্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী। সকল ভূতের ইনি অন্তরাত্মা। ইনি শক্ত্যাদির ন্যায় পরিণামি-নিত্য

* পরিণামী নন বলিয়াই, ইঁহার 'অবয়ব' নাই। যাহা পরিণামী, তাহাই অবয়বী। সর্ব্বদেশব্যাপ্ত, অনন্ত, বলিয়া তাঁহার স্ফুরণ পরিণামী হইতে পারে না। কিন্তু মায়াশক্তির স্ফুরণ বিশেষ দেশ ও বিশেষ কাল-ব্যাপ্ত বলিয়াই পরিণামী। "All movements in infinite space and infinite time form *one single* movement"—Paulsen. "বিশিষ্টদেশাবচ্ছিন্নত্বেন অবয়বত্বাদিব্যবহারঃ"—আনন্দগিরি, মুণ্ডকভাষ্য, ২।১।১।

† "কার্য্যং বিনশ্যৎ ন নিরবধির্ণশ্যতি......তস্মাৎ কিমপ্যস্তি বিনাশাবধিভূতমবিনশ্যৎ অনুৎপন্নং স্বতঃ সিদ্ধম্"—উপদেশ সাহস্রী টীকা, ১৮।১৪৫। "সর্ব্বং হি বিনশ্যৎ বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি"—শঙ্কর, শারীরকভাষ্য, ১।১।৪।

নহেন। ইনি কূটস্থ-নিত্য, ধ্রুব, অচল—ইনি সদা একরূপ, একরস। ইঁহার স্বরূপটীকে জানিতে পারিলে, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম নামক মৃত্যু-পাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়" *।

---

* এস্থলে মূলে আর একটি শ্লোক আছে, তাহার অর্থ এই—"যম ও নচিকেতার উপাখ্যানটী যে ব্যক্তি পিতা ও মাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ সভায় বসিয়া, স্বয়ং পাঠ করে বা অপরকে পড়িয়া শুনায় বা ব্যাখ্যা করিয়া শুনায়; অথবা যে ব্যক্তি এই উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাহারা দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে"। শ্রাদ্ধেরও বিশেষ ফল হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে শ্রাদ্ধদিনে এখন আর এই উপনিষদ খানি পঠিত হয় না। ইহা কি নিতান্ত দুঃখের বিষয় নহে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—

(হিরণ্যগর্ভ ও জীবাত্মার স্বরূপ।)

পরলোকের অধীশ্বর মহামতি যম বলিতে লাগিলেন— "প্রিয় নচিকেতা! আমি তোমায় বলিয়াছি যে, বিচার দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তার অনুসন্ধান করিতে হয়। কিন্তু সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুসন্ধান করা সহজ নহে:—সকল লোকে তাহা করিতে পারে না। না পারিবার কারণ আছে। শ্রেয়োমার্গ বিঘ্ন-বর্জ্জিত হইতে পারে না। সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুসন্ধানের পথে দুইটী বাধা বর্ত্তমান আছে। সেই বাধা যেমন তেমন সামান্য নহে,—বড় প্রকাণ্ড, বড় ভয়ানক। এখন তোমাকে সেই বিঘ্ন দুইটীর কথা বলিয়া দিতেছি। কেন না, বিঘ্নের কারণটী না জানিতে পারিলে, তাহা দূর করার জন্য যত্ন করা যাইতে পারে না। পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়বর্গকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, উহারা বাহিরের জিনিষ লইয়াই ব্যস্ত থাকে। উহাদের স্বভাব এই যে, উহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদিকেই গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদা বাহিরের ঐ রূপরসাদির গ্রহণে ব্যস্ত থাকে বলিয়া, ভিতরের দিকে দেখিতে পারে না;—সুতরাং আত্ম-পদার্থকে গ্রহণ করিতে পারে না। যাঁহারা বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন ধীর ব্যক্তি, কেবল তাঁহারাই ইন্দ্রিয় দ্বারা আভ্যন্তর শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় গ্রহণের পরিবর্ত্তে, সে সে

স্থলে আত্ম-পদার্থকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরম-কারণ আত্মারই সত্তা, জগতের প্রত্যেক পদার্থে অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট, হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারই সত্তার উপরে ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থের সত্তা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এই ভাবে বিবেকী পুরুষ বিষয়বর্গের মধ্যে আত্ম-সত্তার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। এইরূপে ইন্দ্রিয়বর্গের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ করিলেই, অথবা তাহাদের গতি বাহিরের বিষয়াদি হইতে ফিরাইয়া ভিতরের দিকে চালিত করিলে, আত্মার অবিনশ্বর স্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া উঠে। তবেই দেখ, বহির্মুখ অনাত্ম-বিষয়-দর্শনই—ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে একটা প্রধান বিঘ্ন।

এখন অপর বিঘ্নের কথা বলিতেছি। ব্রহ্মসত্তা হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' রূপে বিষয়বর্গকে গ্রহণ করিয়া, সেই সকল বিষয়ের ভোগের উদ্দেশ্যে চিত্তের তৃষ্ণাকে দ্বিতীয় বিঘ্ন বলা যায়। মানবমনের স্বভাবই এই যে, উহা শব্দস্পর্শাদি বিষয়-ভোগের জন্যই নিয়ত ধাবিত হয়। এই তৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়াই, অল্পজ্ঞ লোক সকল বিষয় প্রাপ্তির উদ্দেশে বিবিধ বহির্ম্মুখ কর্ম্মে রত হইয়া পড়ে *। এই সকল ব্যক্তিই অবিদ্যা কাম কর্ম্মরূপ †

* ভাষ্যকার আরো বলিয়াছেন যে, স্বতন্ত্রবস্তু বোধে দেবতার যজ্ঞাদি দ্বারা যাঁহারা স্বর্গসুখ প্রার্থনা করেন, তাঁহারাও অল্পজ্ঞ। কেন না, স্বর্গসুখও নিত্য নহে;—উহা হইতে ও স্খলিত হইতে হয়।

† এই অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মকেই শ্রুতিতে "হৃদয়-গ্রন্থি" বলা হইয়াছে।

দুশ্ছেদ্য জালে বদ্ধ হইয়া পড়ে। এই পাশে বদ্ধ হইয়াই তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সংযোগে জন্ম এবং ইহাদের বিয়োগে মৃত্যু। অবিবেকী অজ্ঞ লোক-সকল অনবরত এই জন্ম-মৃত্যু অনুভব করিতে থাকে। তাহারা জীবিত কালেই কি সুখে থাকে? হায়! হতভাগ্যেরা জীবিত-কালেও জরারোগ দুঃখাদি অনর্থরাশি দ্বারা নানাপ্রকারে পরিপীড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা বিবেক-বুদ্ধি-বিশিষ্ট, তাঁহারা বিষয়-দর্শন-স্থলে ব্রহ্মদর্শন করেন এবং বিষয়-প্রাপ্তির কামনা না করিয়া, ব্রহ্মলাভ-কামনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্মলাভ-কামনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, তদনুরূপ ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা কূটস্থ, অবিনাশী ব্রহ্মপদার্থের অনু-সন্ধানে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া, আর চঞ্চল বিষয় রাশিতে মজ্জিত হন না এবং অনর্থকর বিষয়ের প্রার্থনাও করেন না। কেন না, তাঁহারা জানিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ-ভাবে পুত্র বিত্তাদির প্রার্থনায়, অমৃত শাশ্বত গতিলাভ করিতে পারা যায় না। যে সুখ, যে গতি অমৃত নহে—অনশ্বর নহে, তাহা নিষ্ফল!

নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্ম-চৈতন্য বর্ত্তমান আছেন বলিয়াই, শব্দস্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি অনুভূত হইয়া থাকে। মনুষ্য মাত্রই যে শব্দস্পর্শ রূপ রসাদি বিবিধ বৈষয়িক বিজ্ঞান এবং তাহাদের ফল স্বরূপ সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে, প্রকৃত-পক্ষে

আত্মচৈতন্য কর্ত্তৃকই এই সকল অনুভূতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আত্মা—দেহাদি বিষয়বর্গ হইতে স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তু। ইনি ইহাদের সাক্ষিরূপে—জ্ঞাতৃরূপে—নিয়ত বিরাজমান। এই জন্য, আত্মাই ইহাদের বিজ্ঞাতা। মূঢ় ব্যক্তিরাই আত্মার এই স্বাতন্ত্র্যের কথা—একত্বের কথা—ভুলিয়া যায় এবং উহারা শব্দস্পর্শাদি বিজ্ঞান-সমূহের সমষ্টিরূপে আত্মাকে বোধ করে *। তাহারা মনে করে যে, 'এই যে আমি দেখিলাম, শুনিলাম'—এই প্রকার বোধ বা বিজ্ঞান সমূহ ব্যতীত আত্মার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। প্রকৃত পক্ষে, আত্মা এই সকল বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র এবং এই সকল বিজ্ঞানের মধ্যেই তিনি প্রস্ফুট। এই শব্দস্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি 'জ্ঞেয়' মাত্র;—ইহারা 'জ্ঞাতা' নহে। যদি ইহারাই 'জ্ঞাতা' হইত, তবে ইহাদের একটা অপরটাকে অর্থাৎ নিজেই নিজকে জানিতে পারিত। তাহা হইলে, উহারা প্রত্যেকটী অপরগুলিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকেও জানিতে পারিত। কিন্তু কৈ, উহারা ত পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারে না †। এই নিমিত্তই, জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতাকে

* "The soul exists, as a *unity*, as a *whole* before these states and produces these states and is realised in them; not as *compounded* of the separate states, feelings, thoughts, strivings &c.—paulsen.

† ভাষ্যকারের এই কথাগুলির তাৎপর্য্য এইরূপ:—বিষয় ও ইন্দ্রিয়গুলি জড় এবং ক্রিয়াত্মক। বাহ্যবিষয়বর্গ আমাদের চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া (Movement) উত্তেজিত করিয়া দেয়; এই উত্তেজনা স্নায়ুপথে বাহিত হইয়া ক্রমে মস্তিষ্কে বুদ্ধি-

স্বতন্ত্র হইতে হয়;—যিনি যাহার জ্ঞাতা তাঁহাকে তাহা হইতে ভিন্ন হইতে হয়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, রূপ-রসাদি বিজ্ঞানগুলি হইতে আত্মা নিতান্তই স্বতন্ত্র ও বিলক্ষণ বস্তু; স্বতন্ত্র বলিয়াই আত্মা উহাদের 'জ্ঞাতা'। সুতরাং জ্ঞাতৃত্বই—জ্ঞানই—আত্মার স্বরূপ। তেজঃ-সংযোগে লৌহ উত্তপ্ত হইলে, সেই লৌহ যে অন্য বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে, তাহার হেতু যেমন তেজঃ;—তদ্রূপ নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা দ্বারাই বিষয়বর্গ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্মার অবিজ্ঞেয় কিছুই জগতে নাই; সুতরাং আত্মা সর্ব্বজ্ঞ। ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। জাগ্রদ-বস্থায় যখন স্থূলাকারে বিষয়বর্গের বিবিধ বিজ্ঞান অনুভব করা যায়, আত্মাই সে সকলের বিজ্ঞাতা। আবার স্বপ্নদর্শন-কালে যখন কেবল সংস্কারের আকারে বৈষয়িক বিজ্ঞানগুলি অনুভূত হইতে থাকে, আত্মাই সে সকল বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা। ইহাই

স্থানে উপনীত হইয়া থাকে। এ সকলগুলিই জড়ীয় ক্রিয়া এবং ইহারা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে বদ্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী একটী ক্রিয়া উপস্থিত হইলেই পরবর্ত্তী ক্রিয়াগুলি পর-পর ক্রমে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সকল ক্রিয়ার পরে যে রূপাদির 'বোধ' বা 'জ্ঞান' উপস্থিত হয়, তাহা এই সকল ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জড়ীয় ক্রিয়া দ্বারা 'জ্ঞান' উৎপন্ন হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নাই। অখণ্ড জ্ঞান-স্বরূপ আত্ম-চৈতন্য আছেন বলিয়াই, জড়ীয় ক্রিয়াগুলির প্রকাশক রূপে সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডখণ্ড বোধ বা জ্ঞানের প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু জড়ীয় ক্রিয়া এবং জ্ঞান সম্পূর্ণ বিভিন্ন (বিলক্ষণ) বস্তু। কেহই কাহারও উৎপাদক নহে। এ সম্বন্ধে অবতরণিকায় আলোচনা করা গিয়াছে।

আত্মার স্বরূপ এবং ব্রহ্মেরও স্বরূপ ইহাই। ইহাঁকে জানিলে আর শোক থাকে না। ইহাঁকে জানিতে পারিলে আর ভয়ও থাকে না। যতদিন দ্বৈতবোধ থাকে,. ততদিনই সেই সকল পদার্থ হইতে ভয় ও শোকের সম্ভাবনা। যখন ব্রহ্মসত্তা হইতে কোন্ পদার্থেরই স্বতন্ত্র-সত্তার বোধ চলিয়া যায়; যখন পদার্থ-গুলির সত্তা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, এই প্রকার বোধ দৃঢ়তা লাভ করে; তখন আর লোকে কাহার অপ্রাপ্তিতে দুঃখ করিবে? কাহার বিনাশেই বা শোক করিবে? অথবা কোন্ বস্তু হইতেই বা ভয় পাইবে? ইন্দ্রিয়বর্গের অধ্যক্ষ, শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোক্তা জীবাত্মার সমীপবর্ত্তী, নিয়ন্তা ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিলে, আর কোন ভয়-শোকাদি থাকে না। আত্মার ইহাই প্রকৃত স্বরূপ।

হিরণ্যগর্ভের তত্ত্ব পূর্ব্বেও তোমাকে বলিয়াছি; এখানেও তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। পূর্ণজ্ঞান স্বরূপ এবং পূর্ণশক্তি স্বরূপ ব্রহ্ম, সৃষ্টির প্রাক্কালে আত্মসংকল্প দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টির আলোচনা * করিলেন। যে শক্তি তাঁহাতে একাকার হইয়া—জ্ঞানাকারে—অবস্থান করিতেছিল, তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ, সেই

* এই আলোচনাকে মূলে 'তপঃ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞান স্বরূপ হইলেও, এই আগন্তুক আলোচনাকে লক্ষ্য করিয়া, ইঁহার 'তপঃ' বলিয়া একটী ভিন্ন সংজ্ঞাপ্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ ইহা সেই নিত্যজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান নহে।

শক্তির সর্গোন্মুখ পরিণাম * হইল। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে ‘অব্যক্তশক্তি’ বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে ;—ইহা সেই পূর্ণশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই অব্যক্তশক্তি যখন সর্ব্বপ্রথমে ব্যক্ত হইল, তাহারই নাম হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ বা সূত্র,—স্পন্দন। ইনিও সেই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহেন। সুবর্ণ হইতে জাত কুণ্ডল যেমন সুবর্ণ ব্যতীত পৃথক্ কিছু নহে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হিরণ্যগর্ভও ব্রহ্মাত্মক, তাহা ব্রহ্মই †। অব্যক্তশক্তি প্রথমে ‘সূত্র’ রূপে বা স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এই স্পন্দন ‘করণাকারে’ ও ‘কার্য্যাকারে’ ‡ বিকাশিত হইয়া ক্রিয়া করিতে লাগিল। উহার করণাংশই বায়ু, তেজ, আলোকাদির আকারে বিকীর্ণ হইতে লাগিল এবং কার্য্যাংশও সঙ্গে সঙ্গে সংহত বা ঘনীভূত হইতে লাগিল। এই জন্যই, প্রত্যেক পদার্থেরই দুইটী অংশ—করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক। স্পন্দন—তেজ, আলোকাদিরূপে ব্যক্ত হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ

* সর্গোন্মুখ—অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখ। শঙ্কর ইহাকে বেদান্তভাষ্যে ‘ব্যাচিকীর্ষিত অবস্থা’ এবং ‘জায়মান অবস্থা’ বলিয়াছেন। এখনও পরিণাম হয় নাই; কেবল জগদাকারে পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছে মাত্র। এই উপক্রমটী আগন্তুক বলিয়া, ইহার একটী ভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

† এই দৃষ্টান্তটী আনন্দগিরির।

‡ “দ্বিরূপো হি......‘কার্য্য’ মাধারোহপ্রকাশকঃ ‘করণ’ মাধেয়ঃ প্রকাশকঃ” ইত্যাদি শঙ্কর, বৃহদারণ্যকে।

প্রভৃতি 'আধিদৈবিক' পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জন্য হিরণ্যগর্ভকে 'সর্ব্বদেবতাত্মক' বলা হয়। কার্য্যাংশ সংহত হইয়া প্রথমে 'জল' এবং পরে আরও সংহত হইয়া 'পৃথিবী' রূপে ব্যক্ত হইল। এইরূপে জলাদি 'ভূত' সকল উৎপন্ন হইল। এইরূপে ক্রমে, প্রাণীদেহে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণশক্তি ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং রসরুধিরাদির পরিচালনা দ্বারা যতই উহার কার্য্যাংশ, প্রাণীর দেহ ও দেহাবয়বগুলি নির্ম্মিত করিতে থাকে,—উহার করণাংশও ক্রমে ইন্দ্রিয়াদিরূপে ব্যক্ত হয় *। অতএব এই ক্রিয়াত্মক † হিরণ্যগর্ভই অবশেষে প্রাণীরাজ্যে (বিশেষতঃ মনুষ্যে) অন্তঃকরণ রূপে ‡ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্তঃকরণই জ্ঞানের বিশেষ অভিব্যঞ্জক। এই জন্য হিরণ্যগর্ভকে যেমন সূত্র বা স্পন্দনাত্মক বলা যায়, তদ্রূপ ইহাঁকে মহৎ বা বুদ্ধি (জ্ঞানাত্মক) বলা যায় §। অতএব প্রিয় নচিকেতা! এখন

* "কার্য্যলক্ষণাঃ করণলক্ষণাশ্চ দেবাঃ"—শঙ্কর' প্রশ্নোপনিষদ। "কার্য্যলক্ষণাঃ শরীরাকারেণ পরিণতাঃ, করণলক্ষণানি ইন্দ্রিয়াণি"—আনন্দগিরি, প্রশ্ন উপনিষদ। এই সকল তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে অবতরণিকায়, সৃষ্টিতত্ত্বে আলোচিত হইয়াছে। পাঠক অগ্রে তাহা দেখিয়া লইবেন।

† *i. e.* Blind impulse or unconscious will. (ইহাও কিন্তু চৈতন্য-বিহীন নহে।)

‡ *i. e.* Purposive impulse or conscious will.

§ এই paragraphটীর প্রথম হইতে এই চিহ্ন পর্য্যন্ত অংশগুলি আমরা নিজের কথায় ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি। এই ব্যাখ্যাটুকু পূর্ব্বে না দিলে, ভাষ্যে যাহা যাহা

বুঝিতে পারিবে যে, ব্রহ্মের সংকল্পবশতঃ হিরণ্যগর্ভের প্রথম উদ্ভব, এবং তেজ, জল প্রভৃতি ভূতবর্গের অগ্রে ইহাঁর উদ্ভব হইয়াছিল। ইনিই পরে, ভূতবর্গের সহিত মিলিয়া, প্রাণীদেহে হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে * প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। অতএব বুদ্ধিরূপ উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মা এবং হিরণ্যগর্ভ স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে। সর্ব্বাত্মক আত্মচৈতন্যের স্বরূপ এই প্রকার জানিবে।

এই হিরণ্যগর্ভকে 'অগ্নি' নামেও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে †। গর্ভিনীরা যেমন যত্নে নিজ গর্ভের পোষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কেবল কর্ম্মপরায়ণ লোকেরা ঘৃতাদিযোগে যজ্ঞে এই অগ্নির স্তুতি বা হোম নির্ব্বাহ করেন ‡। কিন্তু যাঁহারা আত্ম-যাজী, জ্ঞানপরায়ণ, তাঁহারা যত্ন-সহকারে ও অপ্রমত্তভাবে, নিত্য ধ্যান ও ভাবনা দ্বারা হৃদয়ে এই হিরণ্যগর্ভ নামক অগ্নির ভাবনা করিয়া থাকেন। ইনিই সেই প্রকৃত ব্রহ্ম। সূর্য্য চন্দ্রাদি

বলা হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে না বলিয়াই, আমরা প্রথমে নিজের কথায় ব্যাখ্যাটী জুড়িয়া দিয়াছি। এই চিহ্নের পর হইতে paragraph টী। শেষ পর্য্যন্ত ভাষ্যের অনুবাদ দেওয়া হইল।

* মুখ্যরূপে বুদ্ধি দ্বারাই শব্দাদির উপলব্ধি (বা অদন বা ভোগ) করা হয় বলিয়া, এই হিরণ্যগর্ভকে "অদিতি" শব্দে মূলে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

† এই উপাখ্যানের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখ।

‡ কেবল যাঁহারা সকাম যজ্ঞ পরায়ণ, তাঁহারা হিরণ্যগর্ভবোধে 'অগ্নির' স্তুতি বা উপাসনা করেন না। কেন না, ইঁহারা অগ্ন্যাদি দেবতাকে ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' বস্তু বোধেই ভাবিয়া থাকেন। সর্ব্বাত্মক পরমাত্মার সত্তা ব্যতীত যে কাহারই স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এ তত্ত্ব ইঁহারা জানেন না।

আধিদৈবিক পদার্থ সকল প্রলয়কালে এই হিরণ্যগর্ভে অব্যক্ত বা অন্তর্হিত হইবে; আবার প্রলয়ান্তে পুনর্বিকাশের সময়ে এই হিরণ্যগর্ভ হইতেই বিকাশিত হইবে। আধ্যাত্মিক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গও এই হিরণ্যগর্ভে (প্রাণে) * অবস্থিত থাকিয়াই স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। কোন বস্তুই এই সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বব্যাপী হিরণ্যগর্ভ হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে; ইহাঁরই সত্তায় উহাদের সত্তা নির্ভর করিতেছে †। ইহাই সেই ব্রহ্ম।

নচিকেতা! তোমার নিকটে সর্ব্বাত্মক পরমাত্ম-চৈতন্যের স্বরূপ এবং আত্মার স্বরূপ, উভয়ই কীর্ত্তন করিলাম। উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই,—ভেদ কেবল উপাধির তারতম্যে। সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত, বিজ্ঞানঘনস্বভাব ব্রহ্মচৈতন্যই কার্য্যাত্মক ‡ ও করণাত্মক উপাধিগুলির যোগেই সুখদুঃখাকুল সংসারী আত্মা বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। স্বরূপতঃ উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই—কোন নানাত্ব নাই। যে ব্যক্তি স্বরূপের কথা ভুলিয়া কেবল উপাধি বা নানাত্ব লইয়া ব্রহ্মে ভেদ কল্পনা

* আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, স্পন্দনই (হিরণ্যগর্ভ) প্রাণীদেহে প্রথমে 'প্রাণশক্তি' রূপে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ—একই তত্ত্ব।

† সূর্য্যচন্দ্রাদি পদার্থ এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়—কেহই স্পন্দন হইতে একান্ত স্বতন্ত্র নহে। স্পন্দন হইতে বিযুক্ত করিয়া দেও, দেখিবে উহারাও লোপ পাইয়াছে। উহারা স্পন্দনেরই আকার-ভেদ মাত্র। অবতরণিকা দেখ।

‡ কার্য্যাত্মক উপাধি——দেহ ও দেহের অবয়বগুলি। করণাত্মক উপাধি——ইন্দ্রিয়াদি শক্তি ও অন্তঃকরণ।

করে * সে ব্যক্তি ভ্রান্ত। এইরূপ লোকই পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মরণ ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে। অতএব, পূর্ণ † জ্ঞানৈকরস-স্বরূপ আত্মার অনুসন্ধান করা সকলেরই নিয়ত কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে অন্তঃকরণ মার্জ্জিত হইলে, ভেদবুদ্ধির কারণীভূত অবিদ্যার ধ্বংস হয়; সুতরাং তখন আর ব্রহ্মে অণুমাত্র ভেদ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তির চিত্ত অবিদ্যাগ্রস্ত সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মচৈতন্যে ভেদ দেখিতে পায়; এই জন্যই সে ব্যক্তি জন্মমরণাদির হস্ত হইতেও নিস্তার পায় না। মনুষ্যের হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত স্থানে বুদ্ধি অবস্থিত। আত্মাই এই বুদ্ধির প্রকাশক এবং প্রেরক। এই পরিপূর্ণ আত্মচৈতন্য দেশ ও কালের অতীত, অথচ তাঁহা হইতেই দেশ ও কাল অভিব্যক্ত হইয়াছে ‡। আত্মা নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময়—প্রকাশ স্বরূপ। যোগিগণ আত্মহৃদয়ে ইহাঁকে অনুভব করেন। ইনি প্রাণিহৃদয়ে নিত্য বর্ত্তমান। যেমন কোন অত্যুন্নত দুর্গম শৈলশৃঙ্গে পতিত বৃষ্টিধারা তথা হইতে দ্রুতবেগে পর্ব্বতখণ্ড-সঙ্কুল নিম্ন-ভূমিতে প্রবাহিত

* ব্রহ্মসত্তাতেই উপাধিগুলির সত্তা। ব্রহ্মসত্তাকে তুলিয়া লও, দেখিবে উপাধিগুলিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্রসত্তা উপাধিগুলির নাই। অতএব উপাধি দ্বারা আত্মসত্তায় ভেদ বা নানাত্ব আসিতে পারে না। পরমার্থদর্শী এইরূপেই সর্ব্বত্র কেবল এক ব্রহ্ম-সত্তাই দেখেন।

† পূর্ণ—*i.e.* Whole—unitary principle.

‡ যখন অব্যক্তশক্তি স্পন্দনরূপে ব্যক্ত হইল, তখন হইতেই দেশ ও কালের বিকাশ হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে নহে। একথা মাণ্ডুক্যোপনিষদে আনন্দগিরি বলিয়া দিয়াছেন। "কালংপ্রত্যপি সূত্রস্য কারণত্বাৎ"—ইত্যাদি দেখ।

হইয়া চতুর্দ্দিকে নানাকারে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, এইরূপ যাঁহারা ভেদদর্শী তাঁহারা আত্মা যে এক সে কথাটী বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা উপাধিগুলির সঙ্গে সঙ্গে অনুগত আত্মাকে, সেই সকল উপাধি-বিশিষ্ট বলিয়াই—নানা বলিয়াই—ধরিয়া লন। কিন্তু মনন-পরায়ণ বিবেকী ব্যক্তি এ প্রকার ভ্রম করেন না। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, আত্মা উপাধিগুলি হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহারা জানেন যে, আত্মা বিজ্ঞানঘনস্বরূপ। জলরহিত নির্ম্মল স্থানে বারি-ধারা নিক্ষেপ করিলে যেমন সেই জল নানাকার ধারণ করে না, আত্মাও তদ্রূপ সর্ব্বদা একরূপ। উপাধিগুলিই সর্ব্বদা নানা আকার ধারণ করিয়া থাকে, * কিন্তু আত্মার তদ্দ্বারা কোন ভেদ হইতে পারে না; কেননা, আত্মা সর্ব্বদাই একরূপ। আত্মা উপাধিগুলির সঙ্গে সঙ্গে অনুগত—অনুপ্রবিষ্ট—থাকেন বলিয়াই মূঢ় ব্যক্তিগণ উপাধিগুলির নানা প্রকার অবস্থার দ্বারা আত্মারও অবস্থান্তর হইল বলিয়া মনে করিয়া লয়! জননী অপেক্ষাও হিতকারিণী শ্রুতি এইরূপেই আত্মতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নচিকেতা! তুমি দর্পিত, কুতার্কিক নাস্তিকদিগের কথা শুনিও না; শ্রুতির উপদেশ-মত সর্ব্বদা আত্মার একত্বের তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ কর।”

---

* উপাধি বা জড়ীয় ক্রিয়াগুলি সর্ব্বদাই পরিণামী ও বিকারী। ইহারা সর্ব্বদাই রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে, পরিবর্ত্তিত হয়। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাবতীয় উপাধিবর্গ জড়ীয় ক্রিয়া মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(দেহ-পুরীর বর্ণন।)

যম বলিতে লাগিলেন——

"নচিকেতা! জীবাত্মার স্বরূপ কি প্রকার এবং কিরূপে সংসারী অবিদ্যাচ্ছন্ন লোকেরা তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে ভুল করে, তাহাও সাধারণ-ভাবে বলিয়াছি। এখন পুনরায় তোমাকে আত্মার স্বরূপের তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিব। ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় আমার বড় উৎসাহ, বড় আনন্দ হয়। আমি সকল কথাই তোমাকে একে একে বলিয়া দিব।

নচিকেতা! এই দেহটীকে একটী রাজ-পুরীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তুমি অবশ্যই মর্ত্ত্যলোকে বৃহৎ বৃহৎ রাজপুরী দেখিয়াছ। তুমি দেখিয়াছ—কাষ্ঠ, ইষ্টক, চূর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ সামগ্রী-সম্ভার একত্র মিলাইয়া, নৃপতির ভোগার্থ, রাজপুরী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সেই পুরীর চতুষ্পার্শ্বে শত শত কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বার সংযোজিত থাকে, তাহাও তুমি দেখিয়াছ। আমার মনে হয়, জীবশরীরও সেইরূপ একটী রাজ-পুরী মাত্র। এই দেহপুরীতে সংলগ্ন একাদশটী বৃহৎ দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, নাসাদ্বয় ও মুখ—উপরে এই সাতটী এবং নিম্নে নাভি, পায়ু,

উপস্থ—এই তিনটী এবং সর্বোপরি মস্তিষ্ক;—সর্ব্বশুদ্ধ এই একাদশটী ইহার বহির্দ্বার *। এই দেহ-পুরীর অধীশ্বর কে তাহা ত বুঝিতে পারিতেছ? আত্মাই ইহার অধীশ্বর। আত্মারই ভোগের জন্য, নানাবিধ উপকরণ একত্র হইয়া—মিলিয়া মিশিয়া—এই দেহপুরী বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি এই সকল উপকরণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র †; তিনি নিয়ত একরূপ—নির্ব্বিকার; তিনি বিজ্ঞানঘনস্বভাব। সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক বাসনা ত্যাগ করিয়া ‡, সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত এই পুর-স্বামী আত্মাকে একাগ্রচিত্তে নিয়ত ভাবনা করিলে, ভয় ও শোক দূরীভূত হয়;—এই জীবদ্দশাতেই অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়।

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদেও, প্রাণ অপান প্রভৃতি ক্রিয়াশক্তি এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গুলিকে দেহের দ্বারপাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গীতাতেও ইন্দ্রিয়গুলিকে দেহের দ্বার বলা হইয়াছে।

† আনন্দগিরি এই ‘স্বতন্ত্র’ শব্দটার অর্থ এই ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন—“খ এর সত্তা ব্যতীত যদি ক এর সত্তা প্রতীত হয়, তবে ‘ক’কে ‘খ’ হইতে স্বতন্ত্র বলা যায়”। আমরা ইহা দ্বারা কি পাইতেছি? আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু দেহ বস্তুতঃ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। আত্মসত্তাই জগতের প্রতি পদার্থে অনুস্যূত; এই সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই পদার্থগুলি অবস্থান করিতেছে। সুতরাং পদার্থগুলির নিজের কোন স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই। পাঠক এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।

‡ যদি বিষয়বর্গকে আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তাযুক্ত বলিয়া মনে করা যায়, তবেইত বিষয়লাভের জন্য কামনা হইতে পারে। কিন্তু উহাদের যখন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তখন কেবল আত্মসত্তালাভের জন্যই কামনা হইতে পারে।

দেহস্বামী আত্মার স্বরূপের কথা বলিতেছি। "ইনি সকল দেহেই বর্ত্তমান। আকাশস্থ আদিত্যের অভ্যন্তরে ইনি আত্মারূপে অবস্থিত। ইনি সকলের আশ্রয়, এই জন্য ইঁহাকে 'বসু' বলা যায়। ইনি 'বায়ু'রূপে অন্তরীক্ষে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইনি 'তেজ'রূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত। পৃথিবীর অতীত হইয়াও ইনি পৃথিবীরূপে বিকাশিত। কর্ম্মী পুরুষেরা যখন যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তখন ইনিই বেদিতে অগ্নিরূপে, কলসে সোমরূপে ও গৃহে অতিথিরূপে অবস্থিত থাকেন। ইনিই আকাশমণ্ডলে, জলে, স্থলে, দেবলোকে, মনুষ্যলোকে— বিবিধ পদার্থ ও প্রাণীর আকারে অবস্থান করিতেছেন। যজ্ঞ ও স্রুক্-স্রুবাদি যজ্ঞের অঙ্গরূপে ইনিই অবস্থিত। পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে ইনিই বিবিধ নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছেন। ইনিই সকলের কারণ, সকলের আত্মা। ইনি নিয়ত একরূপ *। পদার্থের ভেদে এই আত্মবস্তুর কোন ভেদ হয় না। ইনি বৃহৎ; ইনি সত্যস্বরূপ"।

তোমাকে দেহস্বামী আত্মার স্বরূপের কথা বলিলাম। এখন তোমাকে তাঁহার স্বরূপের পরিচায়ক কয়েকটী চিহ্ন (লিঙ্গ) বলিয়া দিতেছি। ইনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক ও প্রেরক-

* ইঁহারই 'সত্তা' বিবিধ পদার্থের আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই আকারগুলি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু এই আকারগুলিতে অনুস্যূত 'সত্তা' সর্ব্বদা একরূপ। সর্ব্ব পদার্থের মধ্যে এই 'সত্তাটীরই' অনুসন্ধান করিতে হয়।

রূপে অবস্থিত থাকিয়া, প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধদিকে এবং অপান-বায়ুকে নিম্নদিকে নিয়োজিত * করিতেছেন। ইনি সকলের বরণীয়। ইহাঁরই নিকটে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, রূপরসশব্দাদি বিজ্ঞানগুলিকে উপহার প্রদান করিতেছে। এই আত্মারই প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশে, ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব ক্রিয়া হইতে বিরত হয় না †। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ, ইহাঁরই প্রয়োজনে এবং ইহাঁরই দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে; ইনি ইন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের বস্তু।

* এক প্রাণশক্তিই দেহে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে মুখ্যপ্রাণ—চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাস্কিায় সঞ্চরণ করে। অপান—অধোদেশে থাকিয়া মূত্রপুরীষাদির চালক। সমান—নাভিতে থাকিয়া ভুক্ত অন্নাদির পরিপাক করে। দেহের সন্ধিগুলিতে, মর্ম্মস্থলে ও স্কন্ধে ব্যানের সঞ্চরণ হইয়া থাকে। উদানের—পদ হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সঞ্চার মার্গ।—প্রশ্ন-উপ।

† "প্রাণকরণব্যাপারাশ্চেতনার্থা স্তৎপ্রযুক্তা ভবিতুমর্হন্তি,জড়চেষ্টত্বাৎ রথচেষ্টাবৎ"। প্রাণাদি জড়বর্গের ক্রিয়া চেতন দ্বারাই চালিত। ইহাই আত্মার (আত্মশক্তির) অস্তিত্বের একটী প্রমাণ। এই জন্য, যাহাকে ২৪০ পৃষ্ঠার টীকায় Blind impulse বলা হইয়াছে, উহা গোড়া হইতেই purposive impulse মাত্র। ব্রহ্মচৈতন্য একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়াই ক্রিয়া বিকাশ করেন। এই উদ্দেশ্যকেই 'আত্মার প্রয়োজন' বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়প্রাণাদি সকলেরই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত। আবার ইহারা সকলেই আত্মার সহিতও সম্বন্ধ যুক্ত। সকল বিজ্ঞানই আত্মার বিজ্ঞান, সকল ক্রিয়াই আত্মার জন্য। ইন্দ্রিয়াদির বিবিধ বিজ্ঞানে আত্মারই নিত্যজ্ঞান অভিব্যক্ত; ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াগুলিতে তাঁহারই নিত্যশক্তি অভিব্যক্ত। এ সকলের দ্বারাই সেই নিত্য অবিকৃত আত্মস্বরূপই ফুটিয়া উঠিতেছে। "উপহার প্রদান" এবং "একই উদ্দেশে ক্রিয়া করা"—দ্বারা শ্রুতি এই মহাতত্ত্বই বলিয়া দিয়াছেন।

এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা যদি শরীর হইতে ক্ষণতরেও বিযুক্ত হন, তবে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াশূন্য হইয়া পড়ে এবং ইহারা হতবল ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। যিনি থাকিলে, ইহাদের ক্রিয়া থাকে এবং যিনি চলিয়া গেলে ইহাদের ক্রিয়া থাকে না;—ইহা আত্মার (আত্মশক্তির) অস্তিত্বের একটী প্রমাণ *। প্রাণই বল, অপানই বল বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই বল,—ইহাদের কাহারই দ্বারা দেহকে জীবিত বলা যায় না। দেহে প্রাণাদি বায়ু সকল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত একত্র মিলিয়া একই উদ্দেশে, ক্রিয়া করিতেছে। এতদ্দ্বারা ইহা অনুমান করা যুক্তি-সঙ্গত যে, আত্মবস্তু ইহাদের হইতে নিতান্ত স্বতন্ত্র। ইহারা সেই আত্মবস্তুরই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, তাঁহারই প্রেরণাবশতঃ, তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছে। এই অনুমানের বলে, দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র চেতন আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ

---

* Compare:—The essence of *Energy* is that it can transform itself into other forms, remaining *constant* in qantity, whereas life (আত্মা) does not transmute itself into any form of energy, nor does death affect the sum of energy in any known way. Hence life can not be a *form of energy* : It is something *outside* the scheme of mechanism, although it can *direct* material motion, subject always to the laws of energy (such as assimilation of food, secretion, respiration, reproduction &c,—which cease as soon as death occurs)"—E. Fry in The *Nineteenth century*".

হইতেছে *। যাঁহারা আত্মার এই নির্ব্বিকার স্বরূপকে জানিয়া, দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া যান। কিন্তু হায়! আত্মজ্ঞান লাভ না করিতে পারিয়াই যাহারা ইহলোক পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই সকল অজ্ঞানী পুরুষের মধ্যে কেহ কেহ বা শুক্রশোণিত যোগে জরায়ুজাদি দেহে জন্মগ্রহণ করে; কেহ কেহ বা কর্ম্মবিপাকবশতঃ নিকৃষ্টতর বৃক্ষ-লতাদি স্থাবর-যোনি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বজন্মাচরিত কর্ম্মানুসারেই এই সকল জন্ম হইয়া থাকে।

সুষুপ্তির সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণশক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। তখন জীবের কোনরূপ বিশেষ প্রকারের বিষয়-জ্ঞান থাকে না। প্রাণশক্তিও যদি তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত, তবে আর জীব জাগিয়া উঠিতে পারিত না; সুপ্তিই মহাসুপ্তিতে পর্য্যবসিত হইত। সুষুপ্তির পর মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাম পুনশ্চ সেই প্রাণশক্তি হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। জীব যখন গাঢ়-সুষুপ্তিতে মগ্ন, তখনও আত্ম-চৈতন্য জাগরিত থাকেন। প্রাণ-

* এস্থলে আনন্দগিরি বলিয়াছেন—"এই যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির একত্র মিলন, ইহাত 'আগন্তুক' (কদাচিৎক);—এ মিলন পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইয়াছে; সুতরাং আগন্তুক বলিয়াই, এই মিলন ক্রিয়া স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক (নিত্য) নহে। অতএব এই আগন্তুক মিলন—অপরের দ্বারা প্রযুক্ত। অতএব আত্মাই এই মিলনের প্রয়োজক"।

শক্তির ক্রিয়া দ্বারাই তখন তাঁহার অস্তিত্ব সূচিত হইয়া থাকে। আত্মাই সকলের কারণ, সকলের অধিষ্ঠান। পৃথিব্যাদি লোকগুলি ইহাঁরই সত্তাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। ইহাঁরই সত্তাতে উহাদের সত্তা। উহাদের স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই।

তেজঃস্বরূপ অগ্নি যেমন এক হইয়াও, কাষ্ঠাদি দাহ্য-বস্তুর ভেদে, নিজেও ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়; আত্মচৈতন্যও তদ্রূপ এক হইলেও, দেহ-ভেদে নানারূপে প্রতীয়মান হন। তিনি দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র—নির্ব্বিকার। কিন্তু তথাপি, দেহাদির মধ্যগত বলিয়া, দেহাদির ভেদে তাঁহারও ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে। বায়ু, প্রাণরূপে সকলের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু এই প্রাণ এক সাধারণ ক্রিয়াস্বরূপ হইলেও, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি দ্বারা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রকাশ করাই সূর্য্যের স্বভাব—তিনি প্রকাশ-স্বরূপ; সূর্য্য মূত্র-পুরীষাদি ঘৃণিত পদার্থসমূহ প্রকাশিত করিয়াও, উহাদের দোষ দ্বারা প্রকৃত পক্ষে লিপ্ত হন না। এই বায়ু ও সূর্য্যের ন্যায় আত্মাও, সুখদুঃখাদি বিজ্ঞানগুলিকে প্রকাশ করিয়াও, উহাদের দ্বারা লিপ্ত হন না; তিনি উহাদের হইতে স্বতন্ত্র এবং নির্ব্বিকার।

আত্মা নিয়ত নির্ব্বিকার; কিন্তু তথাপি লোকে ভুল করিয়া তাঁহাকে বিকারী বলিয়া মনে করে। আমি কথাটা তোমাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। লোকে অজ্ঞানতাবশতঃ রজ্জুকে

কখন কখন সর্প বলিয়া বোধ করে,—ইহা তুমি দেখিয়া থাকিবে। কেন এরূপ হয় জান ত? রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া মনে না করিয়া, রজ্জুকে একটা পদার্থান্তর বলিয়া—একটা সর্প বলিয়া—ধরিয়া লয়; এইরূপ শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া না বুঝিয়া, লোকে শুক্তিকে রৌপ্যনামে একটা স্বতন্ত্র—পৃথক্—পদার্থ বলিয়াই মনে করে। এইরূপ মনে করার ফলে, রজ্জু কি নিজের রজ্জুত্বকে ত্যাগ করিয়া বাস্তবিকই সর্প হইয়া যায়? শুক্তিও কি নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া, একটা নিতান্ত স্বতন্ত্র পদার্থ অর্থাৎ রজত হইয়া উঠে? সর্প ও রজত বলিয়া যে ভ্রান্ত-বোধ হইতেছিল, তখনও রজ্জু সত্য সত্য রজ্জুই থাকে, এবং শুক্তি শুক্তিই থাকে; ঐ সকল স্থলে কেবল বুঝিবার দোষেই ঐরূপ ভ্রম উপস্থিত হয়। এইরূপ, আত্মা স্বরূপতঃ সুখদুঃখাদিশূন্য; তথাপি ভ্রমজ্ঞানবশতঃ তাঁহাকে সুখদুঃখাদিময় একটা স্বতন্ত্র বস্তুরূপে মনে হইতে থাকে। সুখদুঃখাদি আত্মার একটা আগন্তুক অবস্থামাত্র; অর্থাৎ উহারা আত্মার নিজের অবস্থা নহে, নূতন একটা অবস্থা অল্প সময়ের জন্য তাহাতে আসিয়াছে মাত্র। কিন্তু "একটা বিশেষ-অবস্থা উপস্থিত হইলেই বস্তুটা একটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না"—এই কথাটা ভুলিয়া যাই বলিয়া আমরা আত্মাকে সুখদুঃখাকুল বলিয়া মনে করি! অবিদ্যার কাণ্ডই এইরূপ *।।

* একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া বুঝান যাইতে পারে।

সর্ব্বগত হইয়াও—সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও—আত্মা, সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র, পৃথক্। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সুতরাং সকলের নিয়ন্তা। তিনি নিয়ত একরূপ। তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ এবং অচিন্ত্যশক্তিস্বরূপ। আত্ম-সত্তাই বিবিধ পদার্থরূপে—নাম-রূপাত্মক উপাধিরূপে—জগতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারই সত্তা সকল পদার্থে অনুস্যূত রহিয়াছে; তাঁহারই সত্তাকে অবলম্বন করিয়া পদার্থগুলি

বাষ্প, জল এবং বরফ—এই তিনটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই সাধারণলোকের নিকটে পরিচিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিকও কি ইহাদিগকে তিনটা পৃথক্ বস্তু বলিয়া থাকেন? বৈজ্ঞানিক বলিবেন যে, উহারা একই বস্তুর পৃথক্ অবস্থা মাত্র। একই বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া, ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। এখন এই কথাটা অল্পবয়স্ক বালক বালিকারাও জানে। একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, কোন এক উষ্ণপ্রধানদেশের রাজসভায় এক ভ্রমণকারী উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, "মহারাজ! আমি এমন দেশ দেখিয়া আসিলাম, যেখানে শীতে জল জমিয়া এমন কঠিন হয় যে, লোকে তাহার উপর দিয়া খুব ভারী ভারী গাড়ী চালাইয়া থাকে"। রাজা জন্মাবধি কখনও জলের কঠিন অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন নাই, বা ইতঃপূর্ব্বে তাহার বিষয় শ্রবণও করেন নাই। সুতরাং তিনি ভ্রমণকারীকে ঘৃণিত মিথ্যাবাদী বোধে, তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন। রাজা, তুষার দেখিলেও বুঝিতে পারিতেন না যে সেই শ্বেতকান্তি স্বচ্ছ স্ফটিক সদৃশ কঠিন বস্তু তরল নিত্য-ব্যবহার্য্য জলেরই রূপান্তর। এই ভ্রম, রাজার অজ্ঞানতাবশতঃ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তদ্রূপ আমরাও ভ্রমবশতঃ (অবিদ্যাবশতঃ) এক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগুলিকে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। এই ভ্রম দূর হইলেই, যথার্থ জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। শঙ্করাচার্য্য এই কথাটাই রজ্জু-সর্প এবং শুক্তি রজতের দৃষ্টান্তে বলিয়া দিয়াছেন।

অবস্থান করিতেছে। কোন সত্তাই, তাঁহার সত্তা হইতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন নহে *। তিনি মনুষ্যের হৃদয়ে, বুদ্ধিবৃত্তিতে চৈতন্য-রূপে অভিব্যক্ত †। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সেই সকল শিক্ষার অনুবর্ত্তী হইয়া, যাঁহারা এইরূপ আত্মাকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞগণের অনুভূত অলৌকিক আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। যাহারা কেবল বিষয়াসক্তবুদ্ধি, তাহারা সে আনন্দ কোথায় পাইবে ?

পরিদৃশ্যমান জগতের সকলেরই ধ্বংস হয়, তাহারা সকলেই অনিত্য; কিন্তু তাহাদের মধ্যে তিনিই নিত্য ‡। জল যে উষ্ণ

* যাহাকে আমরা পদার্থের সত্তা বুলি, তাহা ব্রহ্মসত্তা মাত্র। অবতরণিকায় এ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

† মূলে "আত্মস্থ" শব্দ আছে। ভাষ্যকার বলেন যে, আত্মা নিরবয়ব, সুতরাং দেহ তাঁহার আধার হইতে পারে না; অতএব 'আত্মস্থ' অর্থ—হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) চৈতন্যরূপে অভিব্যক্ত।

‡ "জগতের অনিত্য পদার্থগুলি শক্তিরূপে তিরোহিত হইয়া যায়, ইহা স্বীকার না করিলে চলে না। যে বস্তুগুলি তিরোহিত হইল, উহারা পুনরায় সজাতীয় রূপে ব্যক্ত হয়। এই জন্যই পদার্থের একান্ত ধ্বংস হয় না; উহা শক্তিরূপে অবস্থান করে। সেই শক্তি হইতেই পুনরায় সেই জাতীয় পদার্থ জন্মে। ইহা স্বীকার না করিলে অসৎ হইতে সৎ জন্মে—বলিতে হয় এবং বিনাকারণে অকস্মাৎ পদার্থ জন্মিয়া থাকে—ইহাও বলিতে হয়। প্রলয়ে পদার্থমাত্রই শক্তিরূপে লয় পায়। এই শক্তির ধ্বংস নাই"—আনন্দগিরি। শঙ্করও বেদান্তভাষ্যে (১।৩।৩০) ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছেন। এই শক্তিই পদার্থগুলিতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ইহাই জগতের উপাদান বা পরিণামিনী শক্তি। কিন্তু এই শক্তি প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বিকার ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। সুতরাং ব্রহ্মসত্তাই জগতে অনুগত আছে।

হইয়া অন্যকে দাহ করিতে পারে, জলের সেই উষ্ণতা বা দাহিকাশক্তি উহার নিজের নহে,—উহা অগ্নি হইতে প্রাপ্ত। এইরূপ, প্রাণীবর্গের চৈতন্য * সেই পরমচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতেই আসিয়াছে। ইনি সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের নিয়ন্তা। সুতরাং সৃষ্টপদার্থ সমূহের কাহার কোন্ প্রয়োজন, তদনুসারে তিনি তাহাই বিধান করিয়া থাকেন। তিনিই সকল প্রাণীর কর্ম্মানুরূপ ফলের বিধানকর্ত্তা। যাঁহারা ইহাঁকে আত্মার মধ্যে অনুভব করিতে পারেন, কেবল তাঁহারাই শাশ্বতী শান্তির অধিকারী। যাঁহারা বাহিরের বিষয় বিষয় করিয়া ব্যস্ত নহেন, যাঁহারা বিষয়তৃষ্ণাকুল নহেন, কেবল তাঁহারাই এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। এই অনুভবই সেই পরমানন্দের অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হায়! বাহ্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কিরূপে এ আনন্দের কথা বুঝিবে? যিনি ইহা স্বয়ং অনুভব না করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্যে ইহা বুঝিবে না।

সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি তেজঃপূর্ণ পদার্থগুলি কদাপি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত তাঁহারই প্রকাশে ইহারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই পার্থিব

* মাণ্ডুক্যে গৌড়পাদভাষ্যে, ১।৬ শঙ্কর বলিয়াছেন—"পরমাত্ম-চৈতন্য হইতেই জীবচৈতন্য আসিয়াছে; আর প্রাণশক্তি হইতে জগতের পদার্থগুলি জন্মিয়াছে।" চিদাত্মকস্য পুরুষস্য চেতোরূপাঃ .... চেতোংংশবো যে তান্ পুরুষঃ......জনয়তি। .. ...ইতরান্ সর্ব্বভাবান্ প্রাণবীজাত্মা জনয়তি যথোর্ণনাভিঃ।

অগ্নির কথা ত দূরে! অগ্নি তথায় নিষ্প্রভ, নিস্তেজ। তাহার প্রকাশ-ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র-ভাবে, চন্দ্র-সূর্য্যাদির প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই। সূর্য্যাদি পদার্থ 'কার্য্য' * মাত্র, কার্য্য-গত বিবিধ প্রকাশ দ্বারা উহাদের 'কারণ'ও † যে নিত্যপ্রকাশ-স্বরূপ, ইহা বুঝা যায়। কেননা, কারণে প্রকাশত্ব না থাকিলে, কার্য্যগুলিতে তাহা আসিতে পারিত না"।

* কার্য্য—Effects, † কারণ—Cause,

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(সংসার-বৃক্ষ বর্ণন।)

মহামতি যম ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে বলিতে আহ্লাদে আপ্লুত হইয়া, নচিকেতার উপরে সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। নচিকেতাও এই পরমকল্যাণকর ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণে অতৃপ্ত-চিত্তে মুগ্ধবৎ হইয়া পড়িল। মহাত্মা যম তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, অধিকতর আহ্লাদে মগ্ন হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

"সৌম্য! আমি আবার তোমায় ব্রহ্মতত্ত্ব শুনাইতেছি। তুমি জগতের এই নিয়মটীর কথা অবশ্যই জান যে, কার্য্য-দর্শনে লোকে তাহার মূল-কারণের অনুমান করিয়া লয়। সৃষ্ট সংসারকে 'কার্য্য' বলা যায় এবং ব্রহ্মই এ সংসারের 'কারণ'। আমি সেই মূলকারণের কথাই তোমাকে বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।

নচিকেতা! জীবদেহকে যেমন রাজ-পুরীরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে, এই সংসারকেও তদ্রূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া লওয়া যাইতে পারে *। বৃক্ষের যেমন সর্ব্বদাই পরি-

* গীতায়ও সংসারকে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৫ অধ্যায়ের ১ ২ শ্লোক দেখ।

বর্ত্তন লক্ষিত হয়, এ সংসারেরও নিয়ত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। এই সংসার-বৃক্ষের মূলদেশ ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত রহিয়াছে। সেই অদৃষ্ট অব্যক্ত মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া, সূক্ষ্ম-স্থূল তারতম্যে এই বৃক্ষ মহাস্থূল হইয়া পড়িয়াছে। অতি সূক্ষ্ম বীজশক্তির সত্তাতেই যেমন বৃক্ষের সত্তা, তদ্রূপ সেই অব্যক্ত মূল শক্তির সত্তাতেই এই সংসারের সত্তা। বৃক্ষ যেমন অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় বীজে বিলীন হইয়া যায়, সংসারও তদ্রূপ উহার মূল-বীজে অব্যক্তভাবে বিলীন হইয়া যাইবে। মূর্খলোকে যেমন একটী অজ্ঞাত বৃক্ষ দেখিলে, উহা কোন্ জাতীয় বৃক্ষের অন্তর্ভুক্ত তাহা বুঝিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা বৃক্ষ-তত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞানিক তাঁহারা বৃক্ষটীর প্রকৃতি দেখিয়া, উহা কোন্ জাতীয় বৃক্ষ তাহা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, এই সংসার-বৃক্ষ সম্বন্ধেও তাহাই জানিবে। অতত্ত্বজ্ঞ লোকেরা এই সংসার সম্বন্ধে কত প্রকার জল্পনা কল্পনা করিয়া বেড়ায়! —কেহ ইহাকে সৎ, কেহ ইহাকে অসৎ, কেহ বা ইহাকে পরিণামী, অপর কেহ বা ইহাকে আরম্ভাত্মক,—এইরূপে নানালোকে ইহার সম্বন্ধে নানা জল্পনা করিয়া থাকে!! কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত আছেন। বেদান্ত, এই সংসারের মূলে ব্রহ্মকে স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। বৃক্ষ যেমন বীজ হইতে অঙ্কুরাদিক্রমে ক্রমশঃ শাখাপল্লবাদিতে সুশোভিত হইয়া অভিব্যক্ত হইতে থাকে; এই সংসারও

তদ্রূপ অব্যক্তশক্তি * হইতে হিরণ্যগর্ভাদি-ক্রমে ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়াছে। অব্যক্তশক্তিই এই সংসার-বৃক্ষের বীজ। এই অব্যক্তশক্তি সর্ব্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল; সুতরাং হিরণ্যগর্ভকে † এই বীজের অঙ্কুর বলা যায়। এই হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তির সমষ্টি-বীজ; সুতরাং ইহাকে জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক বলা হইয়া থাকে। কেন না, হিরণ্যগর্ভই যখন জগদাকার ধারণ করিয়াছে, তখন এই হিরণ্যগর্ভ হইতেই ত জগতে বিবিধ বিজ্ঞান ও বিবিধ ক্রিয়া দেখা দিয়াছে ‡। জলসেচনাদি দ্বারা অঙ্কুর যেমন ক্রমে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত ও পুষ্ট হয় এবং স্কন্ধ, শাখাপ্রশাখা, কিসলয়, পল্লব, পুষ্প, ফল প্রভৃতি ক্রমশঃ উদ্গত হইয়া বৃক্ষ যেমন পুষ্ট ও দৃঢ় হইয়া থাকে, এই সংসার-বৃক্ষও অবিকল তদ্রূপ ক্রমশঃ পরিণতি লাভ

* অব্যক্তশক্তির অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্য এবং এই অব্যক্তশক্তি ব্রহ্মসত্তারই অবস্থা-বিশেষ মাত্র, সুতরাং ইহা ব্রহ্মসত্তা হইতে বস্তুতঃ কোন স্বতন্ত্র পদার্থ হইতে পারে না। এই জন্য, যদিও অব্যক্তশক্তিই এই সংসারের মূলবীজ, তথাপি ব্রহ্মই ইহার মূল হইতেছেন। এসম্বন্ধে অবতরণিকা দেখ।

† কঠোপনিষদের অন্যত্র এই হিরণ্যগর্ভকেই 'মহদাত্মা' বলা হইয়াছে। সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব এবং বেদান্তের হিরণ্যগর্ভ একই বস্তু। ইহাকে সূত্র বা স্পন্দনও বলা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভের বিশেষ বিবরণ অবতরণিকায় সৃষ্টিতত্ত্বে দেখ।

‡ জগৎ ত জড়, উহাতে 'জ্ঞান' আসিবে কি প্রকারে? কিন্তু চৈতন্য সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান। চৈতন্যেরই অধিষ্ঠানে অব্যক্তশক্তির পরিণাম ঘটিয়াছে। এই পরিণামের সংসর্গে চৈতন্যেরও অবস্থান্তর প্রতীত হইতেছে। চৈতন্যের (জ্ঞানের) এই অবস্থান্তরই বিবিধ 'বিজ্ঞান' নামে পরিচিত। অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

করিয়া দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে। বাসনারূপ জলসেকে এই অঙ্কুর পুষ্ট ও দৃঢ় হইয়াছে; এবং ইহা হইতে প্রাণীবর্গের বিবিধ সূক্ষ্ম দেহরূপ স্কন্ধগুলি উদ্গত হইয়াছে। বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও বিষয়বর্গই এই বৃক্ষের নবোদ্গত কিসলয় স্বরূপ, শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রীয় উপদেশ অনুসারে এই কিসলয়গুলি পত্রাকারে পরিণত হয়; এবং যজ্ঞ-দান-তপশ্চর্য্যাদি কর্ম্মরূপ কুসুমে বৃক্ষটী সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। কটু, তীক্ষ্ণ, মধুরাদি বিবিধ রসবিশিষ্ট সুখদুঃখাদির ভোগকেই এই সংসার বৃক্ষের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৃক্ষে নানাশ্রেণীর পক্ষী-সকল নানাবিধ নীড় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, ইহা তুমি দেখিয়াছ; এই সংসার বৃক্ষের শাখাতেও * পৃথিব্যাদি লোক-বাসী জীব সকল নীড় বাঁধিয়া বাস করিতেছে। কুলায়স্থ বিহঙ্গমগণের কণ্ঠ-রবে বৃক্ষটী অনবরত মুখরিত হইয়া থাকে, ইহাও তুমি শুনিয়াছ; এই সংসার-বৃক্ষের শাখাগুলিও তুমুল কোলাহলে সর্ব্বদা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সংসারের প্রাণীবর্গ, রাগ-দ্বেষচালিত হইয়া, কখনও বা সুখের মৃদঙ্গ-নাদে, কখনও বা দুঃখের বজ্রাঘাতে,—আনন্দের হাসি ও বিষাদের রোদনে—মহা কোলাহল উপস্থিত করিয়াছে। এই বৃক্ষটী কদলীস্তম্ভবৎ

* দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদাদি লোক গুলিকেই সংসার-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বলা যায় এবং এই সকল লোকবাসী প্রাণীবর্গকে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

অসার, অস্থায়ী ও নানা অনর্থ-সঙ্কুল। এই বৃক্ষটীকে ছেদন করিতে হইলে, শ্রুতির নিকট হইতে উপদেশরূপ শাণিত কুঠার চাহিয়া লইতে হয়। এই সংসার-বৃক্ষটী অনাদিকাল হইতে কর্ম্মবাসনারূপ বায়ুবেগে সতত চঞ্চল এবং মনুষ্য,পশু, পক্ষ্যাদি-জন্মরূপ শাখাগুলি অনবরত নিম্নাভিমুখে সবেগে আন্দোলিত হইতেছে। আমি তোমাকে এই সংসার-বৃক্ষের পরম-মূল স্বরূপ যে ব্রহ্মবস্তুর কথা বলিয়াছিলাম,—তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, নির্ব্বিকার এবং শুদ্ধ। তিনি অবিনাশী, অমৃত, সত্য। ইনিই পরম-সত্য; অপর সকলেরই সত্যতা আপেক্ষিক মাত্র। ইহাঁরই সত্তা জগতে অনুস্যূত;—ইহাঁরই সত্তাকে অবলম্বন করিয়া অপর সকল পদার্থ অবস্থান করিতেছে। সুতরাং কাহারই নিজের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা নাই। মৃত্তিকার সত্তাই যেমন ঘটে অনুস্যূত, ঘট যেমন মৃত্তিকার সত্তাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে; এই সংসারও তদ্রূপ ব্রহ্মসত্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়ে ব্রহ্মসত্তাতেই বিলীন হইয়া অদৃশ্য হইবে। ব্রহ্মসত্তাকে তুলিয়া লও, দেখিবে সঙ্গে সঙ্গে জগৎও নাই—কোন পদার্থও নাই। এই জন্যই, জগৎকে মিথ্যা বলা যায়; কেবল এক ব্রহ্মকেই সত্য বলা যায়। ইহারই নাম পরমার্থ-দৃষ্টি। পরমার্থ-দৃষ্টি উৎপন্ন না হওয়াতেই লোকে পদার্থগুলিকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে। পরমার্থ-দৃষ্টি দ্বারা

সংসারের মূল স্বরূপ এই ব্রহ্মকে * জানিতে পারিলেই, অমর হইতে পারা যায়।

অসৎ, শূন্য, কিছু না † হইতে জগৎ প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। সৎ ব্রহ্মবস্তুই ‡ জগতের মূল। এই সদ্‌ব্রহ্মকে 'প্রাণ' শব্দেও নির্দ্দেশ করা যায় §। এই প্রাণ-ব্রহ্মই জগতের কারণ, স্থিতিকালেও জগৎ এই প্রাণব্রহ্মেই অবস্থান করে, আবার

* শক্তি-সংবলিত ব্রহ্মকে 'সদ্‌ব্রহ্ম' বলে। "ব্রহ্মণঃ সল্লক্ষণস্য শবলত্বাঙ্গীকারাৎ"—আনন্দগিরি, গৌড়পাদকারিকা, ১।৬।

† কিছুনা—*i. e.* From *nothing*.

‡ জগতের উপাদান অব্যক্তশক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে 'সদ্‌ব্রহ্ম' বলা যায়। জগৎ সেই শক্তিরই বিকাশ। ব্রহ্মসত্তা হইতে এই শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সুতরাং জগৎ ব্রহ্ম হইতেই বিকাশিত হইয়াছে। "বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব......সতঃ 'সৎ'-শব্দ বাচ্যতা"—শঙ্করভাষ্য, গৌড়পাদকারিকা, ১।৬।

§ অব্যক্ত শক্তিরই অপর নাম 'প্রাণ'। ব্রহ্ম, এই শক্তিযোগেই প্রাণ-ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। অবতরণিকা দেখ। শঙ্কর বলিয়াছেন—'প্রলয়ে যদি পদার্থগুলি নির্বীজভাবেই ব্রহ্মে লীন হইত, তবে আর পদার্থগুলি পুনরায় অভিব্যক্ত হইতে পারিত না। অতএব সবীজরূপেই ব্রহ্মকে প্রাণশব্দে বলা হইয়া থাকে'। নির্বীজতয়ৈব চেৎ সতি লীনানাং সম্পন্নানাং সুষুপ্ত-প্রলয়য়োঃ পুনরুত্থানানুপপত্তিঃ স্যাৎ......বীজাভাবাবিশেষাৎ।......তস্মাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্ব-ব্যপদেশঃ সর্ব্বশ্রুতিষু চ কারণত্বব্যপদেশঃ"—গৌড়পাদকারিকাভাষ্য, ১।৬। আনন্দ-গিরিও" বলিয়াছেন—"শশবিষাণাদেরসতঃ সমুৎপত্ত্যদর্শনাৎ সৎপূর্ব্বকত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ অস্তি সদ্রূপংবস্তু জগতোমূলং, তচ্চ প্রাণপদলক্ষ্যং, প্রাণপ্রবৃত্তেরপি হেতুত্বাৎ"। ব্রহ্ম—প্রাণেরও প্রবৃত্তির হেতু; সুতরাং ব্রহ্মকেও প্রাণ বলা যায়।

প্রলয়ে জগৎ প্রাণব্রহ্মেই বিলীন * হইয়া যাইবে। প্রহারোদ্যত প্রভুর ভয়ে যেমন ভৃত্যবর্গ স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে, সেই প্রকার এই চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদিযুক্ত জগৎও প্রাণব্রহ্মেরই নিয়োগে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। জীবের যাবতীয় ক্রিয়ার মূলেও এই ব্রহ্ম বর্ত্তমান। ইনি নির্ব্বিকাররূপে—সাক্ষিরূপে—যাবতীয় ক্রিয়ার প্রেরক। যাঁহারা ব্রহ্মের এই প্রকার স্বরূপ জানিয়াছেন, তাঁহারা অমৃত হইয়া যান †।

ইঁহারই শাসন-ভয়ে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ ও আলোক প্রদান করিয়া থাকে এবং বায়ু প্রবাহিত হয়। লোকপাল ইন্দ্রও ইঁহারই ভয়ে বর্ষণাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; পঞ্চম পদার্থ মৃত্যুও, ইঁহারই ভয়ে, যথাকালে প্রাণীবর্গকে লইয়া যায়। এই সকল আধিদৈবিক পদার্থ যে যথানিয়মে স্ব স্ব ক্রিয়ায় সমর্থ, ইহাদের এই সামর্থ্য ব্রহ্ম হইতেই লব্ধ। যিনি এই দেহ শিথিল হইবার পূর্ব্বেই এই ব্রহ্মপদার্থকে জানিতে পারেন, তিনিই এই সংসারের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যান। আর, ইহাঁকে জানিতে না পারিলে, তাঁহাকে দেহান্তে পৃথিব্যাদিলোকে জন্ম লইয়া বার বার ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়! অতএব মৃত্যু

* "প্রলীয়মানমপিচেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি"—বেদান্তভাষ্য।

† পাঠক শঙ্করের এই উক্তিগুলি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবেন। শঙ্কর কি ব্রহ্মকে শক্তিস্বরূপ এবং সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার প্রেরক বলিতেছেন না?

আসিয়া গ্রাস করিবার পূর্ব্বেই ইঁহাকে জানিবার নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য *। মানুষের প্রতিবিম্ব যেমন নির্ম্মল দর্পণে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ ইহলোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে ব্রহ্মস্বরূপ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া থাকে। স্বপ্নে যেমন জাগরিত কালের অনুভূত বৈষয়িক বিজ্ঞানগুলি কেবল সংস্কার-রূপে অনুভূত হইয়া থাকে, পিতৃলোকেও তদ্রূপ কর্ম্মফলের বাসনা দ্বারা চিত্ত কলুষিত থাকায় স্পষ্ট ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয় না। আত্মপ্রতিবিম্ব যেমন পঙ্কিল জলে মলিন ভাবে দৃষ্ট হয়, এইরূপ গন্ধর্ব্বলোকে এবং অন্যান্য সকল লোকে জীবের চিত্ত কিছু না কিছু মলপূর্ণ বলিয়া, এই সকল লোকে জীবের পূর্ণব্রহ্মানুভূতিলাভ হয় না। ছায়া এবং আলোক যেমন অত্যন্ত ভিন্ন এবং সুস্পষ্ট, ব্রহ্মলোকে তদ্রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র ভাবে ব্রহ্মের পূর্ণ অনুভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু জীবের পক্ষে এই ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি সহজ-সাধ্য নহে। সুতরাং ইহলোকেই চিত্তের বিশুদ্ধিতা সম্পাদন এবং ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিবার জন্য যত্ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, রূপাদিবিষয় গ্রহণের নিমিত্ত, উহাদের কারণশক্তি হইতে † পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন হইয়াছে।

---

* কেননা কেবল ইহলোকে এবং ব্রহ্মলোকে—ব্রহ্মকে উভয়রূপে জানিতে পারা যায়, অন্যান্য লোকগুলিতে ব্রহ্মদর্শন ভাল হয় না।

† অব্যক্ত-শক্তিই তেজ, আলোক, জলাদি আকারে অভিব্যক্ত হয়; তাহাই

এই ইন্দ্রিয়বর্গ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন রকমের পদার্থ *। জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় এই বিষয়বর্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়া করিয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় স্থূল বিষয় যোগে ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়া করে এবং স্বপ্নাবস্থায় কেবল বাসনাকারে—সংস্কাররূপে—ক্রিয়া করিয়া থাকে। সুষুপ্তিতে ইহারা প্রাণ-শক্তিতে বিলীন হইয়া থাকে। আবার জাগ্রদবস্থায় এই প্রাণ-শক্তি হইতেই ইহারা ব্যক্ত হয়। আত্মচৈতন্য,—এই শক্তি হইতেও স্বতন্ত্র। যাঁহারা এই আত্মস্বরূপকে উত্তমরূপে জানিতে পারেন, তাঁহারা দুঃখশোকাদি হইতে পরিত্রাণ পান।

বিষয় এবং ইন্দ্রিয়—ইহারা এক জাতীয় পদার্থ। ইহারা এক পরিণামিনী শক্তিরই পরিণতি, গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই দুই ভাবের অভিব্যক্তি †। মন এই উভয় হইতে সূক্ষ্মতর এবং ব্যাপকতর ‡। মন হইতে বুদ্ধি আরও সূক্ষ্ম এবং ব্যাপক। এই ব্যষ্টি-বুদ্ধি হইতে সমষ্টি-বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব § অধিক সূক্ষ্মতর

আবার প্রাণীরাজ্যেও দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে ব্যক্ত হয়। সুতরাং অব্যক্তশক্তি বা পরিণামিনী শক্তি হইতেই ইন্দ্রিয়গুলি উৎপন্ন হইয়াছে।

* ইহারা জড়; ব্রহ্ম চেতন।

† প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখ। প্রথম খণ্ড, 'শ্বেতকেতুর উপাখ্যান' দেখ।

‡ প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেখ।

§ মহত্তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ অবতরণিকায় সৃষ্টিতত্ত্বে দেওয়া হইয়াছে। অন্তঃকরণ নামক বস্তুটীর বৃত্তি-ভেদ বশতঃই, মন ও বুদ্ধি সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

ও ব্যাপকতর। এই মহত্তত্ত্ব হইতেও অব্যক্তশক্তি অধিকতর সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। পুরুষ-চৈতন্য এই অব্যক্তশক্তি হইতেও ব্যাপক; কেন না ইনিই আকাশাদি সকল পদার্থেরই কারণ। বুদ্ধ্যাদি জড়ীয় কার্য্যবর্গ যেমন উহাদের উপাদান অব্যক্তশক্তির পরিচায়ক চিহ্ন বা লিঙ্গ, ব্রহ্ম-পদার্থের তাদৃশ কোন চিহ্ন নাই। কেন না ইনি অব্যক্তশক্তি হইতে স্বতন্ত্র ও নিরুপাধিক *। ইনি কার্য্য ও কারণ উভয়েরই অতীত। আচার্য্যাদির উপদেশে ইঁহার এই স্বরূপ জানিতে পারিলে, ইহজীবনেই অবিদ্যাদি হৃদয়-গ্রন্থি † ছিন্ন করিয়া, জীব অমৃতপদলাভে সমর্থ হয়।

আমি তোমায় বলিলাম যে, এই পুরুষ-চৈতন্যের পরিচায়ক কোন চিহ্ন বা লিঙ্গ নাই। যদি এইরূপই হইল, তবে ইঁহাকে জানিবার উপায় কি? এই সর্ব্বাতীত পুরুষ ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহেন, কিন্তু ইনি বিশুদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইনি বুদ্ধির প্রকাশকরূপে—সাক্ষিরূপে এবং প্রেরক রূপে—অবস্থান করিতেছেন। এই প্রকারেই কেবল ইঁহাকে জানিতে

* কেন না, অব্যক্তশক্তির ন্যায় ইনি পরিণামি-নিত্য নহেন; ইনি কূটস্থ-নিত্য,—নির্ব্বিকার। অবতরণিকায় এই তত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

† বিষয়-দর্শন, বিষয়-কামনা এবং বিষয়-লাভার্থ কর্ম্ম—এই তিনটীই শ্রুতিতে 'হৃদয়-গ্রন্থি' নামে পরিচিত। ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' বস্তুরূপে বিষয়দর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বিষয়গুলিতে অনুগত ব্রহ্মসত্তা দর্শন করিবারই সর্ব্বত্র ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। ইহারই নাম বিষয়ে ব্রহ্মদর্শন।

পারা যায়*। এইরূপে ইঁহাকে জানিতে পারিলে, অমৃত পদলাভের অধিকারী হওয়া যায়।”

---

* এস্থলে আনন্দগিরির মন্তব্যগুলিও উল্লেখ-যোগ্য। আনন্দগিরি এই ভাবের কথা বলিয়াছেন:—ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য বিষয়বর্গ হইতে বিবৃত্ত করিলেও যদি চিত্তে বিষয়-চিন্তা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করিবেন। চিত্তাদির প্রবৃত্তি কখনই উহাদের নিজেরই প্রয়োজন-সাধনার্থ হইতে পারে না। চিত্ত জড়; যাহা জড় তাহার আবার নিজের প্রয়োজন কি? অন্ধশক্তি (Blind impulse) কি উদ্দেশ্যে—কি প্রয়োজনে—যে ক্রিয়া করিতেছে, তাহা কি বুঝিতে পারে? পক্ষী কি, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনাদি পূর্ব্বেই বুঝিয়া লইয়া তদুদ্দেশে কুলায় নির্ম্মাণ করে, না অন্ধভাবে পূর্ব্বপুরুষসঞ্চিত প্রবৃত্তি-প্রভাবে প্রণোদিত হইয়াই, ঐরূপ করে? বিষয়বর্গ ক্ষয়শীল এবং দুঃখদায়ক; সুতরাং চিত্ত এরূপ বিষয়কেই বা চাহিবে কি জন্য? সাধক এই প্রকারে চিত্ত হইতে বিষয়-চিন্তা দূর করিয়া দিবেন। কেবল ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে, চিত্তে ব্রহ্ম-জ্ঞানই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এইরূপ ভাবনা বা বুদ্ধি দ্বারাই কেবল ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। অতএব, বিষয়-বিজ্ঞানের সমকালেই যে অখণ্ডজ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্যই নিয়ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। শ্রবণ-মনন-ভাবনাদি দ্বারা এইরূপে চিত্তের একাগ্রতাসাধন কর্ত্তব্য, নতুবা ব্রহ্মদর্শন হইবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

(অধ্যাত্ম-যোগ ও মুক্তি।)

মহামতি যম পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন—

"প্রিয় নচিকেতা! ব্রহ্মপ্রাপ্তিই যে জীবের লক্ষ্য ও পুরুষার্থসাধক তাহা তোমাকে বলিয়াছি। এখন তোমাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত যোগের কথা বলিব। অনাদিকাল হইতে জীবের মন, বিষয়-তৃষ্ণা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বদা মন, নশ্বর বিষয় চিন্তায় ব্যস্ত, বিষয় লাভের জন্য লালায়িত। এই লালসার তৃপ্তি নাই। একটী লালসার পূরণ হইলে, আবার অন্য একটী বিষয়-লাভের জন্য মন ব্যগ্র হইয়া উঠে। অবশেষে এমন হইয়া উঠে যে, প্রবৃত্তির উপরে আত্মার যে কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা আর মনে হয় না। জীব, প্রবৃত্তিগুলির একান্ত বশীভূত হইয়া পড়ে। কোন একটা বৈষয়িক প্রবৃত্তি উপস্থিত হইলে, আর তাহার শাসন করিতে পারে না;—সেই প্রবৃত্তিগুলিই জীবকে, উহাদের পথে টানিয়া লইয়া যায়। জীবও, রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায়, উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। প্রবৃত্তির পরাক্রম এইরূপ, বিষয়-লালসার প্রভাব এমনই বলশালী! যাঁহারা আপনার কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে, নিয়ত জাগরিত রহিতে হইবে।

যাহাতে বৈষয়িক প্রবৃত্তিবর্গ জীবের চরণে শৃঙ্খল দিয়া যথেচ্ছ টানিয়া লইয়া না যাইতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বদা সজাগ * থাকিতে হইবে। পুরুষকার অবলম্বন করিয়া, আত্মশক্তিকে এরূপভাবে জাগাইয়া রাখিতে হইবে যে, যেন আত্মশক্তি প্রবৃত্তিগুলি দ্বারা আবৃত হইয়া না পড়ে,—যেন প্রবৃত্তিবর্গকে আত্মবশে আনিতে পারা যায়। এই প্রকারে, আত্মশক্তির পরিচালনা দ্বারা, মনের বিষয়-চাঞ্চল্য যাহাতে না থাকে এবং ইন্দ্রিয়বর্গ শান্তভাবে যাহাতে আত্মবশীভূত হয়, তদ্রূপ চেষ্টা করিবে। ইহাই পরমাগতি, প্রকৃষ্ট উপায়।

চিত্তের এই চাঞ্চল্য-রহিত অবস্থাকেই 'যোগ' বলা যায়। এ অবস্থায় বিষয়-সম্বন্ধ থাকিলেও, বৈষয়িক প্রবৃত্তিবর্গ উপস্থিত হইলেও,—চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে না। এই জন্যই, ইহাকে

* শ্রুতিতে ইহার উপায়ও বর্ণিত আছে। বৈরাগ্য এবং অভ্যাস দ্বারা মন বিষয়বর্গ হইতে নিবৃত্ত হইতে থাকে। বিষয়বর্গের নশ্বরত্বাদি দোষের নিয়ত অনুধ্যান ও বৈষয়িক কামনার দোষানুসন্ধান (প্রবৃত্তির দাস হইলে কি প্রকার অধোগতি হয়, তাহার আলোচনা)—ইহারই নাম 'বৈরাগ্য'। ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ-মনন-ধ্যানাদির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকেই 'অভ্যাস' বলা যায় (মাণ্ডুক্যভাষ্য, ৩।৪৪)। "আবৃত্তিরসকৃদুপ-দেশাৎ"—বেদান্তদর্শনের এই সূত্রেও অভ্যাসের কথা আছে। গীতায়ও এই অভ্যাসের উপদেশ আছে। "যেহি সংস্পর্শজা দোষা দুঃখযোনয় এব তে। আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ" (৫।২২)। এই শ্লোকে বৈরাগ্যের উপদেশ। "শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যাধৃতি গৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি ভাবয়েৎ"—ইত্যাদি শ্লোকে অভ্যাসের উপদেশ।

'বিয়োগ' নামেও যোগিগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায়, চিত্তের বাহ্য ও আন্তর উভয়বিধ চাঞ্চল্যই স্থিরীকৃত হইয়া যায়। তখন কেবল ব্রহ্মচিন্তা দ্বারাই চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠে। এ অবস্থায়ও যদিই কদাচিৎ বৈষয়িক কোন চিন্তার উদয় হয়, অতি যত্নে ও সাবধানতার সহিত, বিষয়ের দোষ এবং অনর্থকারিতাদির অনুসন্ধান করতঃ, সেই চিন্তার উচ্ছেদ করিয়া কেবল ব্রহ্মচিন্তা প্রাদুর্ভূত করিবে। এইরূপে প্রমাদশূন্য হইয়া, দৃঢ় একাগ্রতার অনুশীলন করিতে থাকিবে। এই যোগাবস্থার একবার উদ্ভব হইলে, যাহাতে আর সে অবস্থা চলিয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য জাগরূক হইয়া অপ্রমত্ত-ভাবে অবস্থান করিবে।

তোমার মনে হয়ত একটী আশঙ্কার উদয় হইতে পারে। আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমার সে আশঙ্কার উত্তর দিয়া রাখিতেছি। আশঙ্কাটী এইরূপ হইতে পারে যে, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে ত বাহ্য বিষয়বর্গ হইতে নিগৃহীত করিয়া বিলীন করিয়া দেওয়া হইল। বুদ্ধিত তবে 'শূন্যে' পর্য্যবসিত হইয়া গেল! যাহাকে আমাদের ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করিতে পারে, আমরা সেই বস্তুরই অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, তাহাকে আমরা বুঝিতে পারি না, সুতরাং তাহার অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না। কিন্তু নচিকেতা! একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই তোমার আশঙ্কার উত্তর পাইবে। ব্রহ্মবস্তু

নির্ব্বিশেষ বলিয়া, তাঁহাকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না, একথা সত্য। কিন্তু তিনি 'শূন্য' নহেন। কার্য্য-মাত্রই স্বকারণে বিলীন হইয়া যায়—শূন্যে বিলীন হয় না। ঘটকে ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার ধ্বংসসাধন কর, উহা মৃত্তিকারূপে অবস্থান করিবে,—উহা শূন্যে পরিণত হইয়া যায় না। স্থূল কার্য্যগুলি এইরূপে স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া গিয়া, যখন আর কারণটীরও স্থূলতা থাকে না,—অদৃশ্য হইয়া যায়, তখনও সেই সূক্ষ্ম কারণটী আবার উহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর কারণে বিলীন হইয়া যায়। এই প্রকারে যতই সূক্ষ্ম হউক্ না কেন, কার্য্য-মাত্রই কারণে লীন হইয়া যায়, এ বিশ্বাস আমরা কখনই হারাই না। সুতরাং কার্য্যধ্বংসে কারণের অস্তিত্ব রহিয়াই যাইতেছে। আমাদের বুদ্ধিই বলিয়া দেয় যে, কার্য্যগুলি তিরোহিত হইয়া গিয়া, উহাদের কারণে বিলীন হইয়া থাকে। এই প্রকারে, বুদ্ধি—এই স্থূল জগতের একটী সূক্ষ্ম মূলকারণে বিশ্বাস করিয়া থাকে। বিষয়বর্গ বিলীন হইয়া গেলে, উহারা যে উহাদের উপাদান-কারণেই বিলীন হইয়া গিয়াছে, এ বিশ্বাস আমাদের বুদ্ধি কদাপি হারায় না *। এই কারণসত্তাই, কার্য্য-গুলিতে অনুস্যূত হইয়া থাকে। যাহাকে আমরা 'কার্য্য' বলিয়া থাকি, বাস্তবিক উহারা সেই কারণসত্তার 'আকার' মাত্র।

* "স্থূলস্য কার্য্যস্য বিলয়ে সূক্ষ্মং তৎকারণমবশিষ্যতে, তস্যাপি বিলয়ে ততঃ সূক্ষ্মমিতি যাবদ্দর্শনব্যাপ্তি মুপলভ্য, যত্র ন দৃশ্যতে তত্রাপি মূর্ত্তবিলয়স্য অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ সন্মাত্রমেবামূর্ত্তমবশিষ্যতে"—আনন্দগিরি।

ঘট, কলস, শরাব—ইহারা মৃত্তিকার 'কার্য্য'। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইহারা মৃত্তিকারই আকার-ভেদ মাত্র। এই আকারগুলিরই ধ্বংস হয়;—নিয়ত রূপান্তর হয়; সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু ঐ আকারগুলিতে অনুস্যূত মৃত্তিকার ত তাহাতে কিছুই হয় না; ঐ আকারগুলি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও যে মৃত্তিকা ছিল, আবার ঐ আকারগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিলেও সেই মৃত্তিকাই থাকিবে। এই দৃষ্টান্তটীর সাহায্যে তুমি এখন ইহা অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে, যাহাকে মনুষ্যেরা বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, নদী, পক্ষী প্রভৃতি পদার্থ বলিয়া থাকে, উহারা প্রকৃতপক্ষে উহাদের কারণ-সত্তার ভিন্ন ভিন্ন 'আকার' মাত্র। এই আকারগুলি ধ্বংস হইয়া গেলেও, সেই কারণসত্তাটা ধ্বংস হইয়া যাইবে না। এইরূপে, বুদ্ধি, কার্য্যধ্বংসেও কারণের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। আবার দেখ, এই জগতের যদি একটা মূল কারণ না থাকিত তবে জগতের পদার্থগুলিকে মানুষ অসৎ বলিয়াই বুঝিত—পদার্থগুলির সত্তা-বোধ হইত না। সেই মূলসত্তাটী পদার্থগুলিতে অনুস্যূত রহিয়াছে বলিয়াই আমরা পদার্থগুলিকেও সত্তাবিশিষ্ট বলিয়াই বুঝিয়া থাকি। জগতের সেই মূলসত্তাটাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। ব্রহ্মসত্তাই জগতে অনুস্যূত রহিয়াছে এবং জগতের পদার্থগুলি সেই সত্তা-দ্বারাই সত্তা-বিশিষ্ট *।

* পাঠক শঙ্করের এই যুক্তিটী উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ব্রহ্মই

কার্য্য-কারণের প্রণালী অনুসারে, এই প্রকারে জগতের মূলকারণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব বা সত্তার উপলব্ধি করিতে হয়। এইরূপ অস্তিত্ব বোধ যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের নিকটেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়া থাকেন। অতএব, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে যোগানুষ্ঠানকালে আত্মাতে বিলীন করিয়া, সেই আত্মার অস্তিত্বের ভাবনা করিতে থাকিবে। এই প্রণালীতে, বুদ্ধির মূলে সত্তা স্বীকার করিয়া লইয়া * আত্মার ভাবনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপে কার্য্যবস্তুগুলির কারণরূপেই আত্মা বা ব্রহ্মের সত্তা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ব্যতীতও আত্মার একটি "তত্ত্বভাব" বা স্বরূপ আছে। ইহা কার্য্য ও কারণ উভয়েরই অতীত।

জগতে অনুস্যূত এবং জগৎ ব্রহ্মদ্বারা অন্বিত—ইহার অর্থ কি ? জগৎ শক্তিরূপেই বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং শক্তিই জগতের উপাদান-কারণ ; এই শক্তিই পদার্থ গুলিতে অনুস্যূত রহিয়াছে। এই জন্যই বেদান্তভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন যে "প্রলীয়মানমপিচেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি"। এই শক্তিই ব্রহ্ম-সত্তা। ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কেননা, নির্ব্বিশেষ সত্তাই সৃষ্টির প্রাক্কালে বিশেষ একটা আকার (ব্যাচিকীর্ষিত অবস্থা) ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু একটা আকার ধারণ করিলেই, উহা কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠে নাই। শঙ্কর এইরূপে ব্রহ্মকে জগতের মূলকারণ বলিয়াছেন। না বুঝিয়া লোকে মনে করে যে শঙ্কর শক্তি স্বীকার করিতেন না।

* নিজের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না; সকলেই ইহা স্বয়ং অনুভব করিয়া থাকে। "আত্মনস্তু প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ"......"য এব নিরাকর্ত্তা তদেব্যাত্মত্বাৎ"—বেদান্তভাষ্য, ১।১।৪।

ইহা অসৎ ও সৎ উভয় প্রকার প্রত্যয়ের বহির্ভূত। আত্মার এই দুই প্রকার স্বরূপ;—নির্গুণ এবং সগুণ। একটী নির্ব্বিশেষ সত্তা, অপরটী সবিশেষ সত্তা। কার্য্য দ্বারা যেমন কারণের সত্তা (সবিশেষ সত্তা) স্থির করিয়া লওয়া যায়; কারণসত্তা দ্বারাও তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ সত্তাকে স্থির করিয়া লওয়া যায় *। মুমুক্ষু ব্যক্তি এই উভয় স্বরূপেরই সাধনা করিবেন। প্রথমে শক্তি-সংবলিত স্বরূপ অবলম্বন করিয়া ভাবনা করিতে থাকিলে, ক্রমে সেই শক্তিরও অতীত পূর্ণস্বরূপের ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে। এইটাই ব্রহ্মের নিরুপাধিক স্বরূপ। শ্রুতিতে এই স্বরূপ 'নেতি নেতি'—তিনি ইহা নহেন উহা নহেন, এই প্রকার চিন্তা—দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে †। পরমার্থতঃ উভয় স্বরূপই এক।

* "সোপাধিকে প্রথমং স্থিরীকৃতস্য তদ্দ্বারেণ লক্ষ্যপদার্থাবগমে সতি ক্রমেণ বাক্যার্থবগতিঃ সম্ভাব্যতে"—আনন্দগিরি। অব্যক্তশক্তি 'আগন্তুক' শক্তি; সুতরাং ব্রহ্ম ইহা হইতে স্বতন্ত্র। উহা নির্ব্বিশেষ সত্তারই একটা বিশেষ অবস্থা—অভিব্যক্তির উন্মুখাবস্থা মাত্র। সুতরাং উহা কোন ভিন্ন বস্তু নহে। অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম,—এই একটা অবস্থা উপস্থিত হওয়াতেই কোন একটা ভিন্ন বস্তু হইয়া উঠেন নাই। উহা সর্ব্বদাই পূর্ণস্বরূপ।

† শ্রুতিতে ব্রহ্মের এই স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াই—অস্থূল, অনণু, অদীর্ঘ, অস্নেহ, অলোহিত, অচক্ষু, অপ্রাণ প্রভৃতি বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে। অনাত্ম্য, অদৃশ্য, অনিলয়ন প্রভৃতি দ্বারাও এই স্বরূপটীই লক্ষিত হইয়াছে।

বুদ্ধিই সর্ব্বপ্রকার কামনার আশ্রয়। অজ্ঞানাবস্থায় এই বুদ্ধিই—রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকে ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তুবোধে, উহাদের কামনায় রত হয়। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বুদ্ধি ইহা ধারণা করিতে পারে যে, ব্রহ্মসত্তাতেই পদার্থগুলির সত্তা; ব্রহ্মসত্তাকে তুলিয়া লইলে, পদার্থের সত্তাও তিরোহিত হইয়া যায়। এই ধারণা বদ্ধমূল হইলে, সাধক কেবলমাত্র ব্রহ্মকামনাই করিয়া থাকেন; ব্রহ্মই তাঁহার কামনার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। অজ্ঞানাবস্থা চলিয়া গিয়া যখন প্রকৃত পরমার্থ-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তখন অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মের গ্রন্থি * ছিন্ন হইয়া যায় এবং সাধক তখন অমৃত হইয়া যান। ইহজীবনেই, প্রদীপ-নির্ব্বাণের ন্যায় † তাঁহার পূর্ণব্রহ্ম প্রাপ্তি ঘটে।

এই কামনার—বিষয়-লালসার—সমূলে উচ্ছেদ কিরূপে করা যায়? যখন সাধক আর ব্রহ্ম হইতে একান্ত স্বতন্ত্রভাবে বিষয়ের উপলব্ধি করেন না, ইহলৌকিক ধনজনাদি ঐশ্বর্য্যভোগ অথবা পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তির কামনা না করিয়া কেবল

* পদার্থগুলির নিজের নিজের স্বাধীন সত্তা আছে, এই প্রকার বোধে পদার্থ-দর্শনকে 'অবিদ্যা' বলে। এই প্রকার 'স্বতন্ত্র' বস্তুরূপে বস্তুগুলির লাভের ইচ্ছাকে 'কাম' এবং সেই লাভার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানকে—'কর্ম্ম' বলে।

† এই প্রদীপ নির্ব্বাণের কথাটা, মুণ্ডকেও ভাষ্যকার বলিয়াছেন। সেইটী দেখ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মানুসন্ধান * ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির কামনা করিতে থাকেন এবং বৈষয়িক কামনা না থাকায় কেবল ব্রহ্মার্থ † কর্ম্মেরই আচরণ করেন, অর্থাৎ যাহা কিছু কর্ম্ম আচরণ করেন সমস্তই কেবল ব্রহ্মের উদ্দেশেই করিতে থাকেন; তখন সাধকের অবিদ্যা ধ্বংস হইয়া যায়। তখন এই মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য অমর হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। ইহাই সর্ববেদান্তের উপদেশ। যাঁহাদের ইহ-জীবনেই এই প্রকার অদ্বৈত জ্ঞান উপস্থিত হয়, মৃত্যুর পরে তাঁহাদের আর, অপরিপক্ক সাধকের ন্যায়, কোন লোকবিশেষে গতি ‡ হয় না। অদ্বৈতবোধে মগ্ন হইয়া অবস্থান করেন।

কিন্তু যাঁহাদের পূর্ণ অদ্বৈতবোধ জন্মে নাই, কিঞ্চিৎ ভেদ-বুদ্ধি আছে, তাঁহারা দেহান্তে ব্রহ্মলোকে নীত হন। তথায় অদ্বৈতবোধের পরিপক্কতা ও দৃঢ়তা জন্মিলে, তাঁহারা তখন মুক্তি লাভ করেন। পূর্ব্বে যে তোমাকে 'অগ্নিবিদ্যা'র কথা বলিয়া দিয়াছি, তাহার ফলেও এই ব্রহ্মলোকে গতি হয়। কিরূপে কোন্ পথে এই গতি হয়, অতি সংক্ষেপে তাহাও বলিতেছি।

---

* সকল পদার্থে ও বুদ্ধিতে ব্রহ্মসত্তার অনুসন্ধান।

† "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ" (৩।৩০) "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি" (৫।১০)।

‡ যাঁহারা উন্নতলোকগুলিতে কেবল সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈশ্বর্য্য দেখিতে ইচ্ছুক, তাদৃশ সাধকদিগেরই ব্রহ্মলোকে গতি হয়। ইঁহারা এখনও কামনার হাত হইতে একেবারে উদ্ধার পান নাই।

হৃদয়-গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হইয়া বহুসংখ্যক শিরাজাল দেহ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে একটী শিরা (সুষুম্না) মস্তক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই শিরা-পথে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া সাধকের গতি হইলে, সূর্য্যকিরণ অবলম্বন করিয়া সেই সাধক সূর্য্যালোক-প্রদীপ্ত পথ দ্বারা ব্রহ্মলোকে নীত হন। তথায় ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য এবং মহিমার অনুভব করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তে অদ্বৈতবোধের দৃঢ়তা উপস্থিত হয়। সেই ব্রহ্মলোক হইতে আর তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তথা হইতেই তাঁহার মুক্তি উপস্থিত হয়। এতদপেক্ষা নিকৃষ্ট সাধকদিগের, সাধনা ও জ্ঞানের তারতম্যানুসারে, দেহের অন্যান্য ছিদ্র দ্বারা বিবিধ উন্নত স্বর্গে গতি হইয়া থাকে।

সকল জীবের হৃদয়ে, অঙ্গুষ্ঠপরিমিত স্থানে, আত্মার স্থান, এইখানেই আত্মা বিশেষরূপে অভিব্যক্ত—একথা পূর্ব্বে তোমায় বলিয়াছি। মুঞ্জ (ঘাস) হইতে তন্মধ্যস্থ ঈষিকাকে (শীষ) * যেমন পৃথক্‌ত করিতে পারা যায়, তদ্রূপ অপ্রমত্তভাবে, ধৈর্য্যের সহিত, অতি যত্নে আত্মাকেও এই দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিতে নিয়ত অভ্যাস করিবে। এই সর্ব্বাতীত স্বরূপই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। ইহাকেই শুদ্ধ, উপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

* মুঞ্জ—Brush or reed ঈষিকা—Fibre or pith

হে সৌম্য! এই আমি তোমার নিকটে অধ্যাত্ম যোগের সহিত আত্মার স্বরূপবিষয়িণী ব্রহ্মবিদ্যা কীর্ত্তন করিলাম। তোমার সহিত এই আলাপে আমি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। তত্ত্ব-কথায় আমার চির-আনন্দ। ব্রহ্মকথা উপস্থিত হইলে, আমি অপর সকল বিষয় ভুলিয়া যাই। তোমাদের মর্ত্ত্যলোকের আর একটী সৌম্য-দর্শনা নারী আমাকে আর একদিন এইরূপ তত্ত্বকথা শুনাইয়াছিল; আমি আহ্লাদে মুগ্ধ হইয়া উহার নিয়তির পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলাম *। প্রিয় গৌতম! তোমার কল্যাণ হউক্। তুমি তোমার পিতার নিকটে ফিরিয়া যাও। তিনি তোমায় প্রসন্নচিত্তে পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য, নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন। তোমার লব্ধ ব্রহ্মবিদ্যা পরিপক্কতা লাভ করুক্"।

---:০:---

* পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, আমরা সাবিত্রীর কথা বলিতেছি। মূলে এ কথাটা নাই। আমরা এই কথাটী যমের মুখে নিজে যোগ করিয়া দিলাম। পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

আমরা এই বৃহৎ আখ্যায়িকা হইতে যে সকল তত্ত্বের উপদেশ পাইয়াছি, এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইতেছে :—

১। প্রেয় এবং শ্রেয় নামক মার্গদ্বয়ের বিবরণ। একটীর ফল—সংসার, অপরটীর ফল—মুক্তি।

২। ওঁকারাবলম্বনে ব্রহ্ম-সাধনা। প্রতীকোপাসনা ও সম্পদুপাসনার বিবরণ। বুদ্ধি-বৃত্তির প্রেরক ও অবভাসকরূপে ব্রহ্ম-সাধনা।

৩। আত্মা—জড়ীয় বিকারগুলি হইতে স্বতন্ত্র। জীবাত্মা ও পরমাত্মা কাহাকে বলে ?

৪। দেহ-রথের বিবরণ। মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সহায়েই, কৌশলে, ব্রহ্ম-পদ-লাভ ঘটিতে পারে।

৫। অব্যক্তশক্তি হইতে কিরূপে পঞ্চসূক্ষ্মভূত এবং জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অভিব্যক্ত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। হিরণ্যগর্ভ কাহাকে বলে ?

৬। জীবাত্মার স্বরূপ-নির্ণয়।

৭। দেহ-পুরী এবং সংসার-বৃক্ষের বর্ণনা।

৮। পরমাত্মার স্বরূপ কীর্ত্তন। পরমাত্মশক্তিই জগতের মূল কারণ। কোন পদার্থই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহে।

৯। অধ্যাত্ম-যোগের উপদেশ। বুদ্ধিগুহায় ব্রহ্মানুভব।

১০। মুক্তির স্বরূপ কীর্ত্তন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শৌনক-অঙ্গিরা-সংবাদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(অপরা বিদ্যা)

পুরাকালে শুনকনামে একজন মহাসমৃদ্ধিশালী গৃহী ছিলেন। ইঁহার একটী পুত্র ছিল। ইনি ঋষিদিগের মুখে শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, এমন একটী পদার্থ আছে, যাহাকে উত্তমরূপে জানিতে পারিলেই, জগতের সকল পদার্থেরই জ্ঞান-লাভ করা সহজ ও অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে *। শৌনক

* বিনা কারণে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ-সত্তাই কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হয় এবং কারণ-সত্তাই কার্য্যগুলির মধ্যে অনুস্যূত হইয়া থাকে। কার্য্যগুলি

এই কথা শুনিয়াছিলেন বটে, তথাপি কি অভিপ্রায়ে ঋষিগণ এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন এবং কি উপায়েই বা সেই পদার্থের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, তাহার কিছুই জানিতেন না। সেই সময়ে, অঙ্গিরা নামে একজন ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া ভারতবর্ষে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই ইহাঁকে উত্তমরূপে জানিতেন, এবং ইনি যে ব্রহ্মবিদ্যার সমুদয় তথ্য—উহার দার্শনিকতত্ত্ব ও উপাসনা-প্রণালী—বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিতেন। এইরূপ একটী জন-প্রবাদ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে,, স্বয়ং প্রজাপতি ইঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার গূঢ় উপদেশ দিয়াছিলেন।

শৌনকের অত্যন্ত ইচ্ছা হইল যে, তিনি এই ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের নিকটে যাইয়া উপদেশ লাভ করেন। মনে মনে এই স্থির করিয়া, শৌনক একদা, মহর্ষি অঙ্গিরার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি তাঁহার অভিবাদনাদি করিয়া, তিনি ঋষি-মুখে পূর্ব্বে যে কথাটী শুনিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা

কারণ-সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে। অতএব কারণ-সত্তাতেই কার্য্যগুলির সত্তা। কার্য্যগুলির কারণ-সত্তা হইতে একান্ত 'স্বতন্ত্র' সত্তা থাকিতে পারে না। সর্ব্ব ব্রহ্মই জগতের কারণ। অতএব ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই, জগতের সকল পদার্থকেই জানা হয়। এই উপলক্ষেই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসিত হইয়াছে।

করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাত্মন্! একটীমাত্র পদার্থের বিষয় ভাল করিয়া জানিতে পারিলে কেমন করিয়া জগতের সমুদয় পদার্থের বিষয় সহজে জানা যাইতে পারে, আমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, সেই পদার্থটী কি এবং তাহার স্বরূপই বা কি প্রকার, তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন্"।

মহামতি অঙ্গিরা, শৌনকের প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসা বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন—

"মহাশয়! বিদ্যা দুই প্রকার। এক, "অপরা বিদ্যা"; এবং অপর, "পরাবিদ্যা"। বিদ্যার এই "অপরা" ও "পরা"—এই দুই প্রকার ভেদ বলিয়া, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাংসারিক ধন, যশঃ এবং সুখাদি পাইবার নিমিত্ত লোকে যে তদুপযুক্ত আয়োজন করে; অথবা তাহাদের অপেক্ষা মার্জ্জিত-বুদ্ধি ব্যক্তিবর্গ পর-লোকে কেবলমাত্র স্বর্গাদি সদ্গতি-লাভের উদ্দেশে যে সকল ধর্ম্ম-সঞ্চয় ও উপাসনাদি সাধন অবলম্বন করে,—ইহাকেই অপরাবিদ্যা বলিয়া জানিবেন। আর, যে উপায়ে, যে প্রকার সাধনের বলে, পরমাত্মার স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় এবং তদুপযোগী ব্রহ্ম-লোকাদি প্রাপ্তি ঘটিতে পারে ও পরিশেষে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে,—উহারই নাম পরাবিদ্যা।

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদে উপদিষ্ট যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডাত্মক অংশগুলি; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ-শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা—এই ছয় বেদাঙ্গ; ধনুর্ব্বিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ এবং ইতিহাস-পুরাণাদি—অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। আর, যাহার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, তাহাকেই পরাবিদ্যা বলা যায়।

অপরাবিদ্যার আলোচনায় অবিদ্যার ধ্বংস হয় না; সুতরাং অপরাবিদ্যা দ্বারা সংসার নিবৃত্ত হয় না *। এই বিদ্যার

* অপরা বিদ্যা প্রধানতঃ দুই প্রকারের উদ্দেশ্য লইয়া অনুশীলিত হইয়া থাকে। (১) সংসারে ধন, মান, সুখাদি প্রাপ্তির উদ্দেশে যে সকল বিজ্ঞান ও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তদ্দারা এই সংসারেরই উন্নতি করিতে পারা যায়। কেহ কেহ বা এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে বাপী, কূপাদির খনন, চিকিৎসালয়াদি স্থাপন প্রভৃতি পরোপকারজনক ক্রিয়াদিও করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকল অনুষ্ঠানে সংসারে জন্মমরণাদি ক্লেশের হস্ত হইতে উদ্ধারের কোন আশা নাই। (২) কেহ কেহ বা পরলোকে স্বর্গসুখাদি প্রাপ্তি উদ্দেশে দেবতোপাসনার উপযোগী বিজ্ঞান ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এতদ্দারা স্বর্গলোক (নিম্নস্বর্গ) প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে বটে; কিন্তু ইহাও যথেষ্ট বলিয়া শ্রুতিতে বিবেচিত হয় নাই। শ্রুতি-মতে, ভোগান্তে এই সকল স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জীবকে জন্মজরামরণশীল মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। যতদিন পদার্থান্তরকে ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া বোধ থাকে,—ততদিনই লোকে হয় সংসারের কোন সুখকর পদার্থ লাভোদ্দেশে, নয় দেবতার প্রীতি ও স্বর্গপ্রাপ্তি আশয়ে, কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে রত হয়। কিন্তু এই 'স্বতন্ত্রতা' বোধ অজ্ঞানের ফল,—অবিদ্যার খেলা। সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তার অনুভব হইতে

আলোচনাদি দ্বারা সাংসারিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা সংসারের হস্ত হইতে—জন্ম-জরা-মৃত্যু ক্লেশ হইতে—মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। জগতে যদি ব্রহ্মদর্শনই না হইল, যদি জগতের প্রত্যেক পদার্থে ও কার্য্যে, ব্রহ্মের সত্তা ও ব্রহ্মের শক্তির অনুভব না জন্মিল, তবে সেরূপ বিদ্যা বা বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায় না। যে ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রহ্ম-প্রাপ্তি নহে, তদ্দ্বারা মুক্তির পথে উপস্থিত হইতে পারা যায় না। এই সকল অপরাবিদ্যার আলোচনায়, সাংসারিক উন্নতি সাধন সম্ভব; কেনন৷ এক-শ্রেণীর লোক, কেবল সংসারে ধন, মান, বিষয়, বিভব প্রাপ্তিকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া লয়; ইহারা পরলোকের কোন খবর লয় না—লইতে ভালবাসে না *। কিন্তু সাংসারিক

থাকিলে, কোন বস্তুকেই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ আর থাকে না। তখন অবিদ্যার ধ্বংস হইতে থাকে। এই জন্যই 'অপরা' বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস হয় না, বলা হইয়াছে। এ সকল কথা পরে আরো প্রস্ফুট হইবে।

* "রাগদ্বেষাদি-স্বাভাবিক-দোষপ্রযুক্তঃ, শাস্ত্রবিহিত-প্রতিসিদ্ধাতিক্রমেণ বর্ত্তমানঃ, অধর্ম্মসংজ্ঞকানি কর্ম্মাণি চ আচিনোতি বাহুল্যেন, স্বাভাবিক-দোষবলীয়স্ত্বাৎ...... এতেষাং স্থাবরান্তা অধোগতিঃ স্যাৎ" ইত্যাদি—ঐতরেয়ারণ্যক ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য্য। কঠোপনিষদে, এই প্রকার লোকের উদ্দেশে কথিত হইয়াছে যে—"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং, প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী, পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে।" গীতায় ১৬ অধ্যায়ে, ৮ হইতে ১৭ শ্লোক

লোকের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল ইহলোকের উন্নতিতেই আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদের চিত্ত, আত্মার উন্নতি এবং পরলোকে সদ্গতি লাভের জন্য উৎসুক হয়। কিন্তু ইহাঁরাও সংসারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন না। ইহাঁরাও ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জানেন না; ইহাঁরা ধনাদি দ্বারা দেবতাবর্গকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, নানাবিধ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে রত হন। কিন্তু হায়! ইহাঁরা জানেন না যে, ব্রহ্ম-সত্তাই জগতে নানাকার ধারণ করিয়া আছে; ব্রহ্মসত্তাতেই কার্য্যগুলির সত্তা। কোন পদার্থেরই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র', স্বাধীন সত্তা নাই। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে, স্বাধীন-ভাবে, কোন উপাস্য-দেবতারই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে, কোন প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠানও সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাঁরা এই সকল গূঢ়তত্ত্ব জানেন না; জানেন না বলিয়াই দেবতানামক স্বতন্ত্র উপাস্য-বস্তুর উদ্দেশ্যে, পরলোকে স্বীয় সুখাদি কামনা করিয়া, বিবিধ

পর্য্যন্ত এই প্রকার সংসার-মত্ত লোকদিগের বর্ণনা আছে—"আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধ-পরায়ণাঃ; ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থ-সঞ্চয়ান্"—ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হন *। ইহাও অপরা বিদ্যারই অন্তর্গত। নিতান্ত সংসার-পরায়ণ, পূর্ব্বকথিত লোক অপেক্ষা, ইহাঁরা কিছু উন্নত বটেন; কিন্তু ইহাঁরাও প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার কোন সংবাদ রাখেন না। যতদিন পর্য্যন্ত, এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ অনুভূতি না জন্মিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য পরাবিদ্যা লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অপরা বিদ্যা দ্বারা সংসারে আবদ্ধ হইতে হয় †। কিন্তু পরাবিদ্যা আলোচনায় ক্রমশঃ মুক্তিপথের পথিক হইতে পারা যায়।

নদী-স্রোতের ন্যায় সতত অবিচ্ছিন্নগতি সুখদুঃখ-নক্র-সঙ্কুল, এই সংসার-স্রোতে মানুষ সর্ব্বদাই হাবুডুবু খাইতেছে! আপনাদের ইহলৌকিক সুখকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া, কেবলমাত্র স্বার্থপরতার দাস হইয়া, যাহারা ছলে, বলে ও কৌশলে অপরের

---

* "কদাচিৎ শাস্ত্রকৃত-সংস্কার-বলীয়স্ত্বং, তেন বাহুল্যেন উপচিনোতি ধর্ম্মাখ্যং। তচ্চ দ্বিবিধং—(১) কেবলং (২) জ্ঞানপূর্ব্বকঞ্চ। তত্র কেবলং পিতৃলোক-ফলং, জ্ঞানপূর্ব্বকন্তু দেবলোকাদি-ব্রহ্মলোকান্তফলম্"—ঐতরেয়ারণ্যক উপক্রমণিকায়, শঙ্করাচার্য্য। গীতায়, এই প্রকার লোকের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে,—"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ; বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ; কামাত্মানঃ স্বর্গপরা"—ইত্যাদি, (২।৪২—৪৪)।

† কেন না, শব্দস্পর্শাদি বিষয়-বর্গের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া গেল না সর্ব্বত্র কেবল ব্রহ্মসত্তা ও ব্রহ্ম-স্ফুরণের প্রতিষ্ঠা হইল না।

উপরে নানা অত্যাচার করিয়া, 'কামিনা-কাঞ্চনের' উপভোগে লালায়িত হইয়া পড়ে এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া অনুদিন কেবল কাম-ক্রোধাদির দাসত্বে মগ্ন হইয়া পড়ে এবং ভ্রমেও কখন পরলোকের কথা মুখে আনে না, ইহারা বাস্তবিকই সংসারের কীট *। ঈদৃশ অধর্ম্ম পরায়ণ লোকদিগের অপেক্ষা, যাহারা পরলোকে স্বর্গসুখভোগাকাঙ্ক্ষী, তাহাদিগকে অনেক ভাল বলা যাইতে পারে সন্দেহ নাই। ভোগাকাঙ্ক্ষী হইয়া এইরূপে যাহারা দেবতার উপাসনা ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিরত হয়, তাহাদিগকে অনেকটা মার্জ্জিত-বুদ্ধি বলা যাইতে পারে! ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ কি, দেবতা কি এবং ব্রহ্ম-সত্তা হইতে দেবতাদের স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি না,—এই সকল বিষয়ে যাঁহাদের জ্ঞান নাই, তাঁহারা অবশ্যই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু-বোধে—উপাস্য দেবতা পৃথক্ এক শক্তিশালী পদার্থ এই বোধে—দেবোপাসনায় লিপ্ত হন †। ব্রহ্মশক্তি হইতে ভিন্নভাবে জগতে কোন ক্রিয়ারও যে স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে না এবং এইজন্যই কেবল

---

* গীতায় ১৬।৮—১৯ পর্য্যন্ত এই সকল লোকের বর্ণনা আছে। "অসত্যম-প্রতিষ্ঠংতে জগদাহুরনীশ্বরম্"—"ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থ সঞ্চয়ান্"—ইত্যাদি দেখ।

† "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ, পশুরেব স দেবানাম্"—বৃহদারণ্যক। "দেবান্ দেবযজো যান্তি" ইত্যাদি গীতা। এইরূপ স্বতন্ত্র বস্তুবোধে ইহারা দেবতার উপাসনা করেন।

এক ব্রহ্মের উদ্দেশ্যেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে পারে,—এই মহাতত্ত্ব না জানায়, এই সকল লোক যাগযজ্ঞাদি বিবিধ অনুষ্ঠানে রত হইয়া পড়েন সন্দেহ নাই ;—তথাপি কেবলমাত্র সংসার-কীট দিগের অপেক্ষা ইহাঁদের চিত্ত অনেক বিশুদ্ধ। এই প্রকার উপাসনা ও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে করিতে, ইহাঁদের চিত্ত ক্রমেই আরো বিশুদ্ধ হইতে পারিবে এবং ক্রমে তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা যায়। শ্রুতি এই জন্যই, এই সকল যজ্ঞলিপ্ত, ফলমাত্র-কামী ব্যক্তিকে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানেরই ব্যবস্থা দিয়াছেন *। ঋগ্বেদাদি বেদগ্রন্থে নানাবিধ মন্ত্রাদি দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান পদ্ধতি, ঈদৃশ লোক দিগকে লক্ষ্য করিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে †।

এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠান-পদ্ধতি বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের হৃদয়ে জ্ঞানদীপযোগে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি একান্ত নিরর্থক নহে। যে সকল ব্যক্তির চিত্ত ভোগ-

* "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট-কামধুক্"—গীতা, ৩।১০—দেখ। "যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ"—গীতা, ১৮।৫ দেখ। ঈশোপনিষদের ১১ শ্লোকের ভাষ্যে আছে—'যাহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত, তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্যই, কর্ম্মদ্বারা দেবতার উপাসনাবিধি শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে।' মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।২৫ দেখ।

† ইহার পর হইতে মূলগ্রন্থের শঙ্কর-ভাষ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতক্ষণ আমরা ভাষ্যের অন্যান্য স্থলের অভিপ্রায় লইয়া যজ্ঞাদির তাৎপর্য্য নিজ কথায় বলিয়া দিয়াছি।

সুখলালসার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই, যাঁহারা স্বর্গাদিপ্রাপ্তি এবং যজ্ঞাদির নিয়ত অনুষ্ঠানকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া বোধ করেন, যাঁহাদের চিত্ত এখনও নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মবস্তুর ধারণার যোগ্য হইয়া উঠে নাই, তাঁহাদেরই উদ্দেশে —তাঁহাদেরই চিত্তশুদ্ধির অভিপ্রায়ে—এই সকল ত্রয়ী-বিহিত; হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা এই ত্রিবিধ যাজ্ঞিক-নিষ্পাদ্য *— বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহারই নাম— কর্ম্মমার্গ। যাঁহাদের চিত্ত হইতে ভোগলালসা দূর হয় নাই, যাঁহারা কর্ম্মফলের কামনাকারী,—এই কর্ম্মমার্গ তাঁহাদেরই জন্য। ইহার ফলে, ইহলোকান্তে স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটিবে বলিয়া শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ঈদৃশ যাজ্ঞিকগণের নিমিত্ত, প্রধান ও নিয়ত কর্ত্তব্য রূপে, 'অগ্নিহোত্র' উপদিষ্ট হইয়াছে। এই অগ্নিহোত্র প্রাতে ও সায়ংকালে দুইবার কর্ত্তব্য। প্রাতে অগ্নিতে ঘৃতাদি দ্বারা দুইটী আহুতি, এবং সায়াহ্নে আর দুইটী আহুতি দিতে হয় †। এই অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের আর কয়েকটী অঙ্গ আছে। তাহারা এই—দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ও আগ্রয়ণ। যাঁহারা যাবজ্জীবন

* হোতা—ঋগ্বেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী। অধ্বর্য্যু—যজুর্ব্বেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী। উদ্গাতা—সামবেদবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী।—আনন্দগিরি।

† অগ্নিহোত্রে প্রাতঃকালে 'সূর্য্যায় স্বাহা', 'প্রজাপতয়ে স্বাহা', এবং সায়ংকালে 'অগ্নয়ে স্বাহা', 'প্রজাপতয়ে স্বাহা'—যথাক্রমে এই মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়।

অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে যথাসময়ে এই সকল দর্শাদিযজ্ঞও করিতে হয়। আবার, এই সকল গৃহীকে, সযত্নে অতিথির পরিচর্য্যা ও বৈশ্বদেব নামক ক্রিয়ারও অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে, সপ্তপ্রকার পিতৃলোকে ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারা যায়।

যজ্ঞের আহুতি গ্রহণার্থ অগ্নির কালী, করালী প্রভৃতি সপ্তপ্রকার জিহ্বা বা অর্চ্চি প্রসিদ্ধ আছে। এই সকল জিহ্বায় যজ্ঞীয় আহুতি দিলে, মৃত্যুর পরে, যজমান চন্দ্ররশ্মি * অবলম্বন করিয়া, যথাযোগ্য স্বর্গলোকে (পিতৃলোকে) প্রস্থান করেন। ইহারই নাম কর্ম্মফল। যজ্ঞদ্বারা এইরূপ ফললাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু এ সকল কর্ম্ম জ্ঞান-বর্জ্জিত; এরূপ কর্ম্মের ফলও নিকৃষ্ট †। এরূপ কর্ম্মের আচরণ দ্বারা সংসার হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। কেন না, ফলক্ষয়ে—ভোগান্তে—পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই সকল যজ্ঞকে 'অদৃঢ়' বলা যায়। কেন না, ইহাদের ফল ক্ষয়িষ্ণু—চঞ্চল—শেষ

* মূলে আছে "সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ"। ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—"রশ্মিদ্বারৈরিত্যর্থঃ"। কেবল-কর্ম্মীরা চন্দ্ররশ্মিযোগে দক্ষিণায়ন-পথে 'পিতৃলোকে' গতি প্রাপ্ত হন, বলিয়া শ্রুতির সর্ব্বত্র উক্ত আছে। এই জন্য আমরা এস্থলে 'রশ্মির' অর্থ চন্দ্র-রশ্মি করিলাম। কেবল-কর্ম্মীগণ সূর্য্যদ্বার দিয়া যাইতে পারেন না।

† গীতায়ও এইরূপ কথা আছে—"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়" ইত্যাদি।

হইয়া যায়। যাঁহারা এই সকল ক্রিয়াকে এবং ক্রিয়ার ফল-লাভকেই পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অবিবেকী; তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কবলে কবলিত হন। কিছুকাল মাত্র স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া, আবার ইহাঁরা মর্ত্ত্যলোকে পতিত হন এবং আবার জন্মজরামৃত্যু পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এক অন্ধ যদি অপর এক অন্ধের পথ প্রদর্শনের ভার লয়, তাহাতে যেমন উভয়েই কোন অন্ধকারময় বিপদ-সঙ্কুলগর্ত্তে নিপতিত হইয়া থাকে;—এই সকল কর্ম্মমাত্র-পরায়ণ, অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন মূঢ় যাজ্ঞিকগণেরও সেই প্রকার দশা উপস্থিত হইয়া থাকে! ইহাঁরা এই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াই, আপনা-দিগকে ধার্ম্মিক ও কৃতার্থ বলিয়া সতত মনে করেন *। কিন্তু হায়! ইহাঁরা জানেন না যে, ইহাঁরা ভোগকামী—সুতরাং কর্ম্মফলক্ষয়ে, বাসনাবদ্ধ হইয়া, পুনরায় স্বর্গ হইতে স্খলিত হইয়া ইহাঁদিগকে সংসার-দুঃখদহনে দগ্ধীভূত হইতে হইবে! যাঁহারা কেবল ইহলোকেই বাপী-কূপ-তড়াগাদির খনন †, উদ্যানাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধির কামনা করেন; অথবা তদপেক্ষা উন্নততরচিত্ত লোক সকল,—যাঁহারা স্বর্গসুখ-

* গীতায়ও অবিকল এই প্রকার কথা আছে—"বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ"—ইত্যাদি ২।৪২—৪৪।

† বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়াদি স্থাপনও এই শ্রেণীর সৎকর্ম্ম। এই ক্রিয়াগুলি আপেক্ষিক ভাবে সাধু; কিন্তু একান্তরূপে পুরুষার্থ সাধক নহে। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মুখ্যরূপে পুরুষার্থ-সাধক। প্রথম খণ্ড, ১৩—১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

লাভার্থ যাগাদিদ্বারা দেবতাদিগের তুষ্টি-সাধনে রত এবং এই সকল কার্য্যকেই মুখ্যরূপে পুরুষার্থ-সাধক বলিয়া মনে করেন ও এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকার শ্রেষ্ঠতরমার্গ আছে বলিয়া জানেন না ;—এই উভয় প্রকারের লোকই বিমূঢ় ! ! ইহাঁরা যথাযোগ্য স্বর্গ-পৃষ্ঠে কিছুকাল কর্ম্মফলভোগ করিয়া, পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে বা এতদপেক্ষাও হীনতর লোকে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। জ্ঞানবর্জ্জিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের ইহাই চরম ফল। ইহারাই "কেবল কর্ম্মী" বলিয়া কথিত।

কিন্তু যে সকল ব্যক্তির চিত্ত এতদপেক্ষাও মার্জ্জিত, এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ায়, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে দেবোপাসনা করিতে করিতে যখন চিত্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান-লাভের উপযুক্ত হইয়া উঠিল ;—তখন তাঁহাদের চিত্তে ক্রমেই ব্রহ্মবিজ্ঞান পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইহাদিগকে "জ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মী" বলা যায়। ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত যে কাহারই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই, সুতরাং দেবতাদের সত্তাও যে ব্রহ্মসত্তার উপরেই নির্ভর করে ;—এই তত্ত্বটী ইঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তখনও পূর্ণব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব পূর্ণভাবে তাঁহাদের চিত্তে প্রস্ফুট হইয়া উঠে নাই। সুতরাং বাহ্য অনুষ্ঠান একেবারে দূর হইয়া, এখনও কেবলমাত্র "ভাবনাত্মক-যজ্ঞ" * প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ঈদৃশ

* এই 'ভাবনাত্মক যজ্ঞের' বিবরণ প্রথম খণ্ডের অবতরণিকায় দেওয়া হইয়াছে। গীতায় বলা হইয়াছে—"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ" (৪।৩৩)।

সাধক অনেক উন্নত। এই সকল সাধক দেহান্তে উত্তরায়ণপথে সূর্য্যরশ্মিযোগে * ক্রমে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইতে পারেন। সেই সকল লোকে জ্ঞানের পরিপক্কতা জন্মিলে, পূর্ণ অদ্বয় ব্রহ্মানুভূতি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। তখন কাহারই আর ব্রহ্ম হইতে 'স্বতন্ত্র' সত্তার অনুভব হইতে পারে না। ক্রমে সাধকের মুক্তি উপস্থিত হয়।

উত্তম গৃহীদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিতে নিয়ত অভ্যাস † করিতেছেন এবং যাঁহারা হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটের ধারণা অভ্যাস করিতেছেন; অরণ্যচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা ইন্দ্রিয়বর্গের শাসন করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তিমাত্রদ্বারা

এই ভাবনাত্মক-যজ্ঞে আর দেবতার স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকে না। "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্" (মনু)—এই প্রকার বোধের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সর্ব্বপদার্থে ও সর্ব্বকার্য্যে কেবল ব্রহ্ম-সত্তাই অনুভূত হইতে থাকে।

* যাঁহারা 'কেবলকর্ম্মী', তাঁহারা চন্দ্ররশ্মিযোগে 'পিতৃলোকে' প্রস্থান করেন। ইঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয়। যাঁহারা 'জ্ঞানবিশিষ্টকর্ম্মী', তাঁহারা সূর্য্যরশ্মি যোগে উন্নত-স্বর্গে প্রস্থান করেন। ইঁহাদিগকে আর মর্ত্ত্যলোকে ফিরিতে হয় না। প্রথম খণ্ড দেখ।

† এই অবস্থায় 'অভ্যাস' এবং 'বৈরাগ্যকে' জ্ঞানলাভের সহায় বলিয়া অন্যত্র উক্ত হইয়াছে। বিষয়বর্গের দোষ-চিন্তাই বিষয়-বৈরাগ্য। ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ-মননাদির পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের নামই অভ্যাস। এরূপ করিলে চিত্ত কখনও অবসন্ন হইতে পারে না; এবং বিক্ষিপ্তও হইতে পারে না; সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। গীতায়ও একথা আছে—"অভ্যাসেন চ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে"। গৌড়পাদ-ভাষ্য ৩।৪৩ দেখ।

জীবনধারণ করতঃ নিয়ত ব্রহ্মপদার্থের ভাবনায় নিরত হইয়া রহিয়াছেন; অথবা যাঁহারা কেবল সুদৃঢ় ব্রহ্মচর্য্য পালনকেই মুখ্যকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন;—এই সকল সাধককে "জ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মী" বলা যায়। ইহাঁদের দেহান্তে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গতি হইয়া থাকে। আর ইহাঁরা মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আইসেন না। জ্ঞান-পরিপাকে, ক্রমে মুক্তিলাভ করেন। যজ্ঞাদি-কর্ম্মের ক্ষয়শীল ফলের বিষয়ে আলোচনা করিয়া, মুমুক্ষুব্যক্তির অন্তঃকরণে কেবল-কর্ম্মের উপরে অশ্রদ্ধা জন্মে ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তখন সেই মুমুক্ষু ব্যক্তি, ব্যাকুল-হৃদয়ে ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভার্থ, বিনীতভাবে, যথাবিধি সমিৎ-পাণি হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকটে উপস্থিত হন এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রার্থনা করেন। গুরুও, সেই সংযতচিত্ত, ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ মুমুক্ষুর প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া, সেই সত্য—অক্ষর-পুরুষের বিষয়ে যদ্দ্বারা জ্ঞান-লাভ করিতে পারা যায়, সেই পরাবিদ্যার—ব্রহ্মবিদ্যার—উপদেশ প্রদান করেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ঈশ্বর ও হিরণ্যগর্ভ।)

অঙ্গিরা বলিতে লাগিলেন—

"আপনাকে অপরা-বিদ্যার কথা বিস্তৃত-ভাবে বলিয়াছি। এখন সর্ব্ব-বিদ্যার সার পরা-বিদ্যার কথা বলিব। আপনি মনোযোগ দিয়া, আমার কথাগুলি হৃদয়ে ধারণ করুন্।

যাহাদ্বারা ব্রহ্ম-পদার্থের স্বরূপ জানিতে পারা যায়, তাহাই পরা-বিদ্যা—এ কথা আপনাকে বলিয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞগণ এই ব্রহ্মবস্তুকে অক্ষর শব্দে * নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই অক্ষর-

---

* মায়াশক্তি-সংবলিত ব্রহ্মই 'অক্ষর' ব্রহ্ম। মায়াশক্তিকে 'অক্ষরশক্তি' বলিয়াও শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। এই শক্তি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে বলিয়া, ব্রহ্মকেও 'অক্ষর' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। যেখানেই 'অক্ষর-ব্রহ্ম' আছে, সেইখানেই বুঝিতে হইবে যে, জগতের উপাদান মায়াশক্তিকেও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শঙ্কর স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন যে, "বীজ-যুক্ত ব্রহ্মই জগতের কারণ। নির্বীজ-ব্রহ্ম—কার্য্য ও কারণ উভয়েরই অতীত; তিনি জগৎ-কারণ হইতে পারেন না।" বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব......সৎশব্দবাচ্যতা" ইত্যাদি মাণ্ডূক্য-গৌড়-পাদকারিকার ভাষ্য, ১।৬ দেখ। এ সম্বন্ধে অবতরণিকায় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি!" ইত্যাদি—বৃহদারণ্যক।

পুরুষের স্বরূপ-কীর্ত্তন করিতেছি। ইঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, আপনার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নেরও সদুত্তর পাওয়া যাইবে। পণ্ডিতেরা এই অক্ষর-পুরুষকে "ভূতযোনি" বলিয়া অবগত আছেন। ইনি সকল ভূতের কারণ,—ইঁহা হইতে সকল ভূত অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাঁকে "ভূতযোনি" বলা যায়। মনুষ্যের দুই প্রকার ইন্দ্রিয় আছে। কতকগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কতকগুলি কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, ত্বক্ প্রভৃতি শক্তিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে, এবং হস্ত, পদ, বাক্য, প্রভৃতি শক্তিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। এই সকল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নির্দ্দিষ্ট 'বিষয়' আছে; ইহারা সেই সকল বিষয়কেই গ্রহণ করিতে সমর্থ। চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপাত্মক বিষয়কে * গ্রহণ করে; ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধগ্রহণে সমর্থ। সুতরাং শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয়বর্গ লইয়াই, এই সকল ইন্দ্রিয় ক্রিয়া করিতে পারে। শব্দস্পর্শাদির কারণ † ভূত-যোনি অক্ষর-পুরুষকে,—এই সকল ইন্দ্রিয় কদাপি গ্রহণ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখ; উহারা শব্দস্পর্শরূপরসাত্মক বিষয়বর্গকেই কেবল গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু

* বিষয়—Sense-objects.

† যাহা হইতে শব্দস্পর্শাদি উৎপন্ন হইয়াছে—যাহা শব্দস্পর্শাদির 'কারণ'—তাহা অবশ্যই শব্দস্পর্শাদি হইতে পারে না; তাহা অবশ্যই শব্দস্পর্শাদি হইতে 'স্বতন্ত্র'। কেন না, তাহা না হইলে, কারণ ও কার্য্য এক বা অভিন্ন হইয়া উঠে। কারণ—কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র।

যিনি শব্দস্পর্শাদি বিষয়বর্গের পরম-সূক্ষ্ম কারণ-বীজ, তাঁহাকে ইহারা গ্রহণ করিবে কি প্রকারে? এই অক্ষর-পুরুষের আর কোন মূল-বীজ বা কারণান্তর নাই। তিনি সকলেরই কারণ, তাঁহার কোন কারণ নাই। কারণ-সত্তাই কার্য্যগুলিতে অনুস্যূত—অনুগত হইয়া থাকে। তিনি সকলের কারণ বলিয়া তাঁহারই সত্তা জগতে অনুগত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহাতে আর কাহারও সত্তা অনুগত হইয়া অবস্থান করিতেছে না। শুক্লত্ব স্থূলত্ব প্রভৃতি দ্রব্যের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত; ইনি সেরূপ কোন দ্রব্য নহেন বলিয়া, ইনি সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত। জগতে বৃক্ষ-লতা-পশু-পক্ষি প্রভৃতি রূপাত্মক ও নামাত্মক পদার্থ দৃষ্ট হয়। কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা নাম (শব্দ) এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপ গৃহীত হইয়া থাকে। প্রাণীবর্গ, এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা নামরূপাত্মক বিষয়বর্গের গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু অক্ষর পুরুষের এ প্রকার কোন ইন্দ্রিয় নাই। ইনি গ্রাহ্যও নহেন, গ্রাহকও নহেন। এই জন্যই ইনি নিত্য—অবিনাশি। শ্রুতি ইঁহাকে 'সর্ব্বজ্ঞ' ও 'সর্ব্বশক্তিমান্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যিনি জ্ঞান ও ক্রিয়ার কর্ত্তা,—তিনি বুঝি তবে জীবের ন্যায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারাই বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার জ্ঞানও বুঝি আমাদেরই জ্ঞানের অনুরূপ,—পাছে কোন অজ্ঞানী লোক এইরূপ আশঙ্কা করে, তজ্জন্যই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই; অথচ তিনি সকল জ্ঞান ও সকল ক্রিয়ার মূল-

কারণ। তিনি বিভু এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক। তিনিই (স্বীয় শক্তিদ্বারা) স্থাবর-জঙ্গমাদি সৃষ্ট বস্তুর আকারে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া * তাঁহাকে 'বিভু' বলা যায়। ইনি সকল-কারণের কারণ,—পরম সূক্ষ্ম। সুতরাং ইঁহাকে 'অব্যয়' বলা যায়। জড় জগতে যাহাকে আমরা 'কারণ' † বলিয়া থাকি, তাহা স্থূলতারই ক্রম-তারতম্য দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়। জড়রাজ্যের 'কারণ' যত সূক্ষ্মই হউক্ না কেন, উহা সাবয়ব; সাবয়ব বলিয়াই তাহার ক্ষয় আছে। ইনি সকল পদার্থের কারণ হইয়াও নিরবয়ব। নিরবয়ব বলিয়াই ইহাঁর ক্ষয় নাই ‡। অতএব ইনি 'অব্যয়'। ইনি নির্গুণ; সুতরাং ইহাঁর গুণেরও ক্ষয়-বৃদ্ধি

---

* ইহাই ব্রহ্মের বিরাট্ রূপ। বিরাট্ রূপেই তিনি বিভু। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নির্গুণ বা পূর্ণস্বরূপ আছে। তিনি জগদাকারে অভিব্যক্ত হইয়াও, পূর্ণস্বরূপে বর্ত্তমান। "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—পুরুষসূক্ত।

† কারণ—Cause.

‡ মায়াশক্তিই সকল পদার্থের মূল কারণ। এই শক্তিকে 'পরিণামিনী শক্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম—অপরিণামি, নিরবয়ব, পূর্ণ। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই পূর্ণ, নির্ব্বিশেষ সত্তারই একটা পরিণামোন্মুখ বিশেষ অবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই পরিণামোন্মুখ বিশেষ-আকারটীকেই মায়াশক্তি বলে। ইহাই বিকারি জগতের মূল উপাদান। সুতরাং এই উপাদান পরিণামী-উপাদান। পরমার্থতঃ, ইহা সেই নির্ব্বিশেষ পূর্ণসত্তা হইতে একান্ত 'ভিন্ন' কোন বস্তু নহে। এইজন্য ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলা যায়। এ সকল তত্ত্ব অবতরণিকায় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

নাই। সকলের আত্মভূত,—সকলের কারণ,—ইহাঁকেই "ভূত-যোনি" * অক্ষর নামে নির্দ্দেশ করা যায়।

ঊর্ণনাভ বাহির হইতে অন্য কোন উপাদান না লইয়াই, স্বশরীর হইতে তন্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই তন্তু উহার শরীর হইতে একান্ত ভিন্ন কোন বস্তু নহে—এই তন্তুর উপাদান তাহার শরীর-ই। স্বীয় শরীর হইতে তন্তু বাহির করিয়া সে,

* এই "ভূত-যোনি" সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনে ১।১।২১ ও ২২ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইতেছে। "ভূতযোনিমিহ জায়মান-প্রকৃতিত্বেন নির্দ্দিশ্য, অনন্তরমপি জায়মান-প্রকৃতিত্বেনৈব 'সর্ব্বজ্ঞং' নির্দ্দিশতি"। জায়মান বা অভিব্যক্তির উন্মুখ প্রকৃতি-শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্ম-চৈতন্যকে 'ভূতযোনি' বলা হইয়াছে এবং ঐ শক্তিরই অধিষ্ঠাতারূপে ব্রহ্মকে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলা হইয়া থাকে। নির্গুণ ব্রহ্ম—সর্ব্বাতীত, কার্য্য ও কারণ উভয়েরই অতীত; তিনি আবার 'ভূতযোনি' হইবেন কি প্রকারে? একটা 'আগন্তুক' অবস্থা স্বীকার করিয়া না লইলে তাঁহাকে 'ভূতযোনি' বলা যায় না। শঙ্কর এই অভিপ্রায়েই এই ভাষ্য লিখিয়াছেন। শঙ্কর এই সূত্রে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন যে,—'যদি অক্ষর ব্রহ্মই 'ভূতযোনি' হন, তবে যে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে অক্ষর হইতেও পর বা স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য কি? ব্রহ্ম হইতে অপর কেহ ত আর 'পর' বা স্বতন্ত্র হইতে পারে না'। শঙ্কর পর-সূত্রে এই আশঙ্কার উত্তরে বলিয়া দিয়াছেন যে,—"প্রধানাদপি প্রকৃতং ভূতযোনিং ভেদেন ব্যপদিশতি, অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ইতি"।অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকৃতিশক্তি হইতেও স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে। সেই প্রকৃতিশক্তিই শ্রুতিতে 'অক্ষর' শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রেই শঙ্কর আরো বলিয়াছেন যে, আমরাও প্রকৃতিকে মানি, তবে সাংখ্যাদিগের ন্যায় আমরা উহাকে ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু বলিয়া স্বীকার করি না। এস্থলে শঙ্কর এই শক্তিকে 'ভূতসূক্ষ্ম' শব্দেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোকে না বুঝিয়া বলে যে, শঙ্কর শক্তিস্বীকার করিতেন না !!!

সেই তন্তুকে পুনরায় নিজ-শরীরেই প্রবিষ্ট করায়—সেই তন্তুকে শরীররূপেই পুনঃ পরিণত করাইয়া ফেলে। ভূমি হইতে লতা, গুল্ম, বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ সকল উদ্ভূত হয়। এই লতা, গুল্মাদি পদার্থগুলি ভূমি হইতে একান্ত ভিন্ন কোন বস্তু নহে; ইহারা পৃথিবী বা ভূমিরই অবস্থা-ভেদ, রূপান্তর ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এইরূপ, এই বিশ্ব সেই অক্ষরপুরুষ হইতে প্রকৃত-পক্ষে একান্ত ভিন্ন কোন বস্তু নহে *। এ বিশ্ব ব্রহ্ম-সত্তারই অবস্থাভেদ,—রূপান্তর ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আবার দেখুন, চেতন-জীব হইতে নিতান্ত বিভিন্ন, অচেতন কেশ ও লোমাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে,—ইহাও আমরা অহরহঃ দেখিতেছি। এইরূপ, অক্ষর পুরুষ-চৈতন্য হইতেই এ বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; তিনি চেতন, এ বিশ্ব জড়;—সুতরাং এ বিশ্ব তাঁহা হইতে নিতান্ত বিভিন্ন পদার্থ। তবেই দেখা যাইতেছে যে,—এই বিশ্ব তাঁহা হইতে একান্ত ভিন্নও নহে; আবার, তিনি এ বিশ্ব হইতে অভিন্নও নহেন; কেননা, বিশ্ব জড়; তিনি চেতন †।

* আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—শক্তি-সংবলিত ব্রহ্মকে 'অক্ষর' ব্রহ্ম বলে। সুতরাং এ বিশ্ব সেই শক্তিরই অবস্থা-ভেদ— রূপান্তর মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মসত্তা হইতে এই বিশ্ব একান্ত স্বতন্ত্র, স্বাধীন হইতে পারে না।

† নিমিত্ত-কারণরূপে ব্রহ্ম—এই বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র। উপাদান-কারণরূপে তাঁহা হইতে এই বিশ্ব বস্তুতঃ স্বতন্ত্রও নহে। অবতরণিকায় এ তত্ত্বের আলোচনা করা গিয়াছে।

কি প্রণালীতে এই বিশ্ব সেই ভূত-যোনি, অক্ষর পুরুষ-চৈতন্য হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি।

সৃষ্টির প্রাক্কালে, ব্রহ্ম-চৈতন্য এই জগৎ-সৃষ্টির সংকল্প, কামনা বা ইচ্ছা * করিলেন। এই 'আগন্তুক' সংকল্পকে "তপঃ" বা "ঈক্ষণ" শব্দ দ্বারাও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সকল শব্দ ব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনাকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অঙ্কুরোৎপত্তিকালে বীজ যেমন কিঞ্চিৎ উপচিত বা পুষ্ট হইয়া উঠে, পুত্রের জন্মকালীন পিতা যেমন হর্ষদ্বারা কিঞ্চিৎ পুষ্ট হইয়া উঠেন, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যও তদ্রূপ এই আগন্তুক কামনা বা সৃষ্টিবিষয়িনী আলোচনা দ্বারা কিঞ্চিৎ উপচিত বা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি নিত্যজ্ঞান স্বরূপ; তাঁহার জ্ঞান সদাপূর্ণ, অন্যথা-ভাবশূন্য। তথাপি এই আগন্তুক আলোচনাকে লক্ষ্য করিয়া সেই জ্ঞানের একটু যেন অন্যথা-ভাব—যেন একটু পুষ্টি—হইল, বলা যাইতে পারে! ব্রহ্মচৈতন্য পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণশক্তিস্বরূপ। ব্রহ্মসংকল্প বশতঃ, সৃষ্টির প্রাক্কালে, সেই শক্তিরও জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার একটা উন্মুখতা উপস্থিত হইল। এখনও শক্তি জগদাকারে অভিব্যক্ত হয় নাই; কেবল মাত্র অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম

* "সোঽ 'কাময়ত' বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স 'তপো'ঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত"—তৈত্তিরীয়, ২।৬।২ "স 'ঐক্ষত' লোকান্নু সৃজা ইতি"—ঐতরেয় ১।১ "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"—ছান্দোগ্য, ৬।৬।১ ইত্যাদি দেখ।

করিল,—পরিণামোন্মুখ হইল মাত্র। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারাদি কার্য্যে যে জ্ঞান ও শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে, সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম যেন সেই জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলেন। এই 'আগন্তুক' জ্ঞান ও শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে 'উপচিত' বা পুষ্ট বলা যায়; নতুবা যিনি নিত্যজ্ঞান ও নিত্যশক্তি স্বরূপ তাঁহার আবার পুষ্টি কি? এই আগন্তুক, পরিণামোন্মুখ শক্তিকে 'অব্যক্তশক্তি' বা 'অন্ন' শব্দে নির্দ্দেশ করা যায় *। এই অব্যক্তশক্তি সৃষ্টির প্রাক্কালে অভিব্যক্তির উন্মুখ হইয়া উঠিল। ইহাই—এই শক্তিই—সমুদয় সংসারের বীজ। এই বীজই ব্যক্ত হইয়া জগদাকারে পরিণত হইয়াছে।

* এই অব্যক্তশক্তিকে 'মায়াশক্তি' বা 'প্রাণশক্তি' বলিয়াও শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাই পরিণামি ও বিকারী জগতের উপাদান। ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তারই একটা আগন্তুক বিশেষ-অবস্থামাত্র। শঙ্কর ইহাকে "ব্যাচিকীর্ষিত অবস্থা' বা "জায়মান-অবস্থা" বলিয়াছেন। আনন্দগিরি এই শক্তিকে "জড় মায়াশক্তি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "মহাভূতসর্গাদিসংস্কারাস্পদং গুণত্রয়সাম্যং মায়াতত্ত্বমব্যাকৃতাদি-শব্দবাচ্যমিহাভ্যুপগন্তব্যম্"। কঠ-ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "এই শক্তিই যাবতীয় কার্য্য ও করণশক্তির সমষ্টি-বীজ"। [কার্য্য—Matter. করণ—Motion.] বেদান্ত-ভাষ্যে শঙ্কর ইহাকে "ভূতসূক্ষ্ম" বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা যে জগতের 'উপাদান' এবং 'শক্তি';—ইহা যে কেবল 'বিজ্ঞান' বা idea মাত্র নহে, সে কথা আনন্দগিরি স্পষ্ট করিয়া, মাণ্ডুক্যের গৌড়পাদকারিকার ১।৬ ভাষ্যের টীকায় বলিয়া দিয়াছেন—'ননু অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমজ্ঞানং সংসারস্য বীজভূতং নাস্ত্যেব, মিথ্যাজ্ঞানতৎ-সংস্কারাণামজ্ঞানশব্দবাচ্যত্বাৎ—তত্রাহ"—এই প্রশ্নের উত্তরটী দ্রষ্টব্য। শ্রুতিতে প্রাণ ও অন্ন—একার্থেই ব্যবহৃত। কেন ব্যবহৃত তাহা প্রথমখণ্ডে বলা হইয়াছে।

পরিণামোন্মুখিনী এই অব্যক্তশক্তি প্রথমে সূক্ষ্মরূপে ব্যক্ত হয়। বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, অব্যক্তশক্তিও তদ্রূপ সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভরূপে সূক্ষ্মাকারে অভিব্যক্ত হইল। জগতে যতপ্রকার বিজ্ঞান এবং যতপ্রকার ক্রিয়া বিকাশিত হইয়াছে, এই হিরণ্যগর্ভই তাহাদের সাধারণ বীজ। এই জন্যই হিরণ্যগর্ভকে জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক উভয়ই বলা যায় *। এই হিরণ্যগর্ভ—স্পন্দনেরই অপর নাম। অতএব অব্যক্তশক্তি সর্ব্ব-প্রথমে সূক্ষ্ম স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হইল। এই স্পন্দনই ক্রমে স্থূলাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

তৎপরে এই হিরণ্যগর্ভ ক্রমে স্থূলভাব ধারণ করে। ক্রিয়া স্থূলাকারে বিকাশিত হইতে গেলেই 'করণাকারে' এবং 'কার্য্যাকারে' † বিকাশিত হয়। করণাংশ তেজ, আলোকাদির আকারে ক্রিয়া করিতে থাকিলে, উহার কার্য্যাংশও ঘনীভূত হইয়া প্রথমে জলীয় ভাবে এবং সর্ব্বশেষে কঠিন পৃথিবীরূপে অভিব্যক্ত হয়। প্রাণিদেহেও সর্ব্বপ্রথমে প্রাণশক্তির

---

* ব্রহ্মসংকল্প (Will) প্রথমে স্পন্দনরূপে বা Blind impulse রূপে (ক্রিয়াত্মকরূপে) জগতে অভিব্যক্ত হয়। পরে প্রাণীবর্গ উৎপন্ন হইলে, এই অন্ধশক্তিই জ্ঞানশক্তিদ্বারা চালিত হইয়া থাকে বা Enlightened by ideas (জ্ঞানাত্মকরূপে) ক্রিয়া করিতে থাকে। এই জন্যই ইহাকে জ্ঞানাত্মক বলা যায়। এইজন্যই ইহাকে "সমষ্টি বুদ্ধি"ও বলা যায়। অবতরণিকা দেখ।

† করণ—Motion; কার্য্য—Matter.

অভিব্যক্তি হয়। এই প্রাণশক্তির 'করণাংশ' যতই ক্রিয়া করিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে উহার কার্য্যাংশও দেহ ও দেহাবয়বগুলির নির্ম্মাণ করিতে থাকে এবং তদাশ্রয়ে করণাংশও, বিবিধ ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে পঞ্চভূত এবং প্রাণীবর্গের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়া থাকে *। স্থূল পঞ্চভূতকে 'সত্য' শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। মৃগতৃষ্ণা, শশ-বিষাণ প্রভৃতি নিতান্ত অলীক পদার্থের তুলনায় ইহাদিগকে 'সত্য' বলা যায়; কিন্তু পরম-সত্য ব্রহ্মবস্তুর তুলনায় ইহাদিগকে 'অসত্য' শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহারা ব্রহ্মের ন্যায় চির-নিত্য ও স্বতঃ-সিদ্ধ পদার্থ হইতে পারে না †। একমাত্র ব্রহ্মের সত্যতার উপরে, জগতের সকল পদার্থের সত্যতা নির্ভর করে। ব্রহ্মসত্তা দ্বারাই পদার্থগুলির সত্তা; ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্রভাবে—স্বাধীন-রূপে—কোন পদার্থেরই সত্তা থাকিতে পারে না। এই জন্যই স্থূল পঞ্চভূতকে আপেক্ষিক-ভাবেই 'সত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই পঞ্চভূতেরই পরস্পর মিলনে,

* এ স্থলে এই সকল তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে বলা হইল। অবতরণিকায় ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। পাঠক অবতরণিকার সৃষ্টিতত্ত্বটী দেখিয়া লইয়া এই অংশ পড়িবেন।

† আমরা এই কয়েকটী কথা তৈত্তিরীয় ভাষ্য হইতে গ্রহণ করিয়াছি। পাঠক দেখিবেন শঙ্করাচার্য্য অলীক বলিয়া জগৎকে উড়াইয়া দেন নাই।

প্রাণিবর্গের নিবাসস্থান পৃথিব্যাদি লোকগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে অক্ষরপুরুষ হইতে এই বিশ্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রাণীদিগের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলও তাঁহা হইতেই আসিয়াছে।

যতদিন পর্য্যন্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল না, তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে কেবলমাত্র নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন তাঁহার সংকল্পবলে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মশক্তির একটা জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম উপস্থিত হইল, তখন এই বিশেষ-অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই উহাকে মায়াশক্তি বা 'অন্ন' নামে নির্দ্দেশ করা হইল। এই আগন্তুক শক্তিদ্বারা ব্রহ্মকেও 'সর্ব্বজ্ঞ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। এই শক্তিই যখন জগতে অভিব্যক্ত সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানেরও বীজশক্তি, তখন এই শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলা যাইতে পারে। এই শক্তিই যখন ক্রম-পরিণতির নিয়মে, মনুষ্যাদির ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, তখন এই ইন্দ্রিয়াদি-সংসর্গে জ্ঞানেরও বিশেষ প্রকারের অভিব্যক্তি প্রতীত হইতে থাকে। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানাভিব্যক্তির যোগ্যতা বা সামর্থ্য এই শক্তির আছে। এই যোগ্যতা বা সামর্থ্য ইহার আছে বলিয়াই, এই শক্তিযোগেই ব্রহ্মকে সাধারণ-ভাবে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলা যাইতে পারে। আবার, এই শক্তিই যখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইবে, তখন ইন্দ্রিয়গুলির সংসর্গে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইলে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মকেও বিশেষ

ভাবে "সর্ব্ববিৎ" বলা যাইতে পারা যাইবে *। অতএব এই 'আগন্তুক' শক্তি দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মকে 'সর্ব্বজ্ঞ' এবং 'সর্ব্ববিৎ' বলা যায়। এইরূপে সমষ্টিভাবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ † এবং ব্যষ্টি-ভাবে তিনি সর্ব্ববিৎ। এই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মচৈতন্য হইতেই সর্ব্ব-প্রথমে কার্য্য-ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই হিরণ্যগর্ভ অব্যক্তশক্তিরই প্রথম অভিব্যক্তি। অব্যক্তশক্তি সর্ব্বপ্রথমে স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হয়; সুতরাং হিরণ্যগর্ভ ও স্পন্দন একই বস্তু। এই স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বর্ত্তমান, একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। অভিব্যক্তির পূর্ব্বে ও পরে কোন অবস্থাতেই শক্তি চৈতন্য-বর্জ্জিত নহে। কেন না, অব্যক্ত-

* সমষ্টিরূপেণ মায়াখ্যেনোপাধিনা 'সর্ব্বজ্ঞঃ'। ব্যষ্টিরূপেণ অবিদ্যাখ্যেনোপাধিনা অনন্তজীবভাবমাপন্নঃ 'সর্ব্ববিৎ'—ইতি অধিদৈব মধ্যাত্মঞ্চ তত্ত্বাভেদঃ সূচিতঃ"—আনন্দগিরিটীকা।

† "যস্য হি সর্ব্ববিষয়াবভাসনং জ্ঞানং নিত্যমস্তি সোঽসর্ব্বজ্ঞ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধং।" বেদান্তভাষ্য, ১।১।৫; তৈত্তিরীয় ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—"ন তস্য অন্যদবিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বাঽস্তি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং তদ্ব্রহ্ম"। "In the sight of eternal one, time vanishes altogether. He sees the past and the future as one, at every moment he sees all causes and all effects *i. e.* he sees reality as a unified whole in which each element is conditioned by the whole and is essential to the whole......the most remote and the most immediate are combined in his consciousness"—Dr. Paulsen.

শক্তি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। এই জন্যই, শক্তির প্রথম অভিব্যক্তিকে 'কার্য্য-ব্রহ্ম' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই স্পন্দন বা কার্য্যব্রহ্ম হইতেই বিবিধ নাম ও বিবিধ রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাই পরিশেষে নিতান্ত স্থূল হইয়া, ব্রীহী যবাদি 'অন্ন' বা স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইহাই শক্তির বিকাশের মূল নিয়ম এবং প্রণালী।

এইরূপে, সেই অক্ষর পুরুষ হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আবার, প্রলয়ে বিশ্ব সেই অক্ষর পুরুষেই বিলীন হইয়া অবস্থিত রহিবে। ইনিই পরম পুরুষ, ইনিই পরম সত্য। এই অক্ষরকে জানিতে পারিলেই, সমুদয় জানা যায়। কার্য্য, কারণেরই প্রকার-ভেদমাত্র—রূপান্তর মাত্র। অক্ষর পুরুষই জগতের কারণ; সুতরাং এই পরম-কারণকে জানিতে পারিলেই, এই কার্য্য-জগৎকেও জানিতে পারা যায় *। ইনি সর্ব্বদা একরূপ, স্বতঃসিদ্ধ, ও চিরনিত্য। কিন্তু জগতে অভিব্যক্ত নামরূপগুলি নিয়ত রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। নামরূপগুলির সত্তা, কারণের সত্তার উপরেই একান্ত নির্ভর করে; এই জন্যই কারণ-সত্তা

* কারণবিজ্ঞানাদ্ধি সর্ব্বং বিজ্ঞাতমিতি প্রতিজ্ঞাতম্"—বেদান্তভাষ্য, ১।১।৮ এস্থলে 'কারণ' শব্দে উপাদানকে বুঝিতে হইবে, নিমিত্তকারণ নহে। বেদান্তে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ উভয়ই বলা হইয়াছে। অবতরণিকা দেখ।

হইতে নামরূপগুলির 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই; সুতরাং ইহারা আপেক্ষিক ভাবে সত্য। আমি যে আপনাকে অপরাবিদ্যার কথা বলিয়াছি, সেই অপরাবিদ্যার বিষয় নামরূপগুলি আপেক্ষিক-ভাবে সত্য। পরাবিদ্যার বিষয় অক্ষরপুরুষই পরমসত্য *। এই অক্ষর পুরুষকে বিশেষরূপে জানিতে হয়। ইহাঁর প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারিলেই, ইঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। কিন্তু কিরূপে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা এই সত্য ও অক্ষর পুরুষকে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন?

প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে, ইহা অবশ্যই আপনি দেখিয়াছেন। এই স্ফুলিঙ্গগুলি অগ্নিরই সজাতীয় এবং উষ্ণতা ও প্রকাশত্ব দ্বারা এই স্ফুলিঙ্গগুলি স্বরূপতঃ অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অগ্নি হইতে ভিন্ন 'দেশে' † অবস্থিত বলিয়াই, স্ফুলিঙ্গগুলিকে লোকে অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে; বস্তুতঃ উহারা অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে। এইরূপ, জীবগুলিও, চিৎপ্রকাশ

* শঙ্করের এই কথাগুলি হইতে আমরা আর একটী তত্ত্ব পাইতেছি। অপরাবিদ্যাগুলি পরাবিদ্যা হইতে একেবারে 'স্বতন্ত্র' (Unrelated to and independent of) নহে। এগুলি পরাবিদ্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। তত্ত্বদর্শীর এই প্রকারেই অপরাবিদ্যাগুলিকে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অবোধেরাই মনে করে যে, অপরাবিদ্যাগুলি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী বিদ্যা।

† দেশ—Spaces.

স্বরূপ পরমাত্ম-চৈতন্য হইতে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র নহে; দেহাদি উপাধির ভেদবশতঃই কেবল জীবকে, পরমাত্ম-চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ঘট, মঠাদি বিবিধ অবকাশের * ভিন্নতা দ্বারা যেমন অখণ্ড মহাকাশকে † ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার করা হইয়া থাকে; কিন্তু উহারা স্বরূপতঃ মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে; তদ্রূপ জীবও স্বরূপতঃ পরমাত্ম-চৈতন্য হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে—কেবল উপাধির ভেদেই ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় ‡। অখণ্ড অবকাশ-স্বরূপ আকাশের উৎপত্তিও নাই, নাশও নাই। কিন্তু তথাপি ঘট-মঠাদি খণ্ড খণ্ড অবকাশগুলির উৎপত্তি ও নাশের দ্বারাই, অখণ্ড আকাশেরও উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যবহার লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপ, অক্ষর অখণ্ড পুরুষেরও জন্ম-নাশাদি নাই; কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি গুলির উৎপত্তি এবং ধ্বংস আছে। এই দেহেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি ও নাশাদি দ্বারাই, অক্ষর পুরুষ-চৈতন্যেরও জন্ম-নাশাদি ব্যবহার লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সুতরাং স্বরূপতঃ,

* অবকাশ—Spaces.

† মহাকাশ—Unlimited space.

‡ জীবাত্মা যে স্বরূপতঃ পরমাত্ম-চৈতন্য হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে, তাহা বেদান্তভাষ্যেও শঙ্কর বলিয়াছেন,—"প্রতিসিদ্ধ্যতে এবতু পরমার্থতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ পরমেশ্বরাদন্যো দ্রষ্টা শ্রোতা বা (*i. e.* জীবঃ); পরমেশ্বরস্তু......শারীরাৎ...... বিজ্ঞানাত্মাখ্যাৎ (*i. e.* জীবাৎ) অন্যঃ"—১।১।১৭।

জীবাত্মায় ও পরমাত্ম-চৈতন্যে কোন ভেদ নাই। স্বরূপতঃ জীব—পরমাত্ম-চৈতন্য ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। এইরূপে, জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিতে পারিলেই, পরমাত্মার স্বরূপেরও প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিতে পারা যায়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জগৎ-সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মসত্তার একটা অভিব্যক্তির উন্মুখ পরিণাম * স্বীকার করিয়া লইয়া, এই পরিণামোন্মুখিনী আগন্তুক শক্তিকে 'মায়াশক্তি' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই জগৎ বিকারি ও পরিণামি। প্রলয়ে এই জগৎ শক্তিরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং জগতের উপাদান 'পরিণামিনী শক্তি'কে স্বীকার করিতেই হয়। এই শক্তি, সমুদয় নামরূপের বীজ বা উপাদান। ব্রহ্মই—এই বীজশক্তির অধিষ্ঠান †। এই বীজশক্তি অভিব্যক্ত হইয়া যখন জগতের বিবিধ নামে ও বিবিধ রূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন

* শঙ্কর বেদান্তদর্শনে ইহাকে "ব্যাচিকীর্ষিত-অবস্থা" ও "জায়মান অবস্থা" বলিয়াছেন।

† এই সকল অংশ টীকাকার আনন্দগিরির কথা হইতে গৃহীত হইয়াছে। "শক্তিবিশেষোঽস্যাস্তীতি তথোক্তং নামরূপয়োর্বীজং ব্রহ্ম, তস্যোপাধিতয়া লক্ষিতং, শুদ্ধস্য কারণত্বানুপপত্ত্যা। তস্মাদুপাধিরূপাৎ তদ্‌বিশিষ্টরূপাচ্চ যতোঽক্ষরাৎপর ইতি সম্বন্ধঃ"। এই আনন্দগিরি কঠভাষ্যেও বলিয়াছেন—"বিনাশিনাং ভাবানাং শক্তিশেষোলয়ঃস্যাৎ। প্রলয়ে বিনশ্যৎ সর্ব্বং যত্র শক্তিশেষো বিলীয়তে, সোঽভ্যুপ-গন্তব্যঃ ২।৩।১৩ শঙ্করও বেদান্তভাষ্যে বলিয়াছেন "প্রলীয়মানমপি চেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে" ইত্যাদি।

ইহার বিকারাবস্থা। কিন্তু প্রলয়ে যখন এই বিকারগুলি তিরোহিত হইয়া গিয়া অব্যক্তশক্তিরূপে বিলীন হইয়া অবস্থান করে, তখন এই শক্তিকে বিকারগুলি অপেক্ষা 'স্বতন্ত্র' বলা যাইতে পারে। সুতরাং বিকার বা কার্য্যগুলির যাহা বীজকারণ, তাহা অবশ্যই বিকারগুলি হইতে 'পর' বা 'স্বতন্ত্র'। সকল বিকারের বীজরূপিণী এই শক্তির ধ্বংস নাই ;—এইজন্য ইহাকে 'অক্ষর' শব্দেও নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ব্রহ্মপদার্থ,—এই 'অক্ষর-শক্তি' হইতেও 'পর' বা স্বতন্ত্র। কেননা, ব্রহ্মই ত এই আগন্তুক শক্তির অধিষ্ঠান। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তারই ত সৃষ্টির প্রাক্কালে একটা বিশেষ-অবস্থা * হইয়াছিল, এবং এই আগন্তুক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ত উহাকে 'অব্যক্তশক্তি' বলা হইয়াছিল। সুতরাং উহা পূর্ব্বে ছিল না ; উহা 'আগন্তুক'। সৃষ্টির প্রাক্কালে অভিব্যক্তির উন্মুখ হওয়াতেই উহাকে 'আগন্তুক' বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্মত পূর্ব্ব হইতেই স্বতঃসিদ্ধ রূপে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্ম—এই 'আগন্তুক' শক্তি হইতে 'স্বতন্ত্র'। স্বতন্ত্র বলিয়াই তাঁহাকে 'অক্ষরশক্তি' হইতেও 'পর' বলা যায়।

* শঙ্কর ইহাকে "ব্যাচিকীর্ষিত-অবস্থা" বলিয়াছেন। বেদান্তভাষ্য, ১।১।৫ দেখ এবং মুণ্ডক-ভাষ্য, ১।১।৮ দেখ। "অব্যাকৃতাৎ ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থাতঃ"। "নামরূপে ব্যাচিকীর্ষিতে"। বেদান্তভাষ্যে ইহাকে শঙ্কর "জায়মান-অবস্থা" বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রত্নপ্রভাটীকা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"সর্গোন্মুখঃ কশ্চিৎ পরিণামঃ"। [সর্গোন্মুখ = অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখ]

ইনি শুদ্ধ; কেন না ইনি বিকারের অতীত এবং ইনি সকল বিকারের কারণ-শক্তি হইতেও স্বতন্ত্র। ইনি দিব্য—স্বাত্ম-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ইনি সর্ব্বমূর্ত্তি বর্জ্জিত,—নিরবয়ব। পরিণামিনী শক্তিকেই সাবয়ব বলা যায় *; কিন্তু ইনি সেই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া, ইনি নিরবয়ব ও নির্ব্বিশেষ। দেহ হইতে বাহিরে যাহা অবস্থিত, তাহাকে আমরা 'বাহ্য' বলিয়া থাকি, এবং যাহা দেহের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, তাহাকে 'আন্তর' বলিয়া থাকি। ইনি সেই বাহ্য ও আন্তর, উভয়েরই অধিষ্ঠান এবং উভয়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য-ভাবে অবস্থিত; অর্থাৎ, বাহ্য ও আন্তর—কেহই ইহাঁ হইতে 'স্বতন্ত্র' ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারে না †। ইনি কারণান্তর-শূন্য, সুতরাং ইনি অজ বা

* ক্রিয়ার দুই অংশ—করণাংশ (Motion) এবং কার্য্যাংশ (Matter)। উভয়ই ঘনীভূত (Integrated) হয় (অবতরণিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ)। ঘনীভবনের সময়ে উভয়ই খণ্ড খণ্ডরূপে প্রকাশ পায়। এই খণ্ড খণ্ড ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই 'অবয়ব' বা 'পরিণাম' বলা হইয়া থাকে। "বিভক্তদেশাবচ্ছিন্নত্বেন অবয়বত্বাদি-ব্যবহারঃ"—আনন্দগিরি (মণ্ডুকভাষ্যের টীকা। নতুবা শক্তির আবার অবয়ব কোথায়? উহা শক্ত্যাকারে এক। বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে ব্যক্ত নয় বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তাকে 'নিরবয়ব' বলা হইয়া থাকে। "পরিণাম-রহিতেন অচলেন স্পন্দরহিতেন কূটস্থেন"—আনন্দগিরি। "All movements in infinite time and infinite space form *one single* movement."—Paulsen.

† এ কথাগুলি আনন্দগিরির। "দেহাপেক্ষয়া যদ্বাহ্যং আভ্যন্তরঞ্চ প্রসিদ্ধং, তেন সহ তাদাত্ম্যেন তদধিষ্ঠানতয়া বা বর্ত্ততে ইতি 'সবাহ্যাভ্যন্তর' ইতি"।

জন্মরহিত। ইনি জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ—এই ষট্‌প্রকার বিকার বর্জ্জিত।

জীবে দুইটী শক্তি আছে। একটীর নাম প্রাণ এবং অপরটীর নাম মন। ক্রিয়াশক্তির নাম প্রাণ এবং জ্ঞানশক্তির নাম মন। বিষয়-সংযোগে প্রবুদ্ধ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা এই মন—শব্দ স্পর্শাদি বিবিধ বিজ্ঞানাকার ধারণ করিতেছে। আবার, বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা এই প্রাণ—বিবিধ ক্রিয়ার আকারে পরিণত হইতেছে। এই প্রাণ ও মন—একই বস্তু। ক্রিয়ার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে 'প্রাণ'; জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে 'মন'। ফল কথা এই যে, জীব-চৈতন্য স্বরূপতঃ অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ। এই জ্ঞানের কোন পরিণাম বা বিশেষত্ব নাই। সকল ক্রিয়ার বীজভূত প্রাণশক্তিই নিয়ত বিবিধ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিবিধ বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল বিকার-সংসর্গে নিত্যজ্ঞানেরও অবস্থান্তর প্রতীত হইতে থাকে। জ্ঞানের এই অবস্থান্তরের দিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রাণশক্তিকেই 'মন' বা 'প্রজ্ঞা' শব্দে ব্যবহার করা গিয়া থাকে। বস্তুতঃ মন ও প্রাণ বিভিন্ন বস্তু নহে *। প্রাণশক্তিই বিষয়-

* এই তত্ত্বটী বিজ্ঞানভিক্ষু তদীয় বেদান্ত-ভাষ্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন। "প্রাণান্তঃকরণয়োরপি একব্যক্তিকত্বম্" (২।৪।১২)। "মহত্তত্ত্বং হি একমেব প্রকৃতেরুৎপদ্যমানং জ্ঞানক্রিয়াশক্তিভ্যাং বুদ্ধিপ্রাণশব্দাভ্যামভিলপ্যতে" (২।৪।১১)। গর্ভস্থ ভ্রূণে সর্ব্বপ্রথমে প্রাণশক্তি উদ্ভূত হয়। এবং এই প্রাণশক্তিই যখন রসাদির পরিচালনাদি

সংযোগে বিবিধ ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে পরিণত হইতেছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে চেতনেরও অবস্থান্তর অনুভূত হইয়া বিবিধ শব্দস্পর্শ সুখ-দুঃখাদি বিজ্ঞানের প্রতীতি হইতেছে। এই উদ্দেশ্যেই 'মন' বা 'অন্তঃকরণ' শব্দদ্বারা তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে *। নির্গুণ ব্রহ্মপদার্থ প্রাণশক্তি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া, তিনি 'অপ্রাণ' ও 'অমনাঃ'। সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রাণশক্তি উদ্ভূত হয় এবং

দ্বারা মনুষ্যদেহ গড়িয়া তোলে, তখন ইহাই বিবিধ ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। মনুষ্যে এই জ্ঞানের অভিব্যক্তি দেখিয়া, ইহাকেই 'বুদ্ধি' (জ্ঞানশক্তি) বলিয়া কথিত হইল। "সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্ (জীবং=জীবোপাধিম্)"। এই জন্যই শ্রুতিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকেও 'প্রাণ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে যে, জীবদেহে প্রাণেরই অংশ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করিতেছে। "চক্ষুরাদীনাং প্রাণাংশত্বাৎ 'অথর্ব্বত্বং' প্রাণস্য (শঙ্কর)"। "যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে যাচ চক্ষুষি" ইত্যাদি প্রশ্নোপনিষদ দেখ। শঙ্কর এই জন্যই বলিয়াছেন, "প্রাণ দ্বারা দর্শনশ্রবণাদিলক্ষণরূপাদি-বিষয়-প্রকাশঃ"। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিভেদ উল্লিখিত হইয়াছে। "পায়ু ও উপস্থে অপান, নাভিতে সমান, চক্ষু শ্রোত্র ও মুখ নাসিকায় মুখ্য-প্রাণ" ইত্যাদি বলারও তাৎপর্য্য এইরূপ (প্রশ্নোপনিষদ)। শ্রুতির অন্যান্য স্থলেও দেখা যায় যে,—প্রাণ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হয় এবং প্রাণেই লীন হইয়া যায় এবং প্রাণ ছাড়িয়া গেলে সমুদয় ইন্দ্রিয় মৃতবৎ হইয়া যায়। ইহাও বলা হইয়াছে যে, সুষুপ্তি ও মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়গুলি মনে এবং মন প্রাণে বিলীন হইয়া যায়। এসকল কথার একই তাৎপর্য্য। প্রাণ এবং মন একই বস্তু।

* "প্রাণ......সর্ব্বক্রিয়া হেতুঃ। যাশ্চ তাঃ সর্ব্বজ্ঞান-হেতুভূতাশ্চক্ষুরিত্যাদ্যোতাঃ প্রাণাপানয়োর্নিবিষ্টাঃ, প্রাণাপানবৃত্তিঃ জীবনং, তদনুবৃত্তয় ইত্যর্থঃ—শঙ্করভাষ্য, ঐতরেয় আরণ্যক, ২।৩ বেদান্তভাষ্য, ১।১।৩১ দেখ।

উহাই যখন প্রাণীদেহে প্রাণ বা মন রূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন তদ্‌যোগে জীবকে 'প্রাণময়' ও 'মনোময়' বলা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে নির্গুণ ব্রহ্মে এই প্রাণ ও মনের সম্ভাবনা কোথায়? তিনি (আগন্তুক) প্রাণশক্তি বা মায়াশক্তি (অক্ষর) হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং তিনি শুদ্ধ। এই নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত শুদ্ধ ব্রহ্ম-চৈতন্যে যে শক্তি ওতপ্রোতভাবে একাকার হইয়া বর্ত্তমান ছিল, তাহাই সৃষ্টির প্রাক্কালে জগদাকারে অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম করিলে, তখনই ইহাকে 'প্রাণশক্তি', 'অব্যাকৃতশক্তি' * 'আকাশ' প্রভৃতি নামে ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

যাবতীয় নাম-রূপের বীজভূত এই শক্তিরূপ উপাধি দ্বারা লক্ষিত পুরুষ হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। উৎপত্তির পূর্ব্বেও এই আগন্তুক শক্তি ছিল না, উৎপত্তির পরেও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ভাবে ইহার সত্তা স্বীকার করা যাইতে পারে না; এইজন্য ইহাকে 'অনৃত' ও 'অসত্য' বলা যাইতে পারে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মসত্তারই একটা আগন্তুক অবস্থা—বিশেষ একটা আকার—উপস্থিত হইল বলিয়াই কি ইহা একটা কোন 'স্বতন্ত্র' পদার্থ হইয়া উঠিল? তাহা কখনই হইতে পারে না। ইহা সেই পূর্ণ ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে।

† বেদান্তভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—"এই অজা শক্তি বা প্রকৃতি—তেজ, অপ্‌ ও অন্ন এই ত্রিরূপা" (১।৪।৯)।

ব্রহ্মসত্তা হইতে বস্তুতঃ স্বতন্ত্র সত্তা ইহার নাই ; এইজন্য 'স্বতন্ত্র' রূপেই কেবল ইহাকে 'অসত্য' বলা যাইতে পারে। সুতরাং এই 'প্রাণশক্তি' সত্ত্বেও ব্রহ্মকে পরমার্থতঃ 'অপ্রাণ' বলা যায়। কেননা যাহা অসত্য—যাহার স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই—তদ্দ্বারা ব্রহ্মে ভেদ আসিবে কি প্রকারে ?

এই শক্তিই স্থূল বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই অব্যক্তশক্তি সর্ব্বপ্রথমে প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হয়, এ তত্ত্ব আপনাকে বলিয়াছি। ইহাই আবার তেজ, জল, পৃথিবীরূপে উদ্ভূত হইয়া, অবশেষে প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে *। প্রাণশক্তি যখন জগদাকারে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখনও পরমার্থতঃ তদ্দ্বারা ব্রহ্মে কোন ভেদ আসিতে পারে না। কেননা জগৎ কি ? ইহাও সেই প্রাণ-শক্তিরই রূপান্তর—অবস্থা-বিশেষ মাত্র। অবস্থাভেদ হইলেই বস্তুটী কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না †। উহা যে শক্তি,

---

* এ সম্বন্ধে অবতরণিকার সৃষ্টিতত্ত্বে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। যে প্রাণশক্তি বাহিরে স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হইয়া সূর্য্য চন্দ্রাদি সৌরজগৎ উৎপন্ন করে, উহাই আবার গর্ভে ভ্রূণে সর্ব্বপ্রথমে অভিব্যক্ত হইয়া, কার্য্যাংশ দ্বারা দেহ ও দেহাবয়বের এবং করণাংশ দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি শক্তির গঠন করে। এই জন্যই শঙ্কর এস্থলে —"শরীর-বিষয়-কারণানি ভূতানি" বলিয়াছেন। [করণাংশ—Motion. কার্য্যাংশ—Matter.]

† "ন হি বিশেষ-দর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি...স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ"—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮।

পরমার্থতঃ সেই শক্তিই থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম—শুদ্ধই থাকিয়া যাইতেছেন। এই আমি আপনার নিকটে সংক্ষেপে পরাবিদ্যার বিষয়ভূত, নির্ব্বিশেষ, অমূর্ত্ত, শুদ্ধ, সত্য পুরুষের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। সংক্ষেপে বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়া, পরে উহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিলে, বুঝিবার পক্ষে সহজ হইয়া উঠে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(বিরাট্‌।)

অঙ্গিরা বলিতে লাগিলেন,——

"মহাশয়! ইতঃপূর্ব্বে শক্তির সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির কথা বলিয়াছি। এখন স্থূল অভিব্যক্তির কথা বলিব। এই স্থূল অভিব্যক্তির সমষ্টিনাম—'অণ্ড' বা 'বিরাট্‌'। সেই অক্ষর ভূত-যোনি পুরুষই সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভরূপে এবং তিনিই আবার স্থূল বিরাট্‌রূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন। বিবিধ স্থূল সৃষ্ট-পদার্থ-গুলিকে এই বিরাট্‌ পুরুষের দেহাবয়বরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। এই পরিদৃশ্যমান্‌ আকাশ, সেই বিরাট্‌-পুরুষের মস্তক; চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার দুই চক্ষুঃ; দিক্‌ তাঁহার কর্ণ; অভিব্যক্ত বেদ (শব্দরাশি) তাঁহার বাক্য। স্থূল বায়ুই এই বিরাট্‌দেহের প্রাণশক্তি এবং এই স্থূল জগৎ তাঁহার হৃদয় বা মন। জগৎ, মন বা চিত্তেরই বিকার; কেননা, এ জগৎ পরমার্থতঃ জ্ঞেয়াকারে অবস্থিত। সুষুপ্তির সময়ে জ্ঞেয় জগৎ মনেই বিলীন হইয়া অবস্থান করে, আবার জাগরিতাবস্থায় সেই বীজ হইতেই পুনরায় প্রাদুর্ভূত হয়*। একথা যেমন ব্যষ্টি-

---

* এই কথাগুলি দেখিয়াই যেন কেহ মনে না করেন যে, জগৎ ত তবে কেবল 'বিজ্ঞান' (Idea) মাত্র। যদিও কেবল মনুষ্য সম্বন্ধেই এ কথা বলা যাইতে পারিলেও,

ভাবে সত্য; সমষ্টিভাবেও একথা সত্য। বিরাট্-পুরুষের সংকল্প-বলেই, তাঁহার শক্তি হইতে এ জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে *। আবার প্রলয়ে সেই শক্তিতেই জগৎ বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং বিরাট্-পুরুষের মনকেই এই স্থূল-জগৎরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। এই পৃথিবী সেই বিরাট্ পুরুষের পদরূপে কল্পিত হইতে পারে। এই বিরাট্ই প্রথম-শরীরী;—

মনুষ্য আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই যে এ জগৎ বর্ত্তমান ছিল, শ্রুতি সে কথা জানিতেন। শঙ্কর-মতে, এ জগৎ কেবল বিজ্ঞানমাত্র হইতে পারে না। যদি তাহাই হইবে, তবে তিনি বেদান্তভাষ্যে কেন অত যত্নসহকারে 'বিজ্ঞান-বাদের' খণ্ডন করিয়া দিয়া, জগতের উপাদান-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেন? মাণ্ডুক্য উপনিষদের গৌড়পাদ কারিকার (৪।৫৪) ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন যে, 'এ জগৎ যে কেবল চিত্তেরই ধর্ম্ম তাহা হইতে পারে না।' "ন চিত্তজাঃ বাহ্যধর্ম্মাঃ" ইত্যাদি দেখ। আনন্দগিরি এই ভাষ্যের টীকায় স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, 'বস্তুগুলি বিজ্ঞান স্বরূপ'—ইহা কেবল দুই চারিটী পরমার্থদর্শীর অনুভব মাত্র। "চিকীর্ষিত কুম্ভ-'সংবেদন'—সমনন্তরং কুম্ভঃ সম্ভবতি; সম্ভূতশ্চাসৌ কর্ম্মতয়া স্বসংবিদং জনয়তীতি ন উপলভ্যতে:—কস্যাচিদপি বিদ্বদ্-দৃষ্টান্তুরোধেনৈব অনন্যত্বাৎ"। পাঠক ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর কথা আর কি হইতে পারে? পাঠকবর্গকে আমরা আরো স্পষ্ট কথা শুনাইব। এই গৌড়পাদকারিকার ভাষ্যের (১।২) টীকায় আনন্দগিরি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে,—'কেহ কেহ যে অজ্ঞানশক্তিকে কেবল একটা বিজ্ঞান মাত্র মনে করিতে চান, ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। ফলতঃ উহা বিজ্ঞানমাত্র নহে; উহা জগতের বীজশক্তি'। "নমু অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমজ্ঞানং সংসারস্য বীজভূতং নাস্ত্যেব; মিথ্যাজ্ঞান তৎসংস্কারাণামজ্ঞানশব্দ-বাচ্যত্বাৎ তত্রাহ জ্ঞানেতি' ইত্যাদি অংশ দেখুন। অবতরণিকা দেখুন।

* "সোঽকাময়ত, বহুস্যাং প্রজায়েয়েত্যাদি"।

স্থূল জগৎই তাঁহার শরীর। তিনিই সকল স্থূল ভূতেই অন্তরাত্মা-রূপে অবস্থিত। তিনি সকল ভূতে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মনন-কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতারূপে—সকল করণরূপে—অবস্থান করিতেছেন। এই বিরাট্ পুরুষের নিয়মেই "পঞ্চাগ্নিযোগে" * প্রাণীবর্গ অহরহঃ এ সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে।

কিরূপে পঞ্চাগ্নি-ক্রমে প্রাণীবর্গ সংসারে জন্মগ্রহণ করে, তাহা বলিয়া দিতেছি। দ্যুলোক বা আকাশ, সূর্য্যজ্যোতিদ্বারা পরিদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। রাত্রিতে এই আকাশ, চন্দ্রজ্যোতি-দ্বারা দীপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্য এবং চন্দ্রজ্যোতিই—এ আকাশমণ্ডলকে অগ্নি বা তেজ দ্বারা আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে †। এইজন্য এই আকাশকে 'অগ্নি' বলা যায়। এই সূর্য্য ও সোমের কিরণ-যোগে অন্তরীক্ষে মেঘের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং এই মেঘও সর্ব্বদাই সূর্য্য ও চন্দ্র কিরণে

* এই 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যার' তত্ত্ব ছান্দোগ্যোপনিষদে ৫ অধ্যায়ের ১ম হইতে ৯ম খণ্ডে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে, ৮।২।১ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে।

† শ্রুতির মত এই যে, কর্ম্মী ও জ্ঞানীভেদে প্রধানতঃ সাধক দুই প্রকার। পর-কালে, কর্ম্মীদিগের চন্দ্রালোক-শাসিত লোকগুলিতে গতি হয়। এবং জ্ঞানীদিগের সূর্য্যালোক-শাসিত লোকগুলিতে গতি হয়। জ্ঞানিদিগকে আর ফিরিতে হয় না, কিন্তু ভোগান্তে কর্ম্মীদিগকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। ফিরিবার সময়ে, আকাশ হইতে অন্তরীক্ষে, অন্তরীক্ষ হইতে বৃষ্টিযোগে পৃথিবীতে আসিতে হয়। পৃথিবীতে বৃক্ষাদিযোগে প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়া, স্ত্রীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এ স্থলে এই জন্যই সূর্য্য ও চন্দ্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। এইজন্য এই মেঘকে দ্বিতীয় 'অগ্নি' বলা যায়। এই মেঘ হইতে বিনিঃসৃত বারিধারা পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া, উহা হইতে লতা, গুল্ম, ওষধি-আদির সমুদ্ভব হইতেছে। এই পৃথিবীও তেজঃসম্পর্কশূন্য নহে; এইজন্য এই পৃথিবীকে তৃতীয় 'অগ্নি' বলা যায় *। পৃথিবী হইতে সমুদ্ভূত ওষধি-বৃক্ষাদি, প্রাণীবর্গ দ্বারা খাদ্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে এবং উহারা প্রাণীদেহে রেতোরূপে পরিণত হয়। অতএব ওষধিবৃক্ষাদি-উদ্ভিদ দ্বারাই পুরুষের (প্রাণীবর্গের) শরীর পুষ্ট, বর্দ্ধিত ও উহারা দেহে রেতোরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে †। সুতরাং এই পুরুষকেই (প্রাণীমাত্রকেই) চতুর্থ 'অগ্নি' বলা যায়। যোষিৎ বা স্ত্রী-শরীরকে (প্রাণীমাত্রেরই) পঞ্চম 'অগ্নি' বলা যায় ‡। স্ত্রী পুরুষ সংযোগে—শুক্র শোণিত সম্মিলনে—ক্রম-পরিণামের প্রণালীতে প্রজাবর্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে §। পরলোকগত জীব সকল, এই পাঁচ প্রকার

---

* "তেজসা বাহ্যান্তঃ পচ্যমানো যোঽপাংশরঃ স সমহন্যত, সা পৃথিব্যভবৎ"—শঙ্করাচার্য্য।

† প্রাণীসমূহ এই ওষধি বা উদ্ভিদ খাদ্যাকারে গ্রহণ করিয়া থাকে (এই জন্যই শ্রুতিতে ব্রীহী, ওষধি প্রভৃতিকে 'অন্ন' নামে অভিহিত করা হইয়াছে)। এই খাদ্য-দ্বারাই প্রাণীর শরীর রক্ষিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে এবং শরীরে শুক্র শোণিতাদিরও উদ্ভব হয়।

‡ পুরুষের দেহস্থ শুক্র—তেজঃস্বরূপ। স্ত্রীদেহস্থ শোণিতও—তেজঃস্বরূপ। সুতরাং উভয়ই 'অগ্নি'।

§ পাঠক লক্ষ্য করিবেন শ্রুতি কিরূপ কৌশলে, সৃষ্টপদার্থরাশি যে পরস্পর

অগ্নিযোগে—এই পাঁচ পথ অবলম্বন করিয়া—মর্ত্ত্যলোকে অহরহঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে *। জীবের জন্মগ্রহণের মার্গ বলিয়াও, ইহাদিগকে 'অগ্নি' (প্রকাশাত্মক) বলা যাইতে পারে। বিরাট্-পুরুষের অখণ্ডনীয় নিয়মে, এই পথ অবলম্বন করিয়া জীব সকল অহরহঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে, সুতরাং এই বিরাট্ পুরুষই জীব-জন্মের কারণ।

এই বিরাট্-পুরুষ হইতেই যাবতীয় কর্ম্ম, কর্ম্মের সাধন এবং কর্ম্মফলপ্রাপ্তির লোক সকল সৃষ্ট হইয়াছে। নিয়ত-অক্ষর-বিশিষ্ট (পদ্যাত্মক) ঋক্ মন্ত্র সকল বা গায়ত্র্যাদি বিবিধ ছন্দোনিবদ্ধ মন্ত্র সকল ও পঞ্চাবয়ব বা সপ্তাবয়ব স্তোভাদি গীতিযুক্ত † সাম মন্ত্র সকল এবং অনিয়ত-অক্ষর-বিশিষ্ট

সম্বন্ধবিশিষ্ট, পরস্পর পরস্পরের উপকারক, কেহই যে নিঃসম্পর্কিত (Isolated) নহে,—তাহা বলিয়া দিয়াছেন। সূর্য্যাদির কিরণ, বায়ুমণ্ডলস্থ বাষ্পরাশির সংযোগ ভাঙ্গিয়া দিতেছে বলিয়া, উদ্ভিদেরা 'অঙ্গার' (carbon) গ্রহণ করতঃ দেহপুষ্টি করিতে পারিতেছে। আবার আমরা উদ্ভিদ হইতে উহাদের পরিত্যক্ত 'অম্লজান' (Oxygen) লইয়া, দেহ রক্ষা করিতেছি। সকলের সঙ্গে সকলের এই দৃঢ় ঘনিষ্ঠতার কথা শ্রুতি, জীবের এই সৃষ্টিতত্ত্বে কৌশলে বলিয়া দিয়াছেন।

* আমাদের মনে হয়, শ্রুতি এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বলার উপলক্ষে, ক্রম-বিকাশ-বাদের তত্ত্বই বলিয়া দিয়াছেন। সূর্য্যচন্দ্রাদিবিশিষ্ট সৌরজগৎ সৃষ্টির পর, পৃথিবী সৃষ্ট; তৎপরে উদ্ভিদ্রাজ্যের বিকাশ; তাহার পর রেতোযুক্ত প্রাণীদিগের অভিব্যক্তি। পাঠক এই ক্রমবিকাশের তত্ত্বও কি পাওয়া যাইতেছে না?

† অর্থশূন্য বর্ণের নাম 'স্তোভ'। যেমন হাউ, হাই, অথ, ই, উ, এ, ঔ হোঃ হিং, হয়, ইত্যাদি বর্ণ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ১।৩।১৩।১—৪ ইত্যাদি দেখ। সাম-

(গদ্যাত্মক) যজুর্ম্মন্ত্র সকল—এই তিন প্রকারের মন্ত্র তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে *। দীক্ষা (মৌঞ্জীবন্ধনাদি নিয়ম), অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞনিবহ, ক্রতু, যজ্ঞের দক্ষিণা-দান-পদ্ধতি, যজ্ঞের কাল, যজ্ঞের কর্ত্তা (যজমান), যজ্ঞের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি-লোক সকল, এবং এই সকল লোকে যাইবার জন্য সূর্য্য ও চন্দ্রের আলোক দ্বারা শাসিত যে উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গ রহিয়াছে †—এ সমস্তই সেই অক্ষর-পুরুষের বিধান।

এই বিরাট-পুরুষ হইতেই প্রাণ এবং অপান, ব্রীহী এবং যব ‡ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই বিরাট্-পুরুষেরই অঙ্গভূত

গানের কয়েকটী অবয়ব আছে। উদ্গাতৃ পুরুষ যে গানগুলি উচ্চারণ করেন, তাহার নাম 'উদ্গীথ' গান; প্রতিহর্ত্তা যে গান উচ্চারণ করেন, তাহার নাম 'প্রতিহার'; এইরূপ ৫ বা ৭ প্রকার গানের ভেদ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ দেখ।

* ওঁকার সকল মন্ত্রের মূল। ওঁকার সমুদয় শব্দের বীজ। সৃষ্টিকালে অব্যক্ত-শক্তি প্রথমে স্পন্দনাকারে—কম্পনরূপে—শব্দরূপে অভিব্যক্ত হয়। অকারই আদিম শব্দ; ই+উ+ম্—অকারেরই মৌলিক বিকার। আর সকল স্বর ও ব্যঞ্জন এই মূল ওঁকারেরই বিকার।

† ইহারাই পিতৃযানমার্গ ও দেবযানমার্গ নামে প্রসিদ্ধ। প্রথম খণ্ডের অব তরণিকায় ইহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

‡ শ্রুতির অন্যত্র ব্রীহী ও যবকে 'অন্ন' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। ক্রিয়া বিকাশিত হইলেই উহা করণরূপে (প্রাণশক্তিরূপে) এবং কার্য্যরূপে (অন্নরূপে) বিকাশিত হয়। এস্থলে প্রাণ ও অপান শব্দ দ্বারা করণাত্মক অংশ এবং ব্রীহি-যব শব্দ দ্বারা কার্য্যাত্মক অংশের কথা বলা হইয়াছে। এই দুই অংশই একত্রে প্রথমে সূর্য্য চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থ, পরে পশুপক্ষী, অবশেষে মনুষ্য অভিব্যক্ত করিয়াছে,—এ কথা বলা হইয়াছে।

আদিত্য, রুদ্র, বসু প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থগুলি, তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, সাধ্য নামক দেবতাবর্গও তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। গ্রাম্য ও আরণ্য পক্ষি ও পশু সকল এবং সর্ব্বশেষে কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যবর্গ তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। মনুষ্য-দেহে জীবন ধারণের হেতুভূত প্রাণ ও অপান * এবং শরীর-স্থিতি-হেতু ব্রীহী-যবাদি অন্নও তাঁহারই সৃষ্টি। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সাধনভূত তপশ্চর্য্যা এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের সহায়ভূত ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহরূপ তপঃ—এই উভয় প্রকারের (কর্ম্মী ও জ্ঞানী ভেদে) তপস্যা ; পুরুষার্থ সাধনের হেতুভূত আস্তিক্য-বুদ্ধি ; সত্যপরায়ণতা, পরপীড়াবর্জ্জন ও ব্রহ্মচর্য্যপালন—এই তিনটী ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনের সহায় †—এ গুলি সকলই তাঁহারই বিধান।

এই বিরাট্-পুরুষ হইতেই মনুষ্যের শ্রোত্রদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয় ও বাক্—এই প্রধান সপ্ত ইন্দ্রিয় ‡ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

* "প্রাণাপানবৃত্তি জীবনম্"—ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য, ২।৩। শ্রুতি কেমন কৌশলে একটীমাত্র শ্লোকে ক্রমবিকাশ বাদটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাঠক তাহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন।

† মনুষ্য সৃষ্টির কথা বলিয়াই, কর্ম্মী ও জ্ঞানীভেদে—মনুষ্যের আচরিত 'কর্ম্ম' গুলির বিবরণও সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া হইল।

‡ পূর্ব্বমন্ত্রে মনুষ্যের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যদেহে ইন্দ্রিয়োৎ-পত্তির কথা বলা হয় নাই ; এই মন্ত্রে সেই ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হইল। আবার সঙ্গে সঙ্গে, কি প্রকারে ইন্দ্রিয়বর্গের প্রয়োগ করিলে মনুষ্য ব্রহ্মোদ্দেশে 'কর্ম্ম' করিয়া

স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধি-করণই ইহাদের সপ্তপ্রকার দীপ্তি। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি সপ্তপ্রকার বিষয়ই, ইহাদের সমিধ বা কাষ্ঠস্বরূপ। সপ্তপ্রকার বিষয়েন্ধনযোগে, এই সপ্তপ্রকার ইন্দ্রিয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। ইহারা যখন বিষয়ানুভূতি লাভ করিয়া থাকে, তখন ইহারা যেন হোম-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, ইহাও বলা যাইতে পারে। এই সপ্তপ্রকার ইন্দ্রিয়শক্তি, দেহস্থ চক্ষু-কর্ণাদি গোলকে * সর্ব্বদা পরিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া বিষয়-বিজ্ঞান লাভ করিতেছে। সুষুপ্তিকালে ইহারা স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, বুদ্ধিগুহায় † লীন হইয়া অবস্থান করে। ইহারা সেই বিরাট্-পুরুষ দ্বারাই প্রাণীর দেহে স্থাপিত হইয়াছে। যাহারা সংসার-মগ্ন, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, তাহারা এই সকল ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সদ্ব্যবহার জানে না। তাহাদের পক্ষে, এই ইন্দ্রিয়গুলি কেবল শব্দস্পর্শাদি বিষয়বর্গের সংবাদ বহন করিয়া দিবার যন্ত্র মাত্র।

সদ্গতি লাভ করিতে পারে, তাহাও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এমন মধুর সৃষ্টিতত্ত্ব শ্রুতিব্যতীত আর কোথায় পাওয়া যায়?

* গোলক—স্থান; Sites of organs

† বুদ্ধি-গুহা—প্রাণশক্তিকেই বুদ্ধি-গুহা বলা যাইতে পারে। সুষুপ্তিকালে, শব্দ স্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি মনে বিলীন হয়। মনও বিবিধ বিজ্ঞান সহ প্রাণশক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। তখন এই জন্যই কোন প্রকার বিশেষ-বিজ্ঞান থাকে না। সকলই অব্যক্তভাবে প্রাণে অবস্থান করে। আবার জাগরিতকালে, এই প্রাণশক্তি হইতেই বিবিধ বিজ্ঞান ও ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াগুলি বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। ইহাকে Sub-conscious region বলা যায় কি?

কিন্তু যাঁহারা আত্ম-যাজী, বিদ্বান্ ও মুমুক্ষু—যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্ব-পদার্থে কেবল ব্রহ্মেরই অনুভব, ব্রহ্মদর্শন করিতে অভ্যাস করিতেছেন, তাঁহাদের নিকটে এই ইন্দ্রিয়গুলি অন্যপ্রকার সংবাদ আনিয়া দেয়। বিষয়-যোগে প্রদীপ্ত ইন্দ্রিয়বর্গ, কি জাগরণে কি নিদ্রায়, নিয়তই যেন বিষয়ানুভূতিরূপ হোম-ক্রিয়া ও ব্রহ্ম-যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছে, তাঁহারা এই প্রকার অনুভব করিয়া থাকেন *। জীবের সুষুপ্তি-কালে, বিষয় ও ইন্দ্রিয়বর্গ যখন সুপ্ত,—তখনও প্রাণশক্তি দেহে জাগরিত থাকিয়া, সেই আত্ম-যজ্ঞ বা ব্রহ্ম-হোমই সম্পাদন করিয়া থাকে †। ঈদৃশ আত্ম-যাজীদিগকে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়বর্গ

* এইরূপে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের অনুভূতিতে যজ্ঞভাবনা করিলে, বিষয়াচ্ছন্নতা দূর হইয়া যায়। উপদেশসাহস্রী গ্রন্থেও এ তত্ত্ব আছে। "ব্যবহারকালে বিষয়গ্রহণস্য হোম-ভাবনা, তৎফলঞ্চ বিষয়েষু আসক্তি-নিবৃত্তিঃ", ১৫।২২।

† প্রশ্নোপনিষদেও, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে এই হোমভাবনার কথা আছে। "যদুচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি" ইত্যাদি (৪।২—১১) দেখ। সেই স্থলে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, "বিদ্বান্ মুমুক্ষুপুরুষ সর্ব্বদাই ব্রহ্মার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কখনই কর্ম্ম-বিহীনভাবে থাকেন না; স্বপ্নকালেও ইনি হোম-সম্পাদনে রত থাকেন"। "বিদুষঃ স্বাপোঽপি অগ্নিহোত্রহবনমেব। তস্মাৎ বিদ্বান্ নাকর্ম্মীতি মন্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ"। শঙ্কর যে মুমুক্ষুর পক্ষে ক্রিয়াত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা সকাম যজ্ঞাদি কর্ম্মমাত্র। এ সকল গূঢ় অভিপ্রায় না দেখিয়াই লোকে মনে করে যে, শঙ্কর নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন!! প্রথম-খণ্ডে, অবতরণিকায় এই কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

কদাপি লিপ্ত করিতে পারে না। বিধাতার সৃষ্টি-রহস্য এই প্রকার। গ্রহণের বা ভাবনার তারতম্যে একই বস্তু কখনও অমৃতের ন্যায় হিতকর হয়, কখনও বা বিষবৎ প্রাণ হনন করিয়া থাকে।

এই অক্ষর-পুরুষ হইতেই লবণসমুদ্র উদ্ভূত হইয়াছে। গিরি সকলও তাঁহারই সৃষ্টি। নানা দিগ্‌দিগন্তধাবনশীলা স্রোতস্বিনীও তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। বিবিধ ওষধাদি উদ্ভিজ্জও তাঁহা হইতেই জন্মিয়াছে এবং এই সকল উদ্ভিদ যে রসাদি গ্রহণ করতঃ জীবিত ও পুষ্ট হইতেছে, সেই রসাদিও তাঁহারই বিধানে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে *। এই যে সূক্ষ্ম দেহগুলি, স্থূল-ভূতাশ্রয়ে † বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাও তাঁহারই বিধান। তিনিই সূক্ষ্ম-শরীরের অভ্যন্তরস্থ আত্ম-চৈতন্য।

এইরূপে, পুরুষ হইতেই সর্ব্ববিধ পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষই এই জগৎরূপে অবস্থিত এবং তিনিই সকল। তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে কোন বস্তুই নাই ; তাঁহারই সত্তায়, পদার্থ-

* ৩২১ ও ৩২৫ পৃষ্ঠায় সূর্য্যাদি আধিদৈবিক সৃষ্টির পরেই পশুপক্ষি ও মনুষ্যের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। সে স্থলে পর্ব্বত, নদী এবং উদ্‌ভিদ্‌ সৃষ্টির উল্লেখ করা হইয়াছিল না। এই মন্ত্রে শ্রুতি তাহাও বলিয়া দিলেন এবং এতদ্দ্বারা সৃষ্টির পূর্ণতা সম্পাদন করিলেন। এই অধ্যায়ের সমস্ত মন্ত্রগুলি একত্র করিয়া পড়িলে, সৃষ্টির একটা ক্রম-উন্নত-স্তরের কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

† সূক্ষ্ম শরীর যে স্থূল ভূতের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, শঙ্কর তাহা এস্থলে বলিয়া দিলেন। বিজ্ঞানভিক্ষুও সে কথা সাংখ্যদর্শনে বলিয়া দিয়াছেন।

সকলের সত্তা। সুতরাং যাহার পরমার্থতঃ স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহা 'অসত্য'। অতএব পুরুষই একমাত্র 'সত্য' *। পুরুষসত্তা হইতে স্বতন্ত্ররূপে—স্বাধীন-ভাবে—এ বিশ্বের সত্তা থাকিতে পারে না। তাঁহারই সত্তাকে অবলম্বন করিয়া, এই বিশ্ব অবস্থিত। ইনিই বিশ্বের ও বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ; বিশ্ব এই কারণের কার্য্য। কার্য্য,—কারণেরই রূপান্তর, অবস্থা-ভেদ মাত্র। সুতরাং কার্য্য,—কারণ হইতে প্রকৃতপক্ষে একান্ত 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। কার্য্যগুলি যদি কারণ-সত্তারই রূপান্তর-মাত্র হইল, কার্য্যগুলি যদি পরমার্থতঃ কারণ-সত্তা হইতে একান্ত স্বতন্ত্রই না হইল;—তবে ত কারণটীকে বিশেষরূপে জানিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল; কারণের জ্ঞান হইলেই ত সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের জ্ঞান আপনিই আসিবে। অতএব পরমকারণস্বরূপ ব্রহ্মই সেই বস্তু, কেবল যাঁহাকে জানিতে পারিলেই, সমস্ত বস্তুগুলিকেও জানিতে পারা যায়। তপঃ ও জ্ঞান তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। জ্ঞান-বিহীন কেবল-কর্ম্মীদিগের সাধন তপ, আর জ্ঞানীর সাধন জ্ঞান—এ উভয়ই তাঁহারই বিধান। যিনি এই পরম অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থকে আপন হৃদয়-গুহায়, জীবাত্মার সহিত অভিন্নভাবে নিয়ত অনুভব

* "All objects are for him and through him"—Paulsen "বিকারেঽনুগতং জগৎ-কারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং, 'তদিদং সর্ব্বম্' ইত্যুচ্যতে, যথা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইতি। কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তমিতিবক্ষ্যামঃ"—বেদান্তভাষ্য, ১।১।৪।

করিতে পারেন, তাঁহার অবিদ্যাগ্রন্থির * উচ্ছেদ হইয়া যায়। হে সৌম্য! এই সংসারে জীবিত থাকিতেই সেই ব্যক্তি সর্ব্ববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যাইতে পারেন"।

* বিষয়দর্শন, বিষয়-কামনা এবং বৈষয়িক সুখাদি প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্ম,—এই তিনটীকেই শঙ্কর 'অবিদ্যাগ্রন্থি' বলিয়াছেন। প্রথম খণ্ড দেখ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(ব্রহ্ম-সাধন।)

অঙ্গিরা পুনরপি শৌনককে বলিতে লাগিলেন—

"ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছি এবং কিরূপে ব্রহ্ম জগতের কারণ হন, সেই অক্ষর ভূতযোনি পুরুষের তত্ত্বও বলিয়াছি। কি প্রকারে সেই অক্ষর পুরুষ সূক্ষ্মরূপে ও স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হন, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। এখন সেই ব্রহ্মপদার্থের সাধন-প্রণালীর বিষয়ে সংক্ষেপে আপনাকে কিঞ্চিৎ বলিব। আপনি অবহিত হইয়া, এই সাধন প্রণালী ও উপাসনা পদ্ধতি শ্রবণ করুন্।

১। প্রথমতঃ, যাঁহারা উত্তম সাধক, তাঁহারা সর্ব্বদা চিত্তদ্বারা ব্রহ্মপদার্থের স্বরূপাদির বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। এই বিচার দ্বারাই তাঁহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়া, মুক্তি উপস্থিত হইবে। ব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ ভাবনা এবং তদ্বিষয়ক যুক্তিগুলির পুনঃ পুনঃ মনন ও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ইহাই বিচারের একমাত্র উপায়।

ব্রহ্মপদার্থ স্বরূপতঃ পরোক্ষ হইলেও, ইনি বুদ্ধির বিবিধ বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হন। দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞানাদি দ্বারা, ইহাঁরই স্বরূপ (অখণ্ড জ্ঞান) প্রকাশিত হইয়া

থাকে *। এই জন্যই ইহাঁকে হৃদয়গুহাশায়ী বলে। বুদ্ধিরূপ গুহায় এই আত্ম-চৈতন্য, বুদ্ধির বিবিধ বৃত্তি-সংসর্গে জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহারই প্রকাশে বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে, নতুবা বিশ্বের প্রকাশ সম্ভব হইত না। সকলের আশ্রয় ও অধিষ্ঠান রূপে, এই ব্রহ্ম-চৈতন্যের ভাবনা করিবে। ইহাঁরই অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই, সকল পদার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সমুদয় পদার্থের মূল-উপাদান যে মায়াতত্ত্ব, তাহাও ইঁহারই অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত রহিয়া, বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে এবং তৎসংসর্গে ইহাঁরও জ্ঞান-স্বরূপের আভাস আমরা প্রাপ্ত হইতেছি †। ইনি সর্ব্বাস্পদ—সকলের অধিষ্ঠান—বলিয়া, ইহাঁর নাম 'মহৎ-পদ'। যেমন অরগুলি রথের নাভিতে ‡ প্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ সকল পদার্থ ইহাঁতে সমর্পিত—প্রবিষ্ট—রহিয়াছে। উড্ডয়নশীল পক্ষী সকল, প্রাণনক্রিয়াশীল পশু ও মনুষ্যাদি, ক্রিয়াশীল ও অক্রিয়াশীল § স্থাবর জঙ্গম,—

---

* বুদ্ধির বৃত্তি বা পরিণামগুলি জড়, শব্দস্পর্শাদিও জড়; ইহাতে 'জ্ঞান' থাকিতে পারে না। তবে যে ইহাদের উপলব্ধি হয়, তাহা এই প্রকাশ-স্বরূপ পরমাত্মচৈতন্যনিবন্ধন। অর্থাৎ জড়ীয় বিকার-সংসর্গে এক অখণ্ড আত্মচৈতন্যেরই অবস্থান্তর প্রতীত হয়। সুতরাং 'জ্ঞানস্বরূপ' বলিয়া তাঁহার আভাস পাওয়া যায়। "ব্রহ্ম বিশ্বোপলব্ধ্যাত্মনা প্রকাশমানমেব সদেতি ভাবয়েদিত্যর্থঃ"।—আনন্দগিরি।

† "সর্ব্বাস্পদং যৎ তদেব মায়াস্পদমাত্মভূতমিতি যুক্ত্যনুসন্ধানমাহ"—আনন্দগিরি।

‡ রথনাভি—Navel. অর—Spokes.

§ বস্তুতঃ ক্রিয়াশীল সকলই; কেবল জড়ত্বনিবন্ধন অক্রিয়াশীল বলা হইয়াছে।

তাবৎ বস্তুই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জগতে অভিব্যক্ত সৎ ও অসৎ—সূক্ষ্ম ও স্থূল—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—তাবৎ বস্তুই তদ্ব্যতিরেকে সত্তা-বিহীন; ইহাদের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি—তাঁহারই সত্তা ও স্ফূর্ত্তির উপরে একান্ত নির্ভর করে। ইনিই সকলের বরণীয় ও প্রার্থনীয়। ইনি সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু কোন পদার্থেরই ইঁহা হইতে স্বতন্ত্রতা নাই। ইনি স্বতন্ত্র বলিয়াই, লৌকিক বিজ্ঞানের অগোচর। ইনি সর্ব্বদোষরহিত; সুতরাং পরম শ্রেষ্ঠ।

জগতে যত কিছু দীপ্তিমান্ সূর্য্যাদি পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, ইহারা তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তি পাইতেছে; তাঁহারই প্রকাশে ইহারা প্রকাশিত। ইহাঁরই শক্তি প্রথমে তেজোরূপে * আবির্ভূত হইয়াছিল,—সূর্য্যচন্দ্রাদি সেই তেজ দ্বারাই পরিদীপিত হইতেছে। পরমাণু হইতেও ইনি সূক্ষ্মতম, স্থূল হইতেও ইনি স্থূলতম। ভূরাদি লোক সকল এবং ভূরাদি লোকে বাসকারী মনুষ্যাদি জীববর্গ তাঁহাতেই অবস্থিত,—সকলেরই অভ্যন্তরে সেই ব্রহ্মচৈতন্য বর্ত্তমান। চেতনের অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই প্রাণাদির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; অচেতন জড়ের স্বতঃ স্ফূর্ত্তি বা ক্রিয়া অসম্ভব। চেতনের প্রকাশ এবং শক্তিবশতঃই জড়ীয় বস্তু সকল প্রকাশিত ও ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। তাঁহার সত্তা

* অবতরণিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ। গীতায়ও একথা আছে। "যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্"—১৫।১২।

ও স্ফূর্ত্তিব্যতীত, কাহারই স্বতন্ত্র সত্তা ও স্ফূর্ত্তি নাই বলিয়া, তাঁহাকেই একমাত্র 'সত্য' বস্তু বলা যায়। তদ্ব্যতিরেকে অন্য সকলই 'অসত্য'। অন্যপদার্থের সত্যতা আপেক্ষিক মাত্র, স্বতঃসিদ্ধ নহে। কেবল তাঁহারই সত্যতা স্বতঃসিদ্ধ *। সকলের অধিষ্ঠান, এই সৎস্বরূপ আত্মা অবিনাশী; এই আত্মার অনুসন্ধান নিয়ত কর্ত্তব্য; এই অক্ষর-পুরুষে সর্ব্বদা চিত্তসমাধান করা বিধেয়।

জীবাত্মারও প্রকৃত স্বরূপের বিচার করা আবশ্যক †। তদ্দ্বারাও ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হইয়া, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হইতে পারেন। এই শরীর-বৃক্ষের শাখায়, বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট ‡ দুইটী পক্ষী, সর্ব্বদা একত্র মিলিত-ভাবে ও মিত্র-রূপে বাস করিতেছে। ব্রহ্মই এই বৃক্ষটীর মূল অধিষ্ঠান;—এই মূল ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত। প্রাণাদিই এই বৃক্ষের শাখাস্বরূপ;—এই শাখাগুলি নিম্নাভিমুখে অবস্থিত। অব্যক্তনামক বীজ হইতে এই বৃক্ষ উদ্ভূত হইয়াছে;—এই অব্যক্ত বীজশক্তিই এই

* এ সম্বন্ধে অবতরণিকায় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। (১২৬—১২৭ পৃষ্ঠা দেখ)।

† এই স্থলে আমরা শ্রুতির কয়েকটী মাত্র শ্লোকের পৌর্ব্বাপর্য্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।

‡ জীব অজ্ঞ বলিয়া 'নিয়ম্য'; পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া উহার 'নিয়ামক'। নিয়ম্য ও নিয়ামক শক্তিদ্বয়ই দুই পক্ষীর পক্ষরূপে কল্পিত হইয়াছে।—আনন্দগিরি। দেহই শব্দস্পর্শাদি উপলব্ধির আশ্রয়। দেহেই সকলপ্রকার জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, এবং এই দেহেই ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের আভাস পাওয়া যায়—শঙ্করাচার্য্য।

বৃক্ষে অনুস্যূত—অনুগত—হইয়া রহিয়াছে *। দেহ-বৃক্ষের শাখায় সমুপবিষ্ট এই পক্ষী দুইটীর মধ্যে,একটী পক্ষী—বিচিত্র-রসপূর্ণ, সুখদুঃখ রূপ ফল সর্ব্বদা ভক্ষণ করিয়া থাকে †। অপর পক্ষিটী কোন ফল ভক্ষণ করে না ;—কেবল চাহিয়া থাকে। এই পক্ষিটীই জীবের কর্ম্মফলের বিধান কর্ত্তা ; কিন্তু স্বয়ং স্বতন্ত্র ভাবে—নির্ব্বিকার রূপে অবস্থিত ‡।

নদী-গর্ভে নিপতিত শূন্য কলসী যেমন অচিরকাল মধ্যেই জল-ভারে নিমজ্জিত হইয়া যায়, এই জীবও তদ্রূপ—অবিদ্যা, বিষয়-বাসনা ও কর্ম্মফল প্রভৃতির গুরুভারে সমাক্রান্ত হইয়া সংসারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে! জড়দেহের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া, দেহের সুখে দুঃখে, জন্ম জরায়, আপনাকেও সুখদুঃখ সমাকুল ও জীর্ণরোগাতুর বলিয়া মনে করিতেছে! ভাবিতেছে—'আমার কোনই সামর্থ্য নাই, হায়! আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা ও প্রাণ-প্রিয় পুত্র আমায় ফেলিয়া সংসার হইতে অপসৃত হইল! আমি কিরূপে জীবনধারণ

* এই অব্যক্তশক্তি সত্ত্বপ্রধান ;—ইহাই পরমাত্মার উপাধি। আবার ইহাই যখন রজঃ ও তমঃ প্রধান হইয়া মলিন হয়, সেই মলিন উপাধিটী জীবের। জীবের কর্ম্মবাসনা দেহাদি,—এই মলিন বীজশক্তি হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরমাত্মা এই বিশুদ্ধ শক্তি যোগে জগৎ সৃষ্টি করেন।—আনন্দগিরি।

† অবিবেক বশতঃ সুখদুঃখাদিতে অহং বোধের অর্পণ—অভিমান স্থাপন করে। এই অভিমান স্থাপনই 'ভোগ'।

‡ অর্থাৎ ইনি অভিমান স্থাপন করেন না বলিয়াই—স্বতন্ত্র, নির্ব্বিকার

করিব ?' এই প্রকারে অবিরত হা-হুতাশ করিতেছে ! অবিবেক-বশতঃ নিতান্ত মোহান্ধচিত্তে, অনর্থ-জাল বিজড়িত হইয়া, অনুক্ষণ কত চিন্তায় সন্তপ্ত হইতেছে! এই মোহাকুলিত চিত্ত, অবিবেকী জীব, পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মপ্রভাবের বলে কদাচিৎ কোন কারুণিক ব্রহ্মজ্ঞ উপদেষ্টার উপদিষ্ট সাধন-মার্গে প্রবেশ করিতে পারিলে,—সত্যপরায়ণতা, ইন্দ্রিয়শাসন, ব্রহ্মচর্য্যপালন এবং পর-পীড়া উৎপাদন না করিয়া সর্ব্বভূতে দয়া ও মৈত্রীস্থাপন দ্বারা চিত্তের মার্জ্জনা করিতে অভ্যস্ত হইলে, ক্রমে সেই জীব আত্ম-চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে আরম্ভ করে। পরমাত্মা যে প্রকৃতপক্ষে দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র, এই মহাতত্ত্ব তখন জীব ক্রমশঃ বুঝিতে সমর্থ হয়। তখন সে বুঝিতে পারে যে, আত্মচৈতন্য দেহাদির দোষে দূষিত হইতে পারেন না। আত্মচৈতন্য—ক্ষুধা তৃষ্ণা, সুখ দুঃখের অতীত; শোক-মোহ, জরামৃত্যুর অতীত: তিনি সকল জগতের নিয়ন্তা। এ বিশ্ব তাঁহার বিভূতি, এ বিশ্ব তাঁহার মহিমা। ইহাই জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ। তখন জীব আপনার এই স্বরূপের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং সংসারের শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়।

আত্ম-জ্ঞান জন্মিলে, আত্মচৈতন্য যে স্বপ্রকাশ স্বরূপ—অলুপ্ত-চৈতন্য-স্বভাব—এবং আত্মচৈতন্য যে সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা এবং বীজ-স্বরূপ, এ তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই বোধ দৃঢ় হইলে, সংসারের বন্ধনরজ্জু-স্বরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয়িত হইয়া

যায় এবং জীব তখন বিগত-ক্লেশ হইয়া, অদ্বৈত-বোধরূপ পরম-সাম্য লাভ করিয়া মহানন্দে পূর্ণ হয়।

পরমাত্ম-চৈতন্যই প্রাণের প্রাণ, সকলের নিয়ন্তা। ইনিই বিশ্বের ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ পর্য্যন্ত বিবিধ পদার্থরূপে বিভাত হইতেছেন। ইনিই সকলের অন্তরাত্মারূপে সমবস্থিত। যে মুমুক্ষু পুরুষ এইরূপে আপনার আত্মার সহিত অভিন্নভাবে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন, তাঁহাকে 'অতিবাদী' * বলিতে পারা যায়। কেননা, আত্মাই সকল; আত্মা হইতে কাহারই 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই;—এই বোধ দৃঢ়ীকৃত হইলে, তখন তাঁহার চক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্তভাবে—ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্ররূপে—তখন আর তিনি কোন্ পদার্থের কথা বাক্যদ্বারা উচ্চারণ করিবেন? এই জন্যই তাঁহাকে 'অতিবাদী' বলা যায়। তখন তাঁহাকে 'আত্মক্রীড়' এবং 'আত্মরতি'ও বলা যায়। তখন আত্মাতেই তাঁহার ক্রীড়া ও প্রীতি স্থাপিত হয়; আত্মেতর পদার্থে—পুত্রদারাদিতে—তখন আর স্বতন্ত্র-ভাবে তাঁহার প্রীতি স্থাপিত হইতে পারে না। ক্রীড়া—বাহ্য কোন সাধনের অপেক্ষা করে এবং রতি—বাহ্য কোন সাধনের অপেক্ষা রাখে না। তখন সেই সাধকের সর্ব্বত্র, সর্ব্বপদার্থে কেবল আত্মাই প্রীতির সামগ্রী হইয়া উঠেন। কেন না, আত্মারই প্রীতি সাধন করে বলিয়া;

* প্রথম খণ্ড, 'নারদ-সনৎকুমার সংবাদ' দেখ।

পদার্থগুলি প্রিয় হয়, নতুবা স্বতন্ত্ররূপে পদার্থে প্রীতি স্থাপিত হইতে পারে না *। তখন, ধ্যান, বৈরাগ্য ও জ্ঞানই—সেই সাধকের একমাত্র 'কর্ম্ম' হইয়া উঠে। অন্ধকার ও আলোক যেমন একত্র অবস্থান করিতে পারে না; সেইরূপ, বাহ্যপদার্থেও (স্বতন্ত্রভাবে) প্রীতি জন্মিবে, অথচ আত্মাতেও প্রীতি ও আনুরক্তি স্থাপিত হইবে—ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না †।

* প্রথম খণ্ড,—'মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান' দেখ। এই স্থলে শঙ্কর ইহাও বলিয়াছেন যে, 'এতদ্দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় নিষিদ্ধ হইল'। অর্থাৎ, তখন আর বাহ্যপদার্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। ক্রিয়ামাত্রই কেবল ব্রহ্মোদ্দেশেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং ক্রিয়াকে জ্ঞানে পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হইল মাত্র। এ কথায় ক্রিয়া উড়িয়া যায় না। এই স্থলে আনন্দগিরি বলিয়াছেন,—'যাহাদের সম্যক্ অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই, তাহাদের জন্য জ্ঞান ও ক্রিয়ার সমুচ্চয় রহিয়াই যাইতেছে। অর্থাৎ তখনও ইঁহাদের কিঞ্চিৎ 'স্বতন্ত্রতা' বোধ থাকে; সর্ব্বত্র কেবলই ব্রহ্মানুভূতি এখনও সম্যক্ দৃঢ়তা লাভ করে নাই। সম্যক্ অদ্বয়-জ্ঞান জন্মিলে, ব্রহ্মসত্তা হইতে কোন পদার্থকেই 'স্বতন্ত্র' বলিয়া বোধ থাকে না। কর্ম্মমাত্রই তখন কেবল এক ব্রহ্মোদ্দেশে সম্পন্ন হয়।

† পাঠক শঙ্করের কথার তাৎপর্য্য অনুভব করিবেন। এতদ্দ্বারা বাহ্য পদার্থকে উড়াইয়া দেওয়া হইল না। ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র'রূপে বাহ্যপদার্থ গ্রহণ ও বাহ্য পদার্থে প্রীতি—নিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। সকল পদার্থে কেবল ব্রহ্মসত্তারই অনুভব করিতে হইবে; পদার্থগুলিকে কেবলমাত্র পদার্থরূপে তখন আর গ্রহণ করিতে হইবে না। পদার্থগুলি ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়া আছে, উহারা ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্য ও মহিমা মাত্র,—এই প্রকার অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহাকে পদার্থে 'অনুরাগমূলক' সাধন বলে না। ইহা 'বৈরাগ্যমূলক' সাধন। এ অবস্থায়, সর্ব্বদা বিষয়বর্গের দোষানুসন্ধান (বৈরাগ্য) এবং ব্রহ্মসত্তানুভবের জন্য নিয়ত শ্রবণ-মননাদির পুনঃ পুনঃ অনুশীলন (অভ্যাস) করা কর্ত্তব্য। ইহাই শঙ্করমত।

এইরূপ সাধকই প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাসী। এইরূপ সাধকই ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২। ব্রহ্ম-বিচার ও আত্ম-বিচারের প্রণালী বলিলাম। সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুসন্ধান ও ব্রহ্ম-মননের কথা বলা হইল। কিন্তু যাঁহারা এরূপে বিচার ও অনুসন্ধানে সমর্থ নহেন, এখন সেই প্রকার মুমুক্ষু ব্যক্তির উপাসনা-প্রণালী কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন্।

ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' বোধে বিষয়-ভাবনা করিলে এবং কেবলমাত্র বিষয়-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া ক্রিয়ার আচরণ করিলে, তদ্দারা ব্রহ্ম-ভাবনা সিদ্ধ হয় না, ব্রহ্মকে প্রাপ্তও হওয়া যায় না। এরূপ আচরণে ব্রহ্ম 'আবৃত' হইয়া পড়েন; কেবল শব্দস্পর্শাদি বিষয়বর্গই জাগিতে থাকে। সুতরাং এরূপ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে যদ্দারা বিষয়বর্গের পরিবর্ত্তে কেবল ব্রহ্মই জাগিতে থাকেন। শব্দস্পর্শাদির প্রকাশক বাক্য (শব্দ) পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ওঁকার উচ্চারণ করিয়া, সমাহিত-চিত্তে—একাগ্রমনে—ব্রহ্মভাবনা করিতে থাকিলে, সেই ওঁকার দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য অভিব্যক্ত হন। এই অভিব্যক্ত চৈতন্যকে হৃদয়ে আত্মা বলিয়াই অনুসন্ধান করিতে হইবে। উপাসনা ও অবিরত ধ্যান দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত, উপনিষদ্-প্রসিদ্ধ মহান্ শর দ্বারা আত্মবস্তুকে লক্ষ্য করিবে। চিত্তকে বিষয়বর্গ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া, ব্রহ্ম-ভাবনারূপ সামর্থ্য-প্রয়োগে, প্রণবরূপী

ধনুতে নিজের আত্মারূপ শর সন্ধানপূর্ব্বক, সেই অক্ষর পুরুষ-চৈতন্যকে লক্ষ্য করিতে থাকিবে। এই সন্ধান সিদ্ধ হইলেই, অনায়াসে শর লক্ষ্যে প্রবেশ-লাভে সমর্থ হইবে। এইরূপে, ওঁকারাভ্যাসে চিত্ত সংস্কৃত ও মার্জ্জিত হইলে, অতি সহজে বিনা বাধায়, আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম-চৈতন্য ফুটিয়া উঠিবেন। বিষয়-ভাবনা ও বিষয়-তৃষ্ণা এবং সর্ব্বপ্রকার প্রমাদ-বর্জ্জিত হইয়া, ইন্দ্রিয়বর্গকে যথাযথ শাসনে রাখিয়া, একাগ্রচিত্তে, বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীরূপে অবস্থিত আত্মাকে, লক্ষ্যের বিষয়ীভূত করিতে হইবে। এই প্রকার অভ্যাস করিতে থাকিলে, যাবতীয় অনাত্ম-বিষয়কবোধ তিরোহিত হইয়া, সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন সুসিদ্ধ হইয়া উঠিবে।

প্রণবাবলম্বনে উপাসনার কথা বলিলাম। এই আত্ম-চৈতন্যকে আপনার হৃদয়-গুহায়, বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরক ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপেও, নিয়ত ভাবনা করা কর্ত্তব্য। অক্ষর-পুরুষই সকলের আশ্রয়। আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী—এই অক্ষর-পুরুষেই ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। মন, ইন্দ্রিয়বর্গ ও প্রাণ—এই পুরুষ-চৈতন্যেই ওতপ্রোতভাবে আশ্রিত রহিয়াছে। অনাত্ম-বিষয়িণী চিন্তা ও বাক্য পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাকেই জানিতে হইবে। তিনিই অমৃতের সেতু—মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। এতদ্ভিন্ন মোক্ষপ্রাপ্তির দ্বিতীয় পথ নাই। রথচক্রের নাভিতে যেমন অরগুলি নিবদ্ধ থাকে,

তদ্রূপ সর্ব্বদেহে প্রস্তুত নাড়ীজাল * হৃদয়ে প্রোথিত রহিয়াছে। আত্মচৈতন্য এই হৃদয়েই অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই অভ্যন্তরস্থ আত্মচৈতন্যই, বুদ্ধির বিবিধ বৃত্তিগুলির অনুগতরূপে,—দর্শন-শ্রবণ-ক্রোধ-হর্ষাদি বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা যেন বিবিধভাবে ও বিবিধ প্রকারে প্রতিমুহূর্ত্তে অভিব্যক্ত হইতেছেন। বুদ্ধির বিবিধ পরিণাম বা বিকারগুলির সহিত আত্ম-চৈতন্য অনুগত-ভাবে সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়াই, ভ্রান্তলোক—এই অখণ্ড জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞানরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে † এবং আত্মচৈতন্যকে সুখী, দুঃখী, আনন্দিত, পীড়িত বলিয়া বোধ করে। প্রকৃতপক্ষে আত্মা, বুদ্ধির এই সকল প্রত্যয়ের—বিজ্ঞানের—সাক্ষীস্বরূপে বর্ত্তমান। পূর্ব্ব-কথিত প্রণব-অবলম্বনে এই পরিপূর্ণ আত্মচৈতন্যকে নিয়ত ভাবনা করা কর্ত্তব্য। এই ভাবনার ফলে সকল বিঘ্ন বিদূরিত হয়। বিষয়াসঙ্গ ও বিষয়-লাভেচ্ছাই এই পথের প্রধান বিঘ্ন। এই বিঘ্ন আর থাকে না। এই ভাবনার ফলে, সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া, অবিদ্যা-তিমিরের অপর পারে অনায়াসে যাওয়া যায় এবং এতদ্দ্বারা পরম-কল্যাণের অধিকারী হইতে পারা যায়। মহাশয়! আশীর্ব্বাদ করি, আপনিও এই কল্যাণের অধিকারী হউন্।

সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, অক্ষর-পুরুষ আত্ম-মহিমায় প্রতি-

* নাড়ীজাল—Nerves.

† জ্ঞান ও ক্রিয়ার তত্ত্ব অবতরণিকায় আলোচিত হইয়াছে।

ষ্ঠিত। তাঁহার 'মহিমা' কি প্রকার? ইঁহারই শাসনে স্বর্গ ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। ইঁহারই শাসনে ও নিয়মে, সূর্য্য ও চন্দ্র স্ব স্ব ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে। সরিৎ ও সাগর, স্থাবর ও জঙ্গম,—সকলেই ইঁহারই নিয়মে শাসিত। ঋতু সকল, সংবৎসরাদি কাল,—ইঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। ইঁহারই প্রবর্ত্তিত নিয়মে জগতের সমুদয় ক্রিয়া যথাবিধানে পরিচালিত হইতেছে। মনুষ্যাদির কর্ত্তৃত্ব, ক্রিয়া ও ক্রিয়ার ফল—যথানিয়মে সম্পাদিত হইতেছে। ইহাই সেই অক্ষর-পুরুষের মহিমা বা বিভূতি *। ইনি সর্ব্ব-প্রাণীর হৃদয়-গুহায় বুদ্ধিবৃত্তির 'সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান আছেন এবং বুদ্ধির প্রত্যেক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিত্যচৈতন্য অভিব্যক্ত হইতেছে। ইনি আকাশবৎ সর্ব্বগত, সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট এবং অচল—নির্ব্বিকাররূপে—প্রতিষ্ঠিত আছেন। বুদ্ধি হইতে তিনি স্বতন্ত্র; সুতরাং বুদ্ধি ও বুদ্ধির বৃত্তিগুলিকে তাঁহার 'উপাধি' বলা যায়। এই সকল উপাধিযোগেই, সেই নিত্য অখণ্ড জ্ঞান,—খণ্ড খণ্ডরূপে, বিবিধ বিজ্ঞানরূপে, প্রতি-

---

* এই জগৎ যে ব্রহ্মেরই মহিমা বা ঐশ্বর্য্য, শঙ্কর এস্থলে তাহা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। মূল শ্রুতিতে কেবল 'মহিমা' শব্দ মাত্র আছে। মহিমা ব্যঞ্জক এই উদাহরণগুলি শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যক হইতে লইয়া অবিকল ভাষ্যে গাঁথিয়া দিয়াছেন। "তাবানস্য 'মহিমা' ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষ" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য উপঃ) দেখ। "তাবান......সর্ব্বপ্রপঞ্চঃ......ব্রহ্মণোমহিমাবিভূতিঃ"—রত্নপ্রভা। অবতরণিকা ১৫০—১৫৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ভাত হইয়া থাকে। মন, প্রাণ প্রভৃতি উপাধিযোগেই ইঁহাকে 'মনোময়', 'প্রাণময়' বলা হইয়া থাকে। মুমুক্ষু সাধকদিগের, এই সকল উপাধি অবলম্বনে, এই সকল উপাধির সাক্ষীস্বরূপে আত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই আত্ম-চৈতন্য, প্রাণ ও শরীরের প্রেরক। এই শরীর অন্নের বিকার হইতে সমুৎপন্ন এবং অন্ন দ্বারা পুষ্ট; এই শরীরে বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয়; আত্ম-চৈতন্য এই বুদ্ধির প্রেরক। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে ও শম-দম-ধ্যান-বৈরাগ্যাদি দ্বারা সমুৎপন্ন বিজ্ঞানের প্রভাবে, ধীর ও বিবেকী ব্যক্তি এই আত্ম-চৈতন্যকে জানিতে সমর্থ হন। তখন আত্মার সর্ব্বদুঃখবর্জ্জিত আনন্দস্বরূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে।

এই আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানের ফলে হৃদয়গ্রন্থি * ছিন্ন হইয়া যায়

---

* বিষয়দর্শন, বিষয়কামনা ও বিষয়-লাভোদ্দেশে কর্ম্ম,—এই তিনটীই হৃদয় গ্রন্থি। প্রথম খণ্ড দেখ।

এস্থলে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অবিদ্যা ও বাসনাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে; ইহারা বুদ্ধির ধর্ম্মও বুদ্ধিতেই আশ্রিত থাকে। এস্থলে আনন্দগিরি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত হইতেছে। "এই অবিদ্যা ও বাসনাদির উপাদান কে? যদি বুদ্ধিকেই ইহাদের উপাদান বল, তবে ইহাদিগের ধ্বংসের জন্য যত্ন করিবার প্রয়োজন কি? উপাদানের নাশে উহার কার্য্যও নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধিকে অনাদি বলা যায় না; কেননা ইহার উৎপত্তির কথা শ্রুতিতে আছে। প্রলয়ে উহা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং অবিদ্যা-বাসনাদির নাশের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনেরই বা আবশ্যক কি? কেননা, এ গুলির উপাদান যদি বুদ্ধি হয়, তবে বুদ্ধি ত প্রলয়ে আপনিই বিনষ্ট হইবে; সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যাদিও নষ্ট হইয়া যাইবে। বুদ্ধির ত

এবং সর্ব্ববিধ সংশয়ের অপনোদন হয়। অবিদ্যা ও বাসনার ক্ষয়ে, সঞ্চিত কর্ম্মরাশি বিদগ্ধ হইয়া যায় এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মের বীজও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কার্য্য-কারণের অতীত পরব্রহ্মের জ্ঞান জন্মিলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়।

বুদ্ধিই যে আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধির স্থান,—একথা আমি আপনাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই বুদ্ধিকেই জ্যোতির্ম্ময় কোষ বা বিজ্ঞানময় কোষ বলে। এই কোষে সর্ব্ব প্রত্যয়ের (বিজ্ঞা-নের) সাক্ষিরূপে আত্মা বর্ত্তমান। এই স্থানেই ব্রহ্মের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যাহারা বাহ্য শব্দ-স্পর্শাদি প্রত্যয়ের

উৎপত্তি আছে ; তবে এই বুদ্ধিরই বা উপাদান কে? যদি মায়াশক্তিকে ইহার উপাদান বল, তবে প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে অবিদ্যাদির নাশ হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার উপাদানের ত নাশ সম্ভব নহে। সুতরাং ভাষ্যকার যে অবিদ্যা বাসনাদিকে বুদ্ধির আশ্রিত বলিলেন, ইহা ত সঙ্গত হইতেছে না। আবার, যদি বল যে, বুদ্ধিগত অবিদ্যা আত্মাতে আরোপিত হয়, তাহাও ত সঙ্গত হয় না। কেননা, একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপিত হইবে কি প্রকারে? আত্মা ভ্রান্তিবশতঃ অবিদ্যাকে আপনাতে দেখেন, এ কথাও বলা যায় না ; কেননা, আত্মাও অবিদ্যার আশ্রয় নহেন যে তিনি উহাকে দেখিবেন। বুদ্ধি নিজেই নিজের ধর্ম্মকে দেখে এ কথাও ত বলা যায় না। এই সকল কারণে অবিদ্যা-বাসনাদিকে বুদ্ধিতে আশ্রিত বলিয়া বলা সঙ্গত হয় না। তবে কেন ভাষ্যকার তাহা বলিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, চেতনকে বুদ্ধির সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করাই অবিদ্যার কার্য্য। প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে বুঝা যায় যে, চৈতন্য প্রকৃত পক্ষে নিত্য স্বতন্ত্র। বুদ্ধির বিকার গুলির দ্বারা চৈতন্যের কোন হানি হয় না। ইহারই নাম অবিদ্যার নাশ। ভাষ্যকার, অভিমান-বৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বুদ্ধির আশ্রয়ে থাকে বলিয়াছেন এবং আত্মা নির্ব্বিকার, এই জন্য আত্মাশ্রয়ে থাকে না বলিয়াছেন।

(বিজ্ঞানের) উপলব্ধি লইয়া ব্যস্ত, তাহারা ইঁহাকে জানিতে পারে না। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অনুগতরূপে, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মার যাঁহারা অনুসন্ধান লইতে সমর্থ, কেবল তাঁহারাই ইহাঁকে জানিতে পারেন। ইনি যেমন বুদ্ধির বৃত্তিগুলির প্রকাশক, ইনি তদ্রূপ সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থগুলিরও প্রকাশক। ইহাঁর প্রকাশেই অপর সকলে প্রকাশিত হয়। ইহাঁকে কেহই প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। বাহ্যবস্তুগুলি বা বুদ্ধির বিজ্ঞানগুলি লইয়া ব্যস্ত হইলে ইহাঁকে জানিতে পারা যায় না; এই সকল বস্তু বা বিজ্ঞানগুলির অন্তরালে প্রকাশকস্বরূপে বর্ত্তমান আত্মার অনুসন্ধান করিলেই কেবল তাঁহাকে জানা যায় *।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই প্রকারেই আত্মস্বরূপ জানিতে পারেন। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি—ইহাদের নিজের প্রকাশ-সামর্থ্য নাই। অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত না হইলে, লৌহপিণ্ড যেমন অন্যকে দাহ করিতে স্বতঃ সমর্থ হয় না; সূর্য্যাদিও তদ্রূপ ব্রহ্ম-জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়াই অন্যান্য পদার্থগুলিকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই, দীপ্তিমান্, তেজোময়

* পাঠক অবশ্যই দেখিতে পাইতেছেন যে শঙ্করাচার্য্য বাহ্য বস্তু গুলিকে এবং বুদ্ধির বিজ্ঞানগুলিকে উড়াইয়া দিতেছেন না। ইহাদিগকে একেবারে বাদ্ দিলেও যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাও শঙ্কর বলিতেছেন না। ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে, ইহাদিগের সাক্ষীরূপেই ব্রহ্মকে জানা যায়,—শঙ্কর তাহাই বলিতেছেন।

সূর্য্যচন্দ্রাদি পদার্থের প্রকাশ-সামর্থ্য দৃষ্টে,—ব্রহ্মও যে অখণ্ড প্রকাশস্বরূপ তাহা বুঝিতে পারা যায়। সকল জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ, সকল কার্য্যের কারণ-স্বরূপ এই ব্রহ্মপদার্থই একমাত্র সত্য—অমৃত স্বরূপ। এই ব্রহ্মসত্তাই বিবিধ নাম-রূপে ব্যক্ত হইয়া,—পূর্ব্বে পশ্চিমে, উত্তরে দক্ষিণে, অধে ঊর্দ্ধে, ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। অধিক কি, এই বিশ্ব ব্রহ্মই; বিশ্ব এই ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ স্বতন্ত্র নহে। ব্রহ্মসত্তাতেই বিশ্বের সত্তা। ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র'রূপে বিশ্বের সত্তা থাকিতে পারে না। কারণের সত্তাই কার্য্যে অনুগত হইয়া থাকে। অজ্ঞানীরাই কার্য্যগুলিকে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। পরমার্থ-দৃষ্টির উদয়ে এই অজ্ঞানতা চলিয়া যায়। তখন সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মসত্তাই ভাসিতে থাকে।

মহাশয়! ব্রহ্মের সাধন-প্রণালীর কথা আপনাকে বলিলাম। এখন ব্রহ্ম-সাধনের সহায়ভূত কয়েকটী উপায়ের কথা বলিয়া দিতেছি। এইগুলিকে ব্রহ্ম-সাধনের বা উপাসনার সহায় বলিয়া জানিবেন *। এই সকলের দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করে। এই সকলের অনুশীলন দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ

* এই 'সহায়' গুলিকে ধর্ম্মচরিত্র-গঠনের সাধন বলা যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রুতিতে নীতি বা ধর্ম্ম-চরিত্র লাভের (Formation of moral and Ethical character) কোন কথা নাই। এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। পাঠক এইগুলির দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

পরিমার্জ্জিত হইতে থাকে এবং এই জন্যই ইহাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়রূপে কথিত হইয়াছে।

(ক)। বাক্যে, ভাবনায় ও আচরণে মিথ্যা পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা সত্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য *। চিত্তে, বাক্যে ও ব্যবহারে সর্ব্বদা সত্য-পরায়ণ হইতে হইবে। সত্য-পরায়ণতা, ব্রহ্মবিদ্যালাভের একটী প্রধান সহায়। শ্রুতিতেও এই সত্যের মহিমা কীর্ত্তিত আছে। সত্যই নিয়ত জয়-যুক্ত হইয়া থাকে, অনৃতভাষী জয়লাভ করিতে পারে না। এই সত্যের প্রভাবে দেবযানমার্গ † দ্বারা, মৃত্যুর পরে, সাধকের উন্নত গতি হইয়া থাকে। কুটিলতা, শঠতা, প্রতারণা, দম্ভ, অহঙ্কার, অনৃত বর্জ্জন করিয়া, সতত সত্য-পথে বিচরণশীল সাধক পুরুষার্থের চরমফল ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

(খ)। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের একাগ্রতা-সাধনকে 'তপঃ' বলা যায়। এইরূপ একাগ্রতার অভ্যাস একটী পরম-সাধন। চিত্তের ও ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য থাকিলে, উহাদের বিষয়-প্রবণতা দূর করিতে পারা যায় না। একাগ্রতা থাকিলে, চিত্ত ব্রহ্মদর্শনের নিতান্ত অনুকূল হইয়া উঠে।

---

* এমন কি শ্রুতিতে স্বয়ং ব্রহ্মকেই 'সত্য' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকেও সত্যের প্রশংসা আছে।

† এই দেবযান মার্গ—জ্ঞানমার্গ। এ মার্গে গতি হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ইহা কি সত্যপরায়ণতার কম প্রশংসা ?

(গ)। অপর একটী সহায়—সম্যক্‌জ্ঞান। সর্ব্বত্র আত্ম-দর্শনের অভ্যাস করা নিয়ত কর্ত্তব্য। ইহার ফলে, ব্রহ্মসত্তা হইতে কোন পদার্থেরই যে 'স্বতন্ত্র' সত্তা নাই, এই বোধ দৃঢ়ীকৃত হয়। ইহা দ্বারা পদার্থের স্বতন্ত্রতা-বোধ ক্রমে ক্রমে অপগত হইতে থাকে। তখন সর্ব্বত্র কেবল আত্মসত্তা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে *।

(ঘ)। ব্রহ্মচর্য্যপালন—ব্রহ্মসাধনের অপর একটী উৎকৃষ্ট সহায়। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা দ্বারা ওজোধাতুর বৃদ্ধি হয় এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয় ও চিত্তের উপরে আধিপত্য লাভ করিতে পারা যায় †। ব্রহ্মচর্য্য পালনের দিকে নিয়ত দৃষ্টি রাখা সাধক মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল সাধন সহায়ে, চিত্তের মল বিদূরিত হইয়া যায় এবং যতনশীল সাধক ক্রমে, দেহমধ্যস্থ বুদ্ধি-গুহায়, জ্যোতির্ম্ময়—প্রকাশ স্বরূপ—ব্রহ্মদর্শনে কৃতার্থ হইয়া যান।

(ঙ)। চিত্তের নির্ম্মলতা—আর একটী প্রধান সহায় বলিয়া কীর্ত্তিত। ব্রহ্মপদার্থ—বৃহৎ, দিব্য এবং মহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সুতরাং চিন্তারও অতীত। আকাশ সকলপদার্থ হইতে সূক্ষ্মতর; ইনি আকাশেরও কারণ,—সুতরাং ইনি পরম-সূক্ষ্ম বলিয়াও কীর্ত্তিত। ইনি সকলের কারণ বলিয়া, ইনিই সূর্য্যচন্দ্রাদি বিবিধ কার্য্যা-

* প্রথম খণ্ড, অবতরণিকায় সর্ব্বপদার্থে ব্রহ্ম দর্শনের প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

† পাতঞ্জল দর্শন দেখ।

কারে দীপ্তি পাইতেছেন। ইনি দূর হইতেও দূরে রহিয়াছেন—অজ্ঞানী ব্যক্তি ইহাঁকে জানিতে পারে না। ইনি নিকট হইতেও নিকটে অবস্থান করিতেছেন—জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাঁকে সকলের অভ্যন্তরস্থ আত্মস্বরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। চেতন প্রাণিদিগের বুদ্ধি-গুহায় ইনি নিগূঢ়-ভাবে বর্ত্তমান; যোগিগণ, দর্শন-মননাদি বিবিধ ক্রিয়া দ্বারাই ইহাঁর সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অজ্ঞানীরা অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া কেবল দর্শন-মননাদি ক্রিয়ারই অনুভব করিয়া থাকে;—ইহাঁকে বুদ্ধিস্থ বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারে না। ঈদৃশ পরমাত্মাকে কেবল বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারাই অনুভব করিতে পারা যায়। চক্ষু দ্বারা তিনি দৃষ্ট হয়েন না, বাক্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ই তাঁহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না। চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা বা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্ম দ্বারাও ইহাঁকে লাভ করিতে পারা যায় না। কেবল মল-রহিত, বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। অতএব চিত্তের নির্ম্মলতাও সাধনার একটী প্রধান সহায়। লোকের বুদ্ধি স্বভাবতঃ বাহ্য বিষয় ও আন্তর বাসনাদি দ্বারা নিয়ত কলুষিত। এই কারণেই আত্মা নিত্য-সন্নিহিত থাকিলেও, তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। পঙ্কিল সলিলে অথবা মলিন দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ে বটে, কিন্তু সেই প্রতিবিম্বটীকে যেমন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না; সেইরূপ মলিন চিত্তেও ব্রহ্ম-

চৈতন্যের প্রকাশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। কর্দ্দম দূর করিতে পারিলে সলিল যেমন স্বচ্ছ হইয়া উঠে, ক্লেদ ও মল দূর করিতে পারিলে দর্পণ যেমন নির্ম্মল হয়,—তদ্রূপ বিষয়-বাসনা এবং বিষয়াভিমুখীনতারূপ মল দূর করিতে পারিলে, তবে চিত্ত শান্ত ও প্রসন্ন হইয়া উঠে। এইরূপ চিত্তে, একাগ্রতা-প্রভাবে এবং ধ্যানযোগে, নিষ্কল বিশুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এইরূপে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, তবে তদ্দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায়। অতএব, চিত্তের নির্ম্মলতাও, সাধনের একটী মুখ্য সহায়। শরীরমধ্যবর্ত্তী হৃদয়ে (বুদ্ধিতে), আত্ম-চৈতন্যকে অনুভব করা যায়। হৃদয় বা বুদ্ধিই, আত্ম-চৈতন্যের অভিব্যক্তির স্থান। কাষ্ঠ যেমন অগ্নিদ্বারা পরিব্যাপ্ত, ক্ষীর যেমন স্নেহরস দ্বারা সম্পূর্ণ পরিব্যাপ্ত *; ইন্দ্রিয়গুলির সহিত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণও তদ্রূপ চৈতন্যদ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অন্তঃকরণের ক্লেশ-বাসনাদি মল বিদূরিত হইলে, সেই অন্তঃকরণে স্বতঃই আত্ম-চৈতন্য প্রকাশিত হইয়া উঠে।

(চ)। চিত্তে বিষয়-কামনার পরিবর্ত্তে, আত্ম-কামনা প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। ইহাও ব্রহ্মোপাসনার একটী সহায়। চিত্তের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে—চিত্ত নির্ম্মল হইলে,ব্রহ্মব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের কামনা উদিত হয় না। তখন যে যে

* কাষ্ঠের প্রত্যেক অংশেই গূঢ় ভাবে অগ্নি নিহিত আছে ; ঘর্ষণ করিলেই সেই অগ্নি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

কামনা করা যায়, সকলেরই উদ্দেশ্য ব্রহ্মের মহিমাদর্শন হইয়া উঠে *। এই জন্য তখন সাধক যে পদার্থেরই কামনা করুন্ না কেন, বিনা বাধায় তৎক্ষণাৎ তাহা উপস্থিত হয়। কেননা, তখন তাঁহার সংকল্প অমোঘ বা সত্য হইয়া উঠে। তিনি জানেন যে, কোন পদার্থেরই ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্তা নাই; ব্রহ্ম-সত্তাতেই সকল পদার্থের সত্তা; ব্রহ্মসত্তাই সকল পদার্থে অনুস্যূত। সুতরাং ব্রহ্মই তখন তাঁহার সর্ব্বকামনার আস্পদ হইয়া উঠেন। তিনি সংকল্পবলে যে পদার্থই উপস্থিত করেন, সেই পদার্থে ব্রহ্মসত্তা দর্শনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। এপ্রকার মুমুক্ষু, আত্মজ্ঞ সাধকের প্রতি সকলেরই সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। এই প্রকার সাধককে 'পর্য্যাপ্তকাম' বা 'অকাম' বলা যাইতে পারে। ইহাঁকে আর এ মর্ত্ত্যভূমে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না;—ইনি এই আবর্ত্ত হইতে মুক্ত হইয়া যান। কিন্তু যে সকল অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তি, বিষয়বর্গের রূপ-রসাদির পুনঃ পুনঃ চিন্তা—অনুধ্যান—করিয়া,

---

* ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।২।১—১০) শঙ্কর বলিয়াছেন—মুক্ত পুরুষেরও কামনা একেবারে সহসা ধ্বংস হইয়া যায় না। তবে অজ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার কামনা থাকে না। মুক্তপুরুষ ব্রহ্ম ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' ভাবে কোন পদার্থেরই কামনা করেন না। তিনি যেমন সকল 'লোকে' সকল পদার্থে কেবল ব্রহ্মেরই মহিমা, ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া থাকেন; আত্মহৃদয়েও তিনি পিতা, মাতা ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতির সংকল্প করিয়া, তাঁহাদিগকেও ব্রহ্মেরই মহিমা, ঐশ্বর্য্যরূপে দেখেন;—পুত্র ভ্রাতাদিকে দেখিবার জন্য সংকল্প করেন না। কেবল পরিপক্ক জ্ঞানীরাই কোন প্রকার সংকল্প করেন না, কোন লোকবিশেষেও যান না।

দৃষ্ট (কামিনী-কাঞ্চনাদি) ও অদৃষ্ট (স্বর্গাদি) বিষয় প্রাপ্তির কামনা করিয়া থাকে; তাহারা মরণান্তেও সেই সকল বিষয়-কামনার সংস্কার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যায়। উহারা সেই সকল সংস্কার দ্বারা পরিবৃত হইয়া, যে স্থলে ঐ সকল বিষয়-ভোগের সম্ভাবনা আছে সেই স্থলে, পুনরুদ্ভূত হইয়া থাকে। যাহাদের কেবল বিষয়বর্গই একমাত্র লক্ষ্য, তাহাদের সেই বিষয় প্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র আত্মাই যাঁহাদের কামনার লক্ষ্য, সেই সকল কৃতার্থ ও পর্য্যাপ্তকাম পুরুষের, ইহজীবনেই বৈষয়িক বাসনারাশির উচ্ছেদ হইয়া যায়। সুতরাং পুনর্জন্মলাভের বীজেরও নাশ হইয়া যায়। এইজন্যই সকল লাভ অপেক্ষা, পরমাত্মলাভই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পরমাত্মলাভই পরম পুরুষার্থ।

(ছ)। এই আত্মলাভ শাস্ত্রাধ্যয়নাদি দ্বারা ঘটিতে পারেনা। মেধা বা সেই সকল শাস্ত্রের অর্থ-ধারণার শক্তি দ্বারায়ও আত্ম-লাভ ঘটিতে পারেনা। বহুবিধ শাস্ত্রার্থ শ্রবণদ্বারাও তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি উপায়ে আত্ম-লাভ ঘটিতে পারে? বহির্মুখ ব্যক্তি শতবার ব্রহ্মকথা শুনিলেও তাঁহাকে পাইবে না। এই জন্য অন্তর্মুখ হইয়া, আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ-গত অভেদের কথা সতত চিন্তা ও অনুসন্ধান করিতে থাকিলে, আত্মলাভ সহজসাধ্য হইতে পারে। অবিদ্যা-বাসনাদি দ্বারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপটী সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। অবিদ্যাবাসনাদি দুর করিতে পারিলেই, আত্মার

স্বরূপ আপনিই ফুটিয়া বাহির হয়। অতএব নিয়ত এই আত্ম-লাভের জন্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। প্রার্থনা ব্রহ্মোপাসনার একটী সর্ব্ব-প্রধান সহায়। সর্ব্বদা আত্ম-লাভার্থ প্রার্থনা করিবে। আত্মনিষ্ঠারূপ সামর্থ্য যাহার নাই; ঈদৃশ ব্যক্তির পক্ষে আত্মলাভ সুদূর-পরাহত। যাহাদের চিত্ত আত্মার বশীভূত নহে, কেবলমাত্র পুত্র-পশু-বিষয়াসক্তির বশীভূত, তাহাদের পক্ষেও আত্ম-লাভ সম্ভব নহে। 'সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞান' দ্বারাও আত্মলাভ করিতে পারা যায় না। বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণই করিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই; বিষয়াসক্তিশূন্যতারূপ আন্তর সন্ন্যাস থাকিলেই হইল *।

ব্রহ্মসাধনের প্রধান প্রধান সহায়গুলির কথা আপনাকে বলিলাম। এই সকল উপায় ও সহায় দ্বারা যাঁহারা নিত্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির চেষ্টা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্ম-ধামে প্রবিষ্ট হইতে—ব্রহ্মলাভ করিতে—সমর্থ হন। জ্ঞানবান্ ঋষিগণ, ইন্দ্রিয়াদির

* এটুকু আনন্দগিরির ব্যাখ্যা হইতে গৃহীত হইল। তিনি বলিয়াছেন—যদি সকল পরিত্যাগ করিয়া বন-গমনের নামই সন্ন্যাস হইবে, তবে আর শ্রুতিতে ইন্দ্র, গার্গী, জনক প্রভৃতির আত্মলাভের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে কেন? তিনি আরো বলিয়াছেন—"ন লিঙ্গং (বাহ্য চিহ্নধারণ) ধর্ম্মকারণম্"। পাঠক এই কথাগুলি লক্ষ্য করিবেন। গীতাতেও বিষয়-কামনাত্যাগকেই 'সন্ন্যাস' বলা হইয়াছে। "জ্ঞেয়ঃ স নিত্য-সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি" (৫।৩) এবং "স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ণচাক্রিয়ঃ"। "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ" (১৮।২) ইত্যাদি।

তৃপ্তিসাধক বাহ্য বিষয়বর্গের লাভেচ্ছা না করিয়া, আত্মার তৃপ্তি-সাধক জ্ঞানের অন্বেষণেই তৎপর হইয়া থাকেন। তাঁহারা পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপানুচিন্তনে নিতান্ত কৃতার্থ এবং বাহ্য-বিষয়ে বীতরাগ হইয়া যান। এইরূপে তাঁহারা আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্ররূপে কোন উপাধিরই (বিকারবর্গের) সত্তা নাই; ব্রহ্মসত্তাতেই উহার সত্তা; সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মভিন্ন কোন পদার্থেরই অনুভব করেন না *। তাঁহাদের সর্ব্বত্রই কেবল অদ্বয় ব্রহ্মসত্তারই অনুভব হইতে থাকে। ইহাঁদের চিত্ত নিত্য অদ্বয়-রসে আপ্লুত থাকে বলিয়া, "শরীর-পাত কালেও, ইহাঁদের সেই বোধ অন্তর্হিত হয় না। দেহান্তেও ইহাঁরা অবিদ্যাজনিত ভেদবুদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইয়া, অদ্বয় ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট হন"।

---

* বেদান্তদর্শনে ১।১।২৫ ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, জগতের সকলবিকারে ব্রহ্মের সত্তা অনুগত রহিয়াছে, সুতরাং ব্রহ্ম "সর্ব্বাত্মক"। সুতরাং বিকারগুলিকে ব্রহ্ম-বোধে উপাসনা করিবে। "বিকারেঽনুগতং জগৎ-কারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং 'তদিদং সর্ব্বং' ইত্যুচ্যতে। কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ"। জ্ঞানীগণ্ এইরূপে সকল পদার্থে ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিয়া থাকেন। ই অভিপ্রায়েই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। না বুঝিয়া লোকে শঙ্করকে দোষ দিয়া থাকে !!!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(মুক্তি।)

মহামতি অঙ্গিরা বলিতে লাগিলেন——

"মহাশয়! ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মের সাধন-প্রণালী এবং ব্রহ্ম-সাধনের সহায়গুলির তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছি। পরিশেষে, এই প্রকার সাধনাদ্বারা জীবের কিরূপে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে এবং এই মুক্তিরই বা স্বরূপ কি প্রকার, তাহাই সংক্ষেপে বলিয়া দিয়া, এই পরাবিদ্যার কথা শেষ করিব। আপনি যেরূপ অবহিত হইয়া এই পবিত্র এবং মহাকল্যাণকর ব্রহ্মবিদ্যার কথা শ্রবণ করিতেছেন, সেইরূপ মনঃসংযোগ সহকারে এই মুক্তি-তত্ত্বও শ্রবণ করুন্।

পূর্ব্ব-কথিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া, যাঁহারা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম পদার্থকে সুনিশ্চিতরূপে আত্মায় অনুভব করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের চিত্ত ক্রমেই পরিমার্জ্জিত হইতে থাকে এবং চিত্তের সত্ত্বগুণ নিরতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহাঁরা অন্তরে সর্ব্বদাই বিষয়াসক্তি ও অভিমানবর্জ্জনরূপ সন্ন্যাস-যোগ অবলম্বন করিয়া, নিয়ত উদ্যমশীল হইয়া থাকেন। দেহ, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়বর্গে অহংবুদ্ধির (অভিমানের) আরোপ করিয়াই *——আত্মীয়তা স্থাপন ও

* "যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো, বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।"—গীতা, ১৮।১৭। অভিমান=সঙ্গ, আসক্তি,দেহাদিতে অহংবোধ। "রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্"—গীতা,২।৬৪।

অভিমান অর্পণ করিয়াই——জীব, আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করিয়া ফেলে। এই অহংবুদ্ধি ও অভিমানের উচ্ছেদ করিতে পারিলেই, মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায়, আত্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন আর সুখ-দুঃখ-মোহে তাঁহাদের চিত্তের বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য উপস্থিত করিতে পারে না। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে তখন তাঁহাদের কোন বিজ্ঞান উপস্থিত হয় না—সর্ব্বত্র ব্রহ্মাত্ম-ভাব জন্মে। এই শরীরে অবস্থান কালেই ইহাঁরা অবিনাশী ব্রহ্ম-তত্ত্বকে * অনুভব করিতে সমর্থ হন; সংসারাবসান-সময়েও—মরণকালেও—ইহাঁদের সেই নিত্য, সত্য, ব্যাপক পরমাত্মার বোধের কোন হানি হয় না। মৃত্যুর পরেও, ইহাঁরা সেই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়াই অবস্থান করিতে থাকেন। বর্ত্তিযোগে প্রজ্বলিত প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে, তখন যেমন সেই প্রদীপটীর বিশেষ অবস্থাটুকু চলিয়া গিয়া, সেই প্রদীপ সর্ব্বত্র অবস্থিত সাধারণ তেজের সঙ্গে মিশিয়া যায়; ঘটটী ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন তদন্তর্গত ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ আকাশ মহাকাশের সঙ্গে মিশিয়া যায়; এই সকল সাধকেরও তদ্রূপ, দেহাবসানে, যে আত্মাকে এতদিন দেহ-প্রাণাদি দ্বারা ক্ষুদ্র, সসীম বলিয়া মনে হইত, সেই আত্মাও অনন্ত, পূর্ণ, ব্রহ্ম-স্বরূপে মিশিয়া যায়। তখন আত্মস্বরূপে ও ব্রহ্ম-স্বরূপে কিছু-

* মূলে ব্রহ্ম শব্দে বহুবচন আছে। শঙ্কর বলেন, সাধকের বহুত্ব নিবন্ধন, তৎ-প্রাপ্য ব্রহ্মেও বহুত্ব দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

মাত্র ভেদ থাকে না। এইপ্রকারে তখন সাধকদিগের নির্ব্বাণ-লাভ হয়। মৃত্যুর পরে, ঈদৃশ উন্নত সাধকের কোন লোক-বিশেষে গতি হয় না। যতদিন কিঞ্চিন্মাত্র দ্বৈত-বোধ—ভেদ-জ্ঞান *—থাকে, ততদিনই লোক-লোকান্তরে গতি হয়। কিন্তু অদ্বৈত-বোধের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইলে, আর কোন লোক-বিশেষে গতি হয় না †। কেননা, আত্মা পূর্ণ স্বরূপ,—পরিচ্ছেদ-শূন্য। তিনি সমস্ত দেশ-ব্যাপ্ত—অনন্ত; কোন বিশেষ-দেশাশ্রিত

* পাঠক অবশ্যই শঙ্কর-মতে 'ভেদজ্ঞানের' অর্থ কি তাহা বুঝিয়াছেন। ব্রহ্মসত্তা হইতে পদার্থগুলিকে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া বোধই 'ভেদজ্ঞান'। অজ্ঞানীরাই জাগতিক পদার্থগুলিকে এক একটা, স্বাধীন বস্তু বলিয়া বোধ করে। জ্ঞান-উদয় হইলে, কোন পদার্থকেই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' বলিয়া মনে হয় না। ইহারই নাম শঙ্করের 'অদ্বৈত-বোধ'। বৃহদারণ্যকে শঙ্কর এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, শুনুন—"স্বাভাবিক্যা অবিদ্যয়া .....নামরূপোপাধি-দৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী, তদা সর্ব্বোহয়ং বস্ত্বন্তরাস্তিত্বব্যবহারোঽস্তি। অয়ং বস্ত্বন্তরাস্তিত্বাভিনিবেশস্ত বিবেকিনাং নাস্তি" (২।৪।১৩—১৪)। আরও শুনুন—"অবিদ্যা .....আত্মনোঽন্যৎ বস্ত্বন্তর প্রত্যুপস্থাপয়তি, ততস্তদ্বিষয়ঃ কামো ভবতি, যতো ভিদ্যতে" ইত্যাদি ৪।৩।২০-২১। প্রিয় পাঠক, এতদ্দ্বারা জগতের পদার্থগুলিকে কি উড়াইয়া দেওয়া হইল?

† তৈত্তিরীয় উপনিষদের শেষাংশে 'মুক্তির' অবস্থা বর্ণিত আছে। সেই মুক্তি এবং মুণ্ডকোপনিষদের মুক্তি—ঠিক এক নহে। তৈত্তিরীয়-বর্ণিত মুক্তি অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর। তখনও সাধকের পূর্ণ অদ্বৈত-বোধ জন্মে নাই;—তখনও একেবারে কামনা ধ্বংস হয় নাই। তখনও ব্রহ্মৈশ্বর্য্য-দর্শনের লালসা রহিয়াছে। তাই সাধক পরকালের লোকগুলিতে যাইয়া, তত্রত্য বস্তুবর্গকে ব্রহ্মেরই মহিমাদ্যোতকরূপে—ঐশ্বর্য্যের পরিচায়করূপে—দর্শন করিতেছেন। তৈত্তিরীয়ের মুক্তি এই প্রকার।

নহেন। সুতরাং পূর্ণ জ্ঞানোদয়ে দেশ-বিশেষে গতি হইবে কি প্রকারে ? ইনি অপরিচ্ছিন্ন, অমূর্ত্ত, অনাশ্রিত ও নিরবয়ব। যিনি দেশ-পরিচ্ছেদশূন্য *—তাঁহার প্রাপ্তিও কোন দেশ-বিশেষে বদ্ধ থাকিতে পারে না।

অবিদ্যা-বাসনাদিই সংসারের বন্ধন-রজ্জু। এই বন্ধন-মোচনের নাম 'মুক্তি'। ব্রহ্মজ্ঞ সাধক এই মুক্তিলাভের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। যে সকল কলা † এই দেহটাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই দেহ-নির্ম্মাণকারী কলাগুলি, মোক্ষকালে, স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলিও উহাদের স্ব স্ব কারণে একীভূত হইয়া অবস্থান করে। ‡ যে সকল অতীত-

সেই জন্য, সাধক তথায় বলিতেছেন—"আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ। আমিই বিশ্বকে উপসংহৃত করিতেছি"—ইত্যাদি। এখনও কিঞ্চিৎ ভেদজ্ঞান বর্ত্তমান। কিন্তু মুণ্ডক-বর্ণিত মুক্তিতে এতটুকুও ভেদজ্ঞান নাই; তখন সর্ব্বত্রই ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি হইতেছে; "নৈব দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরমস্তি,......যতো বিভেতি" ইত্যাদি (শঙ্কর)।

* পরিচ্ছেদ—Limit, Condition.

† প্রশ্নোপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নে এই সকল 'কলার' বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কলা পঞ্চদশটী। অব্যক্তশক্তি প্রথমে পঞ্চভূতসূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত হয়। ক্রমে এই ভূতসূক্ষ্ম দেহ ও দেহাবয়ব এবং দেহস্থ প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে দেখা দেয়। এই সকলের নাম 'কলা'। অবতরণিকায়, সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ।

‡ যাহা সূর্য্য চন্দ্রাদির 'করণাংশ',—অর্থাৎ সূর্য্যাদিতে যাহা তেজ, আলোকাদি-রূপে ক্রিয়া করে, সেই শক্তিই ত জীবদেহে ইন্দ্রিয়াদিরূপে দেখা দেয়। আমরা অবতরণিকায় শ্রুতিকথিত এই তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়া দিয়াছি। এই জন্যই সূর্য্য-চন্দ্রাদিকে (তেজঃ শক্তিকে)—ইন্দ্রিয়াদির 'সমষ্টি' বা

ক্রিয়ার ফলে বর্ত্তমান দেহ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহা ভোগদ্বারা—মৃত্যু পর্য্যন্ত—শেষ হইয়া যায়। আর, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে, পূর্ব্বসঞ্চিত ক্রিয়ার বীজও ধ্বংস হইয়া যায়! এইরূপে সাধকের কর্ম্মগুলি উপক্ষীণ হয়। জলে যেমন সূর্য্যবিম্ব প্রবিষ্ট হইয়া, স্রোতোবেগে কম্পিত বলিয়া দৃষ্ট হয়; দেহাদিতে প্রবিষ্ট জীবাত্মাও তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াতে আত্মীয়তা—অভিমান ও অহংবুদ্ধি—স্থাপন করিয়া, সংসারে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল;—সুখ দুঃখে, হর্ষ-পীড়ায় কম্পিত হইতেছিল। এই মিথ্যা অভিমানের ধ্বংস হওয়ায়, মোক্ষকালে এই সকল দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি আর পূর্ব্বভাবে উপস্থিত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়াদির শক্তিগুলি প্রাণশক্তিতে একীভূত হইয়া যায়। জলাপনয়নে সূর্য্যবিম্বের ন্যায়, ঘটধ্বংসে ঘটাকাশের ন্যায়, তখন এই প্রাণশক্তিযুক্ত জীবাত্মা—সেই আকাশকল্প, অব্যয়, অক্ষর, অনন্ত, অমর, অজর, অভয়, বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য, অদ্বয়, শিব, শান্ত

বীজ-কারণ বলা হয়। শঙ্কর বেদান্ত-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে,—"মৃত্যুকালে এই সূর্য্যাদি দেবতারা (আধিদৈবিক পদার্থগুলি) আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া করে না। তজ্জন্য ইন্দ্রিয়গুলি তখন বহির্ব্যক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি অন্তরে প্রাণশক্তিতে—একীভূত হইয়া যায়। এই প্রাণশক্তি-সহকারে জীবের মৃত্যু হয়। মুক্ত-পুরুষের পক্ষে, এই প্রাণশক্তি আর, শব্দস্পর্শাদির গ্রাহকরূপে অভিব্যক্ত হয় না, কেননা, তাঁহার তাদৃশ সংস্কার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল ব্রহ্মদর্শনাকারে ব্যক্ত হয়।

ব্রহ্মচৈতন্যে অবিশেষ-ভাবে একতা প্রাপ্ত হয়। যেমন গঙ্গা, সিন্ধু যমুনাদি বিশেষ বিশেষ নদীগুলি মহাসাগরে নিপতিত হইলে, উহারা আপন বিশেষত্ব হারাইয়া মহাসাগরের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়; এই জীবাত্মাও তদ্রূপ অবিদ্যাজনিত নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া,সকলের কারণস্বরূপ, অক্ষর প্রকৃতিরও অতীত পরব্রহ্মে একস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই মুক্তি, ইহাই পরম-পদ, ইহাই পরাবিদ্যার চরমলক্ষ্য।

কেহই আর এ মুক্তিপ্রাপ্তির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। এক অবিদ্যাই—ভেদজ্ঞানই—মুক্তিপথের মুখ্য বিঘ্ন। অবিদ্যা-ধ্বংসে মুক্তি—আত্মস্বরূপ প্রাপ্তি—আপনি উপস্থিত হয়। সুতরাং সাধনপ্রভাবে, দৃঢ় অভ্যাসের বলে, যাঁহারা অদ্বয় আত্ম-তত্ত্বের বোধ লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের অনায়াসে, বিনাবিঘ্নে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে;—অপর কোনরূপ গতি তাঁহাদের হয় না। দেবতারাও এরূপ সাধকের কোন বিঘ্ন আচরণ করিতে পারেন না। সাধক ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন—ব্রহ্মভূত হইয়া যান। ইহাঁর কুলে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাও ব্রহ্মবিদ্ হইয়া থাকেন। এই প্রকার সাধক, জীবদ্দশাতেই,সমুদয় মানসিক সন্তাপ—সমুদয় শোক হইতে মুক্ত হইয়া যান। কর্ম্মপাশ হইতেও উদ্ধার পান। ইনি গুহা-গ্রন্থি হইতে—অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মের বন্ধন হইতে—বিমুক্ত হইয়া, অমৃতত্ব পদলাভে কৃতার্থ হন।

মহাশয়! চরম-ফল সহ পরাবিদ্যার তত্ত্ব বিস্তৃত-ভাবে কথিত হইল। ইহারই নাম ব্রহ্ম-বিদ্যা। এই পরম কল্যাণকর ব্রহ্ম-বিদ্যা 'যাহাকে তাহাকে'—অনুপযুক্ত লোককে—শুনাইতে নাই। যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা স্বীয় চিত্তকে ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের যোগ্য করিয়া তুলিতেছেন; যাঁহারা সগুণ-ব্রহ্মের ভাবনা দ্বারা পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি; যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মলাভ-কামনায় নিতান্ত উদ্যমশীল; যাঁহারা "একর্ষি" নামক 'অগ্নির' * উপাসনায় নিয়ত রত,—ঈদৃশ বিশুদ্ধচিত্ত, মার্জ্জিতমতি, উপযুক্ত ব্যক্তির নিকটেই কেবল এই অদ্বয় ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই ব্রহ্মবিদ্যা অপর সকল বিদ্যার পরম-আশ্রয় স্বরূপ। অন্য বিদ্যা দ্বারা যাহা বেদিতব্য—বিজ্ঞেয়—তৎসমস্তই এই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাই জ্ঞাত হইতে পারা যায়। সৃষ্টির

---

* কঠোপনিষদে এই অগ্নিকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এস্থলে সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে কোন হানি হইবে না। ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া এস্থলে কিছু বলেন নাই। তবে তিনি প্রশ্নোপনিষদে একরূপ প্রাণকেই 'ঋষি' শব্দে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাণই হিরণ্যগর্ভ। আমরা এই সাহসেই এস্থলে একর্ষি নামক অগ্নিকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলিয়া অভিহিত করিলাম। সর্ব্বাত্মা হিরণ্যগর্ভকে 'অগ্নি' নামে নির্দ্দেশ করিবার আর একটা কারণ আছে। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় আমরা দেখি, অভিব্যক্ত আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সকল পদার্থকেই শ্রুতি 'অগ্নি' বলিয়াছেন (৩২২ পৃষ্ঠা দেখ)। হিরণ্যগর্ভই ত এই সকল পদার্থরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বাত্মক ও সকল পদার্থের (অগ্নির) কারণ স্বরূপ হিরণ্যগর্ভকেও 'অগ্নি' বলা যাইতে পারে। কঠোপনিষদ, ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

আদিকালে এই বিদ্যা হিরণ্যগর্ভের চিত্তে আবির্ভূত হইয়াছিল। তৎসৃষ্ট মনুষ্যদিগের মধ্যে ইহা সর্ব্বপ্রথমে মর্ত্ত্যলোকে অথর্ব্বার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। এইরূপে সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে এই ব্রহ্মবিদ্যা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য আপনার নিকটে তাহাই কীর্ত্তন করিলাম। আপনার মঙ্গল হউক; এই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়া আপনি মুক্তি-পথের পথিক হউন্।"

এই বলিয়া মহামতি অঙ্গিরা নীরব হইলেন। শৌনকও কৃতার্থ হইয়া, মনে মনে ব্রহ্মবিদ্যার আন্দোলন করিতে করিতে, আপন ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ওঁ তৎ সৎ।

আমরা এই বৃহৎ উপাখ্যান হইতে কি কি উপদেশ পাইয়াছি, এস্থলে তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল :—

১। অপরা বিদ্যার বিবরণ।

(ক) যাহারা সংসারমাত্র-পরায়ণ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কামী, তাহাদের চিত্তে ব্রহ্ম ও পরলোকের তত্ত্ব প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার উদ্দেশেই সকাম-যজ্ঞকর্ম্মের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।

(খ) যজ্ঞগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(গ) কিন্তু যাঁহারা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিতচিত্ত, তাঁহারা এই সকাম যজ্ঞকাণ্ডের নশ্বর ফলে তৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদের জন্য পরাবিদ্যা আবশ্যক।

২। পরা-বিদ্যার বিবরণ।

(ক) নিগুর্ণব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন।

(খ) কিরূপে ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হন ?

(i) সৃষ্টির প্রাকালে অনন্ত পূর্ণ শক্তিরই সর্গোন্মুখ 'পরিণাম' উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই জগৎ পরিণামী ; সুতরাং ইহার উপাদানভূত পরিণামিনী শক্তি স্বীকার না করিলে চলে না। এই শক্তির নাম 'মায়া' বা 'অব্যক্ত' বা 'প্রাণশক্তি'। পরমার্থতঃ, ইহা সেই পূর্ণশক্তি ব্যতীত স্বতন্ত্র কিছু নহে।

(ii) এই পরিণামোন্মুখিনী শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে সদ্ব্রহ্ম বা কারণ-ব্রহ্ম বা 'ঈশ্বর' বলা যায়। পরমার্থতঃ, ঈশ্বরও নিগুর্ণ ব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র কিছু নহেন।

(iii) মায়াশক্তি—জগতে অভিব্যক্ত সমুদয় ক্রিয়া ও বিজ্ঞানের বীজ।

৩। কিরূপে অব্যক্তশক্তি অভিব্যক্ত হয় ?

(ক) অব্যক্তশক্তির প্রথম সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির নাম 'হিরণ্যগর্ভ' বা সূত্র বা প্রাণ। ইহা চৈতন্য-বর্জ্জিত নহে ;—ইহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে *।

(খ) কিরূপে হিরণ্যগর্ভ বা স্পন্দন—স্থূলাকার ধারণ করে ? সূক্ষ্ম-স্পন্দনের এই স্থূল-অভিব্যক্তির নাম 'বিরাট্'। ইহাও চৈতন্য-বর্জ্জিত নহে ;—ইহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে।

৪। ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীর বিবরণ।

* "যথালোকে সুবর্ণাজ্জাতং কুণ্ডলং সুবর্ণমেব ভবতি, তদ্বৎ ব্রহ্মণো জাতো হিরণ্যগর্ভোঽপি ব্রহ্মাত্মক এব"।—আনন্দগিরি।

(ক) উত্তম সাধকের পক্ষে, ব্রহ্ম-বিচার এবং বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বাতীত ব্রহ্মের অনুসন্ধানই ব্রহ্মোপাসনা।

(খ) তদপেক্ষা অমার্জ্জিত সাধকের পক্ষে, ওঁকারাদি অবলম্বনে সর্ব্বপ্রেরক ব্রহ্মের চিন্তন।

(গ) হৃদয়-গুহায় বুদ্ধির প্রেরক ও প্রকাশকরূপে ব্রহ্ম-ভাবনা।

৫। উপাসনার সহায় বা সহকারী সাধনের বিবরণ।

(ক) সত্যপরায়ণতা। বাক্যে, ভাবনায়, আচরণে সত্যশীলতা।

(খ) ইন্দ্রিয়ের যথাযথ শাসন——তপশ্চর্য্যা।

(গ) চিত্তের নির্ম্মলতা, জ্ঞানের প্রসন্নতা। চিত্ত যাহাতে সত্ত্ব-প্রধান হয়, তজ্জন্য তৎপরতা।

(ঘ) ব্রহ্মচর্য্যানুশীলন।

(ঙ) বিষয়-কামনার পরিবর্ত্তে, আত্মলাভ-কামনার জন্য নিয়ত উদ্যম।

(চ) নিয়ত প্রার্থনা। সগুণ-নির্গুণ উভয়বিধ প্রার্থনা।

৬। মুক্তির স্বরূপ-নির্ণয় ও মুক্তিলাভের উপায় নির্দ্দেশ।

৭। ব্রহ্মবিদ্যা-উপদেশের যথাযোগ্য পাত্র-নির্ব্বাচন।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

(ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক)

উপনিষদের উপদেশ

প্রথম খণ্ড।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বিদ্যারত্ন, এম-এ,-প্রণীত।

[বঙ্গদেশের "জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্" কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ দার্শনিক পাঠ্য-গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অযোধ্যানিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নন্দকিশোর শুক্ল বাণীভূষণ এই গ্রন্থের হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন]

The Directors of Public Instruction of Bengal and also of Eastern Bengal & Assam—have purchased several copies for distribution.

H.H. The Maharaja of Cooch Behar, H.H. The Maharaja of Tipperah, H. H. The Maharaja of Mayurbhanj, The Maharajadhiraj of Burdwan, The Hon. Maharaja Munindra Chandra Nandi of Murshidabad, the Maharaja of Mymensingh, the Raja Bahadur of Kakina, the Raja of Taki have encouraged the author by purchasing several copies.

[সংস্কৃতে এম্, এ,-পরীক্ষার্থী এবং টোলের দর্শন-পাঠার্থী ছাত্রদিগের বিশেষ উপকারী]

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদ্ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রকাশিত হইয়াছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এ প্রকার সরল ও প্রাঞ্জল ভাষ্য-ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। অবতরণিকায়, উপনিষদের দার্শনিক-অংশ ও ধর্ম্মমতের বিস্তৃত আলোচনা এবং সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধ-দর্শনে যে বিরোধ লক্ষিত হয়, তাহা যে প্রকৃত-পক্ষে বিরোধ নহে, বিচার দ্বারা তাহাও প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ এবং বেদান্তদর্শন বুঝিতে হইলে, এ গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মবিদ্যা, সৃষ্টিতত্ত্ব, সগুণ-নির্গুণবাদ, উপাসনা-পদ্ধতি, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শ্রুতির মত কিরূপ উন্নত তাহা জানিতে হইলে এ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। ইহার প্রত্যেক উপদেশটী অমূল্য রত্ন-স্বরূপ। সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবের ঐহিক মঙ্গল ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রদান করিতে এই উপদেশগুলিই একমাত্র উপায়। স্বদেশের এই উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করা ও এই গ্রন্থগুলি নিত্য পাঠ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য অতি সুলভ, ২৷৹ মাত্র; ডাকমাশুল ৷৹ মাত্র।

গ্রন্থসম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

১। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চেন্‌সেলর্ শ্রীযুক্ত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, ডি, এল্; কে, সি, আই, ই মহোদয় বলেন :—

"গ্রন্থের অবতরণিকা সমস্ত ও মূলভাগের অনেক অংশ পাঠ করিয়াছি। অবতরণিকায় আপনি প্রাঞ্জল রচনা-কৌশলের ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের মূলভাগের ভাষাও যতদূর পড়িয়াছি, অতি বিশদ বলিয়া বোধ হয়। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি বিরল এবং ইহা বঙ্গভাষার পুষ্টি-সাধন ও গৌরব-বর্দ্ধন করিবে ও বাঙ্গালীর নিকট সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।"

২। "জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের" সম্পাদক, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্ মহোদয় বলেন :—

"গ্রন্থের জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন। আপনার গ্রন্থের অনেক অংশ পাঠ করিয়াছি। আপনি গ্রন্থরচনায় প্রভূত পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন। আপনার গ্রন্থ যাহাতে 'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের' দার্শনিক বিভাগে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তজ্জন্য আমি চেষ্টা করিব।"

৩। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের ট্রেন্‌স্‌লেটর্, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় পারদর্শী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, মহোদয় বলেন :—

"উপাদেয় গ্রন্থখানি পাইয়াছি। গ্রন্থ যখন খণ্ড-খণ্ড-ভাবে অধ্য-

ভারতে' প্রকাশিত হইত, তখন উহা আমি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতাম। এক্ষণে সমগ্র পাঠ করিবার সুবিধা হইয়াছে। সাধারণভাবে যাহা ইতিমধ্যে দেখিয়াছি, তাহাতে গ্রন্থের উপাদেয়তা-সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ একেবারেই বিরল। ইহা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবে না, বুঝিতে পারি না। পুস্তকের জন্য বিশেষভাবে অনুগৃহীত হইলাম। গ্রন্থে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় পাইলাম ও তজ্জন্য আনন্দলাভ করিলাম।"

৪। ROY BAHADUR PANDIT MAHARAJ NARAYEN SHIV PURI; *"President of the "Sri Sri Bharat Dharma-mahamandal"* says :—

"Your 'উপনিষদের উপদেশ' is an excellent work. The Bengalee public will be much indebted to you for your troubles, as your book will help them to clearly understand the Metaphysical and Ethical principles of the Upanishads. Your book will repay the trouble of its readers."

৫। কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম, এ, বলেন :—

"From what I have already seen of the book, I expect a clear, lucid and philosophical treatment of the subject. Not only will I treasure it as an exposition of our Scriptures, but also as coming from one whom I have learned to regard with affectionate esteem."

৬। "শ্রীবঙ্গধর্ম্মমণ্ডলের" সহকারী অধ্যক্ষ, সুপ্রসিদ্ধ লেখক **শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল** মহোদয় বলেন :—

"গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিয়াছি যে আপনি সংস্কৃত বিদ্যায় অসাধারণ শ্রম করিয়াছেন এবং তাহার ফলে মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া বাঙ্গলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আপনার গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে আপনার গ্রন্থ পড়িয়া আমি উপকার পাইব ও ধন্য হইব।"

৭। বর্দ্ধমান বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুলসমূহের ইন্‌স্‌পেক্‌টর, উড়িষ্যার মহাকবি **শ্রীযুক্ত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর** মহোদয় বলেন :—

"* * * আমার মতে এই পুস্তক ভারতীয় প্রত্যেক ভাষায় অনুবাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংরাজীতে এই পুস্তক অনুবাদিত হইলে, আপনার সুখ্যাতি ইউরোপব্যাপী হইবে।"

৮। "অভিব্যক্তিবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ,** মহোদয় বলেন :—

"আপনার 'উপনিষদের উপদেশ' আজ কয়েক মাস হইল পাইয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। আপনার পুস্তকখানি যে আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ পুস্তকের সমালোচনা করিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে এরূপ পুস্তক যিনি যতটা নিজের উন্নতির পক্ষে সহায় করিয়া লইবেন, ততই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল" ইত্যাদি।

৯। **মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন** মহোদয় বলেন :—

"গ্রন্থখানি অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া অনেক স্থান দৃষ্টি করিয়াছি। আপনি উপনিষদের মর্ম্মার্থপ্রকাশ ও শঙ্করাচার্য্য-ভাষ্যের অনুবাদ যাহা করিয়াছেন, অদ্বৈতমতে তাহা অতি সমীচীন হইয়াছে। উপনিষদ ও শঙ্কর-ভাষ্য অতি অস্ফুট-ভাব। আপনি তাহার বিশদভাবে যে মর্ম্মার্থপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা অদ্বৈতবাদ চর্চ্চা করিবেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের অতি উপকারক হইবে। আপনার গ্রন্থখানি দৃষ্টি করিয়া বুঝিলাম, আপনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং সারগ্রাহী।"

১০। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহোদয় বলেন :—

"গ্রন্থের যে স্থলগুলি দেখিয়াছি, তাহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ঐ সকল উপদেশ প্রশংসার্হ ; এবং আশা করি আপনি সর্ব্বত্রই এ গ্রন্থ দ্বারা প্রশংসালাভ করিতে পারিবেন।"

১১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্ক-বাগীশ মহোদয় বলেন :—

"তুমি যখন উপনিষদের সমালোচনা করিয়াছ, তখন ঐ সমালোচনা যে হৃদয়গ্রাহিণী হইবে, ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। * * * তোমার পুস্তকে আখ্যায়িকা-সমূহের প্রকৃত ভাবার্থ যাহা সরল ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, উহা সমীচীন ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই পুস্তকের অনেক স্থানেই তুমি যে সকল নূতন যুক্তি-তর্কের উদ্ভাবন করিয়াছ, তদ্দ্বারা তোমার বুদ্ধিমত্তার ও অভিনিবেশপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থানুশীলনের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। তুমি সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপে অন্যান্য উপনিষদের প্রকৃত ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া, জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত থাক।"

১২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহোদয় বলেন —

"মূলগ্রন্থের অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। মূল উপনিষদ পাঠ করিয়া সাধারণলোক অর্থাবগম করিতে পারে না। আপনার এই গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে মহোপকারক হইয়াছে। (অবতরণিকায়) আধ্যাত্মিক বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও অতি বিশদ হইয়াছে। আপনার উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আপনার অধ্যবসায় ও শাস্ত্রানুরাগিতায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

১৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয় বলেন :—

"এই পুস্তকে উপনিষদের উপদেশাবলী বঙ্গভাষাতে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই চেষ্টা সফল হইয়াছে। প্রত্যেক আখ্যায়িকার পরে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দেওয়াতে পাঠকদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই পুস্তকে পাশ্চাত্যমতের সহিত উপনিষদ-মতের তারতম্য সমালোচনা করা হইয়াছে, ইহাও পাঠকদিগের প্রীতিপ্রদ হইবে। পুস্তকের ভাষা সরল এবং মধুর। আমার বিবেচনায় গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম অনেক সফল হইয়াছে।"

১৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ পূজ্যপাদ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় বলেন ঃ—

"তোমার পুস্তকখানি বৃহৎ হইলেও দুইবার পড়িলাম। পড়িয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা এই ক্ষুদ্র পত্রে বুঝান বা জানান অসম্ভব। আমার ন্যায় দোষান্বেষী ব্যক্তিকে যখন তুমি এই পুস্তকখানি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছ, তখন সহৃদয় ব্যক্তিদিগকে যে তুমি সন্তুষ্ট

করিবে, ইহা কৈমুতিক-ন্যায়সিদ্ধ। তোমার উৎসর্গপত্রে (অল্প হইলেও) গভীর ভাব আছে, গভীর উপদেশ আছে, দেশভক্তি আছে, অতীত সময়ের জন্য হৃদয়স্পর্শী শোকসন্তাপ আছে। 'প্রণতি' শীর্ষক মঙ্গলাচরণটুকু অতি নূতন; এ ভাবে কেহ কখনও আর মঙ্গলাচরণ করেন নাই। তুমিই ইহার আবিষ্কর্ত্তা, তুমিই ইহার জন্য একমাত্র প্রশংসাভাগী। তোমার লিখিত অবতরণিকা পড়িয়া, পাতঞ্জল-দর্শনের ভোজদেব-কৃত বৃত্তির দুইটী শ্লোক মনে পড়িল, সেই শ্লোক দুইটী বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না :—

"দুর্বোধং যদতীব তদ্‌বিজহতি স্পষ্টার্থমিত্যুক্তিভিঃ
স্পষ্টার্থেষ্বতিবিস্তৃতিং বিদধতি ব্যর্থৈঃ সমাসাদিভিঃ।
অস্থানেঽনুপযোগিভিশ্চ বহুভির্জল্পৈর্ভ্রমং তন্বতে
শ্রোতৄণামিতি বস্তুবিপ্লবকৃতঃ সর্ব্বেঽপি টীকাকৃতঃ॥"
"উৎসৃজ্য বিস্তরমুদস্য বিকল্পজালং
ফল্গুপ্রকাশমবধার্য্য চ সম্যগর্থান্।
সন্তঃ পতঞ্জলিমতে বিবৃতির্ময়েয়-
মাতন্যতে বুধজনপ্রতিবোধহেতুঃ॥"

তোমার অবতরণিকা অন্যের মত কতকগুলি অনর্থক শব্দরাশি দ্বারা আড়ম্বরপূর্ণ হয় নাই; সমস্ত পুস্তকের প্রতিপাদ্য—প্রণালীবদ্ধ যুক্তিতর্ক-দ্বারা প্রতিপাদিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। অবতরণিকা পড়িয়া তোমার পাণ্ডিত্যের, বিচার-নৈপুণ্যের, মীমাংসা-কুশলতার ও বঙ্গভাষার উপরে তোমার বিশেষ আধিপত্যের প্রচুর প্রশংসা করিতে হয়। * * * এতদিন আমাদের মাতৃভাষা, আমাদিগের নিরক্ষর মাতৃবৃন্দের মত, আমাদিগকে কেবল ঘুম পাড়াইবার জন্য শিয়রে বসিয়া রূপকথা

(উপন্যাস) শুনাইতেন ও নূতন নূতন নাচুনীছন্দে কবিতা আবৃত্তি করিতেন। আজ তুমি, তোমার প্রদর্শিত গার্গীর ন্যায়, মাতৃভাষার মুখে বৈদান্তিক তত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব শুনাইলে, এবং ভ্রান্ত আমরা—আমাদিগের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য একশেষ যত্ন করিলে! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার অধ্যবসায়, ধন্য তোমার সুমিষ্ট লেখনী!! দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইভাবে মাতৃভাষাকে অমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত কর, মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল কর"।

১৫। সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় বলেন :—

"উপনিষদের উপদেশ" পাঠ করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। 'শঙ্কর-ভাষ্যের সাহায্য-ভিন্ন উপনিষদ্‌গুলির দুরূহ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই'—আপনার এই কথাটী আমি হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করি। আপনার ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে এই প্রকার নব্যভাবানুপ্রাণিত উপনিষদ্-ব্যাখ্যার প্রথম প্রচার দেখিয়া, আমি ভবিষ্যতের জন্য বিলক্ষণ আশান্বিত হইয়াছি। ভাষ্যের তাৎপর্য্য বর্ণন আপনি বড়ই সুন্দরভাবে করিয়াছেন; আপনার আবিষ্কৃত পথ বড়ই সুন্দর এবং অনুকরণীয়, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

১৬। "গীতাসমন্বয়," "বেদান্তসমন্বয়" প্রভৃতি গ্রন্থকার সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত রায় গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহোদয় বলেন :—

"আপনার রচিত 'উপনিষদের উপদেশ' পাঠ করিয়া সুখী ও উপকৃত হইয়াছি। সুখী হইয়াছি এইজন্য যে, সাংখ্য ও বেদান্তমধ্যে যে বিরোধ প্রতীত হয়, সে বিরোধ বিরোধ নয়, আপনি ইহা প্রতিপন্ন

করিয়াছেন। এ বিষয়ে আপনার স্বাধীন চিন্তা বস্তুতই আমাকে সুখ দিয়াছে। বৌদ্ধদর্শন-সম্বন্ধে আপনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও কোন বিমত হইবার কারণ দেখিতেছি না; কেননা স্বয়ং বুদ্ধ 'আত্মদীপ,' 'আত্মশরণ' হইতে উপদেশ দিয়া প্রেরয়িতা পরমাত্মাকে স্বীকার করিয়াছেন এবং নির্ব্বাণের মূল 'অজাত, অকৃত' ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়া, যিনি স্বয়ং অমূল সকলের মূল, তাঁহাকে শিষ্যবর্গের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। আপনি যথোপযুক্তরূপে পাশ্চাত্ত্যদর্শন-গুলির সহিত বেদান্তদর্শনের মিল দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নয়। আমি উপকৃত হইয়াছি এইজন্য যে, আপনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ভাষ্যকারের বিপ্রকীর্ণ ভাষ্য হইতে এমন সকল প্রতিপাদ্য বিষয় একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, যাঁহাতে তাঁহার যশোরাশি আধুনিকগণের নিকটে এখনকার আলোকে বিমল বলিয়া সহজে প্রতিভাত হইবে। আপনি আপনার গ্রন্থখানির প্রকাশ্য সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন;—আপনি যতদূর পরিশ্রম করিয়াছেন, অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধেক পরিশ্রম না করিলে, উহার বিবেকানুমোদিত সমালোচনা হইতে পারে না। আমার সময়, অবসর ও বল এখন তত নাই; সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

১৭। উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ উপনিষদ্, মহাভারত, ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অনুবাদক বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফকীরমোহন সেনাপতি মহোদয় বলেন:—

"অমূল্য পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমার এই জীবন-সন্ধ্যায়, রোগশয্যায়, শেষ দিবস পর্য্যন্ত পুস্তকখানি

হস্তে থাকিয়া, শান্তি ও সান্ত্বনা প্রদান করিবেক। সম্প্রতি ঈদৃশ একখণ্ড পুস্তক-প্রাপ্তির জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলাম। দয়াময় ঈশ্বরের আদেশেই যেন ইহা আমাকে উপহার দিয়াছেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি প্রভুর করুণাময় হস্ত সন্দর্শন করিতেছি। সম্প্রতি বঙ্গভাষার, কবিতা ও উপন্যাস-প্লাবনের দিনে, সাধারণে কিরূপভাবে পুস্তকখানি গ্রহণ করিবেক বলিতে পারি না। কিন্তু মহাকালস্রোতে সে সমস্ত ভাসিয়া যাইবেক, আমার ধ্রুব বিশ্বাস। এই পুস্তকখানি বঙ্গভাষার পঞ্জরাস্থি-স্বরূপ বিদ্যমান থাকিবেক। অদ্য বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত দল বিজ্ঞান-শাস্ত্রের নিতান্ত পক্ষপাতী, ইহা বাঞ্ছনীয়। সাধারণের কষ্টগম্য সংস্কৃত-আকর হইতে এই মহারত্ন উদ্ধারপূর্ব্বক আপনি প্রাঞ্জল ভাষায়, সুশৃঙ্খলার সহিত প্রকাশ করিয়া জনসমাজের সুমহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। * ধর্ম্মপিপাসু বঙ্গবাসী মাত্রেই পুস্তকখানি নিতান্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবেক সন্দেহ নাই।”

ইনি পরে, অপর একজন বন্ধুকে এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

“পুস্তকখানি স্বগুণে (শীঘ্র বা বিলম্বে) বঙ্গদেশে যে প্রাধান্য লাভ করিবে, আমার তাহাতে সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রমেশ দত্তের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমি যদি স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারি, পুস্তকগত গুণ সাধারণে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।”

১৮। বৈশেষিক দর্শনের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুবাদক পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন** মহোদয় বলেন :—

“শ্রীমৎপ্রণীত উপনিষদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, আগ্রহাতিশয়ে পাঠ করিয়া সবিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। চিরজীবী হইয়া এই পুণ্যভূমি জন্মভূমিকে এইরূপে অলঙ্কৃত করুন, ইহা আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।”

১৯। বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি, এল্ মহোদয় বলেন :—

"বহুদিন হইতেই আপনি আমাদিগকে প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের কথা শুনাইয়া আসিতেছেন। আমাদের মত লোকের পক্ষে, বঙ্গভাষায় এই-প্রকার প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি অতি উপযোগী। * * * যে উৎস হইতে এই ব্যাখ্যা নির্গত হইতেছে, তাহার সংসর্গ অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় আপনার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমি উপনিষদাদি অল্পই বুঝি ; কিন্তু যাঁহারা উহার বিশেষ পাঠক বা সাধক, তাঁহাদের শ্রদ্ধা হইতেই আপনার কৃতিত্ব যথেষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।"

২০। কাসীমবাজারের মহারাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বলেন :—

"* * * The few pages I have gone through have given me so much delight at the nice way of exposition that I think the publication of such books is really commendable and to be highly appreciated by the reading public."

২১। উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্, এ, বি, এল, সি, আই, ই মহোদয় বলেন :—

"* * * Learned and valuable book and of engrossing interest."

২২। টাকীর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, এম, এ, বি, এল বাহাদুর বলেন :—

"* * * যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহা অতি উত্তম বলিয়া বোধ হইয়াছে। এবংবিধ গ্রন্থের বহুল প্রচারে, প্রাচীন আর্য্যদিগের দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধে তত্ত্বান্বেষিগণের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই।"

২৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রথিতনামা **শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম, এ,** মহোদয় বলেন :—

"উপনিষদের উপদেশগুলি সবিস্তর বিবৃত করিয়া আপনি দেশের লোকের মহোপকারক ও ধন্যবাদার্হ হইলেন।"

২৪। কলিকাতা **"সাহিত্য-সভা"র সম্পাদক** বলিয়াছিলেন :—

"আপনার পুস্তক সাহিত্যসভার পুস্তকাগারের পক্ষে একখানি আদরে গ্রহণ করিবার জিনিষ। আপনার ন্যায় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিকে সাহিত্যসভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত দেখিলে আহ্লাদিত হইব।"

২৫। কলিকাতা **"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ"এর সম্পাদক** মহোদয় লিখিয়াছিলেন :—

"পুস্তকখানি ইতোমধ্যেই বিশেষ আগ্রহের সহিত পঠিত হইতেছে।"

২৬। "একলিপিবিস্তারপরিষদ্"এর মুখপত্র "দেবনাগরের" সম্পাদক **শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যশোদানন্দন আখৌরী** মহোদয় বলিয়াছিলেন :—

"যতদূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই আপনার বিদ্বত্তার পরিচয় পাইয়াছি। আপনার পরিশ্রমের জন্য কোটিশঃ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। গ্রন্থখানি অত্যন্ত গবেষণাপূর্ব্বক রচিত হইয়াছে।"

২৭। "উৎকল-সাহিত্যের" সম্পাদক **শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর** মহোদয় লিখিয়াছিলেন :—

"I am thankful for your kind present of a copy of

উপনিষদের উপদেশ—the valuable production of Pandit Kokileswar Bhattacharjee. The learned author has done a real service and his book is surely a very valuable addition to the popular literature of Bengal. I am a regular reader of 'Navyabharat' and I very much like the contributions of the author. I shall try my best to bring the book to the notice of the reading public of Orissa. I had a talk with Srijut Madhusudan Rao about the book. He is very much pleased with the work and will try to review it at his leisure. * * * You will be surprised to learn that my daughter, a girl of 15 years, is reading the stories with attention,—the language is so simple and charming."

২৮। ঢাকা "সারস্বত-সমাজ"এর সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"আপনি সুপণ্ডিত। আপনার পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।"

২৯। কলিকাতা "হিন্দুসভা" বলেন :—

"A copy of "Upanishader upadesh" vol I presented to the sabha by Pandit Kokileswar Bhattacharjee Vidya ratna, M. A., the author of the work, was then placed before the meeting by the Secretary. The meeting recognised the superior merits of the work and resolved

that a vote of thanks be given to the author". (Published in the "Indian Mirror").

৩০। THE ENGLISHMAN; *Thursday, August 15, 1907:—*

"This is a book compiled in Bengalee by Pandit Kokileswar Bhattacharjee, M. A. a son of Pandit Sriswar Vidyalankar, the well-known author of 'Vijayini-kavyam,' 'Sakti-satakam' and other publications. The volume treats of the Chandogya and Brihadaranyak Upanishads with the commentary of Sankara. The abstruse philosophy of the Vedas has been lucidly explained by the author who proves himself a master of his subject. In an Introduction of 116 pages, he comments on the meanings of such words as Brahma, Maya, Avidya, Purush, Prakriti &c., and his expositions are correct and convincing. The book is a notable contribution to Hindu philosophy and it is a pity we have not many others of its kind. This is the sort of publications that might well be selected as a text-book for the higher classes of our Universities and we accordingly commend it to the notice of the University authorities as well as the general public."

৩১। THE HINDUSTAN REVIEW OF ALLAHABAD; *Oct.—Nov., 1907 :—*

"Pandit Kokileswar Vidyaratna, M. A. has just presented a really unique book to the reading public of Bengal. Every well-wisher of the country as well as of the Bengali literature should congratulate the learned author on his brilliant achievement. The whole of the two greatest and most important Upanishads—*Chandogya* and *Brihadaranyaka*—with complete commentary on them by the prince of Indian commentators, the great Sankara, has been rendered into chaste and easy Bengali. The author has most satisfactorily shewn to the public what great a mastery he has over all the systems of Indian Philosophy as well as over his mother-tongue. Many of the educated sons of Bengal seem to complain that higher thoughts cannot be conveyed in Bengali, and the fact, they say, explains the paucity of Bengali Books on high subjects. Pandit Kokileswar has proved, beyond a shadow of doubt that such is not the case,—he demonstrates rather that the Bengali language is quite as good—if not better—a vehicle of thought as any other language. There is not a dull page in this big volume, which we think is the greatest recommendation of such a book. The learned author has, by means of this book, opened the door of

the knowledge of the *Upanishads*—the true *Brahmajnan*—to the common people who only can read Bengali—and he has, also, at the same time enriched his own vernacular literature.

But the Pandit has shewn the extent of his intelligence, erudition and tact in an elaborate INTRODUCTION - which is a masterpiece of original research in the field of Indian Philosphy. He not only discusses the cardinal points and essential truths of the philosophy of the *Upanishads* in a graceful style and brilliant manner, but it is here that he points out a complete harmony among the systems of Sankhya, Vedanta and Bouddha which are all said to contain thoughts much conflicting with one another, This harmonizing or *samanwaya* of the leading systems of Indian philosophy, so far as we are aware, is quite a new attempt and we are glad that the author has acquitted himself creditably. The learned author has made use of his acquaintance with the occidental principles of thought in proving that Hindu sages, by mere dint of thought and meditation, could come to the conclusions relating to the cause and principles of creation just as sound as those formed by the European scholars of the present age with all the

resources of their advanced instruments, &c. It would be quite idle to say now after going through the book under review, that Hindu sages were ignorant of the physical science or they could not understand scientific laws.

In view of the recent recognition of the vernacular languages at the hands of the University authorities, we would suggest to the gentlemen responsible for selecting text-books that this work may well be included in the curricula of the B A. or M. A. examination of the Calcutta University. This would be encouraging the author who richly deserves it. There are of course, a few mistakes or omissions which we need not discuss in detail. It is natural to expect some of them in such a big book. We hope the author will have ample opportunity to rectify or explain those points when another edition is called for. The get up of the book is excellent and reflects credit on the press."

৩২। THE BENGALEE ; *Thursday, August 8, 1907* :—

"Upanishad-er-Upadesh"—Such is the heading of a neatly-printed volume by Kokileswar Bhattacharjee Vidyaratna, M.A., in which are embodied an elaborate explanation and a translation of Sankara Bhâshya together with a detailed discussion as to the points of

agreement between the Sankhya, Buddist and Vedantic Schools of philosophy. The book which bears ample evidence of the author's erudition, thoughtfulness, cannot fail to be interesting to students of philosophy and to those seeking a healthy pabulum for the mind and the soul."

৩৩। THE AMRITA BAZAR PATRIKA; *Monday, December 2, 1907* :—

"Under the title of "Upanishader Upadesh", the learned author has presented to the reading public of Bengal a faithful and unabridged translation of the "Chhandogya" and "Brihad'aranyak" Upanishads with the commentaries of Sankara. It is a well known fact that the Chhandogya and the Brihadaranyak are the biggest and the most important among the Upanishads, and consequently the present work has been a quite big volume of 500 pages, full of useful and interesting subjects. The get-up of the book is excellent for which credit is due to the Kalika Press. The author has certainly added a really useful work to the Bengali literature. The metaphysical and the ethical principles embodied in the Upanishads are the most abstruse, and the archaic Sanskrit in which the thoughts are

garbed add to the difficulty of the subject. We therefore welcome the present book for having given a good exposition to those metaphysical truths in lucid and chaste Bengali. To the credit of the author it may be stated, there is not a single dull page in this big volume. Men who can not read our scriptural works for want of a knowledge in Sanskrit, will feel grateful to the author, as he has opened the treasure of ancient Sanskrit lore to the reading public of Bengal. The book, we trust, will not also fail to be of much use to orthodox Sanskrit scholars in the clear grasp and right understanding of the original text. In a very learned Introduction of 116 pages, the author has laid under contribution the principles of the three most important schools of philosophy—viz.,—the Buddha, the Vedanta and the Sankhya—and has attempted to point out for the first time the basic harmony underlying the apparently conflicting doctrines of these systems; and this is the striking feature of the book under notice. The author has, in our opinion, acquitted himself creditably in this matter also."

৩৪। নব্যভারত ;—ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা, ১৩১৪ ;—

"উপদেশগুলি নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণ অনে-

কেই তাহা পাঠ করিয়াছেন। এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় দেশের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই গ্রন্থের অবতরণিকা এক অপূর্ব্ব জিনিষ। গ্রন্থকারের শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা, চিন্তার গাঢ়তা এবং প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। এরূপ অবতরণিকা বাঙ্গালা ভাষায় আমরা আর পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কোকিলেশ্বর বাবুর নিকটে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য এ দেশ বিশেষরূপ ঋণী হইলেন। এ গ্রন্থ ঘরে ঘরে অধীত হইলে আমরা সুখী হইব।"

৩৫। একলিপিবিস্তারপরিষদের মুখপত্র "দেবনাগর"; চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৪ সাল ;—

"গ্রন্থখানি ৩৬৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ১১৬ পৃষ্ঠব্যাপী একটী সুদীর্ঘ 'অবতরণিকা' সন্নিবেশিত,যাহাতে গ্রন্থকারের মহদুদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষৎসমূহের দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিকে বিবৃত করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। গ্রন্থের এই প্রথম খণ্ড। ইহাতে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে ভারতীয় আধুনিক নবশিক্ষিত গ্রাজুএট্ মহাশয়েরা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্য মহর্ষিদিগের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহকে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ এবং অসার বলিয়া ঠাট্টা করেন, তাঁহারা একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিবেন, আমাদের ভারতের ঋষিরা কতদূর দার্শনিক এবং তত্ত্বদর্শী ছিলেন। যে সিদ্ধান্ত ও সত্যকে আজ সভ্যজগতের বৈজ্ঞানিকেরা কত পরিশ্রমে, কত অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত করিতে পারিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তগুলি, সেই সত্যগুলি আমাদের ঋষিদিগের দ্বারা আজ হইতে বহুসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে সনির্ণয় বিবৃত হইয়াছে।

'উপনিষদের উপদেশ' পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে আমাদের ঋষিদিগের সিদ্ধান্তগুলি ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মত, উভয়ের মধ্যে অতি অল্পই তারতম্য রহিয়াছে। পুস্তক গবেষণা-পূর্ণভাবে রচিত হইয়াছে। যাঁহারা পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তে মুগ্ধান্ধ, তাঁহাদিগকে আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

৩৬। **হিন্দুপত্রিকা**; ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩১৪ :—

"পুস্তকখানি খর্ব্বাকৃতি হইলেও, পত্র-সংখ্যায় বৃহৎ। কাগজ উৎকৃষ্ট, মুদ্রণ পরিপাটী। বর্ণাশুদ্ধি বা মুদ্রা-প্রমাদও অত্যল্প। পুস্তকখানি হাতে লইলেই, ইহা যে বেশ সযত্নে, সাবধানে ও সৌষ্ঠব-আয়োজনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। পাঠ করিলে, প্রতি পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, লেখকের পাণ্ডিত্য, গবেষণা, বিচার-যুক্তি ও শাস্ত্রীয়তা-শক্তি দেখিয়া আশ্বাসিত ও আনন্দিত হইতে হয়। কোকিলেশ্বর বাবু অনেক দিন হইতেই বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে প্রত্ন-তত্ত্ব ও শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ-লেখকতার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। "নব্যভারত" প্রভৃতি পত্র অনেকদিন হইতেই তাঁহার প্রবন্ধ-মালায় অলঙ্কৃত। তবে এযাবৎ আমাদের "হিন্দুপত্রিকা" তাঁহার গৌরবময়ী লেখনীর লিপি-সাহায্য লাভ করে নাই। আশা আছে ভবিষ্যতে করিতে পারে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই পুস্তক তাঁহার পূর্ব্বপ্রথিত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার অনুরূপই হইয়াছে। ইহা আমাদের জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটী মহার্হ রত্ন হইয়াছে। আশা করি ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্রমশঃ প্রধান ও প্রামাণিক সমস্ত উপনিষদ গ্রন্থগুলির জ্ঞানতত্ত্ব-ব্যাখ্যা এইরূপ পুস্তকাকারে খণ্ডশঃ প্রকাশ করিবেন। ভারতের বেদান্তত্ত্ব জগতের মানবজাতির একটী প্রধান আধ্যাত্মিক

সম্পত্তি। জাগতিক প্রত্যেক সভ্যজাতির প্রচলিত ভাষায় ইহার চর্চ্চা, ব্যাখ্যা ও অনুশীলনাদি যথাধিকার হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ স্ব স্ব শিক্ষা-সংস্কারানুরূপ ইহার দার্শনিক অংশই আস্বাদন করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত পারমার্থিক অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্বরস ভারতীয় স্বাধ্যায়-শক্তি-সন্দীপ্ত সাধু সুধীসমাজেরই অনন্য-সম্ভোগ্য। * * স্বাধ্যায়-সেবার্থী সামাজিক ব্যক্তিবর্গের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রচলিত ভাষায় এতদ্বিষয়ক এবংবিধ গ্রন্থাদির প্রচার প্রার্থনীয়। কোকিলেশ্বর বাবু বঙ্গদেশে এই বঙ্গভাষা-ভাষিণী ব্যাখ্যায় সে অভাব ও আবশ্যকতা পূরণের সূত্রপাত করিলেন। এইজন্য তিনি জাতীয় সাহিত্যসমৃদ্ধি-কামী শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। * * * * আমরা কোকিলেশ্বর বাবুর বর্ত্তমান ও ভাবী কৃতিত্বে আনন্দিত ও আশ্বাসিত রহিলাম।"

৩৭। বাঁকুড়া দর্পণ; ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭;—

"গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত আমরা মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছি। এই গ্রন্থপাঠে যে অপ্রাকৃত আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে। গ্রন্থের সুবিস্তৃত অবতরণিকায় উপনিষদের দার্শনিক অংশ, ধর্ম্ম-মতের আলোচনা এবং সাংখ্য-বেদান্ত-বৌদ্ধ দর্শনের মৌলিক একতা, অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। উপনিষদ্‌সমূহ অনন্ত জ্ঞানের আকর; তন্মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই উভয় উপনিষদ, বিষয়-গৌরবে ভারতবর্ষে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় এই মূল্যবান্ উপনিষদ্ দুইখানি বিস্তৃতব্যাখ্যা ও শঙ্কর-ভাষ্যের সহিত অতি উৎকৃষ্ট সরল অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষাকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি যে অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বড়ই প্রশং-

সনীয়। উপনিষদের এই বরণীয় গ্রন্থকার সুধীসমাজে চিরস্মরণীয় হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; গ্রন্থের আখ্যায়িকাগুলি এরূপ সুনিপুণতার সহিত লিখিত হইয়াছে যে, পাঠ করিতে করিতে বেশ কৌতুহল উদ্দীপিত হইতে থাকে। ভাষার উচ্ছ্বাস, সরলতা ও বিশুদ্ধিতা গ্রন্থের সর্ব্বত্র সমানভাবে রক্ষিত হইয়াছে। আজ কাল শিক্ষিত-সমাজে উপনিষদের আদর হইয়াছে। আরো আদর হউক, ইহাই বাঞ্ছনীয়। মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা মোহের বশে আত্ম-বিস্মৃত হন, উপনিষদ্ আলোচনা করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের আলোচ্য 'উপদেশ'-গ্রন্থ পাঠ করিলে, তাঁহারা সুপন্থা দেখিতে পাইবেন। আত্মতত্ত্ব,ব্রহ্মের স্বরূপ,পরলোকতত্ত্ব,সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি জানিয়া অতীন্দ্রিয় সুখ ও অমৃত-লাভের বাসনা হইলে,বাঁকুড়া জেলার শিক্ষিত জন-মণ্ডলী এই গ্রন্থখানি অগ্রে পাঠ করিবেন, আশা করা যায়। এই গ্রন্থের উপযুক্ত আদর না হইলে বুঝিব, আমাদের দেশের উন্নতি হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। মহানুভব গ্রন্থকার মহাশয় সাধারণের নিকট প্রচুর উৎসাহ পাইয়া গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ড ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে থাকুন,ইহাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা।"

৩৮। রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ ;১৩১৫,২৪শে ও ৩০শে বৈশাখঃ—

" * * * এ গ্রন্থের অবতরণিকাও একটী অমূল্য বস্তু। মূল গ্রন্থ বাদ দিলেও,শুধু এই অংশের জন্য গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি উন্নত স্থান অধিকার করিবে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থকারকে কতদূর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে" ইত্যাদি। (এই সমালোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া আর অধিক উদ্ধৃত হইল না)।